বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ
১৮২৪

প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

আমার প্রয়াত মা
কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচিপত্র

লেখকের নিবেদন

১৮৫৭ সালের মহা সিপাহী বিদ্রোহের ৩৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৮২৪ সালে বারাকপুরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানিবাসে প্রথম যে ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছিল এ-বিষয়ে এ-পর্যন্ত কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি । প্রকাশক কে পি বাগচীকে ধন্যবাদ যে তাঁরা গত বছর আমার ইংরাজী গবেষণা গ্রন্থ *Tulsi Leaves and The Ganges Water : The Slogan of The First Sepoy Mutiny at Barrackpore, 1824* প্রকাশ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ উপরোক্ত গ্রন্থের আক্ষরিক বাংলার অনুবাদ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে ইংরাজী বা বাংলা দুই ভাষায় এই গ্রন্থ রচনায় আমার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। বিগত বিশ বছরে আমার গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে ১৭৬২ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে বহির্বিশ্বে ডাচ, ফরাসী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ভারতীয় টাকায় ভারতীয় সিপাহীদের ভূমিকা । এই দীর্ঘ সময়ের কালে কোম্পানীর সামরিক অভিযানে ব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ ভারতীয় সরকার ও ইংলণ্ডের বৃটিশ সরকারের মধ্যে বিতর্কিত দায়ভার, অভিযানকালে সিপাহীদের বেতন, বৈদেশিক ভাতা, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পরিসেবা, পেনসন, আহত, নিহত ও অক্ষম সিপাহীদের ভবিষ্যৎ, সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর অন্যায় ও অবিচার প্রমুখ বিষয়ের অনুপুঙ্খ পরিসংখ্যানমূলক পর্য্যালোচনা এই গবেষণার অন্তর্ভূক্ত। বিগত দশ বছরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, নন্দন ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় মোট দশটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমার পরিকল্পনা গোটা বিষয়ের গবেষণা দুই খণ্ডে প্রকাশ করা। প্রথম খণ্ডে আছে স্প্যানীয় ডাচ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে বোম্বাই, কোলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে ভারতীয় সিপাহী অভিযান, (ক) ম্যানিলা (১৭৬২-৬৬), (খ) সিংহল (১৭৮১-৮২, ১৭৯৫-৯৬), (গ) মিশর (১৮০১-০২), (ঘ) মরিশাস ও জাভা (১৮১০-১৬) ও (ঙ) ব্রহ্মদেশ (১৮২৪-২৬)। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে চীন (১৮৪০-৪২, ১৮৫৬-৬৪), পারস্য (১৮৪৬-৫৭), আবিসিনিয়া (১৮৬৬-৬৭), পেরাক (মালয়েশিয়া) (১৮৭৫), মাল্টা (১৮৭৮), মিশর (১৮৮২), সুদান (১৮৮৫), সুদান (১৮৯৬-৯৭) ও চীন (১৮৯৯) প্রমুখ দেশে সিপাহী অভিযান। উভয় খণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থাকছে বহির্বিশ্বে সিপাহী অভিযানে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সিপাহীদের প্রতিবাদী বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ । এই শেষোক্ত বিষয়ে আকর তথ্য অনুসন্ধানে ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ইংলণ্ডের পাবলিক রেকর্ড অফিস যার এখন নামকরণ করা হয়েছে The National Archives of UK, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে চার বছর অতিবাহিত হয়েছে । যদিও ইংলণ্ডের উপরোক্ত গ্রন্থাগার ও মহাফেজ খানায় আমার যাতায়াত এক নাগাড়ে ১৯৬৪ থেকে ১৯৮০ সাল। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগে

শিক্ষকতায় যোগদানের পর ২০০২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছরের প্রত্যেক গ্রীষ্মের ছুটিতে দুই মাস করে ইংলন্ডের প্রধান গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় কাটিয়েছি। কিন্তু ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের আকর তথ্যের নিশানা পাই নি। তখনই বুঝেছিলাম কে অ্যান্ড ম্যালেশন, আর. সি. মজুমদার, এস. এন. সেন, এস. বি. চৌধুরী প্রমুখ সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরা কেন এই বিষয়ে সামান্য উল্লেখ ছাড়া বিশদভাবে কিছুই লেখেন নি। ১৯৮৯-৯৩ সালের তিন গ্রীষ্মাবকাশে পুরো সময়টা আমি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও পাবলিক রেকর্ড অফিস খুঁজেও ১৮২৪ সালের বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের কোন দলিল পাই নি। ১৯৯৩ সালে গ্রীষ্মে ইংলন্ডে গিয়ে দেশে ফেরার কয়েকদিন আগে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ - এর সমর বিভাগীয় একটি গ্রন্থাগার থেকে ১৮২৪ সালের বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ টি. ই. ডেমস্টার লিখিত একটি ১৩ পৃষ্ঠার দিনপঞ্জীর সন্ধান পাই। ডঃ টি. ই. ডেমস্টার ১৮২৪ সালের বিদ্রোহের সময় বারাকপুর সামরিক হাসপাতালের সার্জেন ছিলেন। কিন্তু তিনি ১৮৫৭ সালে সামরিক বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, ঠিক যে সময়ে বারাকপুরের সেনা নিবাসে মংগল পান্ডের নেতৃত্বে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, এমন কি কলকাতার সরকারী মহলে ১৮২৪ সালে ভয়ংকর বিদ্রোহের কথা কেউ জানতেন না। তখনই তিনি ডায়েরী রচনা করেন। কিন্তু তিনি উক্ত ডায়েরী আর প্রকাশ করেন নি তার কারণ গ্রন্থে বলা আছে। তাঁর কোম্পানীর চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরের বছর (1858) থেকে ১১৮ বছর ডায়েরীটা ইংলন্ডে তাঁর পারিবারিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭৬ সালে সেখান থেকে উদ্ধার করে তা ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন-এ রাখা হয়। একই সাথে উদ্ধার করি অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী লেডী আমহার্স্ট-এর দিনলিপি। বিদ্রোহের রাতে সপত্নী ও সকন্যা গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট বারাকপুর-এর রাজ প্রাসাদে ছুটি কাটাতে আসেন এবং ২রা নভেম্বর সকালে লেডী আমহার্স্ট বারাকপুর প্যারেড গ্রাউন্ডে সিপাহী বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষন ও হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। একই সময়ে আমি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি সংগ্রহশালা থেকে ১৮২৮ সালে লিখিত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের এক চিঠি থেকে জানতে পারি যে ১৮২৪ সালে বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ত প্রতিবেদন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম থেকে লন্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের হাতে এসেছে এবং বেন্টিংক সহ কোর্ট অব ডাইরেক্টরের সমস্ত সদস্য গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। সেই থেকে আমি নিশ্চিত হই যে বিদ্রোহের সমস্ত প্রতিবেদন কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর গোপন দলিল ভান্ডারে সংরক্ষিত আছে।

তখনকার দিনে বৃটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ৩০ বছরের জন্য সনদ মঞ্জুর করতো। এই সনদ পুনর্নবীকরণের অন্যতম শর্ত ছিল ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে । সেই প্রতিবেদনগুলি বৃটিশ পার্লামেন্ট *East India Papers* শিরোনামায় প্রকাশ করতো । তবে দেখা গেছে ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিবেদন যার মধ্যে কোম্পানীর নানান দোষ ত্রুটি নিহিত এমন সমস্ত দলিল আর পার্লামেন্টে পেশ না করে কোর্ট অব ডাইরেক্টর-এর গোপন কমিটির গোপন দলিল ভান্ডারে শ্রেণীবদ্ধবিহীন অবস্থায় সংরক্ষিত করে রাখা হয় । এইভাবে দেখা গেছে (অন্ততঃ যারা ১০ /২০ বছর ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গবেষণার সাথে যুক্ত) শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোম্পানীর গোপন দলিল ভান্ডারে এমন হাজার হাজার ঘটনার প্রতিবেদন বিধৃত রয়েছে যা গবেষকদের কাছে একেবারেই অজানা। বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ এমনই এক ঘটনার দলিল যা বর্তমান লেখকের হাতে না পাওয়ার পূর্বে প্রায় ১৭০ বছর কোম্পানীর গোপন দলিল ভান্ডারে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ।

তবে গোপন দলিল ভাণ্ডার থেকে অজানা আকর তথ্য অনুসন্ধানের কাজ খুবই পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ। সেজন্য ১৯৯৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাস ছুটি নিই এবং আমার পূর্বতন গবেষণা কেন্দ্র লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিস-এর সুপারিশক্রমে চার্লস ওয়ালেশ ইন্ডিয়া ট্রাষ্টের থেকে গবেষণা বৃত্তি নিয়ে আগষ্ট ১৯৯৪ থেকে জানুয়ারী ১৯৯৫ পর্যন্ত ছয় মাস কোম্পানীর তদানীন্তন গোপন দলিল ভান্ডারকে প্রায় চিরুনী তল্লাসীর কাজে নেমে পড়ি । একটানা চার মাসের মাথায় প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠার ৪ খণ্ডের বারাকপুর ও রংপুরের সিপাহী বিদ্রোহের পাণ্ডুলিপি পেয়ে যাই । ১৯৯৫ সালে দেশে ফিরে প্রথমেই নন্দন পত্রিকায় বর্তমান গ্রন্থের শিরোনামায় একটি বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ১৯৯৫ সালের শেষে ডিসেম্বরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রীমতী দিপালী ঘোষ ও উক্ত লাইব্রেরীতে দীর্ঘদিনের গবেষক সাহিত্যিক শ্রী হিরন্ময় ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের ওপর আমার প্রবন্ধ পাঠ করি । এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের ক্যামডেন টাউন হলে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন লন্ডন বরো অব ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র শ্রী রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। এই সম্মেলনের জন্য ক্যামডেন টাউন হলটি নির্বাচিত করা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। ১৯৯৬ সাল হল ১৮৯৬ সালে দাদাভাই নৌরজী বৃটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচন প্রচার বর্ষের শতবর্ষ উৎযাপন। এই কেন্দ্র থেকে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। তখন এই কেন্দ্রের নাম ছিল ফিন্সবেরি সার্কাস। অধুনা লন্ডন বরো অব ক্যামডেন। দাদাভাই নৌরজী হলেন প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী বহির্বিশ্বে বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের আত্মত্যাগ, দুর্দশা এবং দরিদ্র ভারতবাসী প্রদত্ত রাজস্বের দ্বারা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ভার বহনের মঞ্চে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অন্যায় ও অবিচারের কাহিনী ইংলণ্ডের জনসমক্ষে

তুলে ধরেন এবং এই বিষয়টি হল আমার দীর্ঘদিনের গবেষণার মূল বিষয়। সেদিক থেকে ১৮২৪ সালের বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী তার এক অপ্রত্যাশিত ফলশ্রুতি ।

১৯৯৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বারাকপুরে নোনা চন্দনপুকুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক সম্মেলনে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রনে বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করি। এর পর কয়েকজন শিক্ষক আমার সাথে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং যেহেতু এবিষয়ের ওপর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি সেজন্য পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এসব বিচার বিবেচনা করে আমার মূল গবেষণা প্রকাশের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় বর্তমান গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট হই ।

১৯৯৯ সালে এই গ্রন্থের ইংরাজী পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করার জন্যই লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গিয়ে বিদ্রোহের সময় সিপাহীদের মধ্যে গোপনভাবে প্রচারিত সমকালীন হিন্দী ভাষায় পাঁচটি প্রচার পত্রের সন্ধান পাই। কলকাতায় এসে উক্ত প্রচার পত্রের কপিগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী বিভাগের সহকর্মীদের দেখাই। দেখে তাঁরা উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থটি যাতে হিন্দী ভাষায় অনুদিত হয় তার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। কারণ ১৮৫৭ সালের ৩৩ বছর আগে উত্তর প্রদেশ ও বিহার অঞ্চলের বেনারস, পাটনা, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও কানপুর অঞ্চলের হিন্দু, মুসলিম ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ যারা বেঙল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিতে যোগ দিয়েছিল তারা যে কোম্পানীর সামরিক বিভাগের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নির্ভীকভাবে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে সংঘবদ্ধ হতে পারে বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ সেই প্রতিবাদী চেতনার প্রথম এক সার্থক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার তাৎপর্য্য আজও ভারতবর্ষের মানুষের কাছে রয়েছে। সেই জন্য এই গ্রন্থের একটি হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে ।

বর্তমান গ্রন্থে আকর তথ্যের নিরিখে বিদ্রোহের কারণ, গতিপ্রকৃতি, বিদ্রোহের তদন্ত ও সবিশেষ ফলাফলের ওপর অনুপুঙ্খ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । আগ্রহী ও বিশেষজ্ঞ পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে বিদ্রোহ সংক্রান্ত ভারত সরকারের চিঠি পত্র গভর্নর জেনারেল ও কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশনামা এবং তদন্ত কমিশনের কাছে প্রদত্ত প্রধান ইউরোপীয়ান অফিসার ও অভিযুক্ত বন্দী সিপাহীদের সাক্ষ্যের অনুলিপি সংযোজনা করা হয়েছে যাতে পাঠক ও গবেষকগণ বিদ্রোহ সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন। পরিশিষ্টে আকর তথ্যের অংশগুলির কোন ভাষান্তর করা হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবে।

এ গ্রন্থের গবেষণা ও রচনার জন্য ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । এঁদের মধ্যে আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন

উপাচার্য্য অধ্যাপক রথীন্দ্র নারায়ন বসু, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সাংসদ, *নন্দন* সম্পাদক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত, আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুশীল চৌধুরী এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র ও ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার ডঃ সৈয়দ রাসেদ আলী। আমি ধন্যবাদ জানাই ইংলন্ডের আমার পূর্বতন গবেষণা কেন্দ্র লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর উপআধিকারিক অধ্যাপক পিটার রব, চার্লস ওয়ালেশ ইন্ডিয়া ট্রাস্টের মহাসচিব ডঃ ফ্রাঙ্ক টেইলর, ওয়েলকাম ট্রাস্টের ইতিহাস বিভাগীয় আধিকারিক ডঃ জন ম্যালিনকে। ১৯৯৪ থেকে ২০০০-এর মধ্যে এঁরা আমাকে ৫ বার ইংলন্ডে গ্রীষ্মকালীন গবেষণাবৃত্তি মঞ্জুর করেছেন যার ফলে আমি বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ছাড়া, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, এডিনবরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি। ইংলণ্ডের স্যাণ্ডার্স্টের রয়াল মিলিটারী একাডেমীর সেনাবিদ্রোহ বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট সামরিক ঐতিহাসিক অধ্যাপক ইয়েন বেকেট ১৯৯৪ সাল থেকে আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৯৯ সালে তিনি আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণের পাণ্ডুলিপি দেখে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করেন। কারণ তিনি বারাকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না। পরের বছর আমি ২০০০ সালে গ্রীষ্মের ছুটীতে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল লুটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক সামরিক ইতিহাসের আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত হই। আমার এই গবেষণার সাথে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার ইংলন্ডের দীর্ঘদিনের বিশিষ্ট বন্ধুদের আতিথেয়তা ও সহযোগিতা। বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক প্রয়াত গোপীনাথ মণ্ডল ও শ্রীমতী রমা মণ্ডল ও ওঁদের পুত্রদ্বয় স্বপন ও মিঠুন, কন্যা রত্না, জামাতা অরুণ দেবনাথ, কমরেড ইন্দ্রজিত চক্রবর্তী, ডাঃ ও শ্রীমতী ভাদুড়ী, কমরেড সর্বান সিং, শ্রীমতী ও শ্রী হালদার মহাশয়দের। বিগত ২০ বছর আমার স্বল্পকালীন ইংলন্ডে অবস্থান কালে এঁদের সকলের সহৃদয় আতিথেয়তা ও সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

লিপি মুদ্রণে ও প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন শ্রী মনোরঞ্জন দে ও শ্রী নীলাদ্রি শেখর দে। এঁদেরকে ধন্যবাদ। তবে ভুল ত্রুটি যদি কিছু থাকে তার সব দায়ভার আমার। কে পি বাগচীর সংস্থাকে অজস্র ধন্যবাদ। তাঁরা ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সহযোগিতার জন্য। বৃটিশ লাইব্রেরীর উপ-আধিকারিক মিঃ গ্রাহাম শ ও শ্রীমতী দিপালী ঘোষ সহ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর অসংখ্য কর্মী দীর্ঘদিন ধরে আমার গবেষণার কাজে অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছেন।

তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি ধন্যবাদ জানাই অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলন্ডের পাবলিক রেকর্ড অফিস (এখন National Archives of U K), স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ওয়েলকাম ইনস্টিটিউট, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ ও রয়াল মিলিটারী একাডেমীর গ্রন্থাগারের সহৃদয় কর্মীদের। আমার কন্যা ডঃ সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (অধুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উলফসন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার), বিগত ছয় বছর প্রত্যেক গ্রীষ্মাবকাশে আমার ইংলন্ডে অবস্থানের সব রকম দায়ভার গ্রহণ করে গবেষণার কাজ সুগম করে দিয়েছে। বিশেষ করে প্রথম কয়েক বছর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের তাঁর নিজস্ব গবেষণা ও শিক্ষকতার মত অক্লান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও স্কটল্যাণ্ডের ১৮২৪-২৫ সালে *গ্লাসগো হেরাল্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮২৪ সালে বারাকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের এক বিরল প্রতিবেদনের অনুলিপি আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে আমার গবেষণার তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া লন্ডনে বৃটিশ লাইব্রেরীতে দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর সমকালীন বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের দুটি দুষ্প্রাপ্য মানচিত্র আমার জন্য সংগ্রহ করেছে। পরিশেষে আমার স্ত্রী রমা সংসারের দৈনন্দিন অনেক কাজ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে গবেষণায় সাহায্য করেছেন এবং এই গ্রন্থের নির্ঘন্ট সূচী রচনা করে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।

প্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসর প্রাপ্ত রীডার,
ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
ক্ষুদিরাম শিক্ষা প্রাঙ্গন, আলিপুর,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি ও মানচিত্রের তালিকা

সারসংক্ষেপ

B C	Board's Collection
B L	The British Library
B M N L	The British Museum Newspaper Library, Colindale
B M C	Bengal Military Consultation
B N I R	Bengal Native Infantry Regiment
C in C	Commander in Chief
C D	*The Court of Directors of the East India* Company
C ol. No.	The Collection Number
D M	The District Magistrate
D R A M	Documents Relating to Assam Mutiny
D R B M	Documents Relating to Barrackpore Mutiny
E I C	The East India Company
F O I E	Foreign and Overseas Indian Expedition
G. in C.	Governor in Council
G. G. in C.	Governor General in Council
H M S O	His/Her Majesty's Stationary Office
J F R	Java Factory Records
J S A H R	*Journal of the Society of Army Historical Research*
Lt. Col.	Lieutenant Colonel
M N I R	Madras Native Infantry Regiment
O I O C	Oriental and India Office Collection
P C H E	Proceedings of the Court of Enquiry
P I H C	Proceedings of the Indian History Congress
P N G C M	Proceedings of the Native General Court Martial
P R O	Public Records Office, United Kingdom

ভূমিকা

১৮২৪ সালে ২রা নভেম্বর সকালে বারাকপুর সেনানিবাসে ভারতীয় সিপাহীদের প্রথম বড় মাপের বিদ্রোহ হচ্ছে বহির্বিশ্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহ। ১৭৬২ সাল থেকে ডাচ, ফরাসী ও স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ কলকাতা ও বোম্বে থেকে ম্যানিলা, (১৭৬২ - ৬৬), সিংহল (১৭৮১, ১৭৯৫ - ৯৬), আম্বোয়ানা (১৭৯৬), মিশর (১৮০১-০২), মরিশাস ও জাভা (১৮১০-১২) প্রমুখ দেশে দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের সামুদ্রিক অভিযানে পাঠানো হয়।[১] কিন্তু এই সমস্ত অভিযানে পাঠানোয় কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখা যায় নি। কারণ অভিযান কালে কোম্পানী সিপাহীদের বৈদেশিক ভাতা, পেনসন ও অভিযানকালীন বিনা মূল্যে খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে। কিন্তু ১৮২৪ সালে বারাকপুর থেকে তিনটি নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট, ২৬, ৪৭ ও ৬২ নং কে ব্রহ্মদেশে পাঠানোর সময় সিপাহীরা দাবী করে যতক্ষণ না তাদের দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের মত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তারা অভিযানে অগ্রসর হবে না। তার ফলেই ভারতের সমর অধিনায়ক বিদ্রোহী তিন বাহিনীকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার[২] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যার দৃষ্টান্ত ভারতে কোম্পানী ও বৃটিশ রাজ আমলের সামরিক ইতিহাসে বিরল।

স্বাধীন, পরাধীন পৃথিবীর যে কোন দেশে স্থল ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ যে কোন মাপের হোক, একটি সাধারণ ঘটনা। মিউটিনি বা বিদ্রোহের অর্থ হচ্ছে যে কোন সামরিক অধিকর্তার আইনগত ভাবে ঘোষিত আদেশ সংঘবদ্ধভাবে অমান্য বা বিরোধিতা করা অথবা আইনগত সামরিক অধিকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করতে সহকর্মী সৈনিকদের উৎসাহিত ও উস্কানী দেওয়া বা দেওয়ার চেস্টা করা।[৩] এই অমান্যতা ও অবাধ্যতাকে আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন কোন আইনানুগ সামরিক অফিসারের পদাধিকার বলে প্রদত্ত নির্দেশ বা command যদি নিম্নপদস্থ সৈনিক বা সামরিক অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে তাহলে তা হবে শৃংখলা ভংগের কাজ এবং তা বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য হবে।[৪] ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি সৈনিকদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর যত প্রভাবশালী হোক না কেন সেগুলি কখনই সামরিক আদেশ লঙ্ঘন করার অজুহাত বা অছিলা হিসাবে গণ্য করা যাবে না।[৫] তবে কোন অবস্থায় যদি সামরিক আদেশ বেআইনী হয় তাহলে সৈনিকরা উচ্চতর সামরিক অধিকর্তার আদেশ অমান্য করতে পারে।[৬] উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে যে যদি নিরপরাধী শান্ত জনতার উপর গুলি বর্ষনের কোন সামরিক নির্দেশ আসে তাহলে সৈনিকরা সে নির্দেশ অমান্য করতে পারে। অবশ্য এ ধরনের নির্দেশ একমাত্র নাৎসী জার্মনীর আমলের ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের কারণ সামরিক অফিসার ও সংশ্লিষ্ট দেশের সামরিক আইনের নিরিখে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। প্রথমত ঃ বেতন, ভাতা, পেনসন, পদোন্নতি প্রমুখ বিষয়ের ওপর সৈনিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত ঃ সৈনিকদের প্রতি সামরিক অধিকর্তার জাতি ধর্ম ও সংস্কারগত বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণ সৈনিকদের সংঘবদ্ধভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তৃতীয়ত ঃ পরাধীন দেশের সামরিক বিভাগে নিযুক্ত দেশীয় সৈন্যরা রাজনৈতিক ভাবে ঔপনিবেশিক সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্বাধীন দেশের সামরিক বিভাগে সৈনিকদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার উৎস প্রথমোক্ত কারণগুলি। অন্যদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশের সামরিক বিভাগে যেখানে দেশীয় মানুষ সৈন্যদলে ভাড়াটিয়া হিসাবে নিযুক্ত, তাদের মধ্যে যে সমস্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ বেতন পদোন্নতি ভাতা, পেনসন সংক্রান্ত অসন্তোষ ছাড়াও দেশীয় ভাড়াটিয়া সৈনিকদের প্রতি বিদেশী সামরিক অধিকর্তার জাতি ও বর্ণগত বিদ্বেষের সংঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়া। বিদ্রোহ দমন ও বিদ্রোহী সৈনিকদের শাস্তি প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয় বিদ্রোহীদের প্রতি শাসক সামরিক গোষ্ঠীর জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভংগীর দ্বারা। ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের নৌ ও স্থল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দমন ও বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানে কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড ছাড়া ব্যাপক দৃষ্টান্তমূলক নিষ্ঠুরতম অমানবিকভাবে সামরিক অধিকর্তার শক্তি প্রদর্শনের প্রমাণ নেই।[৭] অন্যদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশ সমূহের দেশীয় সৈনিকদের দ্বারা সংঘঠিত বিদ্রোহ দমনে গোটা বিদ্রোহী বাহিনীকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হত এবং সামরিক আদালতের বিচারে যাদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হত তাদের শাস্তি ছিল পায়ে ভারী লোহার বেড়ী বেঁধে সশ্রম কারাবাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষসহ তার উপনিবেশগুলির সামরিক বিভাগে সেনা বিদ্রোহগুলি বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে ১৭৫৪ সালে প্রণীত Articles of War and Mutiny Act দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হত।[৮] কিন্তু ১৮৬৯ সালের পর থেকে বৃটিশ ভারতের সেনা বাহিনীতে সংঘঠিত বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ১৮৬৯ সালে প্রণীত ভারত সরকারের ৫ নং আইন দ্বারা। পরবর্তীকালে ১৮৯৪ সালে প্রণীত ভাবত সরকারের ১২ নং আইন দ্বারা প্রথমোক্ত আইন সংশোধিত হয়।[৯] কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের সেনা ও নৌবিদ্রোহে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশের সেনা বিদ্রোহের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে বিদ্রোহের কারণ ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশের সেনা বিদ্রোহের মৌলিক কারণ বেতন ভাতা পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ছাড়াও দেশীয় সৈনিকদের প্রতি বিদেশী সামরিক শাসক গোষ্ঠীর জাতি ও বর্ণগত বিদ্বেষ এবং তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদও বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বিদ্রোহ দমন কিভাবে করা হবে এবং বিদ্রোহীদের শাস্তির প্রক্রিয়া কেমন হবে সবই নির্ভর করে বাস্তব অবস্থা ও সামরিক অধিকর্তার সদিচ্ছার ওপর।

১৭৫৪ সালে প্রণীত বৃটিশ পার্লামেন্টের Articles of War and Mutiny Act এবং ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইনে এবিষয় সামরিক অধিকর্তার প্রতি কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের নৌ ও সেনা বিদ্রোহ দমন ও বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধান প্রক্রিয়ায় সামরিক অধিকর্তা সব সময় সচেতন থাকেন সংশ্লিষ্ট দেশের পার্লামেন্ট বা জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার ওপর।[১০] এটা দেখা গেছে ঐ সমস্ত দেশের সেনা বিদ্রোহ দমনে বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রক্রিয়ায় সব সময় অমানবিক নিষ্ঠুরতা বর্জন করা হয়। তার কারণ হাজার হোক তারা তো নিজের দেশের সন্তান।[১১] কিন্তু এশিয়া আফ্রিকা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রমুখ ঔপনিবেশিক দেশের সেনা বাহিনীতে বিদেশী সামরিক অধিকর্তার ওপর জনমতের কোন প্রতিক্রিয়া বা চাপ ছিল না। ফলে ঔপনিবেশিক দেশের দেশীয় সেনা বিদ্রোহ দমনে বিদেশী সামরিক অধিকর্তার অবাধ ক্ষমতা ছিল এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁরা কোন চিন্তা ভাবনা করতেন না। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বার্থ সুদৃঢ় করা। সেই লক্ষ্যে যে কোন কর্মসূচী তা উপনিবেশের পরাধীন মানুষের কাছে দুর্বিসহ হোক না কেন তাঁরা বিদ্রোহ দমনে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের শাসন ক্ষমতার সূচনা থেকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে কোম্পানীর দেশীয় বাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট খাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। তার পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল। এছাড়া বারাকপুরে সংঘঠিত ছোট

সারণী ১
কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের
সিপাহী বিদ্রোহ ১৭৬৪ - ১৮১২[১২]

বছর	স্থান		সিপাহী বাহিনী		
১৭৬৪	বারাকপুর	৯ নং	বেঙ্গল	নেটিভ	রেজিমেণ্ট
১৭৮৮	পালামগেট		মাদ্রাজ	,,	,,
১৭৮১	বিশাখাপত্তম		ঐ	,,	,,
১৭৮৪	অর্জি	অর্নি	ঐ	,,	,,
১৭৮৫	আর্কট		ঐ	,,	,,
১৭৯৬	মাদ্রাজ		ঐ	,,	,,
১৭৯৭	ওয়ালাহাজাবাদ		ঐ	,,	,,
১৮১২	কুইলন		ঐ	,,	,,

খাটো এবং ১৮০৬ সালে ভেলোরে সংঘঠিত প্রথম ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহ পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।[১৩] তবে বিদ্রোহের মূল কারণ প্রধানতঃ অরাজনৈতিক। সিপাহীদের পক্ষ থেকে তাদের মূল কারণ বেতন ভাতা পেনসন প্রমুখ কাজের সুখ সুবিধা কেন্দ্রিক অসন্তোষ এবং কোম্পানীর দিক থেকে সিপাহীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন জাতি ও বর্ণগত বিদ্বেষ ও তাদের দাবী দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা এবং সুবিবেচনার অভাব। জেমস তার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বলেছেন যে ঔপনিবেশিক দেশের দেশীয় বাহিনীর সাথে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক অধিকর্তার সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে, শাসক শাসিতের সম্পর্ক।

শ্বেতাংগ প্রভূত্ব ও কৃষ্ণাঙ্গ দাসত্ব সম্পর্ক। তিনি আরও বলেন এই বর্ণবিদ্বেষ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক মানসিক চাপ ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবস্থা সৃষ্টি হয় তারই ফলশ্রুতিতে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশীয় বাহিনীর বিদ্রোহী মনোভাব। এবং এই সমস্ত বিদ্রোহ এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে দমন করা হয় যার দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর বিদ্রোহে বিরল।[১২] আসলে এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের সামরিক বাহিনীর দেশীয় সেনা বিদ্রোহ দমনে গণহত্যামূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়, এসব বিষয়গুলি যদি ন্যায় নীতিও মানবিক দৃষ্টিতে দেখা হোত তাহলে বিদ্রোহ দমনের নামে অনেক অহেতুক রক্তপাত এড়ানো যেত। শুধুমাত্র শ্বেতাংগ প্রশাসকের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সমস্ত মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধকে আড়াল করে রেখেছে।

১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহ হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে সিপাহীদের প্রথম ব্যাপক বিদ্রোহ। সেজন্য ১৮২৪ সালে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের আলোচনা শুরু করার আগে ভেলোরের বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রাসংগিক কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ কোম্পানীর দেশীয় সিপাহী বিদ্রোহ দমনের প্রশ্নে বিশেষ করে শাস্তি প্রক্রিয়া প্রয়োগে ন্যায়, নীতি ও মানবিক বিচার বিবেচনার পরিবর্তে কিভাবে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার কাছে বর্ণবিদ্বেষ প্রাধান্য লাভ করে সেটা দেখা উচিত। ভেলোর বিদ্রোহের মূলে ছিল সিপাহীদের প্রতি মাদ্রাজ সামরিক অধিকর্তার কঠোর নির্দেশ জারী করা হয়। যাতে সিপাহীরা কপালে কোন ফোঁটা বা তিলক কাটতে পারবে না, মাথায় পাগড়ীর পরিবর্তে ইউরোপীয় টুপি এবং পায়ে মোজা পরতে হবে। এই নির্দেশ জারী হওয়ার অব্যবহিত পরে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। তারা এটাকে তাদের কৃষ্টি ও সামাজিক রীতি নীতির ওপর চরম হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। এবং তা প্রাচীর বেষ্টিত ভেলোর দুর্গে অবস্থানরত একমাত্র সিপাহী বাহিনীর মধ্যে হিংসাত্মকভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। ভেলোর দুর্গে তখন টিপু সুলতানের দুই শিশু পুত্র সহ সমস্ত পরিবারবর্গ বাস করতেন। সুতরাং এই অবস্থায় সিপাহীদের মনে পরাজিত টিপুর দেশপ্রেমের কথা ইংরাজ-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।[১৩] ১৯শে জুলাই ১৮০৬ রাত দুটোয় হঠাৎ সশস্ত্র সিপাহী বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত ইংরাজ সিপাহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে ১৫ জন অফিসার সহ ১৩০ জন ইংরাজ সৈন্য নিহত হয়। অবশ্য বিদ্রোহীরা মহিলা ও শিশুদের অক্ষত অবস্থায় রাখে। গোটা ভেলোর দুর্গ তখন বিদ্রোহীদের দখলে। দুর্গে বৃটিশ পতাকা নামিয়ে মহীশূরের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই অবস্থা মাত্র কয়েক ঘণ্টা চলার পর সে রাতেই ১৬ মাইল দূরে আর্কটে জিলেসপির নেতৃত্বে বিশাল ইংরাজ বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। তার-পর দিন সকাল দশটার মধ্যেই ইংরাজ বাহিনী বিপুল বেগে দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে প্রায় ৩৫০ জন সিপাহী হত্যা করে দুর্গ পুনর্দখল করা হয়। কয়েকশত সিপাহী আহত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী গ্রামে মৃত্যুবরণ করে এবং ৬০০ সিপাহীদের বন্দী করা হয়। দুমাস পরে ভেলোরে গঠিত এক সামরিক আদালতে ২৪ জন বিদ্রোহী নেতাকে সনাক্ত করা হয় এবং বিচারে প্রধান নেতা জমাদার শেখ কাসিম

সহ তিন জন দেশীয় অফিসার ৭ জন কমাণ্ড অফিসার ১১ জন সিপাহী ও আরও ষোলজনকে অভিযুক্ত করা হয় ও সবাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী লেফটেনান্ট ব্লাকিষ্টন সেই অমানবিক নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। পাঁচ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আট জনকে একটি গণ ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ জনের দেহের রক্ত বন্যায় ততক্ষণে বধ্যভূমি ভিজে গেছে। রক্ত-মাংস তৃষাতুর শকুনের দল ততক্ষণে বধ্যভূমির আকাশে চক্কর দিতে শুরু করেছে। ফাঁসী কাঠের পাশেই সাজানো ৬টি কামানের মুখে বেঁধে রাখা হয় ছয় জনকে। তার পর একের পর এক ছজনকে উড়িয়ে দেওয়া হয় তোপের মুখে। ছিন্ন ভিন্ন দেহের মাংস পিণ্ড তুবড়ীর ফুলকীর মত আকাশ ছেয়ে ফেলে। সংগে সংগে সুরু হয় চক্কর দেওয়া শকুন দলের উড়ন্ত ভোজন ক্রিয়া।[১৬] সেনা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে হত্যার প্রদর্শনীমূলক এই মহড়া ঔপনিবেশিক এশিয়া ও আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ভেলোরে সামরিক শাস্তির ভয়ংকর বিচিত্রানুষ্ঠান এখানেই শেষ নয়। একই সাথে চলে মাদ্রাজ সামরিক ও অসামরিক অধিকর্তার মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা। যে ৬০০ জন বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করা হয়েছে তাদের নিয়ে কি করা হবে ? শাস্তি বিধান না শাস্তি মকুব। না একেবারে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। মাদ্রাজের উদারনৈতিক গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক, যিনি এই বিতর্কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন, তাঁর মতে "বুলেট এবং বেওনেট" সাময়িক ও তাৎক্ষণিক নিস্তব্ধতা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু ভারতে কোম্পানীর দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থ রক্ষার উপযোগী নয়। তাঁর মতে এজন্য চাই ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও আপোষমূলক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।[১৭] কট্টর রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী সংখ্যা গরিষ্ঠের মত ছিল ৬০০ জনেরও কঠোর শাস্তি বিধান করা হোক। অবশ্য এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো। তিনি স্বয়ং কলকাতা থেকে মাদ্রাজে গিয়ে বেন্টিংক-এর পক্ষ সমর্থন করেন এবং ৬০০ জনকে বেকসুর মুক্তি দিয়ে কোম্পানীর সেনাবাহিনী থেকে তাদের বরখাস্ত করেন। বন্দীদের শাস্তি বিধানে মিন্টো বেন্টিংকের মতাদর্শের মর্য্যাদা দিলেন বটে, কিন্তু লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর ভেলোরে গোটা সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ করে ১৩০ জন নিরস্ত্র ইউরোপীয়ানদের হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়িত্ব চাপালেন বেন্টিংক ও মাদ্রাজ সেনাপতি স্যার জন কারড্রকের ওপর। এর শাস্তি স্বরূপ বেন্টিংক ও জন কারড্রককে অত্যন্ত অসম্মানজনক ভাবে বরখাস্ত করা হয় যার দৃষ্টান্ত ঔপনিবেশিক ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে বিরল।[১৮] ভেলোর বিদ্রোহের প্রভাব নন্দীদুর্গ ও বাংগালোরে অবস্থিত সিপাহীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানকার সেনানিবাসে ইউরোপীয়ান অফিসারদের হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া যায়। তবে তা সময়মত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকরী হয়নি। সেখানকার সিপাহীদের নিয়োগ করা হয়েছিল মহীশূরের পূর্ব্বতন টিপুর বাহিনী থেকে। তাদের মধ্যেও পাগড়ীর পরিবর্তে ইউরোপীয় টুপি ব্যবহারের প্রতিবাদে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত ছিল।[১৯] পরের বছর ১৮০৭ সালে পালামকোট, ওয়ালাজাহাবাদ ও শংকর দুর্গে অবস্থিত ৪৫০ মুসলিম সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্রোহী ভাব দেখা

দেয়। তাদের আশংকা তাদেরকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হবে।[২০] তবে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের কাছে প্রেরিত বেন্টিংকের স্মারকলিপিতে জানানো হয় এ সব রটনা মাত্র এর পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি নেই।[২১]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এ সত্য প্রমাণিত হয় যে বৃটিশ ন্যায় নীতি ও মানবিক বিচারবোধ সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও ঔপনিবেশিক ভারতের বৃটিশ প্রশাসকদের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত ছিল। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সামরিক অধিকর্তা ও কোম্পানীর নিযুক্ত সিপাহীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হত সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছাড়াও বর্ণগত প্রভেদ ও শ্বেতাংগ আধিপত্যের মানসিকতা দ্বারা। কিন্তু এই সত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ বরাট, ম্যাসন, হীথকোট ও আলভি প্রমুখ গ্রন্থকারের লেখায় একেবারে অনুপস্থিত।[২২]

১৮০৬ সালের ভেলোর বিদ্রোহের ১৮ বছর পর সংঘঠিত বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ঐতিহাসিকদের সামনে উপরোক্ত সত্য যাচাই করার জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। সেজন্য বর্তমান গ্রন্থে ১৮২৪ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও গতিপ্রকৃতি অণুপুঙ্খ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার যে চিরাচরিত বর্ণবিদ্বেষী দৃষ্টিভংগী তার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটাও এখানে বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮২৪ সালের বিদ্রোহের প্রায় ১৭০ বছর ধরে বিষয়টি ইতিহাসের আড়ালে ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ আজও পর্যন্ত নবীন ও প্রবীণ ঐতিহাসিকদের ব্যাপক ও অণুপুঙ্খ গবেষণার বিষয়। এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে সিপাহীদের মধ্যে যে স্বাধিকার বোধ বিশেষ করে তাদের প্রতি কোম্পানীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তারা যে সমবেতভাবে বিদ্রোহী হতে পারে এই বিষয়ে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করা হয় নি। আসলে ১৮৫৭ সালের ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে নি। এর পটভূমি অনেক আগেই বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও পরিস্থিতিতে তৈরী আবর্তে বিবর্তিত হয়েছিল।

কোম্পানীর অধীনে সিপাহীরা ছিল মূলতঃ ভাড়াটিয়া সৈন্য। তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা, অসন্তোষ ও দাবী দাওয়াগুলি ছিল অরাজনৈতিক। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যেহেতু কোন দেশাত্মবোধ ছিল না তারা সেজন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় নি। অন্যদিকে বৃটিশ ঐতিহাসিক গবেষকরাও কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের আনুগত্য বোধের প্রশংসা করেছে বটে কিন্তু সিপাহীদের দৈনন্দিন সমস্যা অসন্তোষ বিশেষ করে বিক্ষিপ্ত নানান বিদ্রোহ কোন গুরুত্ব পায় নি। কারণ এসব প্রশ্নের অবতারণা করার অর্থ কোম্পানীকে সমালোচনা করার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে এডমাণ্ড বার্ক বৃটিশ পার্লামেন্টে যে তুমুল ঝড় তুলেছিলেন তার পর থেকে লণ্ডনের কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ ভারতীয় সিপাহীদের দাবী দাওয়া, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ প্রতিবেদনগুলি পার্লামেন্টের কাছে উপস্থিত করে নি। এই কারণেই ১৮২৪ সলের বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ত প্রতিবেদন কোম্পানীর গোপন কমিটির দলিল ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল।[২৩] যার হদিস বর্তমান লেখকের আগে অন্য কোন ঐতিহাসিক পান নি।

বারাকপুরের এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সংবাদ প্রকাশ করে কলকাতার ইংরাজী দৈনিক *বেঙ্গল হরকরা* ৮ই নভেম্বর ১৮২৪।[২৪] ঠিক পরের বছর স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরে *গ্লাসগো হেরাল্ড* ৩রা নভেম্বর ১৮২৫ পত্রিকায় প্রকাশিত কলকাতা থেকে পাঠানো এক পত্রে এই বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।[২৫] ১৮৪২ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদ পত্র *সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট* - এ (২৮ মে ১৮৪২) এই বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] সে সময় চীনের প্রথম আফিমের যুদ্ধে বারাকপুর থেকে চীনের ক্যান্টন অভিমুখে সিপাহী বাহিনী পাঠানো হচ্ছিল।[২৭] অভিযানকালে সিপাহীদের বেতন ভাতা প্রমুখ দাবী দাওয়ার প্রতি যাতে নজর দেওয়া হয় সেজন্য ১৮২৪ সালের বারাকপুরের বিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখ করে ভারত সরকারকে সতর্ক করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের গ্রন্থকার কে এণ্ড ম্যালিসন[২৮] কোন প্রকার গুরুত্ব না দিয়ে বারাকপুরের বিদ্রোহের উল্লেখ মাত্র করেছেন, ব্যাপক সামরিক হত্যাকাণ্ডের কোন সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেখানে নেই। শশীভূষণ চৌধুরী[২৯] তার গ্রন্থে *গ্লাসগো হেরাল্ড* - এর সংবাদের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার[৩০] বারাকপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে শশীভূষণ চৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্র *দ্য ইংলিশম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের প্রথম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ সেন[৩১] বারাকপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে কে অ্যাণ্ড ম্যালিসনের বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ আকর তথ্যের সন্ধান এবং দেখার সুযোগ পাননি। ১৮২৪ সালের বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁদের যেটুকু লেখা তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান গ্রন্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী যা সম্প্রতিকালে লণ্ডনের বৃটিশ লাইব্রেরীর অন্তর্ভূক্ত সেখান থেকে পাওয়া চারটি মূল আকর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাছাড়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব হিসটোরিকাল রিসার্চ এর সেনা ও নৌবাহিনী বিভাগ থেকে পাওয়া বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে দুজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর দিনলিপি। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর দলিল গুলি হল ঃ (ক) Documents relating to the Mutiny at Barrackpore 1 - 2 November 1824 and proceedings and recommendations of the Court of Enquiry into the Mutiny[৩২]; (খ) Documents of the Sepoy Mutiny at Rungpore in Assam 1825[৩৩]; (গ) Further reports and Papers in the Mutiny at Rungpore in Assam 1825[৩৪] এবং (ঘ) Proceedings of the Court Martial for the trial of the ring leaders of the Mutiny at Rungpore.[৩৫] ইনস্টিটিউট অব হিসটোরিকাল রিসার্চ লাইব্রেরীর তথ্যটি হল ১৩ পৃষ্ঠার একটি দিনলিপি তার রচয়িতা হলেন এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ডা: টমাস আর্সকিন ডেমপস্টার,[৩৬] যিনি বারাকপুর মিলিটারী হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন এবং যে তিনটি বেঙল নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল তার মধ্যে ৪৭ নং বাহিনীর সার্জেন ছিলেন। অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী হলেন লেডি আমহার্স্ট[৩৭] যিনি তাঁর স্বামী লর্ড আমহার্স্ট সহ সেদিন

বারাকপুর গভর্ণর প্রাসাদে ছিলেন। ডাঃ ডেমপস্টার ১৮২২ সালে একজন সরকারী সার্জেন হিসাবে কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের বছরে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে সরকারী মহলে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্ময়কর ধারণা গড়ে ওঠে। ১৮২৪ সালে বারাকপুরে যে 'ব্যাপক ঘটনা ঘটে গেছে' এ বিষয়ে কারও কোন ধারণা ছিল না। সেজন্য তিনি এই ডায়েরী রচনা করেন তাঁর স্মৃতি থেকে। কিন্তু বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ভয়ংকর সময়ে ১৮২৪ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রচার করা একদিকে সরকারের কাছে খুবই অস্বস্তিকর অন্যদিকে বিদ্রোহী সিপাহীদের কাছে উৎসাহ ব্যঞ্জক। তাছাড়া এই দিনলিপির মধ্যে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা কোম্পানীর পেনসন ভোগী হয়ে তাঁর পক্ষে প্রকাশ করা অনুচিত। সেজন্য এই দিনলিপি ডাঃ ডেমপস্টারের ইংলণ্ডের পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল প্রায় ১১৮ বছর। ১৯৭৬ সালে একে আবিষ্কার করেন সামরিক ঐতিহাসিক মেজর জন লাফিন ও সামরিক চিকিৎসক ডঃ এইচ বি ট্রামপার এবং তাঁরা ঐ বছর দিনলিপিটি *Journal of the Society of Army Historical Research*-এ প্রকাশ করেন।[৫৮]

ডায়েরীর মুখবন্ধে ডাঃ ডেমপসটার লেখেনঃ "that a formidable mutiny occurred at one of our largest military stations in Bengal towards the end of the year 1824 and was promptly put down with a high and unsparing hand, are facts which the awful disaster of 1857 have now overshadowed, and all but erased from the memory of the present generation. But truth that mutiny was an event of the gravest import and I believe a true and faithful narrative of its origin, progress and final suppression cannot fail to be interesting and useful to all who desire thoroughly to inform themselves of the history of our military rule in India ...."[৫৯] এই বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডাঃ ডেমপস্টার আরও জোরের সাথে বলেন, "I was the sole Medical Officer of the 47th BNI at the time of the mutiny. All the principal events connected with it took place before my eyes. I was on easy social terms with the commanding officers of the regiment and I shared a house with the regimental adjutant through whose hands all official documents necessary passed. Moreover I afterwards professionally attended the General Officer who pesided over the Special Commission which sat to enquire into, and report on, the causes of the mutiny and who (I may now confess) freely and unreservedly expressed me his opinions on the whole subject. Unimportant details of various kinds have doubtlessly passed from my recollection, but with respect to the mutiny as a whole, I believe I know as much as anyone yet living and can

probably relate the circumstances whether unknown or at least never before communicated to the public."[৪০] এই গ্রন্থে এই বিদ্রোহের সমস্ত প্রকার প্রতিবেদন, বিবরণ ও তদন্ত কমিশনের কাছে প্রদত্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় অফিসার ও বিদ্রোহের সংগে যুক্ত সিপাহীদের সাক্ষ্য বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দেখা যাক ডাঃ ডেমপস্টারের বক্তব্য কতোখানি সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ।

ভূমিকা ও উপসংহার বাদে মোট আটটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কোম্পানীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা প্রয়োজন হলে জাতি ধর্ম সব ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হতে পারে। সরকারের সেনানিবাসে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের মাধ্যমে সিপাহীরা সেই প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী ঐতিহ্য বহন করে আসছে। কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে যোগদানের সময় উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা নিজস্ব ধর্মীয় আচারে কোম্পানীর প্রতি যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করত তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেখানে আরও আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু সিপাহীরা যে 'তুলসী পাতা ও গংগার জল' হাতে করে শপথ গ্রহণ করতো, তা শুধু কোম্পানীর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক নয় তাদের প্রতি কোম্পানীর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্য ও সংহতির সঙ্কল্প। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মদেশ অভিযানকে কেন্দ্র করে বারাকপুরে ২৬, ৪৭ ও ৬২ নং সিপাহী বাহিনীর অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের উৎস। সেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তা সিপাহীদের সুকৌশলে ব্রহ্মদেশ অভিযানের নির্দেশ করেছে এবং অন্যদিকে সিপাহীরা গোপনে নিজেদেরকে সংগঠিত করেছে তাদের দাবী পূরণ না হলে তারা সমুদ্রযাত্রা ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে না। চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্রোহ দমনে ভয়ংকর প্রক্রিয়ার অণুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে হত্যাকাণ্ড থেকে যারা প্রাণ নিয়ে গংগা সাঁতরিয়ে পার হয়ে পরে বারাকপুরের সামরিক আদালতে বিচার ফাঁসি প্রমুখ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্রোহের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন, সুপারিশ ও কমিশনের কাছে ইউরোপীয় অফিসার ও বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমুখ বিষয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। বারাকপুর বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও ফলশ্রুতি হিসাবে আসামে রংপুরের অনুরূপ সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে সরকারী ইস্তাহারে বারাকপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের সমস্ত দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে পরোক্ষভাবে বিদ্রোহীদের শপথ ও সংহতির জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিশেষে ১৮০৬ সালে ভেলোরে বিদ্রোহের পটভূমিতে ১৮২৪ সালের বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সিপাহীর প্রতি কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার সাধারণভাবে জাতি ও বর্ণগত বিদ্বেষের ও তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই হচ্ছে বিদ্রোহের এবং বিদ্রোহ দমন প্রক্রিয়ার অমানবিক নিষ্ঠুরতার মূল কারণ। সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহের সূত্র ধরে কিভাবে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ বারাকপুরের বিদ্রোহের সমস্ত দায় দায়িত্ব গভর্ণর জেনারেল আমহার্স্ট

এর ওপর চাপিয়ে তাঁকে গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এই অধ্যায়ে কলকাতার সরকারী ও বেসরকারী মহলের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এর এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে পরিশেষে কেনই বা এই প্রস্তাব কোর্ট প্রত্যাহার করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। Bandyopadhyay, P., "The Role of the Indian Sepoys in the British Imperial Wars outside India 1762-1801: Apportionment of Costs between the East India Company and Imperial Government," Proceedings of the Indian History Congress (এর পর থেকে *PIHC*) Calcutta 1990, পৃঃ ৭০৬-১৩; "Expansion of the trade in and expulsion of the French from Egypt and the Red Sea areas: East India Company's Sepoy Expedition from India to Egypt 1801-02, *PIHC*, Madras 1996, পৃঃ ৮৩১-৪৫; "Protection of the East India Company's Maritime trade in the Eastern Seas: Indian Sepoy Expedition from Calcutta, Bombay and Madras to Mauritius and Java, 1810-12", Paper presented to the Indian History Congress, Punjabi University at Patiala, 1998; আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Army Headquarters in India (ed.) *Frontiers and Overseas Expeditions from India*, Vol. 6, Calcutta, 1911.

২। Dempster, T.E., 'The Barrackpore Mutiny 1824", *Journal of the Society of Army Historical Research* (এর পর থেকে *JSAHR*) Vol. 54, 1976 পৃঃ ৩-১৩; আরও দ্রষ্টব্যঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, প.," তুলসী পাতা ও গংগার জল" *নন্দন* (শারদ) কলকাতা বঃ সঃ ১৪০১, ইংঃ ১৯৯৪, পৃঃ ১৪৬-৫২, আরও দ্রষ্টব্যঃ 'Water of the Ganges and the Tulsi Leaves Symbol of the Sepoy Solidarity against expedition to Burma 1824 Anatomy of the Sepoy Mutiny of Barrackpore, 1824, *PIHC*, Calcutta 1999, পৃঃ ৮৮৯-৯০০।

৩। War Office, England, *Manual of Military Law*, HMSO, London, 1907, Sec.4, Mutiny and Insubordination, পৃঃ ১৫-১৬ ; আরও দ্রষ্টব্য : Beckett, I.F.W.; "Mutiny", War in Peace No. 47 (Orbits Part-work), পৃঃ ৯৪০-৪৩ ; Lammers, C.J., "Strikes and Mutinies", *Administrative Science Quarterly*, 14 (1969) পৃঃ ৫৫৮-৭২ ; Rose , E , 'The Anatomy of Mutiny' *Armed Forces and Society*, Vol.VIII, 4(1982), পৃঃ ৫৬১-৭৪।

৪। War Office, England, *Manual of Military Law*, পূর্ব্বে উল্লেখিত, Sec.8, পৃঃ ১৬-১৭।

৫। ঐ, Sec.12, পৃঃ ১৮।

৬। ঐ, Sec.12, পৃঃ ১৮। আরও দ্রষ্টব্য : War Office, England, *Manual of the Military Law*, HMSO, London 1899, Ch.II 'History of the Military Law, Mutiny Act & Articles of War', পৃঃ ৭-১৮।

৭। বিশদ বিবরণ ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : James, L., *Mutiny in the British Armed Forces*, 1797-1956, London 1987.

৮। Summary of the Mutiny Act, Act Geo.II 25 March 1754, BL.OIOC, L/MIL/5/386, Coll. No 97, পৃঃ ১৪৬-৪৯, এই আইনের বয়ান পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৯। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Kitchener FW(Major), *The Indian Articles of War*

and Indian Law Text Book, Allahabad 1895

১০। ১৮০৭ সালে মাল্টাতে বিদ্রোহী বৃটিশ সেনাদের প্রতি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Demsey, G C., "Mutiny at Malta: The Revolt of Froberge's Regiment, April 1807, *JSAHR*, Vol. 67, 1989, পৃঃ ১৬-২৭।

১১। ১৭৫০ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে স্থল ও নৌবাহিনীর সামরিক আদালতে মোট ৩৯৫ জন সৈনিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাদের মধ্যে ২৩ জনকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এই ২৩ জনের মধ্যে ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নৌ সৈনিকদের সাথে সমকামের অভিযোগ। এবং মাত্র একজনের অপরাধ ছিল সামরিক বিভাগ ও অফিসারের বিরুদ্ধে গোপন রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র করার। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ McArthur, John, *Principles and Practice of Naval and Military Court Martial with an Appendix*, 4th Edition, Vol. II, London 1813 পৃঃ ৪১৯-৫১।

১২। সংকলিত ঃ *JSAHR*, Vol. 27, 1949, পৃঃ ১৭২ ; *JSAHR* , Vol 30, 1952 পৃঃ ১৪২।

১৩। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ James, L , *Mutiny in the British Armed Forces* etc. পূর্বে উল্লেখিত। আরও দ্রষ্টব্য ঃ Review Notes in *JSAHR*, Vol. 66, 1988, পৃঃ ২৪৩।

১৫। ইংগ মহীশুরের শেষ যুদ্ধে টিপু সুলতান নিহত হন এবং ১৭৯৯ শ্রীরঙ্গপত্তম সন্ধির পর মহীশূর রাজ্য সহ গোটা দক্ষিণ ভারত ইংরাজ কোম্পানীর অধীনস্থ হয়। সেই সময় দুই শিশুপুত্র সহ টিপু সুলতানের গোটা পরিবারকে প্রাচীর বেষ্টিত ভেলোর দুর্গে রাখা হয়। এই সাথে টিপুর সমস্ত সৈন্যদের মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত পূর্ব্বতন মহীশূর বাহিনী কোম্পানীর সরকারকে উৎখাত করার সুযোগ সন্ধানী থাকার ফলে ১৮০৬ সালে জুলাই মাসের মধ্যরাতে টিপুর পূর্ব্বতন বাহিনী ভেলোর দুর্গে ঘুমন্ত নিরস্ত্র ইউরোপীয়ান বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে।

১৬। Bentinck (Lord William Cavendish) *Memorial Addressed to Hon'ble Court of Directors, EIC, on the Mutiny at Vellore, 1806*, February, 1809, London, 1810, পৃঃ ১-১৫১ , আরও দ্রষ্টব্য ঃ Berton, (John Maurice) 'Mutiny at Vellore', *Blackword's Magazine* (Edinburgh), Vol.320, No. 1932, October 1976, পৃঃ ৩৪৮-৪৯ ; Stanley, A., *Gillespe of Vellore*, London 1931, পৃঃ ৩৩৭-৪৪ ; Wilson, W.J., *History of the Madras Army*, Vol.I, Madras 1882, Kaye, Sir John William, A *History of the Sepoy War in India*, Vol I, London, 1878; Kaye & Malleson, *History of the Sepoy Mutiny 1857*. Vol.I, London 1878, পৃঃ ১৬২-৭০।

১৭। Bentinck, Memorials Addressed to the Court of Directors, etc , ঐ।

১৮। ঐ।

১৯। Extract Military Letter from G.G. in C to Secret Committee of C.D , 2 December 1806, Col No. 4423, BL, OIOC, BC, F/4/194, 1806-07.

২০। G G. in C., to the Secret Committee of the C.D., 12 July 1807, Col No. 4424, BI, OIOC, BC, F/4/194, 1806-07

২১। Bentinck, Memorials to the Court of Directors, পূর্বে উল্লেখিত।

২২। Barat, A , *The Bengal Native Infantry Its Organisation and Discipline 1796-1852*, Calcutta 1962; Mason, P., *A Matter of Honour· An Account of the Indian Army, its Officers and Men*, London 1974; Heathcote, A., *The*

Indian Army, 1822-1922, London 1974; Alavi, S . *The Sepoys and the Company. Tradition and Transition in Northern India 1770-1830*, New Delhi, 1995

২৩। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত প্রধান প্রতিবেদনগুলি *East India Parliamentary Papers* এই শিরোনামায় মুদ্রিত আকারে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রকাশ করা হত। ত্রিশ বছর অন্তর কোম্পানী সনদ পুনর্নবীকরণের এই ছিল অন্যতম শর্ত। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে যে এমন সমস্ত প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রতিবেদন যা বৃটিশ পার্লামেন্টে ও বৃটিশ জনসাধারণের কাছে কোম্পানীর ভারত প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে পারে সে সমস্ত দলিল গোপন ভাণ্ডারে সংরক্ষিত করে রাখা হত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে Board's Collection এই শিরোনামায় এই সমস্ত দলিল গবেষকদের জন্য খোলা রাখা হয়।

২৪। BL, OIOC, Microfilm.

২৫। 3 November 1825, BL,Colindale Newspaper Library, U K.

২৬। Employment of Native Regiment beyond the Frontiers of India, Military Collection No 248, India Office Records, L/MIL/7/10904, File No. 1.

২৭। 28 May 1842, BL, OIOC.

২৮। *History of the Indian Mutiny*, 1857-58, Vol I, London 1857, পৃঃ ২।

২৯। *Civil Rebellion in the Indian Mutiny*, Calcutta 1957, পৃঃ ৩-৫ ।

৩০। *History of the Freedom Movement in India*, Vol.I, Calcutta 1988, পৃঃ ৯৯-১০২।

৩১। *Eighteen Fifty Seven*, New Delhi 1957, পৃঃ ৩-৫।

৩২। BL, OIOC, Board's Collection, Vol F/4/930, 1827-28 পৃঃ ১-৫৭৪।

৩৩। BL, OIOC, BC, Vol F/4/941, 1827-28.

৩৪। BL, OIOC, BC, Vol.F/4/94(2), 1827-28.

৩৫। BL, OIOC, BC, Vol.F/4/1149, 1828-29.

৩৬। 'The Barrackpore Mutiny 1824' *JSAHR*, Vol 54, 1976, পৃঃ ৩-১৩। ডাঃ ডেম্পস্টার ১৭৯৯ সালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ (১৯ মে) এসিস্ট্যান্ট সার্জেন হিসাবে কোম্পানীর সামরিক বিভাগে যোগদান করেন। ১৮৫৪ সালে সিনিয়র সার্জেন হিসাবে উন্নীত হয়ে ১৮৫৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন, এবং ১৮৮৩ সালে ইংলণ্ডে মৃত্যু হয়। তিনি সামরিক বিভাগের সার্জেন হিসাবে প্রথম (১৮৪৫-৪৬) ও দ্বিতীয় (১৮৪৮-৪৯) শিখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৩৭। উদ্ধৃত : Anne Thakeray Richie and Richards Evans, *Lord Amherst and the British Advance Eastward to Burma*, Oxford 1894, পৃঃ ১৪৮-৬৩। কোম্পানীর আমল থেকে সুরু করে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের সহধর্মিনীর মধ্যে লেডী আমহার্স্ট এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর ভারতে বসবাসকালীন প্রতিটি দিনের দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একবার তিনি মারাত্মক ভাবে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। লর্ড আমহার্স্টের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেই মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যেও তিনি দিনলিপি লিখেছেন। ১৮২৬ সালে বারাকপুরে নিদারুণ পুত্রশোকাতুর হৃদয় মনেও তিনি দিনলিপির কাজ ফেলে রাখেন নি।

৩৮। Dempster, T.E., পূর্ব্বে উল্লেখিত।

৩৯। ঐ, পৃঃ ৩ ।

৪০। ঐ ।

প্রথম অধ্যায়

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট ঃ সিপাহীদের বিদ্রোহী ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র

"Barrackpore is delicious and takes the stings out of India" - 1st Earl of Minto, the Governor General of India, 1807-13. "The name Barrackpore is a characteristic barbarism . . . there too, tragedies have been enacted, and perils incurred, as great as any that marked the troubled page of the British domininion in the East." - Lord Curzon, the Governor General of India, 1899-1905.

লর্ড মিণ্টো বারাকপুরকে একটি সুস্বাদু (delicious) মনোরম সরকারী আবাস হিসাবে বর্ণনা করেছেন, ভারতে থাকার জন্য বৃটিশদের জাগতিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয় বারাকপুর। অন্যদিকে কার্জন বারাকপুরকে অনেক ভয়ংকর ঘটনার পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ যে সব ঘটনা ও বিপদ ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করেছে। আসলে বারাকপুর হচ্ছে ইংরাজী ও বাংলার মিশ্রিত নাম। ব্যারাক অর্থ সেনানিবাস যেখানে তিন থেকে চার হাজার সিপাহীর আবাসন। পুর অর্থ নগর। যেখানে সুদৃশ্য মনোরম উদ্যান সম্বলিত গভর্ণর জেনারেল ও কমাণ্ডার ইন চীফ ও অন্যান্য সরকারী প্রশাসকদের অবসর বিনোদন কেন্দ্র। বিশেষ করে কোম্পানী শাসনের প্রথমদিকে যখন দার্জিলিঙ অথবা সিমলার শৈলাবাস তৈরী হয়নি তখন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে গংগার ধারে বারাকপুর ছিল বৃটিশ প্রশাসকদের সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাবার একমাত্র আরামদায়ক কেন্দ্র। বারাকপুরের গংগার বিপরীত দিকে শ্রীরামপুর হুগলী জেলাশাসকের সদর দপ্তর ও বেসরকারী বিশিষ্ট বৃটিশ ধর্মীয় ও বুদ্ধিজীবিদের বাসস্থান। তাঁরাও আমন্ত্রিত হতেন বারাকপুরের গভর্ণর জেনারেল এর প্রাসাদ ও ভোজসভায়।[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনূদিত *মনসামঙ্গল*-এ বারাকপুর অঞ্চলটি চাণক স্থানে অবস্থিত। বারাকপুরের কাছে এই অঞ্চলটি এখনও আচানক বা আঁচপুর নামে পরিচিত। হুগলী নদীর ধারে এই অঞ্চল ছিল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য পোতাশ্রয়। কলকাতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক এই অঞ্চলে বাস করতেন। তবে চাণক নামটি জব চার্ণক থেকে আসেনি। এই নামের পত্তন *মনসামঙ্গল*-এর সময় কাল থেকে। পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬০ সালে ক্লাইভ বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি গঠন করেন।[২] নামে বেঙ্গল হলেও তারা কেউ বাঙালী ছিল না এবং সেই বছর বারাকপুর অঞ্চলে কোম্পানীর একটি সেনা নিবাস গড়ে ওঠে। সেখানে ভারতীয় সিপাহীদের সাথে কোম্পানীর বৃটিশ

ও অন্য ভাড়াটিয়া দেশীয় সৈন্যরা বাস করতেন। *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে* ১৭৭২ সালে এবং *কার্জনের The British Government in India.*, Vol II , p. 40 - ১৭৭৫ সালকে বারাকপুরের প্রতিষ্ঠা বছর হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেনানিবাসের সুরু ১৭৭৮ সালে। পাকাপোক্ত ভাবে সরকারী আবাসনসহ বারাকপুরের সেনানিবাস সূচনা বর্ষ ১৭৭২ অথবা ১৭৭৫ সালে হতে পারে কিন্তু এই সেনা নিবাসের সুরু ১৭৬৪। ১৭৮৫ সালে অর্থাৎ সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠার দশ বছর পর[৩] কোম্পানী এই সেনানিবাস সংলগ্ন দুটি বাংলো সহ ৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে এবং প্রথম দিকে এই বাংলোতে কোম্পানীর কমাণ্ডার ইন চীফ এর সরকারী বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ১৮০১ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতার রাজভবন নির্মাণের পরেই বারাকপুরের সমস্ত অঞ্চলটি গভর্ণর জেনারেলের বাগান বাড়ী হিসাবে অধিগ্রহণ করেন।[৪] রাজকীয় বিলাস ব্যসনে সৌখিন ওয়েলেসলি কলকাতায় অত্যন্ত ব্যয় বহুল সরকারী ভবন নির্মান করে লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও কলকাতায় বাড়ী তৈরীর পরেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে বারাকপুরের ওপর। সেখানেও অনুরূপ সুদৃশ সরকারী ভবন নির্মাণ কাজ সুরু করে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে অর্দ্ধেক বাড়ী তৈরীর পরে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়। ফলে কোর্ট অব ডাইরেক্টর ওয়েলেসলির অমিতব্যয়িতার শাস্তি স্বরূপ তাঁকে কার্য্যত গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করে।[৫] কিন্তু কোর্ট অব ডাইরেক্টরের এই চরম পত্র কোলকাতায় পৌঁছাবার আগেই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ওয়েলেসলি বারাকপুর সরকারী ভবন নির্মাণের সাথে সাথে সেনানিবাস সংলগ্ন আরও ৩৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করেন। এবং সেখানে সমস্ত জঙ্গল ও জলাভূমি সংস্কার করে সমতল করে ফেলা হয়।[৬] কোথাও পুকুর কোথাও কৃত্রিম ঢিবি তৈরী করে এক মনোরম পার্ক তৈরী করা হয়। সেই সাথে তৈরী হয় গংগার ধার বরাবর আরও কয়েকটি বাংলো যেখানে গভর্ণর জেনারেলের বিশিষ্ট অতিথিরা আরামে ছুটি কাটাতে পারেন। বিশাল পার্ক ও সুদৃশ্য বাগান তৈরী করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তার আসল উদ্দেশ্য হিসাবে ওয়েলেসলি তাঁর কাউন্সিল সদস্যদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সেখানে তিনি একটি উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা কেন্দ্র গড়ে তুলবেন এবং তার একটি অংশ হিসাবে একটি চিড়িয়াখানা তৈরী করা হয়। সেখানে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, ভল্লুক, গণ্ডার এমনকি জিরাফ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সাথে নানান সুদৃশ্য খাঁচায় বিভিন্ন ধরণের পাখি রাখা হয়। এর ফলে গভর্ণর জেনারেলের অতিথি হয়ে আসা সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারবর্গের মনোরঞ্জনের ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়। পার্ক সংলগ্ন গভর্ণর জেনারেলের হাতিখানায় আট থেকে দশটা হাতি পোষা হতো। বেশীরভাগ হাতি ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজার পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসাবে পাওয়া। হাতির পিঠে রাজকীয় সজ্জায় সজ্জিত হাওদায় চড়ে ছুটির দিনে বিকেলে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পরিবারবর্গ গংগার তীরে প্রমোদ ভ্রমণ করতেন। তাদেরকে পাহারা দিত গভর্ণর জেনারেলের দেহরক্ষীরা।[৭] ওয়েলেসলি বারাকপুর প্রমোদ উদ্যানকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের

বাগান বাড়ী হিসাবে যেখানে ইংরাজগণ কলকাতা ও শ্রীরামপুরের প্রবাস জীবনের বেদনা ভুলে থাকতে পারে। পার্কের পরিকাঠামো এবং উদ্যানের বৈচিত্র সেইভাবে তৈরী করা হয়। শ্বেতপদ্ম থেকে সুরু করে বেগনভেলিয়া, ও নানান জাতের গোলাপ ও দৃষ্টিনন্দন লতাগুল্ম সাজানো বাগানে এসে কলকাতা ও শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট ইংরাজগণ কর্মক্লান্ত সপ্তাহের শেষে বারাকপুরের বাগানবাড়ীর গংগার ধারে বাংলোতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারতেন। শ্বেত ও রঙীন পদ্ম শোভিত কৃত্রিম ছোট জলাশয় ও নানান সুদৃশ্য লতাগুল্ম অলঙ্কৃত ছোট ছোট টিলা দ্বারা পার্কের সৌন্দর্য্য রমণীয় করে তোলা হয়।[৮]

ওয়েলেসলির অসমাপ্ত বাড়ী প্রায় দীর্ঘদিন পড়েছিল। লর্ড মিন্টোর পর লর্ড হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসার পর (১৮১৩/২৩) এই অসমাপ্ত বাড়ী ভেঙ্গে সেখানে গভর্ণর জেনারেলের আবাসন হিসাবে অপেক্ষাকৃতভাবে ছোট মাপের বাড়ী তোলা হয়। সেই সাথে তৈরী হয় গংগার ধারে আরো কয়েকটি সুদৃশ্য আরামদায়ক বাংলো গভর্ণর জেলারেলের বিশিষ্ট অতিথির জন্য। বাংলোর পিছনে বিরাট প্যারেড গ্রাউণ্ড সৈন্য সিপাহীদের কুচকাওয়াজের। তার একপাশে আছে বেলস্ অফ আর্মস্ অস্ত্রাগার, ও ইউরোপীয় সামরিক পদস্থ অফিসারদের সরকারী আবাসন। এবং তার পিছনে সিপাহীদের বাসস্থান। তবে তার অবস্থা বারাকপুরের গভর্ণরের প্রাসাদ, পর্যটক ও প্রমোদ উদ্যান থেকে ভিন্ন পরিবেশ। প্রত্যেক সিপাহীদের জন্য ১০ ফুট চওড়া ১০ ফুট লম্বা বিশিষ্ট কুঁড়ে ঘর। প্রত্যেকের সামনে একটি ছোট বারান্দা, সেখানে রান্নার উনুন। খাটিয়া পাতা সারি সারি ঠাসা কুঁড়েঘরে প্রায় তিন থেকে চার হাজার সিপাহীদের বাস। বেশীরভাগ সিপাহী পরিবার নিয়ে থাকে। প্যারেড গ্রাউণ্ড ঘিরে সিপাহীদের ব্যারাক, তার পিছনে একই ভাবে ঠাসাঠাসি অর্ডারলি বাজার। সেখান থেকে গোটা ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হয়। বারাকপুর পার্ক ও চিড়িয়াখানা সিপাহীদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। রোদ বৃষ্টির মধ্যে দিনভর কঠিন কুচকাওয়াজ- এর মধ্যে সিপাহীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয়। অবসর বিনোদনের একমাত্র জায়গা ব্যারাক সংলগ্ন বাজার ও বিক্ষিপ্ত ভাবে বসানো বিরাট আম বট ও তেঁতুল গাছের ছায়া।[৯] তারই মধ্যে রয়েছে সিপাহীদের বেতন ভাতা প্রমোশন, স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। কখনও কখনও সিপাহীদের কুঁড়ে ঘর ফেটে পড়ে উচ্চ রোলে গীতবাদ্য সহকারে উৎসবে মাতোয়ারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কোন কোন সিপাহী বিনোদনের আশায় ঘুরে বেড়ায় অর্ডারলি বাজারের অন্ধগলির আনাচে কানাচে বিক্ষিপ্ত অথচ শ্রেণীবদ্ধ গণিকালয়ে। এ ব্যাপারে অবশ্য ইউরোপীয় সৈন্যরা বেশী অগ্রণী ছিল।

বারাকপুরের সামগ্রিক পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বেনস জোনস বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বারাকপুরের ওপর দিয়ে দুটো বিপজ্জনক ঝড় বয়ে গেছে। একটা হচ্ছে মানুষের তৈরী। সেটা হচ্ছে ১৮২৪ সালে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ। অপরটির স্রষ্টা হল প্রকৃতি। ১৮৩৫ সালের এক নিদাঘ রাতে বারাকপুরের ওপর দিয়ে এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। যেন গোটা গংগার সমস্ত জল, পার্ক ও

উদ্যানকে ভাসিয়ে ফেলে। আর ঝড়ের দাপটে গভর্ণর প্রাসাদের বিরাট হলঘরে লেডী ও লর্ড বেণ্টিংঙ্কের আহুত এক নৈশ ভোজের আয়োজন লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়।[১০] বারাকপুর লাট উদ্যান ও গভর্ণর রাজপ্রাসাদ ও সিপাহীদের ব্যারাকের মধ্যে যেমন পরিবেশ গত বৈপরিত্য আছে ঠিক তেমনি ব্যারাকে বাস করা ৩-৪ হাজার সিপাহীদের চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত এক বৈপরিত্য লক্ষনীয়। একদিক থেকে তারা হল "patient population trained for ages to unmurmurring to despotic authority, insubordination is scarcely ever heard of "[১১]। অন্যদিকে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক স্বজাত্যবোধ, কোম্পানীর প্রতি তারা আনুগত্যের শপথ নিলেও সেই সঙ্কল্পের সাথে রয়েছে সচেতনভাবে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করা সুপ্ত এক সংঘবদ্ধ বিদ্রোহী মন। যদি তারা কখনো বুঝতে পারে যে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার কাছে উপেক্ষিত হচ্ছে তখনই তাদের প্রতিবাদী চেতনা জাতি ধর্মের সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। সিপাহীদের মধ্যে এই বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ১৭৬৪ সাল থেকে যখন বারাকপুরে কোম্পানীর সিপাহীদের জন্য সেনানিবাসের সুরু।

বারাকপুরের সেনানিবাসে প্রথম বিদ্রোহের সুরু হয় ১৭৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। কারণ সিপাহীদের প্রতিশ্রুত বেতন ও শত্রুপক্ষের হাত থেকে পাওয়া সামগ্রীর ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাতে ইউরোপীয় সৈন্যরাই প্রথমে বিদ্রোহ করে। তাদের দৃষ্টান্তে সিপাহীরা একই দাবীতে বিদ্রোহে সামিল হয়। কারণ সিপাহীদের বঞ্চনা, বিক্ষোভ ও অসন্তোষ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। বকসারের যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে সংহতি রাখা একান্ত প্রযোজন। সুতরাং ইউরোপীয় ও ভারতীয় সিপাহীদের দাবী দাওয়া মিটিয়ে দিয়ে শান্ত করা হয়।[১২] সামরিক ঐতিহাসিক বেডেনাক বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির অন্যতম বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মতে কোম্পানী এই সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ফরাসী ভাড়াটিয়া সেনারাই প্রথমে বিদ্রোহের সূচনা করে।[১৩] ভারতীয় সিপাহীরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই বিদ্রোহের জন্য নিজেদের সংহত করে ন্যায্য দাবী আদায় করে। এই প্রথম বিদ্রোহ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলা হয়। এর কৃতিত্ব হচ্ছে ক্যাপ্টেন জেনিংসের এর দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং কোম্পানীর দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের জন্য সিপাহীদের প্রতি আপোষমূলক ও সহানুভূতিশীল মনোভাব। ক্যাপ্টেন জেনিংসের সুপারিশক্রমে কোম্পানী নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করে ইউরোপীয়ান ও সিপাহীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়।[১৪] অবশ্য এই বন্টন ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক ছিল। প্রথম দিকে বেতন ভাতা ব্যতিরেকে বকসার যুদ্ধে একবার পুরস্কার ভাতা হিসাবে প্রত্যেক ইউরোপীয় সৈন্যের জন্য বরাদ্দ করা হয় চল্লিশ সিক্কা টাকা এবং ভারতীয় সিপাহীদের জন্য মাত্র ছয় টাকা। কিন্তু এই অসম বন্টনে সিপাহীরা শান্ত না হওয়ায় এই পুরস্কারের মূল্য ২০ টাকা করা হয়।[১৫] বারাকপুরের ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহের সাফল্যে বিহারে ছাপরা জেলায় কোম্পানীর সিপাহীরা একই দাবীতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিদ্রোহ হিংসাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেহেতু এখানে ইউরোপীয়ান সৈন্যদের মধ্যে কোন
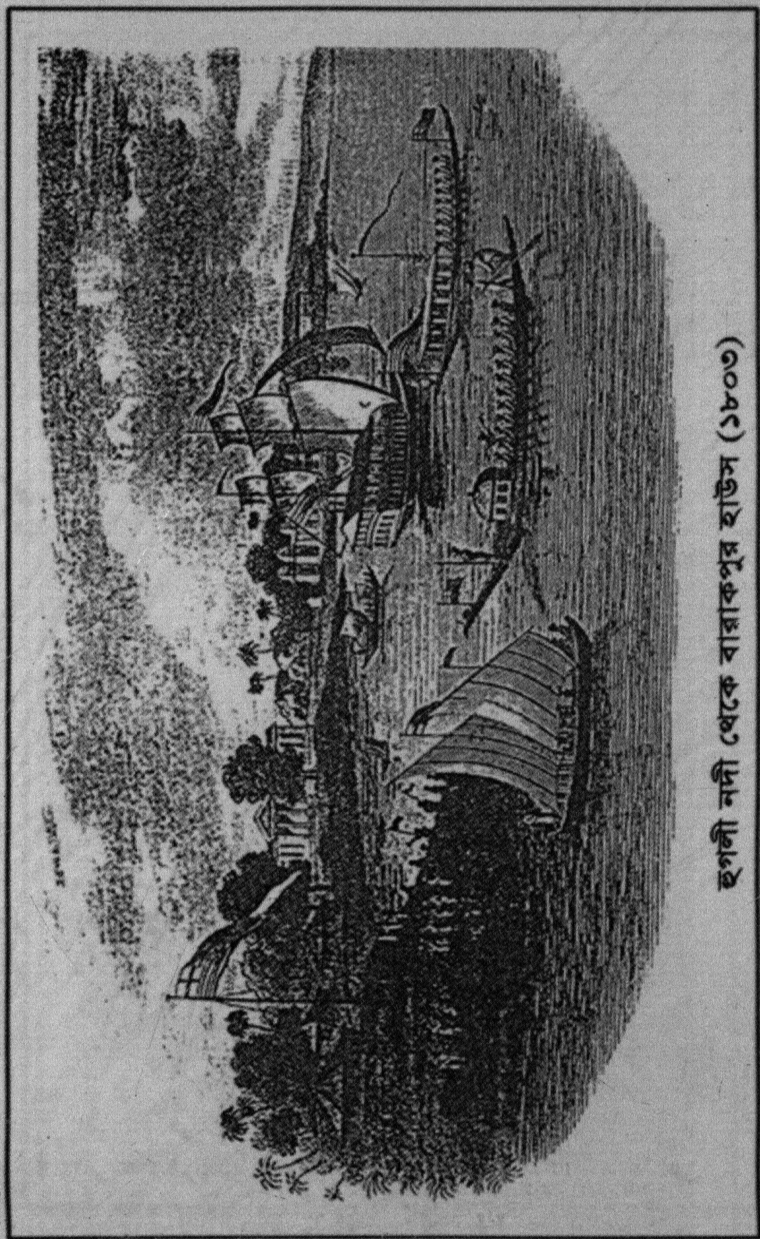
হুগলী নদী থেকে বারাকপুর হাউস (১৮০৩)

বারাকপুর পার্ক ও সেনানিবাস (১৮৪১)
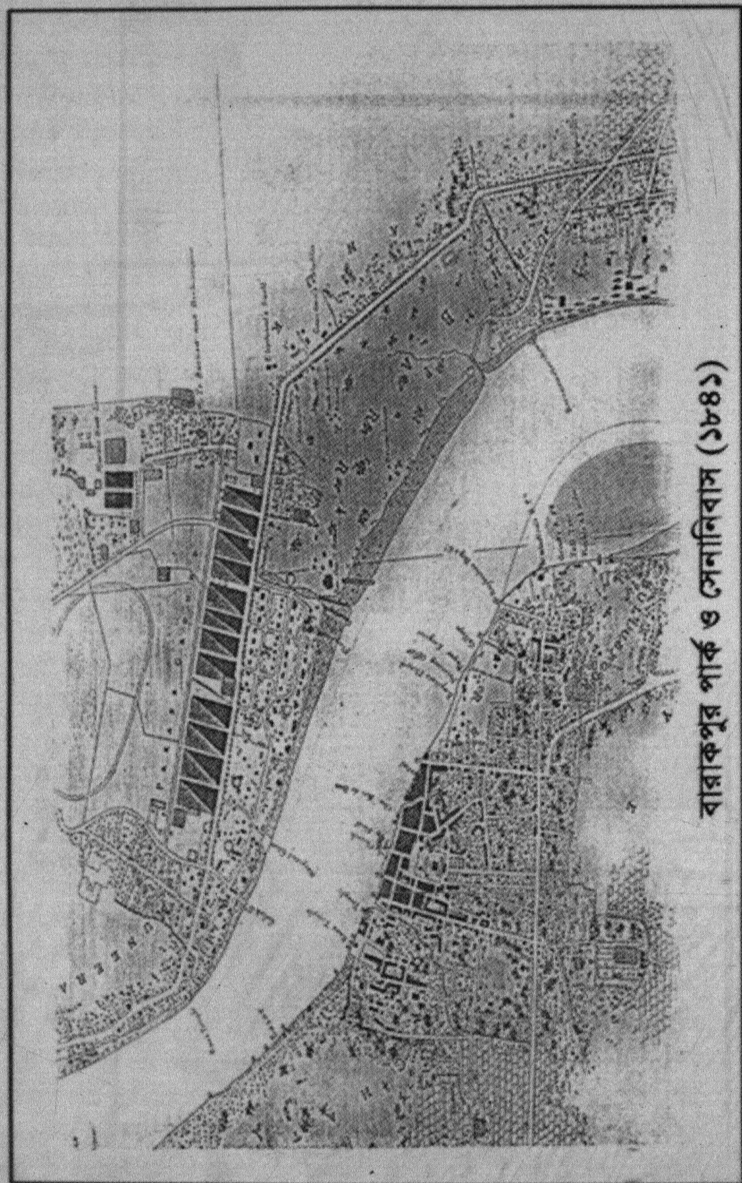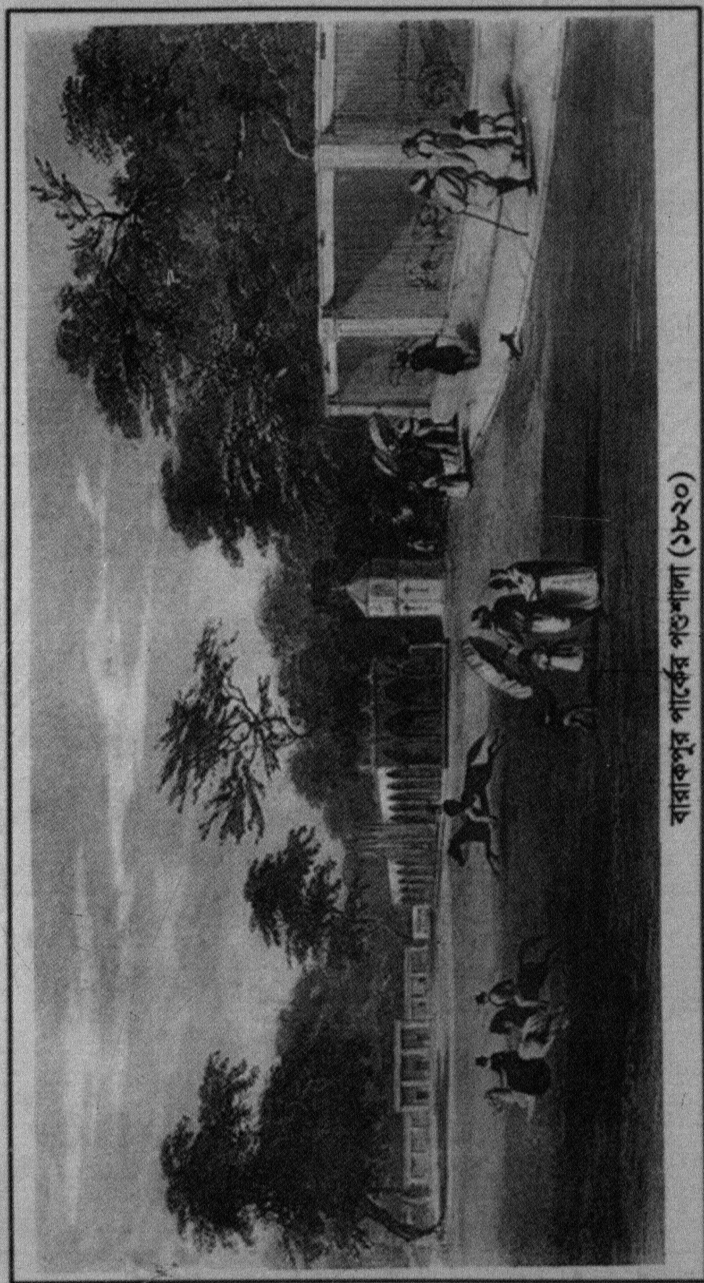
বারাকপুর পার্কের পশুশালা (১৮২০)
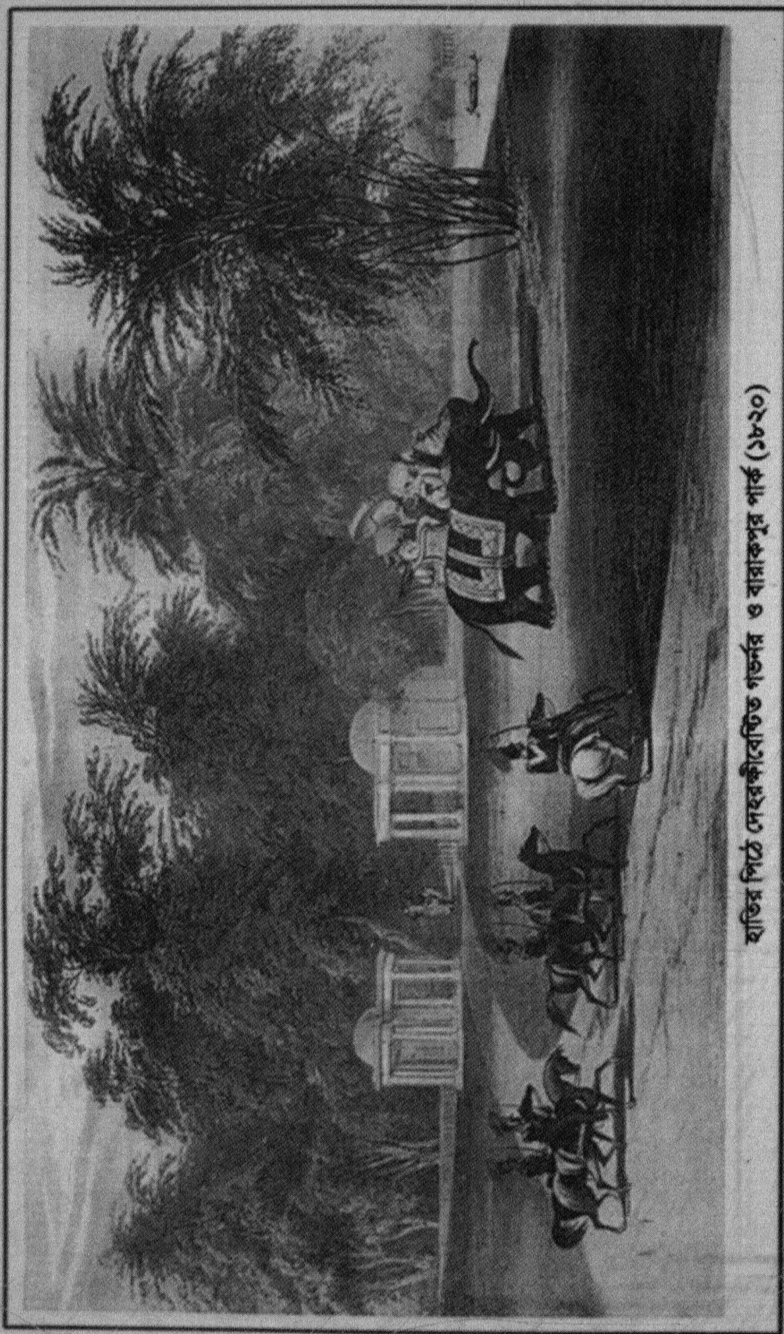
হাতির পিঠে দেহরক্ষীবেষ্টিত গভর্নর ও ব্যারাকপুর পার্ক (১৮২০)
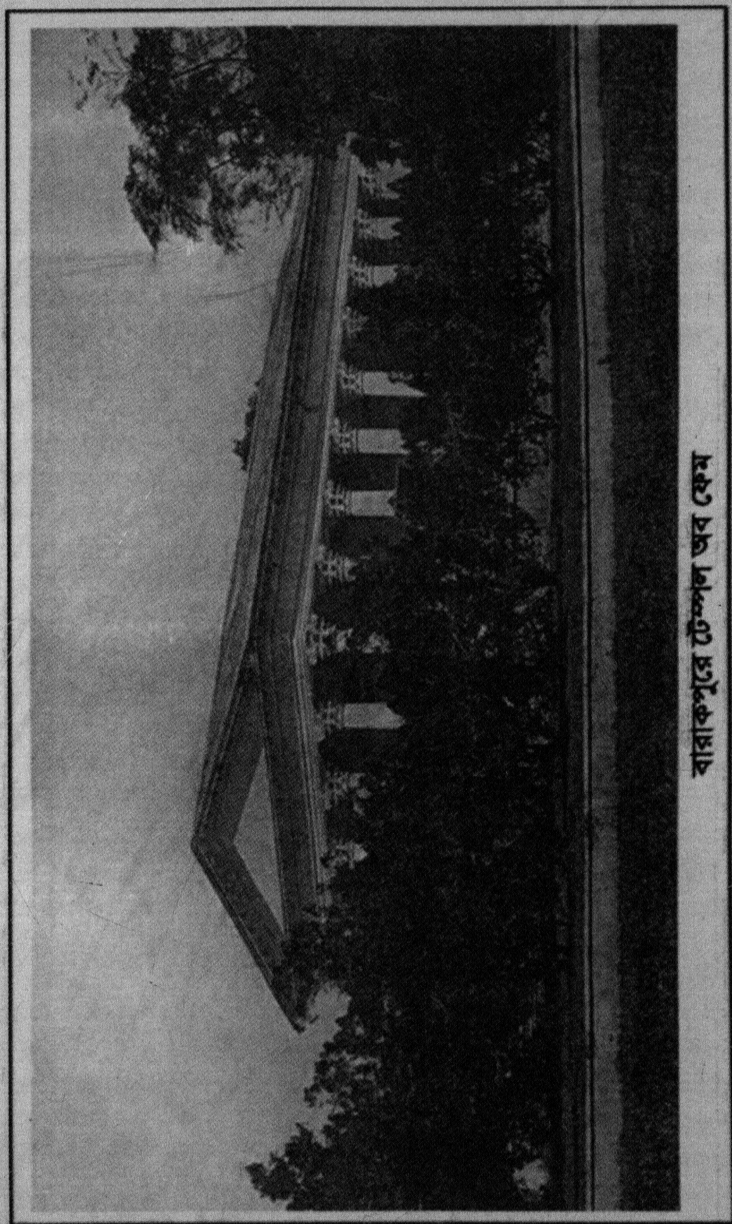
বারাকপুরে টেম্পল অব ফেম
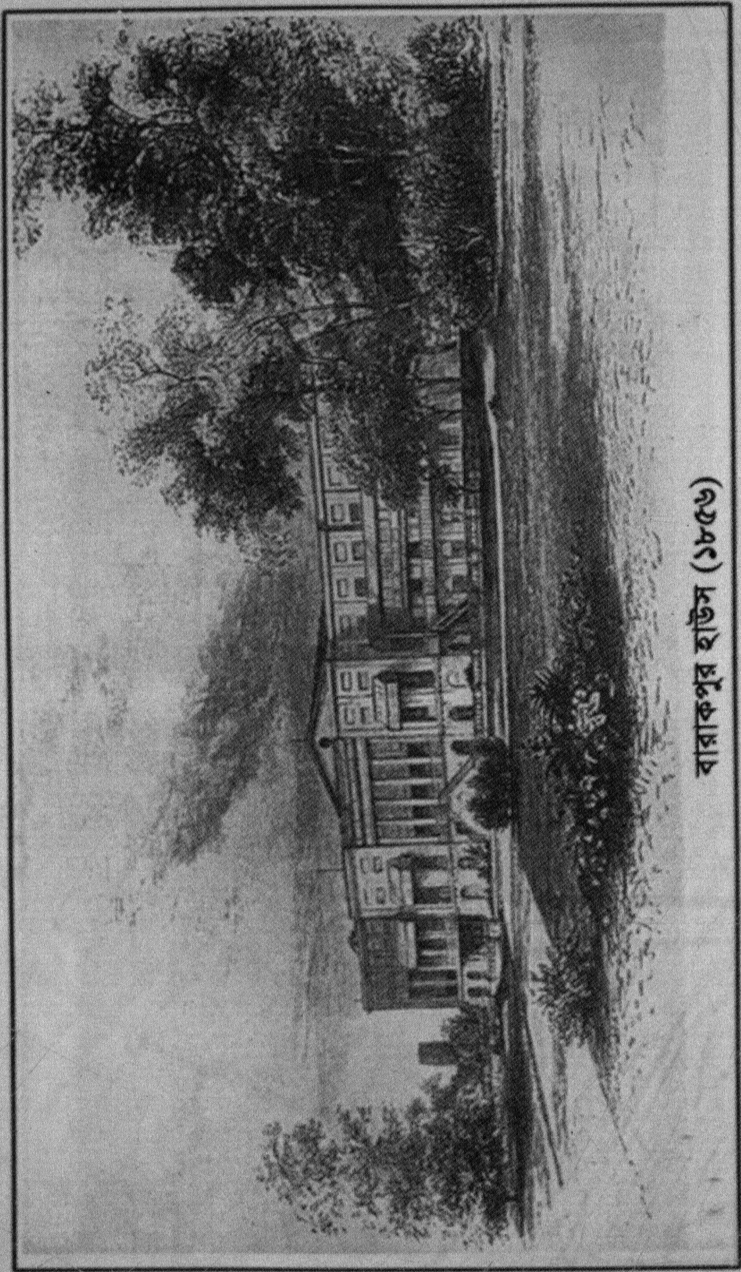
বারাকপুর হাউস (১৮৫৬)

বিক্ষোভ ছিল না কোম্পানী বিদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর অনমনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। ছাপরার সিপাহীরা বেতন ও পুরস্কার ভাতার দাবীতে একজন ইউরোপীয় সামরিক অফিসারকে ঘেরাও করে রাখে। তারা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিজ্ঞা করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বেতন ও পুরস্কার ভাতার দাবী পূরণ করা হচ্ছে তারা কোম্পানী সেনাদলে কাজ করবে না। কোম্পানী অত্যন্ত কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করে। তাৎক্ষণিক সামরিক আদালতে ২৪ জন সিপাহীকে দোষী সাব্যস্ত করে কামানের মুখে তাদের উড়িয়ে দেওয়ার শাস্তি বিধান করা হয়। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে পরে আরও ছয় জনকে পাটনার নিকটে বাঁকিপুরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা যে জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে এবং মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করতে পারে এই বিদ্রোহ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির সর্ব্বাধিনায়ক মেজর হেকটর মুনরো। প্রত্যক্ষদর্শী জন উইলিয়াম তাঁর স্মৃতিচারণায় লেখেন যখন উক্ত ছয় জন বিদ্রোহীকে কামান মুখে বেঁধে ফেলা হয়েছে তখন ৪ জন সুঠাম দীর্ঘকায় গ্রিনেডিয়ার সিপাহী কুচকাওয়াজ করে হেকটর মুনরোর সামনে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করল যে এই বিদ্রোহে তারাই প্রথম ভূমিকা নিয়েছিল, সুতরাং তাদেরকেই প্রথম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। বিস্ময়ে হতবাক মেজর মুনরো তাদের নির্ভীক অনুরোধের মর্য্যাদা স্বরূপ তাদেরকে প্রথম গুলি করে হত্যা করেন।[১৬] উত্তর ভারতের সিপাহীদের এই স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার বোধের ঐতিহ্যের প্রতীক । বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ড তার পীঠস্থান।

উপরোক্ত দুটি বিদ্রোহ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের কারণ অর্থনৈতিক কিন্তু বিদ্রোহ দমনের প্রক্রিয়া বৈষম্যমূলক। প্রথম বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সিপাহী ও ইউরোপীয় বাহিনীর সমবেত উদ্যোগ। এই বিদ্রোহ প্রশমিত করা হয়েছিল আপোষ মূলক পদ্ধতিতে। কারণ ইউরোপীয় বাহিনী এই বিদ্রোহের সাথে যুক্ত ও একই অপরাধে অভিযুক্ত। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর হয়ে আসার পর দ্বিগুণ ভাতার দাবীতে ইউরোপীয়ান অফিসার বিদ্রোহ করেছিল। গোপনে তারাও শপথ নিয়েছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের দ্বিগুণ ভাতা মঞ্জুর করা হবে ততক্ষণ মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করবে না। এমনকি ক্লাইভকে হত্যারও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমনে কোম্পানী কোন কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। পরবর্তীকালে ভারতীয় সিপাহীরাও সামরিক অফিসারদের বিদ্রোহে উৎসাহিত হয়ে কোম্পানীর বাহিনী ছেড়ে মারাঠাদের দিকে যোগদানের হুমকি দিয়েছিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সিপাহীদের এই সংবাদ বারাকপুর সিপাহীদের বিক্ষোভের সংহতি জুগিয়েছিল।

বেশীরভাগ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা যে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির বিদ্রোহের মূল কারণ সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে তাদের তীব্র সংস্কারগত বাধা। অবশ্য সমকালীন উত্তর ভারতীয় হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে এই সংস্কারগত ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমতঃ পাল তোলা কাঠের জাহাজে বিশেষ করে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সিপাহীদের দৈনিক প্রাতকৃত্য, স্নান ও পৃথকভাবে রান্না করার নানান

অসুবিধা ছিল। তবে এই কুসংস্কার উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে সংস্কারগত বিরোধী হওয়ার অন্য কারণ ১৭৭০ সালে বংগোপসাগরে একটি সিপাহী বোঝাই জাহাজের দুর্ঘটনা থেকে। ১৭৬৮ সালের প্রথমে বারাকপুর থেকে দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলির বিরুদ্ধে চিকাকোলে উত্তর ভারতীয় সিপাহী বাহিনী পাঠানো হয়। ১৭৭০ সালে বেশীরভাগ সিপাহী স্থলপথে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে বারাকপুরে ফিরে আসে। শুধু ৫৯ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির দুটি গ্রিণেডিয়ার কোম্পানী যারা গাওয়ান ব্যাটেলিয়ান নামে পরিচিত, তাদেরকে জলপথে বংগোপসাগর দিয়ে কলকাতার দিকে পাঠানো হয়। এই জাহাজটি ঝড়ে সমুদ্রে ডুবে যাওযায় সমস্ত সিপাহীদের সলিল সমাধি হয়।[১৭] এই দুর্ঘটনা সিপাহীদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে এক ভীতিতে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। এর পরবর্তী কালে এই দুর্ঘটনা একটা ধর্মীয় কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। সমুদ্রযাত্রা মানেই অনিবার্য্য মৃত্যু পথে যাত্রা এমন ধারণার ব্যাপক প্রচার হয়ে যায়। শুধু সিপাহীদের মনে নয়, এলাহাবাদ, কানপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের দেশে ঘরে আত্মীয় স্বজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে এই কুসংস্কারের আশংকা। এর ফলে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তা এই সমুদ্র যাত্রাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীরা সাধারণতঃ যেহেতু তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল তাদের মধ্যে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে এধরণের কোন কুসংস্কার ছিল না।

১৭৮১ সালে বারাকপুরের ৪র্থ, পঞ্চদশতম ও সপ্তদশতম বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কোম্পানী তাদের পাঠাতে চেয়েছিল হায়দ্রাবাদে ও উত্তর সরকার অঞ্চলে মহীশূরের হায়দর আলীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইংগ মহীশূর যুদ্ধে সাহায্যকারী হিসাবে। কারণ ঠিক সেই সময় মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির বেশ কয়েকটি বাহিনীকে ডাচদের বিরুদ্ধে সমুদ্রপথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে রটনা হয় যে তাদেরকেও সমুদ্রপথে পাঠানো হবে। ফলে তারা সমবেতভাবে স্থির করে যে তারা এই অভিযানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করবে। যখন সামরিক গোলাবারুদ ও খাদ্য বস্তু নিয়ে প্রথম দু এক কোম্পানীকে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন অন্যান্য সমস্ত বাহিনী তাদের বাধা প্রদান করে।[১৮] বারাকপুরের সিপাহীদের এই হচ্ছে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ ঘোষণা যা Mutiny Act ও Articles of War এর নিয়ম নীতি অনুসারে বিদ্রোহ পর্য্যায়ভূক্ত। কিন্তু যেহেতু সেই সময় বারাকপুরে একটি মাত্র সিপাহী বাহিনী মোতায়েন ছিল সেজন্য সামরিক অধিকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে কোন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। তার ফলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ও বিদ্রোহী সিপাহীদের পক্ষ থেকে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। সিপাহীরা বিদ্রোহী হলেও সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়ান অফিসারদের যথাযথ মর্য্যাদা দিয়ে ব্যারাক ও প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাদের নিয়মমত দায়িত্ব পালন করে গেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রতি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নজর ছিল। অনতিকাল পরেই এই বিদ্রোহের মূলে যারা ছিলেন সমস্ত সিপাহীদের গ্রেপ্তার করে সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার গার্ডএ আটক করে রাখা হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বারাকপুরে এক সামরিক আদালতে তাদের বিচার কাজ শুরু

হয়। এই বিচারে ১৫তম বাহিনীর দুজন সুবাদার ও দুজন সিপাহীকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীদের সামনে এই চার জনকে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। শীঘ্রই ৩৫ নং বাহিনী বারাকপুরে আসা মাত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই মর্মে যে তারাও অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে না।[১৯] কিন্তু তখন হায়দার আলির বিরুদ্ধে এবং সিংহলে ডাচদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মাদ্রাজী সিপাহীদের স্থান পূরণের জন্য বাংলা দেশ থেকে সৈন্য পাঠানো অত্যন্ত জরুরী ছিল।[২০] সরকারী এক সামরিক আদেশবলে উক্ত দুই বাহিনীকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৮৪ সালে এই চারটি বাহিনী দক্ষিণ ভারত থেকে বারাকপুরে ফিরে আসার সাথে সাথে তাদের সবাইকে সামরিক বিভাগ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় এবং উক্ত দুটি সিপাহী বাহিনীকে কোম্পানীর সামরিক তালিকা থেকে বিলোপ করা হয়। পদস্থ নেটিভ ও ইউরোপীয়ান অফিসারদের অন্যান্য ছয়টি বাহিনীর সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়।[২১]

বারাকপুরের এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল এর তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৭৮১ সালে সিপাহীদের এক চাপা বিক্ষোভ। সে বছর ওয়ারেন হেস্টিংস কাশীর রাজা চৈত সিংএর বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের সিপাহীদের এক সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। জন উইলিয়াম তাঁর স্মৃতিচারণায় লেখেন উত্তর ভারতের সিপাহীদের মধ্যে যে এক ধরণের স্বজাত্য বোধ অথবা জাতীয়তা বোধ ছিল, চৈত সিং এর বিরুদ্ধে কোম্পানীর সিপাহী অভিযানের সময় তা প্রকাশ পায়। তিনি লেখেন " at this time not only the military character of the native soldiers was put to the severest test. it is to be remembered that the trial of their fidelity and duty as soldiers had to contend with the most powerful personal feeling, arising out of the occasion of being employed in arms against their connection and friends, in the heart of their own country, and in putting down the authority and adherence of a prince or a ruler who in the previous government of his country was universally extolled for beneficience and hospitality, moderation and justice."[২২]

রাজা চৈত সিংহের বদান্যতা, ন্যায় পরায়ণতার কথা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উত্তর ভারতের সর্ব্বস্তরের মানুষের কাছে সুবিদিত ছিল। সেই জনপ্রিয় রাজার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সামরিক অভিযানে উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৮৬ সালে কোম্পানীর উত্তর ভারতীয় বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির পুনর্বিন্যাস হয়। গোটা বাহিনীকে ৩৬ টি ব্যাটেলিয়ানে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানের অধীনে ছিল ৮টি কোম্পানী এবং প্রত্যেক কোম্পানীতে যুক্ত ছিল ৬৮ জন সিপাহী। এর মধ্যে একটি ব্যাটেলিয়ানের নামকরণ করা হয় 'চারইয়ারী' ব্যাটেলিয়ান। অর্থাৎ সেই ব্যাটেলিয়ানে চারজন সিপাহীর প্রাধান্য ছিল।[২৩] ব্যাটেলিয়ানে সবাই এই 'চার ইয়ারীর' সখ্য নেতৃত্ব মেনে চলত। একই ব্যাটেলিয়ানে সামরিক দায়িত্বে থেকেও নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক ও বৃত্তিগত সখ্যতা ও সংহতি যে গড়ে তোলা যায় এই 'চার

ইয়ারী' ব্যাটেলিয়ান তার বিশিষ্ট প্রমাণ। এবং এটাই হচ্ছে সিপাহীদের মধ্যে সংহতির চেতনা গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা। এই সংহতি চেতনার সাথে যুক্ত ছিল সিপাহীদের স্বাধিকার বোধ যা তাদেরকে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তার সার্ব্বভৌমত্বকে সমালোচনার দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করতে অনুপ্রাণিত করে। সেজন্য কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তাদের সব সময় একটা উদ্বেগ ছিল যে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের আনুগত্যের যেন ভাটা না পড়ে। বিশেষ করে বহির্বিশ্বে সামরিক অভিযানকালে কোম্পানীর প্রথম ও প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল সিপাহীরা এই অভিযানের ডাকে সাড়া দেবে কিনা। কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের আনুগত্যের অবক্ষয়কে বৃটিশ সামরিক অধিকর্তারা সংজ্ঞা নির্দেশ করত Disaffection অর্থাৎ কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের সখ্যতার অভাব। কিছু কিছু উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন সামরিক অধিকর্তা ও গভর্ণর জেনারেল এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। এদের মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ অন্যতম। ১৭৮৯ সালে সুমাত্রা ও বেনকুলেন এর কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি নিরাপত্তার জন্য বারাকপুর থেকে কয়েক ব্যাটেলিয়ন সিপাহী বাহিনী পাঠানোর অনুরোধ আসে। এবং বারাকপুরে মোতায়েন প্রথম ৩০তম ও ৩২তম বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সিপাহীদের মধ্যে যাতে এই নিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ না দেখা দেয় লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই অভিযানে প্রত্যেক স্বেচ্ছা যোগদানকারী সিপাহীকে সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে ১০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয় অভিযান শেষে বারাকপুরে প্রত্যাবর্তনকালে প্রত্যেক যোগ্য সিপাহীকে পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কর্ণওয়ালিশের এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতি অত্যন্ত তাৎক্ষণিক ও সন্তোষজনক। উপরিউক্ত তিনটি ব্যাটেলিয়নের সাথে যুক্ত সব সিপাহীরা প্রায় সবাই স্বেচ্ছায় অভিযানে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন। তার মধ্যে হঠাৎ ৩২ নং রেজিমেন্টের ২ জন সুবাদার গোপনে সিপাহীদের সুমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে থাকে। তার ফলে তাদেরকে সংগে সংগে গ্রেপ্তার করে কুচকাওয়াজরত সিপাহীদের সামনে সামরিক বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয় তাদের বাহিনীর পতাকা ছিঁড়ে তরবারি ভেঙে ফেলা হয় এবং যাতে তারা ভবিষ্যতে কোনদিন কোম্পানীর কোন সামরিক ঘাঁটিতে চাকরী না পায় তারও ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু যে সমস্ত সিপাহী স্বেচ্ছায় সমুদ্র অভিযানে নিজেদের নাম তালিকাভূক্ত করেছিলেন কর্ণওয়ালিশ অভিযানকালে তাদের সমস্ত প্রকার সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বিশেষ করে অভিযানকালে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে যাতে প্রত্যেক সিপাহীর জাতি ধর্ম ও সংস্কারের রীতি নীতি বজায় রাখতে পারে যথা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৮৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা থেকে উক্ত সিপাহী বাহিনী সমুদ্র অভিমুখে রওনা হয়। যাত্রাকালে প্রত্যেক সিপাহীকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে অগ্রিম ১০ টাকা হিসাবে বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়। যে সমস্ত জাহাজে তাদেরকে পাঠানো হয় কর্ণওয়ালিশ ব্যক্তিগতভাবে সে সব জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সিপাহীদের দেখভালের জন্য বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ করেন। ক্যাপটেন বা জাহাজের ইংরাজ নাবিকদের হাতে তারা যেন বর্ণ বৈষম্যের শিকার না হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা

থেকে যাত্রা করে সে বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁরা সবাই ফিরে আসেন বারাকপুরে এবং এদের মধ্যে একজনেরও জীবন হানি হয় নি।[২৪] এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে সিপাহীদের যে তথাকথিত কুসংস্কার ও অনীহা তার বাস্তব সত্যতা কিছুটা থাকলেও নিতান্ত গৌণ। সামুদ্রিক অভিযানকালে যদি সিপাহীদের নূনতম দাবী দাওয়ার প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সেজন্য ১৭৯০ সালে বারাকপুর থেকে কয়েকটি সিপাহী বাহিনীকে সমুদ্রপথে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে পাঠানোর সময় লর্ড কর্ণওয়ালিশকে কোন বেগ পেতে হয় নি। কারণ তিনি স্বয়ং কলকাতার বন্দরে উপস্থিত থেকে নিজস্ব তদারকিতে জাহাজে সিপাহীদের পছন্দমত ও পরিমিত খাদ্য সামগ্রী এবং জাতি ধর্ম অনুসারে পৃথকভাবে জাহাজের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া অভিযানকালে যুদ্ধ শিবিরের যাবতীয় আসবাব পত্র যে গুলো থেকে সিপাহীরা সাধারণভাবে বঞ্চিত ছিল তা সবার জন্য ব্যবস্থা করেন। এই বাহিনী ১৭৯২ সালে বারাকপুরে ফিরে আসে এবং প্রত্যেক সিপাহীর নিজ বাসভূমিতে পরিবারের সাথে থাকার ছুটি মঞ্জুর করা হয়।[২৫]

১৭৯৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মলুকাস ও আম্বোয়ানাতে ডাচদের বিরুদ্ধে বারাকপুরের সিপাহীদের ডাক পড়ে। কারণ মাদ্রাজের দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীরা ডাচদের বিরুদ্ধে সিংহল দ্বীপে যুদ্ধে ব্যস্ত। তখন সবেমাত্র ১৫ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রিকে বারাকপুর থেকে মেদিনীপুরে পাঠানো হয়েছে। এই সামুদ্রিক অভিযানের নির্দেশ পাওয়া মাত্র মেদিনীপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডেই সিপাহীরা এই নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে তারা সমুদ্র যাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে না এবং তারা নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করে। এই বিদ্রোহে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তা অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন ব্রাডলের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য মাঝারী শক্তির কামান সহ একটি ইউরোপীয়ান বাহিনী প্যারেড গ্রাউণ্ডে কুচকাওয়াজরত বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ করে। এই ঘটনায় হতাহতের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জানা যায় প্রথম কয়েকটা গোলাবর্ষণের অব্যবহিত পরে বিদ্রোহী সিপাহীরা ছত্রভংগ করে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। পরে এই ১৫নং সিপাহী বাহিনীকে কোম্পানীর বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাদের বাহিনীর পতাকা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অবশ্য তার অব্যবহিত পরে বারাকপুরে মোতায়েন ২৯নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির বাহিনী আম্বোয়ানা অভিযানে অংশগ্রহণে সম্মত হয় এবং বারাকপুর থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মালাক্কার সমুদ্রপথে রওনা হয়।[২৬] মোটামুটি দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পূর্ব ভারতে কোম্পানীর অবিচার বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সিপাহীদের মধ্যে এক প্রতিবাদী মানসিকতা ও সংহতিবোধ সদা জাগ্রত ছিল। যখনই বহির্বিশ্বে সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণের নির্দেশ আসে তখনই তাদের মধ্যে সংগত কারণে বেতন, বৈদেশিক ভাতা, অভিযান কালে কোম্পানীর খরচে খাদ্য সামগ্রী এবং মৃত্যুজনিত পারিবারিক ভাতা প্রমুখ বিষয় কেন্দ্র করে সিপাহীদের চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি তাদের দাবী দাওয়া

গুলি বিবেচনার সাথে পূরণ না করা হত তাহলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো এবং তা অত্যন্ত সংগঠিত বিদ্রোহের আকার ধারণ করত। কারণ উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা জানতো যে মাদ্রাজ সরকারের অধীনে তাদের সহকর্মীরা অন্ততঃ বহির্বিশ্বে অভিযানকালে সরকারের কাছ থেকে দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা, বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী এবং মৃত্যুজনিত পারিবারিক ভাতা প্রমুখ সুযোগের অধিকারী ছিল। অথচ উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা এই সমস্ত ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত ছিল।

১৮০১ - ০২ সালে মিশরে কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহী অভিযানে[২৭] বোম্বে ও মাদ্রাজের সিপাহীদের প্রাধান্য ছিল। বোম্বে মাদ্রাজ ও সিংহল দ্বীপ থেকে ১৫০০ ইউরোপীয় বাহিনী সমেত ৫০০০ বাহিনী আরব সাগর ও লোহিত সাগর দিয়ে কায়রো মিশর অভিযানে পাঠানো হয়েছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে। ১৭৯৯ সালে শ্রীরংগপত্তমে টিপুর পরাজয়ে গোটা দক্ষিণ ভারত কোম্পানীর রাজ্যভূক্ত হয় এবং টিপুর অধীনে ফরাসীরা ভারতবর্ষের পণ্ডিচেরী, চন্দননগর ও অন্যান্য ছোট জায়গা ছাড়া কার্যত ভারত থেকে বিতাড়িত হয়। তখন নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ভারত ও ইউরোপের যোগাযোগের মূল কেন্দ্র মিশর থেকে ইংরাজ প্রভাব বিলোপ করার বিরুদ্ধে মিশরে সিপাহী বাহিনী পাঠানো হয়। ভারতীয় সিপাহী মিশরের মরুভূমি অতিক্রম করতে গিয়ে প্লেগ, চক্ষুরোগ, আমাশয়, কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বসন্ত রোগাক্রান্ত সিপাহী বাহিনী বোঝাই গোটা একটি জাহাজ লোহিত সাগরে ডুবে যায়। কিন্তু বারাকপুরের ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনী ঠিকমত সময়ে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে ফিরে এসেছে। তার ফলে বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি।

১৮১০ - ১১ সালে জাভা ও মরিসাস দ্বীপে ভারতীয় সিপাহী অভিযানে, বিশেষ করে জাভা অভিযানে কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে প্রায় ৭/৮ হাজার ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছিল ফরাসী ও ডাচদের বিরুদ্ধে।[২৮] ভারত মহাসাগরে মরিসাস দ্বীপে ফরাসী জলদস্যু বাহিনী ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজের ওপর লুঠতরাজ করার ফলে কলকাতায় ইংরাজ বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। অন্যদিকে জাভা ও সুমাত্রা অঞ্চলে ডাচ ও ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে বিশাল সিপাহী বাহিনী পাঠান হয় ১৮১১ সালে। এছাড়া বারাকপুর ও কলকাতা বন্দর থেকে এক বিশাল সিপাহী বাহিনী জাভা ও সুমাত্রা অভিমুখে পাঠানো হয়। কলকাতা থেকে এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং লর্ড মিন্টো। ১৮০৬ সালে ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতা মিন্টোর মনে ছিল। সেজন্য অভিযানকালে বারাকপুরের বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের বেতনভাতা খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সেজন্য এই অভিযানকে কেন্দ্র করে সিপাহীদের মধ্যে কোন বিক্ষোভ ও বা অসন্তোষ দেখা দেয় নি।

১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহের পর থেকে কোম্পানী ভারতীয় সিপাহীদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক ছিল বিশেষ করে কোন সামরিক অভিযানের সময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বংগোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে ফরাসী

ফরাসী শক্তির মদতপুষ্ট ফরাসী যুদ্ধ জাহাজগুলি ভারতবর্ষে পণ্যবাহী ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজের ওপর আক্রমণ করতে থাকে। মরিশাস দ্বীপপুঞ্জে অবস্থানরত ফরাসী জাহাজগুলি ইংরাজ পণ্যবাহী জাহাজ লুণ্ঠন করে লুণ্ঠিত পণ্যসামগ্রী অপেক্ষমান আমেরিকার জাহাজে বিক্রি করতো। ভারতবর্ষ থেকে ১৮০১-০২ সালে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত ফরাসী শক্তি নেপোলিয়নের নির্দেশে ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর, বংগোপসাগরে ইংরাজ বাণিজ্য পথে পর্য্যায়ক্রমে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৮০৯ সালে কলকাতার ইংরাজ বণিকদের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যবসার ক্ষতি হয়।[২৯] কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজের ওপর ফরাসী জলদস্যু নৌবহরের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানী বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের দিয়ে বংগোপসাগরে আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে জাহাজ গতিপথে প্রহরার ব্যবস্থা করে। এই প্রহরার কাজ শুরু হয় ১৮০৩ - ০৪ সাল থেকে। এই উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান ও হরিজন সম্প্রদায়ের উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের একে একে ফতেগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, বহরমপুর (বাংলা) কিষেণগঞ্জ, গয়া এমনকি মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম থেকে বারাকপুরে জমায়েত করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জাহাজে করে বংগোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে সমুদ্রপথে পাহারার কাজে পাঠানো হয়।[৩০] কিন্তু এই অভিযানে সিপাহীদের মধ্যে কোন অনীহা দেখা দেয় নি। সবাই স্বেচ্ছায় এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। অভিযান করা সমগ্র বাহিনীকে কয়েকটি কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ন ভাগ করে এবং প্রত্যেকের দায়িত্বে সমানুপাতিক ভাবে কমিশনড ও নন কমিশনড অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। এই অভিযানে সিপাহীদের উৎসাহিত করার জন্য অভিযান শেষে পদোন্নতিরও ব্যবস্থা করা হয়। সিপাহী থেকে নায়েক, নায়েক থেকে হাবিলদার, হাবিলদার থেকে জমাদার ও তারপর সুবাদার পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সেই সাথে অভিযানকালে প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা দেওয়া হয়। প্রত্যেক সিপাহীদের পরিবারবর্গের জন্য বারাকপুর থেকে নিয়মিত বেতন পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[৩১] অভিযানরত সিপাহীদের কাজের চাপ যাতে কিছুটা কমে এবং দৈনন্দিন জীবন যাতে কিছুটা আরামদায়ক হয় সেজন্য প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নের সাথে একদল টিনদল, ১০ জন লস্কর, একজন কাঠের মিস্ত্রী, ৫ জন বিলদার, একজন কামার, একজন অগ্নিসঞ্চালক ও ২ জন হাতুড়ীদার নিয়োগ করা হয়। এই সমস্ত অনুগামী কর্মীদের সিপাহীদের সমহারে বেতন, বৈদেশিক ও চিকিৎসা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।[৩২] ফলে ১৮০৩ - ০৪ সালে বারাকপুর থেকে পর্যায় ক্রমে এই অভিযানে সিপাহীদের কুসংস্কারগত অনীহার কথা বারাকপুর সামরিক অধিকর্তার কর্ণগোচর হয় নি। সিপাহীদের এই স্বেচ্ছা অভিযানে ভারত সরকার সন্তুষ্ট হয়ে লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস লেখেন : "... that the native troops have volunteered in the present occasion with great alacrity and have manifested the utmost degree of attachment and fedelity to the service of the company."[৩৩]

১৮১০ - ১২ সালে মরিশাস ও জাভায় ডাচ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে কলকাতা বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে সিপাহী বাহিনী পাঠানো হয়। কিন্তু সে সময় সিপাহীদের

মধ্যে কোন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় নি। মরিশাস অভিযানে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সিপাহীদের প্রাধান্য ছিল। ১৮১০ সালের মধ্যে মরিশাস থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানে হতাহতের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে সিপাহীদের বৈদেশিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কলকাতা থেকে জাভা অভিযানে (১৮১১ - ১২) মিন্টোর নেতৃত্বে বারাকপুরের সিপাহীদের সুখ সুবিধার দিকে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশেষ করে ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহের মিন্টোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। জাভা দখলের পর বারাকপুরের সিপাহীরা নানান রোগ, মৃত্যুর মধ্যেও যথেষ্ট দায়িত্ব ও দক্ষতার সাথে প্রতিরক্ষার জন্যে দীর্ঘকাল জাভায় মোতায়েন ছিল। এই অভিযানে ডাচ ও ফরাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অসামরিক পণ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৩৪] দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ কাজে ভারতীয় সিপাহীরা কয়েকমাস ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বাজেয়াপ্ত পণ্য সামগ্রীর ন্যায্য অংশ থেকে সিপাহীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়। তাদের সিংহভাগ বণ্টিত হয় রাজকীয় বাহিনী ও রাজকীয় নৌবাহিনীর মধ্যে। কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীরা বঞ্চনার শিকার হতে যাচ্ছিলেন। অবশ্য লর্ড মিন্টোর হস্তক্ষেপে সিপাহীদের জন্য সামান্য কিছু বরাদ্দ হয়। কিন্তু তা খুব সামান্য।[৩৫] স্যার টমাস র‍্যাফেলের নেতৃত্বে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত জাভা বৃটিশ অধিকারে ছিল। এই সময় জাভা দ্বীপের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ভারতীয় সিপাহীদের রাখা হয় এবং অভিযান কালে প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদেরকে সঠিক সময়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় নি। অবস্থান কালে অনেক সিপাহী রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। টমাস র‍্যাফেলের দুই খণ্ডে বিখ্যাত গ্রন্থে জাভায় বৃটিশ অধিকার ও আধিপত্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৩৬] কিন্তু তার রক্ষাকবচ হিসাবে ভারতীয় সিপাহীদের মৃত্যু ও অবদানের স্বীকৃতি কোথাও নেই। জাভা বিজয়ের পর লর্ড মিন্টো কলকাতায় ফিরে এসেই জাভা অভিযানে মৃত বৃটিশ সামরিক অফিসারদের বীরত্বের স্মারক হিসাবে বারাকপুরে গংগার ধারে এক সুদৃশ্য স্মৃতি ভবন নির্মান করেন যার নাম দেওয়া হয় Temple of Fame।[৩৭] কিন্তু হতভাগ্য সিপাহী যারা জাভার যুদ্ধে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিয়েছে অভিযানের দশ বছরের মধ্যেও তাদের পরিবারবর্গের প্রাপ্ত অবসর ভাতা প্রমুখ ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয় নি।[৩৮] সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর এই বঞ্চনা ও উপেক্ষার তথ্যকাহিনী শুধু বারাকপুরের সিপাহী ব্যারাকে কেন সাবা উত্তর ভারতের সিপাহীদের গ্রামে গঞ্জে প্রচারিত ছিল।

১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশে সিপাহী অভিযানের সময় যখন একের পর এক সিপাহী বাহিনীকে চট্টগ্রাম, আসাম ও ব্রহ্মদেশ উপকূলে পাঠানো হচ্ছে তখন ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর উপেক্ষা অবজ্ঞা জনিত বিক্ষোভ বদ্ধমূল। ১৮২৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যখন ব্রহ্মদেশের মূক নির্জন গহন অরণ্য যুদ্ধের জন্য নয় নিছক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ইংগ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বিশেষ করে আরাকান অঞ্চলে শতশত সিপাহী অত্যন্ত অসহায় ভাবে

মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে পুনরায় ব্রহ্মদেশ অভিযানে সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর নির্দেশ যেন নতুন এক অশনি সংকেত।[৩১] এইভাবে দেখা যাচ্ছে বারাকপুরের সেনানিবাসের ৬০ বছরের ইতিহাসে (১৭৬৪-১৮২৪) জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উত্তর ভারতের সিপাহীদের মানসিকতায় এমন এক অদ্ভুত মিশ্রিত ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যার ফলে এক দিকে যেমন তারা কোম্পানীর প্রতি আনুগত্যশীল অন্যদিকে তাদের প্রতি কোম্পানীর বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তারা স্বাধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ, এবং সংঘবদ্ধভাবে নির্ভীক ও প্রয়োজনে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। বারাকপুরের সেনানিবাস সেই সুপ্ত বিদ্রোহী চেতনার প্রাণকেন্দ্র। সিপাহীরা ভুলতে পারেনি তাদের জীবন জীবিকা নিয়ে জাভার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও মর্মান্তিক পরিণতি। তাই তাদের বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে ১-২ নভেম্বর সকালে ভয়ংকর বিদ্রোহের মাধ্যমে যা বর্তমান গ্রন্থের বিষয় বস্তু এবং যে বিষয় এ পর্যন্ত অলিখিত ছিল ।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য মানচিত্র ১ ও ২ নং এ বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট ও পার্ক এবং বারাকপুর সহ পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা ।

২। Richie, C., "A Sepoy Muster Book of 1768", JSAHR, Vol. 32, পৃঃ ১৯-২০।

৩। Bence-Jones, Mark, *Palaces of the Raj*, London 1973, পৃঃ ৬৮-৬৯, আরও দ্রষ্টব্য : O'Mally, L. S.S , *Bengal District Gazeteers, 24 Parganas*, Calcutta - 1914, পৃঃ ২১৬-১৭ । O'Malley উল্লেখ করেছেন ১৭৭২ সাল থেকে সিপাহীবা বারাকপুর সেনানিবাসে বাস করতে সুরু করে। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ প্রথম বাঙালী সিপাহী রেজিমেন্ট গঠন করেন বারাকপুরে এবং সে বছরই সিপাহীরা প্রথমেই বিদ্রোহে সামিল হয়।

৪। Curzon, G N *British Government in India: The Story of the Viceroys and Government Houses*, Vol. II, পৃঃ ৬২-৬৩, ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৫৯ পাউণ্ড অথবা ১৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৭৯ টাকা ব্যয়ে কলকাতার রাজভবন তৈরী সুরু হয় ১৭৯৮ সালে এবং নির্মান কাজ শেষ হয় ১৮০১ সালে।

৫। Bence-Jones, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬৮ , আরও দ্রষ্টব্য : পূর্ব্বে উল্লেখিত , পৃঃ ১৪-১৫, ৬৯।

৬। Bence-Jones, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪-১৫।

৭। ঐ, পৃঃ ৭২ ।

৮। ঐ, পৃঃ ৭১ ।

৯। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে বহির্বিশ্বে সিপাহীদের সামুদ্রিক অভিযানে বিপুল পরিমাণ তেঁতুল সিপাহীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুড় সহ তেঁতুলের চাটনি ভিটামিন সি হিসাবে প্রত্যেক দিন সিপাহীদের জন্য বরাদ্দ ছিল । ১৮০১-০২ সালে মিশর অভিযানে সিপাহীদের খাদ্য সামগ্রীর সাথে মাদ্রাজ ও কলকাতা ছাড়া শুধু বোম্বে থেকে পাঠানো হয় ৩০০ মণ তেঁতুল ৩০০ মণ গুড় (৭২ সের এর মণ হিসাবে)।

১০। Bence-Jones, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭৩-৭৫।

১১। Badenach, Walter (Captain, Bengal Army) *Inquiry into the State of the*

Indian Army, London 1826, পৃঃ ১০৭ ।

১২। Kaye and Malleson, *History of the Indian Mutiny*, Vol. I, London 1870-78.

১৩। Badenach, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪১।

১৪। Cardew, F.G. (Lt), *A Sketch of the Services of the Bengal Native Army to theyear 1895*, Calcutta 1903, পৃঃ ২৪।

১৫। Kay and Malleson, পূর্বে উল্লেখিত, Vol. I, পৃঃ ১৫০ ।

১৬। ঐ, পৃঃ ১৫০-৫১ ।

১৭। Cardew, F.G , পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৬। ১৭৬৮ সালের মে জুন মাসে দক্ষিণ ভারতে চিকাকোল ও কিমেদি জেলায় বিদ্রোহী আঞ্চলিক অধিপতি নারায়ণ দেও এর বিরুদ্ধে কোম্পানী এক বেঙ্গল সিপাহী বাহিনীকে পাঠায় । ১৭৭০ সালের প্রথম দিকে এই বাহিনীর বেশীরভাগ স্থলপথে কটক হয়ে বাংলায় ফিরে আসে । বাকীরা জাহাজ যোগে ফিরে আসার মাঝপথে বঙ্গোপসাগরে জাহাজ ডুবিতে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

১৮। William John, (Captain) *A Historical Accounts of the Rise and Progress of the Bengal Native Infantry from its first formation in 1757 to 1796*, London 1817. ঐ, পৃঃ ২০৩-৬ ।

১৯। ঐ ।

২০। ঐ, পৃঃ ২০৬ ।

২১। ঐ, পৃঃ ২০৭ ।

২২। ঐ, পৃঃ ২০০-০১ ।

২৩। ঐ, পৃঃ ২১৬-২১ ।

২৪। ঐ ।

২৫। ঐ ।

২৬। ঐ ।

২৭। Bandyopadhyay, P,"Expulsion of the French from and expansion of the trade in Egypt and Red Sea areas etc ,পূর্বে উল্লেখিত , আরও দ্রষ্টব্য ঃ Wilson, R.T., *History of the British Expedition to Egypt 1801*, London 1802; WOI, PRO, UK, Vols 345, 368; English Factory Records, (EFR), OIOC, BL, Egypt & Red Sea, Vol G/17/5A, G/17/6

২৮। Bandyopadhyay, P, 'Protection of the Company's maritime trade in the Eastern Seas: East India Company's Sepoy Expedition to Mauritius and Java from Calcutta, Madras and Bombay, 1810-12, paper presented to the Indian History Congress at the Punjabi University of Patiala, 1998; আরও দ্রষ্টব্য ঃ Letters from Bourbon & Mauritius, BL, OIOC, L/P&S/9/1, 1810-11; Java Factory Records, (JFR) BL, OIOC, G/21, Vol.14, 1811

২৯। Toussaint, A , 'Early American trade with Mauritius', *The Mariner's Mirror*, Vol 39, 1935, আরও দ্রষ্টব্য ঃ Fortesque, J.W , *History of the British Army*, Vol 7 London 1912, পৃঃ ৫৯৭ ।

৩০। Military letters from Bengal to Court of Directors, 11 May 1803, Detachment of Native Infantry to proceed to sea, Coll No 3034. BL, BC, OIOC, Vol. F/4/173, 1804-05, পৃঃ ১, আরও দ্রষ্টব্য ঃ General Order of the Governor General in Council (G O G G in C) Fort William, 16 July 1803, Bengal Military Consultation, 21 July 1803.

৩১। Extract Letter from Bengal to Court of Directors, 1 February 1804, para. 26, পৃঃ ৩-৫ ।

৩২। ঐ ।

৩৩। Military letter from Bengal to Court of Directors, 11 May 1803, ঐ, পৃঃ ১।

৩৪। Lord Minto to Rear Admiral Robert Stopford(Private), Wettereede, 7 September 1811, JFR, BL, OIOC, G/21/Vol.14, 1811, পৃঃ ৪০৯-১১ ।

৩৫। Raffles(Sophia) by his Widow, পূর্বে উল্লেখিত ; পৃঃ ৫৯৭-৬২৯ ।

৩৬। Lord Minto to Robert Stopford , (Private), Watereede, 7 September 1811, পূর্বে উল্লেখিত ।

৩৭। Bence-Jones, *Palaces of the Raj*, পূর্বে উল্লেখিত , পৃঃ ৭০ ।

৩৮। Java, Prize committee to Lt Col. Casement, Secretary to Govt. Military Dept Fort William, 11 May 1819 , encl Bengal Military Consultation, 22 May 1819, No. 129, BI, OIOC, BC, Vol. F/4/638, 1821-22, পৃঃ ১-১১ ।

৩৯। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Bandyopadhyay, P., 'Hunger, disease and mortality: The costly game of the Kingly War: Indian Sepoy Expedition to Burma from Calcutta, Madras and Mauslipatnam', 1824-26', MSS. paper presented to the Calcutta University Session of the Indian History Congress, January 2001

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুলসীপাতা ও গংগা জলের শপথ ঃ বিদ্রোহী সিপাহীদের ঐক্য ও সংহতির আহ্বান

"*When a Hindu takes Ganges water and Toolsee in his hand he will sacrifice his life.*" কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে সিপাহীদের পিটিশন, বারাকপুর ১লা নভেম্বর ১৮২৪ ।

১৮২৪ সালের পূর্ব্বে সংঘঠিত ভারতের অন্যান্য স্থানে সেনা বিদ্রোহের জন্য কোন শ্লোগান, আওয়াজ বা প্রতীকি ব্যবহৃত হয় নি। ১৮০৬ সালে ভেলোরের বিদ্রোহে সিপাহীদের মধ্যে সংহতি বা ঐক্যের আহ্বানে কোন প্রতীকি ব্যবহারের উল্লেখ নেই। সেখানে পাগড়ীর পরিবর্তে ইউরোপীয় টুপি ও কপালে তিলকের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সিপাহীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল বটে কিন্তু সিপাহীদের জনমত গঠন এবং সংঘবদ্ধ করার জন্য কোন সংকল্প ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রমাণ নেই । প্রতীকি, শ্লোগান, ধ্বনি বা আনুষ্ঠানিকভাবে, গোপনে বা প্রকাশ্যে সমবেতভাবে কোন শপথ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ ও সঙ্কল্প ঘোষণা করা । ভেলোরে বিদ্রোহী সিপাহীদের চেতনার স্তরে এই ধরণের কোন অংগীকারের লক্ষণ ছিল না । যদিও শ্লোগান, শপথ গ্রহণ আধুনিক যুগের আর্থ রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যের আহ্বান তথাপি সাধারণভাবে অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মানবমনের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য । আত্মবিকাশ ও আত্মসংরক্ষণের পক্ষে আবেগ ও উদ্যোগবোধ প্রভৃতি মানুষের সহজাত প্রকাশ। যদি তা কোনভাবে অবরুদ্ধ হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া মানুষের এক প্রবৃত্তিগত ঝোঁক। তবে এই প্রতিক্রিয়া আত্মবিকাশ ও আত্ম সংরক্ষণের পক্ষে কতোখানি সহায়ক হবে তা নির্ভর করে সেই প্রতিক্রিয়া কর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর ।

কোম্পানী ও বৃটিশ ভারতীয় প্রশাসন কালে ভারতীয় সিপাহীদের সম্পর্কে বেশীরভাগ বৃটিশ ও ইউরোপীয় সামরিক ঐতিহাসিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে দেশীয় রাজন্যবর্গের পতন ও বিলোপের পর বেকার ও অসহায় সিপাহী সম্প্রদায়ের বাঁচার একান্ত আশ্রয় ছিল কোম্পানীর সামরিক বিভাগ। এই ধারণা অনেকাংশে বাস্তব ছিল এবং সেজন্য তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, জীবন জীবিকার তাগিদে সিপাহীরা কোম্পানীর প্রতি দায়বদ্ধ ও অনুগত থাকবে। সিপাহীরা যে কোন সময় তাদের বৃত্তিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যেকার জাতিধর্ম বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কোম্পানীর

সামরিক শক্তির বিরোধিতা করতে সক্ষম এমন সম্ভাবনা ইউরোপীয় সামরিক ঐতিহাসিকদের কাছে ঠিক গ্রহণ যোগ্য নয়। তাঁরা ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিরিখে সিপাহীদের সম্পর্কে এক বিশিষ্ট ভাবমূর্ত্তি গড়ে তোলেন এবং সিপাহীদের চরিত্রায়ন সেই ভাবেই করেন। অবশ্য কোম্পানীর অধীনে দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের সম্পর্কে এই ধারণার কিছু সত্যতা থাকলেও উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের ক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নয়। অথচ ম্যাসন, হীথকোট, আলভি প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিরিখে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত নির্বিশেষে সর্বস্তরের সিপাহীদের চরিত্রায়ন ও মূল্যায়ন একই ধাঁচে করেছেন। সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থে ভারতীয় সিপাহীদের আনুগত্য ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১] কিন্তু তাদের বৃত্তিগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোম্পানীর কাছে যে বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকতে পারে এবিষয়ে কোন অনুসন্ধানের অবকাশ রাখা হয় নি। ১৮৫৭ সালে সংঘঠিত বিদ্রোহ সিপাহীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপক সাংগঠনিক ও প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ। কিন্তু এই সাংগঠনিক ও প্রতিবাদী চেতনার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ সালে বারাকপুরের প্রথম ব্যাপক সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এই প্রথম হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ঐক্য সংহতি ও সাংগঠনিক চেতনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তুলসী পাতা ও গংগার জলের শপথ। আপাতদৃষ্টিতে এই শপথ হিন্দুদের পৌরাণিক গাথার প্রভাবপুষ্ট হলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের বাস্তব এক কঠিন সঙ্কল্প, সারা সিপাহী মহলে এক মহা সংগঠন ও আন্দোলনের আহ্বান যাতে সবাই জাতিধর্ম ভুলে নিজেদের বৃত্তিগত ন্যায্য অধিকারকে সামনে রেখে তাদের প্রতি কোম্পানীর অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা ও সংস্কৃতির ওপর তাদের পরিবেশ, ধর্মীয় ও পৌরাণিক গল্পগাথার প্রভাব খুবই শক্তিশালী। উত্তর ভারতে গংগা যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে অধ্যুষিত জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সাথে গংগা নদীর আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সম্পর্ক খুবই নিবিড়। আমাদের আলোচ্য সময়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই অঞ্চল থেকেই সুঠাম দেহী সিপাহীদের নিয়োগ করা হত কোম্পানীর সামরিক বিভাগে এবং চিহ্নিত করা হত বেঙল নেটিভ ইনফ্যানট্রি এই বিভাগীয় নামে। হিন্দুদের পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারে প্রলয় ও বিনাশের দেবতা শিব (মহেশ্বর/মহাদেব)[২] এর আলয় হিমালয় পাহাড় থেকে বরফ গলা জল বয়ে আসে গংগা যমুনার স্রোতধারায়। এই জলে বিধৌত উত্তর ও পূর্ব ভারতের গংগা যমুনার বিশাল অববাহিকা অঞ্চল উর্ব্বর ও শস্য শ্যামলা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অধ্যুষিত মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উপায় কৃষিকাজ। গংগার জল তাই সবার কাছে জীবন রস ও প্রাণের স্পন্দন। হিন্দুদের মনে গংগা দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা। উপাসনার স্তব, স্তুতি মন্ত্র আছে। অহিন্দু মানুষের কাছে গংগার কোন মন্ত্র নেই। কিন্তু আছে উপযোগিতার এক বাস্তব উপলব্ধি। জীবনদায়ী জলধারার

এক অন্তহীন অংগীকার । গংগার জল তাই সবার কাছে বাস্তবভাবে পবিত্র । অন্যদিকে তুলসী পাতা অনন্তকাল ধরে সমস্ত মানুষের আর এক জীবন দায়ী ভেষজ ওষুধের আকর উপাদান।[৩] সর্দিকাশির প্রতিষেধক হিসাবে একমাত্র সহজলভ্য চির পরিচিত ভেষজ সামগ্রী । যা প্রয়োজনীয় ও গুণমানে সমৃদ্ধ তাই পবিত্র । আবার হিন্দুদের পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারে তুলসী পাতা ও গংগা জল হচ্ছে ত্রিনাথের অন্যতম নাথ বিষ্ণু , স্থিতি ও অস্তিত্বের উপাসনার দুটি মূল উপাদান।[৪] বাঁচা বা অস্তিত্বের সংগ্রামের ও সংকল্পের প্রতীক তাই তুলসীপাতা ও গংগার জল ।

আবার কোম্পানীর সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হয়ে সিপাহীরা এই তুলসী পাতা ও গংগার জলের শপথকে বৃত্তিগতভাবে আনুষ্ঠানিক স্মারক হিসাবে দেখতে শিখেছে । সিপাহীদের প্রথম নিয়োগকালে নবনিযুক্ত সাথী অন্যান্য সিপাহী বা ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় অফিসারের উপস্থিতিতে প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাদের কোম্পানীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৌরোহিত্যে হিন্দু সিপাহীদের তুলসী পাতা ও গংগার জল হাতে নিয়ে এই শপথ অনুষ্ঠান পর্ব বাধ্যতামূলক ছিল। উপস্থিত মুসলমান মৌলভীর উচ্চারিত কোরান স্তোত্রের মাধ্যমে মুসলিম সিপাহীরাও এই অনুষ্ঠান পর্বে অংশ গ্রহণ করতো।[৫] হিন্দু সিপাহীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দুটি বস্তু ও দৃশ্যগত দ্রব্য সবার কাছে অতি পরিচিত উপাদান অর্থাৎ তুলসী পাতা ও গংগার জল ব্যবহার করা হতো । কিন্তু মুসলিম সিপাহীদের শপথ অনুষ্ঠানে কোন দৃশ্যগত উপাদান ব্যবহার করা হতো না বলে সাধারণ ভাবে সর্ব্বস্তরের সিপাহীদের কাছে তুলসী পাতা গংগার জলের প্রভাব ও গুরুত্ব বেশী ছিল । তুলসী পাতা ও গংগার জল যেন কোন কার্যসিদ্ধির শপথ ও সংকল্প । ফলে উক্ত দুটি উপাদান তথা কথিত ধর্মীয় ঐতিহ্য হারিয়ে রূপান্তরিত হয় এক সামরিক শৃংখলার নির্দেশ, অভীষ্ট লাভের এক আমরণ সংঘবদ্ধ সংকল্প। এই শপথ ও সংকল্পের চরিত্র দ্বৈত । কোম্পানীর স্বার্থ ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমৃদ্ধি। উত্তর ভারতে কোম্পানীর সামরিক বিভাগে নিয়োগে যেমন কোন জাত ধর্মের বৈষম্য ছিল না[৬] ঠিক তেমনি সামরিক বিভাগে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কিছুটা ধর্মীয় প্রভাব পুষ্ট হলেও সিপাহীদের কাছে এর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ছিল গৌণ । এই শপথ-এর মধ্যে তারা এটা বুঝে নিয়েছিল যে কোম্পানীর কাছ থেকে যে গুরু দায়িত্ব পালনের নির্দেশ আসবে তা যথাযথ পালনে তারা যেমন সংঘবদ্ধভাবে দায়বদ্ধ ঠিক তেমনি যদি তাদের নিজস্ব বৃত্তিগত স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের ডাক আসে তাহলেও তারা সংঘবদ্ধভাবে আমরণ সংকল্প নিয়ে সেই ডাকে সাড়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

আবার গংগা নদীর সাথে সিপাহীদের বৃত্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় । দেশে ঘরে গংগা বিধৌত সমভূমি তো জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাদের আত্মীয় পরিজনের জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায় কৃষিক্ষেত্র। আবার গংগার তীরেই সিপাহীদের প্রধান সেনানিবাস ও সামরিক ঘাঁটিগুলি অবস্থিত।[৭] উত্তর ভারত থেকে শুরু করে মীরাট, ফতেগড়, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা ও বারাকপুর সবই গংগার ধারে অবস্থিত। ভারতে রেলপথ স্থাপনের পূর্বে কোম্পানীর সেনা চলাচলের একমাত্র

পথ জলপথ। উত্তর থেকে পূর্ব ভারতের দূর পাল্লার সামরিক অভিযানে গংগা নদী একমাত্র বাহন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বৃত্তি গত কাজেও গংগা তাদের জীবনের সাথে ওতপ্রেতভাবে জড়িত। তাই তুলসী পাতা ও গংগার জলের শপথ সিপাহীদের কাছে এক দ্বৈত উপলব্ধির প্রতীক। যেহেতু তারা কোম্পানীর বেতনভূক সৈনিক তারা কোম্পানীর প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য এবং প্রায় সব সময় সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছে এবং যা অনেক বিদেশী সামরিক ঐতিহাসিকগণ গৌরবজনক ভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁরা সিপাহীদের বৃত্তিগত সবকটি উপলব্ধির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি বা এড়িয়ে গেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে তারা যে একটি বিদেশী সামরিক শক্তির হাতে ভাড়াটে সৈনিক এবিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন। তাদের বৃত্তিগত স্বার্থ রক্ষায় তারা সংঘবদ্ধভাবে আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন এবং প্রয়োজনবোধে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। এ বিষয়ে যেহেতু তাদের সামনে কোন শ্লোগান বা রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না সেজন্য তারা তুলসী পাতা ও গংগার জলের শপথকে তাদের নিজস্ব সংগ্রামের শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করে। ১৮২৪ সালে বারাকপুরের বিদ্রোহ হচ্ছে সিপাহীদের এই গোপন উপলব্ধির সংঘবদ্ধ ও নির্ভীক প্রকাশ।

কিন্তু হিমালয়ের বরফগলা জল দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা কাবেরীতে প্রবাহিত হতে পারেনি। উক্ত নদী উপত্যকা অঞ্চল তেমন উর্ব্বর ও শস্য শ্যামলা না থাকায় দক্ষিণ ভারতের নিম্ন বর্গীয় মানুষের সাথে মাটির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। তদুপরি জাতপাতের কুসংস্কার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী থাকায় নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য জাতীয় মানুষ আর্থ সামাজিক ভাবে উচ্চবর্গীয় জমি ও সম্পদশালী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।[৮] এই সমস্ত মানুষ জীবন জীবিকার জন্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলে মৎস্য জীবিকার বৃত্তি রূপে গ্রহণ করতো এবং ফলতঃ সমুদ্র যাত্রায় তাদের কোন অনীহা ছিল না। কোম্পানী আমলে প্রথম দিকে তারাই ছিল কোম্পানীর নিযুক্ত সিপাহী সম্প্রদায়ভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠির প্রতিরক্ষা এবং বিশেষ করে ডাচ, ফরাসী ও স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অভিযানে মাদ্রাজী সিপাহীদের প্রাধান্য ছিল বেশী এবং স্বভাবতঃ তারা প্রায় সবাই ছিল নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের। আর্থ সামাজিক দিক থেকে নিরাপত্তার চরম অভাবজনিত কারণে কোম্পানীর সামরিক বিভাগই তাদের জীবিকার একমাত্র আশ্রয় স্থল ছিল। এর জন্য এদের মধ্যে স্বজাতি ও স্বাধিকার বোধ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। ১৭৬২ সাল থেকে ১৮০১-০২ সালের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীর সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশ সমূহে ডাচ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে এই মাদ্রাজী সিপাহীরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অংশ গ্রহণ করেছে। উক্ত সমস্ত অভিযানে তারা ইউরোপীয়ান সৈন্যদের তুলনায় নানান বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। অভিযান শেষে নিয়মিত সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার অব্যবস্থায় বিদেশে অভিযানকালে তাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুজনিত নানান বিপদ ও দুর্ভোগ সত্বেও তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। এমনও দেখা গেছে মাদ্রাজী সিপাহীদের দুর্দশা দেখে ইউরোপীয়ান সামরিক অফিসারগণ

সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চতর মহলে দরবার করেছেন। এমনকি সামরিক নিয়মপ্রথা লঙ্ঘন করে যাতে সিপাহীদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সুবিবেচনা করা হয় তার জন্যে সরাসরি ইংলণ্ড রাজের পদপ্রান্তে প্রার্থনা জানানো হয়েছে।[৯] কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে এই সব বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোন সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ দেখা দেয় নি। আসল কথা হল কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীরা যারা চিহ্নিত ছিল মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যানট্রি এই বিভাগীয় নামে, তারা সামাজিক দিক থেকে উচ্চবর্ণীয় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তার ফলে স্বদেশ, স্বভূমি বলে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের মতো মাটির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তার ওপর উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের মতো কোম্পানীর সামরিক বিভাগে নিয়োগ কালে ধর্মীয় মোড়কে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিল না কোন আড়ম্বর, কিংবা কিছু অনুষ্ঠান হলেও তার তাৎপর্য্য তাদের কাছে ছিল অর্থহীন। সেজন্য তাদের মধ্যে শপথ গ্রহণের মধ্যে নিহিত সংঘবদ্ধ সঙ্কল্পের কোন প্রতিজ্ঞা না থাকায় তাদের চিন্তা চেতনায় স্বাধিকার বোধ এবং তাকে বাস্তবায়িত করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস ও প্রতিজ্ঞাবোধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তার ফলে দেখা যায় ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ বিনাবাধায় একদল মাদ্রাজ সিপাহীকে সিরাজের বিরুদ্ধে মোতায়েন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৮১ সালে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস কাশীর রাজা চৈত সিংহের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন সিপাহীরা তখন রুখে দাঁড়িয়েছিল যে তারা নিজেদের দেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।[১০] এখানেই সমকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহী চরিত্রের গুণগত পার্থক্য। উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের এই স্বজাত্য ও স্বাধিকার বোধ এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের মধ্যে নির্ভীক ও সংঘবদ্ধ প্রয়াসের চেতনা এই প্রথম ব্যাপক ও ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৪ সালে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রেহের মাধ্যমে। তখন তুলসী পাতা ও গংগ জলের শপথ আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের আনুগত্যের প্রতীক রইল না। তা রূপান্তরিত হল তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক সংঘবদ্ধ ঘোষিত সংকল্প যা বর্তমান কালের রাজনৈতিক স্লোগানের এক পরিবর্তিত রূপ।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। *The Indian Army: Company and Raj, Asian Affairs*, Vol. 63, পৃঃ ২৬৩-৭৬, লেফটেনান্ট জেনারেল গডার্ড ১৯১৫ সালে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবিভাগে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনী নিয়ে তিনি মধ্য প্রাচ্য এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মা সীমান্তে যুদ্ধ করেন।

২। শিব বা মহাদেব হলেন ত্রিনাথের অন্যতম নাথ তিনি বিনাশ বা ধ্বংসের দেবতা । অপর দুজন হলেন ব্রহ্মা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং বিষ্ণু স্থিতিকর্তা। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ Wilson, H H., *The Vishnu Puranas*, New Delhi, 1980; *The Analysis of the Puranas*, Delhi 1979; তর্করত্ন পঞ্চানন, *বিষ্ণু পুরানম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত*, কলকাতা, ১৯২৪ (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।

৩। তুলসী পাতা ও গংগা হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অতি প্রিয় ১২ টি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত । অন্য দশটি প্রকৃতি হল ঃ তুলসী পাতা ও গংগার জল বিষ্ণু আরাধনার দুটি বিশিষ্ট উপকরণ । বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ঐ।

৪। Kincard, C.A., *The Tale of the Tulsi Plant and Other Studies*, New Delhi 1993; আরও দ্রষ্টব্য ঃ Jain, S.K. *Medicinal Plants*, National Book Trust, Delhi 1968. উদ্ভিদ বিদ্যায় তুলসী গাছ পাতা বিভিন্ন নামে পরিচিতঃ Ocimum Linn, Ocimum basilicium Linn, Ocimum Sanctum Linn (পবিত্র basil) তুলসী পাতার রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে আছে এক ধরণের তেল যার মধ্যে রয়েছে methyl cinnamate, camphor ও citrate সংস্কৃত ভাষায় তুলসীর নাম আজকো, গম্ভীরা ও কুথেরা । হিন্দীতে বলা হয় কালা তুলসী ।এই পাতার প্রকার ভেদ আছে । যেমন বন তুলসী । তুলসী পাতা থেকে প্রস্তুত তেল ভেষজ ওষুধ (anti bacterial / insecticidal) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Wealth of India: Raw Materials, Vol.-VII CSIR, 1966. তুলসী পাতার রাসায়নিক গুণাগুণের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানা অধ্যাপিকা সুমিতা ঝা-এর নিকট কৃতজ্ঞ ।

৫। Q. No. 889 by S. 'Sepoys Regimental Ceremony' JSAHR, Vol. 32, 1954, Reply No. 753 by Col. A. McCleverty, 'Sepoys Regimental Ceremony', JSAHR, Vol. 33, 1955, পৃঃ ৯৩ ; ১৭৬৩-৬৭ সালের সিপাহীদের এক আনুষ্ঠানিক শপথের পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্যঃ- Wilson, W.J., *History of the Madras Army*, Vol. I, Madras 1882, পৃঃ ২২২।

৬। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ W.J.Koff, D., *Nankar, Rajput and Sepoy: The ethnohistory of the Military labour market in Hindustan, 1450-1850*, Cambridge 1990.

৭। উত্তর ভারতে কোম্পানীর প্রধান সামরিক ঘাটি ও সেনা নিবাস ছিল, মীরাট, কানপুর ফতেগড়, লখনৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী পাটনা, দানাপুর ও বারাকপুর ।

৮। বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Kumar, Dharma, *Land and Caste in South India*, Cambridge, 1965.

৯। Captain Edward Fergusson to the King George III from Mannar (Ceylon), 16 September 1796, Capture of Ceylon: Distribution of Prize Money 1795-1800, PRO, WOI, Vol. 362, 1795-96, ff 223-4.

১০। Hastings, W., *Narratives of the Insurrection which happened in the Zamindary of Benares in the month of August 1781 and of the Governor General in that district, with an appendix of Authentic Papers Affidavits*, Calcutta 1853; আরও দ্রষ্টব্যঃ Hastings, W., *The present State of the East Indies*, London 1786.

তৃতীয় অধ্যায়

বার্মা যুদ্ধে আতংকগ্রস্ত বারাকপুরের সিপাহী ঃ বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তার

" পহেলে হামারা আসবাব পিছে হ্যাম" সিপাহীদের গোপন সিদ্ধান্ত । " We are ready to march : কুছ খানা আওর দেলেনা দো " প্যারেড গ্রাউণ্ডে কর্ণেল কার্টরাইটের প্রতি সিপাহীরা। " হাম তুমকো খানা দেউংগা, ঘাবড়াও মাৎ " সিপাহীদের উদ্দেশ্যে কর্ণেল কার্টরাইট।

" *Sepoys are liberally paid . . . . efficiency of the Army would be destroyed, were the troops taught to depend on the Commissariat for the carriage cattle*". সিপাহীদের প্রতি কমাণ্ডার ইন চীফের বার্তা ।

ক্যাপটেন ডাভটন ১৮২৪-২৬ সালে বার্মাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। প্রায় সমস্ত সময়ে রেঙ্গুনে ইংগভারতীয় সিপাহীদের দায়িত্বে ছিলেন। এর মধ্যে শুধু একবার রেঙ্গুন থেকে কয়েক মাসের জন্য মশলীপত্তমে এসেছিলেন। সংগে নিয়ে এসেছিলেন এক জাহাজ ভর্তি (শ পাঁচেক) কঠিন রোগগ্রস্থ মুমূর্ষু ভারতীয় সিপাহী । তাদের মধ্যে জলপথেই বেশী জনের মৃত্যু হয় । মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করা হয় বংগোপসাগরে । ব্রহ্মদেশে অনাহার ও মহামারী জনিত সিপাহীদের ব্যাপক মৃত্যুর বিভীষিকার প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপটেন ডাভটন তাঁর স্মৃতি চারণায় লিপিবদ্ধ করেন এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ব্রহ্মদেশে ভরতীয় সিপাহী অভিযানকে তিনি "রাজকীয় যুদ্ধের ব্যয়বহুল খেলা" হিসাবে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ "Costly game of the kingly war" তিনি এই অভিযানকে নেপোলিয়নের ব্যর্থ রাশিয়া আক্রমণের সাথে তুলনা করেছেন।[১] তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে ব্রহ্মদেশ অভিযানে ইংগভায়তীয় বাহিনী জয়লাভ করেছিল প্রায় ১৫ হাজার সিপাহীদের জীবনের বিনিময়ে। এদের মধ্যে বেশীরভাগ মৃত্যু ঘটেছে অর্দ্ধহারে, অনাহারে ও রোগ ও মহামারী জনিত কারণে ।[২] অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী যিনি একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসার ছিলেন, হেনরী হ্যাভলক. তিনিও সিপাহীদের সংগে কঠিন রোগের কবলে পড়েন । তিনি তাঁর স্মৃতি চারণায় এই বিশাল অভিযানের ব্যর্থতা ও অসারত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে এই যুদ্ধ হচ্ছে " . . . unison of mortifying inactivity and costly sacrifice." তিনি আরও বলেছেন . . . Indian Army pent for seven months in a distant corner of a hostile land, pinched by famine and fearfully wasted by disease."[৩]

ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বিস্তীর্ণ গহন অরণ্য ভূমিতে চাষাবাদের একান্ত অভাব জানা সত্বেও কলকাতায় কোম্পানীব সামরিক অধিকর্তা ধরেই নিয়েছিলেন যে

সেদেশে ১৫/২০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের জন্য এক বছর ব্যাপী খাদ্য রসদ সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু রেঙ্গুনে পদার্পণের এক সপ্তাহের মধ্যেই গোটা আট হাজার ইংগভারতীয় সিপাহী চরম খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হল। গোমাংস ও শূকর সিপাহীদের খাদ্য তালিকায় নিষিদ্ধ। রুটি বা অন্যান্য তরিতরকারীর একান্ত অভাব। অভিযানকালীন রসদ বলতে যা বিস্কুট ও চাল ছিল তা আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য হয়ে গেছে। চরম খাদ্যাভাবে তাও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা খাদ্যান্বেষে বার্মার জংগলে ছড়িয়ে পড়ে সহজ লভ্য বন্য অপক্ক আনারস গোগ্রাসে খেতে সুরু করে। সেই সাথে সুরু হয় সিপাহীদের মধ্যে ভয়ংকর আমাশয়, আন্ত্রিক ও চর্মরোগের মহামারী। এবং প্রতিদিন শত শত সিপাহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মহামারীর প্রতিষেধক হিসাবে ওষুধ ও পথ্যের কোন ন্যূনতম ব্যবস্থা ছিল না।[৪]

১৮২৪ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৫] একটা অমূলক আশংকার ভিত্তিতে কলকাতার কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই আশংকা ছিল পূর্ব্ব সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশ বাহিনী বৃটিশ ভারত এমন কি কলকাতা আক্রমণ করতে পারে । তাৎক্ষণিক কারণও খুবই সামান্য। চট্টগ্রামের দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের উপকূল সংলগ্ন সাপুরী নামে এক ছোট্ট অনুবর্বর বালুকাময় দ্বীপের মালিকানা নিয়ে। সেই দ্বীপের দখল নিতে গিয়ে দুজন ভারতীয় পুলিশ নিহত হয় ব্রহ্মদেশের সেনাবাহিনীর হাতে। এবং দুজন ইংরাজ ব্যবসায়ীকে বলপূর্বক অপহরণ করে রেঙ্গুনে আটকে রাখা হয়। এর ফলেই ভারতবর্ষ তথা কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে ব্রহ্মদেশে সিপাহী অভিযানের বিপুল আয়োজন। বারাকপুর থেকে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ওপর ব্রহ্মদেশে স্থলবাহিনী সরবরাহের দায়িত্ব। অন্যদিকে বৃটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী সফি ও ডায়ানা নামে দুটি বাষ্পীয় জাহাজের সাহায্যে রেঙ্গুন অবরোধ করে। উদ্দেশ্য রেঙ্গুন অবরোধ করে আটকগ্রস্থ দুজন বৃটিশ নাগরিককে মুক্ত করে ব্রহ্মরাজের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

প্রথমেই মে ১৮২৪ সালে ক্যাপটেন নোটনের নেতৃত্বে বারাকপুর থেকে ১৩০০ সিপাহী সহ বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির এক ব্যাটেলিয়নকে চট্টগ্রামের কক্সবাজারের দক্ষিণে রামো নামক স্থানে পাঠানো হয়। ব্রহ্মদেশের সীমান্তে তখন ছিল ১২ হাজার ব্রহ্মরাজের বাহিনী। ক্যাপটেন ডাভটন তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেন যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় ১৩০০ সিপাহীদের মধ্যে ১১০০ সিপাহী হতাহত হয় এবং নয়জন বৃটিশ অফিসারের মধ্যে ছয়জন নিহত হন।[৬] এছাড়া সমস্ত ভারতীয় সিপাহীবাহিনী প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং আরাকান সীমান্তে বিপুল সংখ্যক ইংগভারতীয় সিপাহী অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলকাতা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে আর এন বানার্ড-এর প্রদত্ত পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ১৮২৪ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৫০০ বৃটিশ সৈন্যের মধ্যে ২৫৯ জনের মহামারীতে মৃত্যু হয়। এবং সেপ্টেম্বরের শেষে ৪০০ বৃটিশ সৈন্যকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঐ একই সময়ের মধ্যে ৮ হাজার সিপাহীর মধ্যে ৮৯২ জন সিপাহীর

মহামারীতে মৃত্যু হয় এবং ৩৬৪৮ জন সিপাহীকে অসুস্থ অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।[৭] মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটির অপর এক অধিকর্তা ডাঃ ডব্লিউ বি ওয়াডেল-এর মতে ব্রহ্মদেশে ইংগভারতীয় সেনাদের এই ব্যাপক মৃত্যুর কারণ অনাহার ও মহামারী।[৮] ব্রহ্মদেশে সিপাহী অভিযানকে নিয়ে কলকাতার সরকারী মহলে দ্বিমত ছিল। বৃটিশ ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফ এই অভিযানের বিরোধিতা করেছিলেন।[৯] কিন্তু বৃটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর এ্যাডমিরাল স্যার আর্চবাল্ড ক্যাম্পবেল এই অভিযানে যথেষ্ট উৎসাহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে স্যার আর্চবাল্ডের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে বিজয়ীর গৌরবে ভূষিত। ব্রহ্মদেশে সফল অভিযানে তাঁর দ্বিতীয় গৌরব অর্জ্জনের বাসনা ছিল। তাছাড়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ডাচ, ফরাসী ও স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে বৃটিশ রাজকীয় ও নৌবাহিনীর অফিসারদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধশেষে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত অসামরিক পণ্যসামগ্রীর লাভের আশা।

ক্যাপটেন ডাভটন তাঁর স্মৃতিচারণায় স্পষ্টভাবে বলেছেন অভিযানে অংশগ্রহণে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল যে অভিযান শেষে কোম্পানীর কাছ থেকে প্রাইজ ও প্রমোশন লাভ। তাছাড়া অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক বাহিনীর সৈনিকদের ধারণা ছিল ব্রহ্মদেশে অসংখ্য প্যাগোডা আছে এবং তার মধ্যে বিপুল ধনসম্পদ মণিমাণিক্য সংরক্ষিত আছে।

ফলতঃ রেঙ্গুন দখল করার পর নিদারুন সংকটের সম্মুখীন হলেও স্যার আর্চিবাল্ড অভিযান চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকব ছিলেন এবং কলকাতা থেকে সিপাহী পাঠানোর ওপর চাপ দিতে থাকেন। ব্রহ্মদেশের ভৌগলিক পরিবেশ ও ব্রহ্মদেশ বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ার সাথে তখনও বৃটিশ সেনাপতিরা উপযুক্তভাবে পরিচিত ছিলেন না। তার ফলে রেঙ্গুন থেকে ইরাবতী নদী বরাবর প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরে রাজধানী অমরাবতীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে বিপুল সৈন্য সহ দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল । সস্তায় অঢেল ভারতীয় সিপাহী ও বৃটিশ ভারতীয় সরকারের খরচে এই মারাত্মকভাবে আত্মঘাতী অথচ বিলাসী সামরিক অভিযান কলকাতার সমকালীন সংবাদপত্রে যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল।[১০] ব্রহ্মদেশে ইংগ বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে অনাহার ও মহামারী জনিত ব্যাপক মৃত্যুর সংবাদ শুধুমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বারাকপুরের সিপাহী ব্যারাকে। সবার মুখে আতংকের ছাপ । বার্মা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল অনীহা সবার মনে।

১৮২৪ সালে মার্চ মাসে যুদ্ধ ঘোষণার পরই প্রথমেই মাদ্রাজ ও মশলীপত্তম থেকে মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যানট্রি বাহিনী আন্দামান হয়ে বার্মা উপকূলে যাত্রা করে। পথ বিতর্কিত সাপুরী দ্বীপ ও অন্যান্য উপকূলীয় দ্বীপগুলি দখল করে রাখে এবং জুন মাসে রেঙ্গুন দখল করে। বৃটিশ ভারতীয় সিপাহীরা রেঙ্গুনে প্রবেশ করার আগেই চল্লিশ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর জনশূণ্য হয়ে যায়। শহরের সমস্ত মানুষ পার্শবর্তী জংগলে আশ্রয় নেয় যাতে আগ্রাসী ১০ হাজার ইংগ ভারতীয় সৈন্য খাদ্যাভাবে মারা যায় । ঘটনা ঠিক তাই সংঘঠিত হল। দশমাস ব্যাপী রেঙ্গুন অবরোধকারী প্রায় দশ

হাজার সৈন্য খাদ্যাভাবে ও মহামারীতে অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়। কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে নতুন সিপাহী ও খাদ্য সামগ্রী না আসা পর্যন্ত অভিযান রেঙ্গুনেই থেমে থাকে। ইতিপূর্ব্বে বারাকপুর থেকে সিপাহী বাহিনী পূর্ব্ব সীমান্ত আসাম ও চট্টগ্রাম সীমান্তে ব্রহ্মদেশের সেনার সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সম্ভাবনায় মোতায়েন রাখা হয়। অন্যদিকে মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরাকান সীমান্তে মাদ্রাজ নেটিভ ও বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির যৌথ উদ্যোগে প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রচুর সিপাহী হতাহত হয়েছে। এই অবস্থায় বারাকপুর থেকে নতুন সিপাহী বাহিনী যোগ না দিলে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না।[১১] সুতরাং স্যার আর্চ্চবাল্ড পুনরায় কলকাতায় ভারত সরকারের কাছে জরুরী ভিত্তিতে সিপাহী বাহিনী পাঠানোর অনুরোধ জানালেন।[১২] ইতিপূর্বে বারাকপুর থেকে ২৭, ৪৫ ও ৩০ তম বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি বাহিনীকে চট্টগ্রামে মাদ্রাজ বাহিনীর সাথে যোগ দিতে পাঠানো হয়। কিন্তু রেঙ্গুন অঞ্চলে মৃত ও রুগ্ন সিপাহীদের স্থান পূরণের জন্য প্রয়োজন আরও সিপাহী ও জাহাজভর্ত্তি খাদ্য রসদ।[১৩] এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য উত্তর ভারতের মীরাট, কানপুর, পাটনা, দানাপুর সেনানিবাস থেকে দলে দলে সিপাহীদের বারাকপুর নিয়ে জমায়েত করা হয়। সাধারণতঃ কোন দীর্ঘস্থায়ী দূর পাল্লার অভিযানে ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসার যদি সিপাহীদের পরিচিত হয় তাহলে তারা উৎসাহিত বোধ করে এবং অভিযানে কোন অনীহা দেখা দেয় না। কিন্তু এই সময়ে যেহেতু অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অভিযানের আয়োজন করা হয় সেজন্য প্রত্যেক বাহিনীতে পরিচিত ইউরোপীয়ান অফিসার নিযুক্ত করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে একে বর্হিবিশ্বে সামরিক অভিযান তার ওপর অপরিচিত ইউরোপীয়ান অফিসারের নেতৃত্ব। এই দুটি কারণ প্রথম থেকে সিপাহীদের মনে বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। ফলে বারাকপুরে পৌঁছবার আগেই অনেক নবীন সিপাহী পালিয়ে দেশের পথে রওনা দেয়। ১৮২৪ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ব্রহ্মদেশের অভিযানের উদ্দেশ্যে সিপাহীরা একের পর এক ব্যাটেলিয়ান বারাকপুর সেনানিবাসে জমায়েত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর দিনলিপিতে জানান বারাকপুর "crowded to the excess with native troops."[১৪]

এখন যে কোন দূরপাল্লার স্থল অথবা সামুদ্রিক অভিযানের সময় সিপাহীরা সব থেকে বেশী তাৎক্ষণিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের. বৃত্তিগত অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি ছাড়া ব্যক্তিগত মালপত্র নিয়ে। ব্যক্তিগত মাল বলতে সিপাহীদের রান্নার বাসন ও ন্যূনতম বিছানাপত্র। ইউরোপীয়ান সেনারা সমবেতভাবে মেসের রান্না খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে যেহেতু জাত ধর্মের শ্রেণীভেদ ছিল সেজন্য তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব রান্নার পৃথক ব্যবস্থা করতো। প্রত্যেকের সাথে থাকতো রান্নার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ও ছোট একটি বিছানা এবং সব কিছু মিলিয়ে ব্যক্তিগত মালপত্রের বোঝা বেশ ভারী হয়ে যেত।[১৫] সেজন্য দূর পাল্লার কোন সামরিক অভিযানের সময় ব্যক্তিগত মালপত্রের পরিবহন নিয়ে সিপাহীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ থাকতো। বিশেষ করে তারা জানতো যে সমস্ত ইউরোপীয়ান সৈন্যদের ব্যক্তিগত মাল কোম্পানীর খরচে পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে পরিবহনের সমস্ত খরচ নিজেদের বহন করতে হবে।

অবশ্য স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ছিল সিপাহীদের প্রয়োজনমত ভারবাহী গরু ঘোড়া বা উট ভাড়ার ব্যবস্থা করা।[১৬]

১৩ই অক্টোবর ১৮২৪ সালে কমাণ্ডার ইন চীফ নির্দেশ জারী করেন যে ২৬ নং ৪৭নং ও ৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ান বারাকপুর থেকে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করবে যথাক্রমে ১৮, ২০, ও ২২ শে অক্টোবর। এই সামরিক আদেশ জারী মাত্র সিপাহীদের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহন নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সবাই জানে যে বারাকপুরে উট বা হাতি পাওয়া যায় না। সেনা নিবাসে যে দু একটা হাতি ছিল তা ভারী সামরিক উপকরণ পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট। বারাকপুর ও পার্শবর্ত্তী এলাকা থেকে গরু কিংবা গরুর গাড়ী সংগ্রহ করা একান্ত অসম্ভব। স্থানীয় ভারবাহী পশু যে জোর করে ভাড়া করবে এমন অধিকার সামরিক অধিকর্তাদের নেই। কারণ জনসাধারণ কোম্পানী সরকারের বিরোধিতা করবে। অনেক চেষ্টা করে ইউরোপীয়ান সৈন্য ও অফিসারদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য কিছু ভারবাহী পশু অত্যন্ত চড়া দামে কেনা হল বটে কিন্তু সিপাহীদের জন্য বলদ ভাড়া করা সম্ভব হল না। উক্ত তিনটি সিপাহী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারগণ ঘন ঘন কলকাতায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে এই বিষয়ে সাহায্যের আবেদন করেও কোন ফল হয় নি। তাঁরা জানিয়ে দিলেন, "I cannot procure carriage enough for public store - you must do the best you can."[১৭]

৪৭ নং ব্যাটেলিয়নের ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্ণেল কার্টরাইট ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর দায়িত্ব দিলেন ১০০ বলদ ভাড়া করার জন্য। কিন্তু জেলা ম্যাজি স্ট্রেট জানালেন সামান্য কিছু বলদ ও গাড়ী ভাড়া পাওয়া গেলেও তাদের চালনা করার কোন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে কেউ আর ব্রহ্মদেশ সীমান্তে যেতে চাইছে না। এতদসত্ত্বেও কর্ণেল কার্টরাইট নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার সূচী অপরিবর্তিত রাখলেন। এবং তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ১০০ বলদ কেনার জন্য অনুরোধ জানান এবং মূল্য হিসাবে নিজের পকেট থেকে চার হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবিষয়ে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দেন।[১৮]

পরের দিন প্যারেড গ্রাউণ্ডে কার্টরাইট সিপাহীদের নির্দেশ দেন এই মর্মে যে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্রের বোঝা কমিয়ে ফেলতে হবে বিশেষ করে তাদের রান্নার বাসন ও বিছানা পত্র নিয়ে যাওয়া চলবে না। সেগুলো বারাকপুরে সেনানিবাসে রেখে যেতে হবে। বাহিনীর সংশ্লিষ্ট হাবিলদার ও সুবাদারের মাধ্যমে অভিযানরত সিপাহীদের এই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত সিপাহী চরম অসন্তোষ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেই রাতেই সবাই গোপনে প্যারেড গ্রাউণ্ডের পুকুরের ধারে মিলিত হয়ে পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা নিজেদের মালপত্র কোনমতেই কমাবে না এবং যদি মালপত্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না হয় তারা অভিযানে অগ্রসর হবে না। সেদিন থেকে সিপাহীরা প্রত্যেক রাতে পুকুরের ধারে মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং তাদের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা পরবর্তী কার্য্যক্রম সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা চালাতে সুরু করে।[১৯] ভারতীয় কমিশণ্ড ও

নন-কমিশণ্ড অফিসারগণ সবাই এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে সিপাহীদের দাবীকে সমর্থন করেনি আবার এই বিক্ষোভের কথা নিয়মমত উচ্চতর ইউরোপীয়ান অফিসারদের কর্ণগোচর করে নি। ইউরোপীয়ান অফিসারদের পরিচারকগণ সিপাহীদের গোপন সভার সংবাদ জানাতো। কিন্তু তারাও তাদের মনিবদের কাছে সব গোপন রেখেছে। তবে একজন ইউরোপীয়ান অফিসার এই গোপন বিদ্রোহের সংবাদ জানতে পারেন একজন ভারতীয় মহিলার মাধ্যমে যার সাথে তিনি বারাক পুরের অফিসার আবাসনে সহবাস করতেন। কিন্তু ডাঃ ডেমপস্টারের মতে তিনিও এবিষয়ে মুখ এঁটে বসেছিলেন।[২০]

ইউরোপীয়ান অফিসারদের মধ্য ক্যাপটেন বোল্টন জানতেন যে সিপাহীদের মালপত্র সংগে নিয়ে যাবার কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। বোল্টন দীর্ঘদিন ৪৭নং ব্যাটেলিয়ানভূক্ত সিপাহীদের দায়িত্বে থাকায় তাদের সাথে তাঁর যথেষ্ট সখ্য সম্পর্ক ছিল। তিনি ভারতীয় অফিসারদের মাধ্যমে সিপাহীদের জানিয়ে দেন যে দক্ষিণ বাংলায় ভারবাহী পশু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি জানিয়ে দেন যে তাদের যে সব অতিরিক্ত মালপত্র তা কমিয়ে যেটুকু একান্ত প্রয়োজন তা কোন প্রকারে পিঠে বাঁধা ব্যাগে ভরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিক্ষুব্ধ সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ ভারতীয় অফিসারের মাধ্যমে ক্যাপটেন বোল্টনকে জানিয়ে দিল যে তারা কখনও দূর পাল্লার অভিযানে পিঠে বাঁধা ব্যাগে বাসন বিছানাপত্র ভারী মাল বহনে অভ্যস্ত নয় সুতরাং তাদের পক্ষে এ নির্দেশ মানা সম্ভব নয়।[২১] তাছাড়া অনেকের পিঠে বাঁধা ব্যাগগুলি ছেঁড়া এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কারও কারও একেবারে নেই। সংগে সংগে বোল্টনের উপদেশ হল যাদের ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে সেগুলি মেরামত করে নিতে হবে এবং যাদের একেবারে নেই তাদেরকে পুরোনো ছেঁড়া প্যান্টালুন দিয়ে কোনমতে তৈরী করে চালিয়ে নিতে হবে।[২২]

সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের সমস্যায় মেজর জেনারেল ডালজেল খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশংকা বার্মা অভিযানের মুখে সিপাহীদের মনে এই বিক্ষোভ ও অশান্তি এক বিপজ্জনক বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ২১শে অক্টোবর ডালজেল কোলকাতায় কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে সিপাহীদের এই দাবীর কথা জানিয়ে দিলেন। সেই চিঠিতে অবশ্য তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবীর কথা উল্লেখ করেন নি।[২৩] উত্তরে কমাণ্ডার ইন চীফ জানালেন যে সিপাহীদের যথেষ্ট বেশী বেতন দেওয়া হয়। সুতরাং তারা গরুর গাড়ী বা ভারবাহী বলদ ভাড়া করে অনায়াসেই নিজেদের মালপত্র সংগে নিয়ে যেতে পারে।[২৪] তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে সিপাহীরা যদি সব সময় সব কাজের জন্য কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে তাদের দক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে।[২৫] ২৪শে অক্টোবর বিকেলে কর্ণেল কার্টরাইট বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত সিপাহীদের কাছে পৌঁছে দিলেন কমাণ্ডার ইন চীফের এই বার্তা। কমাণ্ডার ইন চীফের বক্তব্যকে সমর্থন করে কার্টরাইট জানালেন যে ব্রহ্মদেশে সরকার বৃটিশ সৈন্যদের খাদ্যের জন্য গবাদি পশু সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। সেজন্য এই অবস্থায় সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য কোনও সাহায্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আশ্বাস দিলেন যে

মেজর জেনারেল ডালজেলের অনুমতি নিয়ে তিনি বারাকপুর সেনানিবাসে একটি বড় ঘরে সিপাহীদের অতিরিক্ত মালপত্র রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কার্টরাইট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যাতে প্রতি কোম্পানী পিছু অন্ততঃ ১০টি বলদ বরাদ্দ করা যায় সেজন্য ১০০টি বলদ সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তিনি ভারতীয় নন-কমিশণ্ড অফিসার ও ড্রামবাদকদের নির্দেশ দিলেন যাতে তারাও এবিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে।[২৬]

কমাণ্ডার ইন চীফ ও কর্ণেল কার্টরাইটের বক্তব্য শুনে সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। পরের দিন খুব সকালে তারা ক্যাপটেন বোল্টনের বিনা অনুমতিতে প্যারেড গ্রাউণ্ডের অস্ত্রাগারের সামনে জমায়েত হল। ভারতীয় অফিসাররা যখন তাদের প্রশ্ন করল তারা কেন ইউরোপীয়ান অফিসারের নির্দেশ ছাড়া এইভাবে সমবেত হয়েছে। উত্তরে তারা জানাল যে ক্যাপটেন বোল্টনের কাছে তারা একটি পিটিশন পাঠাবে। সরাসরি জানিয়ে দেবে যে কর্ণেল কার্টরাইট তাদের মালপত্র পরিবহনের জন্য যে সামান্য কয়েকটি পশুর কথা বলেছেন তা নিয়ে তারা অভিযানে যেতে পারবে না। তাছাড়া তারা আরও জানাবে এমনিতে বারুদ গোলা অন্যান্য ব্যক্তিগত অস্ত্রসস্ত্র সহ তাদের পিঠের বোঝা বেশ ভারী, তার ওপর বাসন ও বিছানা পত্র বহন করা সম্ভব নয়। সিপাহীদের অতিরিক্ত মালপত্র বিক্রী করে দেওয়ার কর্ণেল কার্টরাইটের উপদেশে সিপাহীদের অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল। তারা জানাল যে এসব মালপত্র কেনার মতো কেউ বারাকপুরে নেই। আর তারা মাত্র মাসে ৬ টাকা বেতন পায় সেজন্য তারা নেহাৎ গরীব। তারা জিনিষপত্র ফেলে দিতে পারে না। কর্ণেল কার্টরাইটের প্রস্তাব অনুসারে যদিও বা তাদের মালপত্র ক্যান্টনমেন্টে কোন ঘরে রাখার ব্যবস্থা হয় তাদের আশংকা তাদের জিনিষ উঁই পোকায় নষ্ট করে দেবে। শেষে পরে তারা জানাল যে যদি তাদের জন্য মালবাহী পশুর ব্যবস্থা করা না হয় এবং বিশেষ করে অতিরিক্ত বেতন বা দ্বিগুণ বাটা অর্থাৎ বৈদেশিক ভাতা না দেওয়া হয় তাহলে তাদের পক্ষে বৈদেশিক অভিযানে যাত্রা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু তারা কখনই জাহাজ বা নৌকা যোগে ব্রহ্মদেশে যাবে না।

ভারতীয় অফিসার যখন সিপাহীদের সমস্ত বক্তব্য ক্যাপটেন বোল্টনের কাছে জানালো, বোল্টন শুনে অত্যন্ত আহত ও হতবাক হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সিপাহীদের এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন তারা একটা মারাত্মক সামরিক অপরাধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনছে।[২৭] ক্যাপটেন বোল্টন ১৮০৬ সালের রেওয়ারী বিদ্রোহের উদাহরণ দিয়ে সিপাহীদের সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই বিদ্রোহের সংগে যুক্ত ছিল বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির ৪নং ব্যাটেলিয়ান এবং তাদের ওপর কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সে সময় বিদ্রোহী সিপাহীদের আগ্রায় বন্দী করে পাঠানো হয়। ভারতীয় সব অফিসার ও ড্রামবাদককদের বরখাস্ত করে দিয়ে সাধারণ সিপাহীদের কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়।[২৮] সুতরাং বোল্টন ভারতীয় অফিসারকে আরও জানালেন যে তিনি এই বিদ্রোহ ও অসন্তোষের কথা মাত্র একদিনের জন্য উচ্চতর ইউরোপীয়ান অফিসারদের কাছে

গোপন রাখবেন। কিন্তু ২৬ শে অক্টোবর সন্ধেবেলায় উক্ত ভারতীয় অফিসার (তিনি একজন সুবেদার) ক্যাপটেন বোল্টনের কাছে জানালেন যে তিনি সব রকম ভাবে বিদ্রোহী সিপাহীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। ৪৭নং রেজিমেন্টের সমস্ত সিপাহীরা দল বেঁধে একযোগে জানিয়ে দেয় যে তারা তাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অবিচল। অবশেষে পর দিন ২৭ অক্টোবর বোল্টন কর্ণেল কার্টরাইটের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত পেশ করার সাথে সাথে কাল বিলম্ব না করে কার্টরাইট কলকাতা গিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে সিপাহীদের অসন্তোষ ও তাদের দাবী দাওয়া জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সিপাহীদের শান্ত করার কোন ইতিবাচক উত্তর না পেয়ে বারাকপুরেই ফিরে আসেন।

২৮ অক্টোবর মেজর জেনারেল ডালজেল ৪৭ নং বাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাপ্ত ক্যাপটেন ফার্থকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ফার্থের হিন্দী ও উর্দু উভয় ভাষায় ভাল দখল ছিল। সিপাহীদের সাথেও সম্পর্ক বেশ ভাল। ডালজেলকে তিনি জানালেন যে সিপাহীদের মধ্যে তথাকথিত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ আছে কিনা তাঁর জানা নেই। তবে তিনি এটা জানেন যে সিপাহীদের রান্নার জিনিষপত্র বহন করার জন্য কর্ণেল কার্টরাইট প্রতি কোম্পানী পিছু ১০টি বলদ সংগ্রহের খুব চেষ্টা করছেন।[২৯] পরের দিন খুব সকালে মেজর জেনারেল ড্যালজেল ক্যাপটেন প্যাগসনকে সংগে নিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে কুচকাওয়াজরত সিপাহীদের সামনে উপস্থিত হলেন। ক্যাপটেন প্যাগসন ভাল হিন্দী ও উর্দু জানতেন। মেজর জেনারেল ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সুরু করলেন এই মর্মে যে তিনি জানতে পেরেছেন যে সমস্ত সিপাহীদের ব্রহ্মদেশে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষের কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে এ পর্য্যন্ত দূর পাল্লার সামরিক অভিযানে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পত্র পরিবহনের জন্য সরকার থেকে গবাদি পশুর সংগ্রহের সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু সিপাহীরা আইনগতভাবে সেই সাহায্য সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়। তিনি আরও জানান যে এ ই সময়ে বাংলাদেশে প্রয়োজন মত ভারবাহী পশু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাঁর শেষ বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে যে সমস্ত সিপাহীকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি তাঁদের আনুগত্যের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন এবং তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন সবাই স্বেচ্ছায় যাত্রা সুরু করবেন। অন্যথায় কোম্পানীর সামরিক বিভাগ তাঁর ওপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছেন তিনি তার সমস্ত ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য থাকবেন।[৩০] মেজর জেনারেল ডালজেলের বক্তব্যের শেষ বাক্যটির মধ্যে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন হুঁসিয়ারী নিহিত ছিল। কিন্তু তার সঠিক অর্থ তর্জমা করে ক্যাপটেন প্যাগসন সিপাহীদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে সামগ্রিক ভাবে সিপাহীরা মেজর জেনারেল ডালজেলের ওপর সাংঘাতিক ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন।

ক্যাপটেন বোল্টন আন্তরিকভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন সিপাহীদের সমস্যাটা কি। সেজন্য ২৮শে অক্টোবর তিনি নির্দ্দেশ দিলেন পুরো সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে

সবাইকে প্যারেডে আসতে হবে। নির্দেশ অনুসারে সমস্ত সিপাহী প্যারেডে সামিল হল বটে কিন্তু সবার সাজসজ্জা ঠিক ছিল না। সিপাহীদের সুবাদার বোল্টনকে জানালেন যে তিনি সিপাহীদের বলা সত্ত্বেও তারা নির্দেশ পালন করে নি। এই শুনে বোল্টন তার কাছের একজন সিপাহী জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর নির্দ্দেশ সত্ত্বেও তিনি কেন পুরো সামরিক সাজে আসেন নি। সিপাহী উত্তর দিল " . . . আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আমরা কিভাবে যাত্রা সুরু করব?"[৩১] তাতে ক্যাপটেন বোল্টন বল্লেন "আমি তো বলিনি আজই যাত্রা সুরু করতে হবে - আমি শুধু বলেছি পুরো সামরিক সাজে প্যারেডে আসতে। আপনি এই নির্দ্দেশ পালন করবেন কিনা?"[৩২] সিপাহী দাঁড়িয়ে থেকে আগের জবাব পুনরাবৃত্তি করে গেল। প্যারেডের মধ্যে অন্যান্য সিপাহী ঠিক একই ভাবে আলাপ ব্যবহার করল এবং একই ধরণের উত্তর দিল। ফলে হতাশ হয়ে ক্যাপটেন বোল্টন সিপাহীদের যে যার ব্যারাকে ফিরে যেতে বললেন এবং লিখিতভাবে কর্ণেল কার্টরাইটকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। সেই সাথে জানালেন যে তিনি অন্য ব্যাটেলিয়ান থেকে আসার ফলে বিদ্রোহী সিপাহীদের ওপর তাঁর কোন প্রভাব নেই। এই অবস্থায় কর্ণেল কার্টরাইট সময় নষ্ট না করে কলকাতায় গিয়ে ক্যাপটেন বোল্টনের প্রতিবেদন এডজুট্যান্ট জেনারেলের কাছে পেশ করলেন। এডজুট্যান্ট জেনারেল সব জেনে নিজে হতবাক হয়ে পড়লেন এবং সিপাহীদের সামরিক কর্ত্তব্য সম্পর্কে যাতে তাদের সম্বিত ফেরানো যায় তার জন্য "sooth ing measures" নেওয়ার উপদেশ দিলেন। বিশেষ করে ওই অবস্থায় সিপাহীদের কিভাবে শান্ত করা যায় তার মৌখিক কিছু পরামর্শ দেওয়া ছাড়া সিপাহীদের সমস্যা সমাধানের কোন ইতিবাচক ব্যবস্থার আশ্বাস দিতে পারলেন না। শেষে পরে শুধু বললেন যে "I fear I shall hardly be able to keep this from the knowledge of the Commander in Chief."[৩৩] কার্টরাইট এইভাবে দ্বিতীয়বার ব্যর্থ মনোরথে বারাকপুরে ফিরে এলেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে যেদিন সিপাহীরা প্রকাশ্যে প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার পাঁচ দিন পূর্ব্বে এবং এই পাঁচদিন সমস্ত ঘটনা কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে চেপে যাওয়া হয়। তিনি শুধু জানতে পারেন ১লা নভেম্বর দুপুরে।

ক্যাপটেন বোল্টনের মতো আরও কয়েকজন ইউরোপীয় অফিসার সিপাহীদের গোপন নৈশ সভার সিদ্ধান্ত জানার পরে সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এপর্য্যন্ত সিপাহীদের প্রধান দাবী ছিল তাদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য পরিমিত ভারবাহী গবাদি পশু। এবং এবিষয়ে সামরিক অধিকর্তার ব্যাপক উপেক্ষা ও অবহেলা তাদেরকে সাংঘাতিকভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। প্রত্যেক রাতে তারা গোপনে প্যারেড গ্রাউণ্ডের পুকুরের ধারে ঘন ঘন বৈঠক করেছে তাদের দাবী পূরণের কি ধরণের আন্দোলন কর্মসূচী নেওয়া যায় সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য।

২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যা নটায় প্রধান ফটকে প্রহরারত ৬১ নং রেজিমেন্টের হাবিলদার মন্দা সিং ছুটতে ছুটতে ড্রিল হাবিলদার শ্যাম সিং এর কাছে এসে জানালেন

যে ৪৭নং রেজিমেন্টের বিশাল একদল সিপাহী জলাশয়ের ধারে জমায়েত হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় তার করণীয় কি। মন্দা সিং জনা পাঁচেক তাঁর অনুগত সিপাহীকে নিয়ে পুনরায় অস্ত্রাগারের সামনে সিপাহীদের জটলা প্রত্যক্ষ করলেন এবং সমস্ত ঘটনা এডজুট্যান্ট লেফটেনান্ট স্টককে জানাতে তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে দেখেন তিনি অনুপস্থিত। পরদিন সকাল ৮টায় শ্যাম সিং একটা লোটা হাতে নিয়ে দেখেন সিপাহীরা নিম্নস্বরে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। শ্যাম সিংরা সেই আলোচনার বিষয় বস্তু কি জানতে চাইলে তারা উত্তর দিল যে তারা একটা শপথ গ্রহণ করছে সবাই যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু কি উদ্দেশ্য এই শপথ ও ঐক্যের ... সে বিষয়ে তারা খুলে কিছু বললো না। শ্যাম সিং ধরেই নিলেন এই আলোচনা গত রাতের আলোচনার পুনরাবৃত্তি। অতঃপর সকাল ৯টায় লেফটেনান্ট স্টকের বাসায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যা নটার পরে সব জানাজানি হয়ে গেল সিপাহীদের এই ঐক্যের ও শপথের কি উদ্দেশ্য। শ্যাম সিং সেটা ভালভাবে প্রত্যক্ষ করলেন ২৬, ৪৭ ও ৬২ নং রেজিমেন্টের এক বিশাল সিপাহী দল উচ্চৈস্বরে ব্যোম ব্যোম[৩৪] এই ধ্বনি সহকারে সারি বেধে জলাধারের দিকে যাচ্ছে। এই ধ্বনি যেন মহাদেবের প্রলয় বা বিপ্লবের আহবান, ধ্বংস ও বিনাশের মাধ্যমে দুষ্টের দমনের সংকল্প। সিপাহীরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল তাদের উদ্দেশ্য তারা ব্রহ্মদেশে যাবে না। কারণ ঐ দেশে যাওয়ার অর্থ জাহাজে চেপে সমুদ্র যাত্রা। তারা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে না কারণ তাদেব একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের যোগ্য ব্যবস্থা নেই। তারা তাদের মালপত্র বারাকপুরে রেখে যেতে বা বিক্রী করতে কোনক্রমেই রাজী নয়।[৩৫]

সেই সন্ধ্যায় তিনটি রেজিমেন্টের সমস্ত সিপাহীরা জানতে পারলো যে প্রতি ১০০ জন সিপাহী পিছু মাত্র ১০টি ভারবাহী পশুর ব্যবস্থা থাকবে যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ খোটে হাবিলদারের কাছে জানিয়ে দিল যদি তাদের অভিযানে যেতেই হয় তাহলে, "the first consideration was for their baggage and the second themselves" "পহেলে হামারা আসবাব, পিছে হাম"।[৩৬] খোটে হাবিলদার সংগে সংগে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন সুবাদারের কাছে। সুবাদার সিপাহীদের সামনে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন তাদের এই দাবীর অর্থ কি ? উত্তরে সিপাহীরা সমস্বরে বললে, তারা শুধু শুকনো ডাঙায় কাজ করবার জন্য আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। তারা অভিযানে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত এই শর্তে যে তাদের সাথে ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা থাকবে অথচ তাদের জাহাজে যেতে হবে না। কয়েকজন সর্দ্দার সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা কি করে জানতে পারলো যে তাদের জাহাজে যেতে হবে। উত্তরে সিপাহীরা জানালো যে তাদের যে রেঙ্গুনে যাওয়ার নির্দেশ দেওযা হয়েছে যা দেশের বাইরে এবং সেখানে পৌঁছবার একমাত্র উপায় জাহাজ এবং যেতে ও সময় লাগে বেশ কয়েকদিন। সিপাহীরা জাহাজে ওঠার বিরোধিতা করে জানালো যে তারা অভিযানে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত যদি নিম্নলিখিত জিনিষগুলি তাদের সাথে পরিবহনের জরুরী ব্যবস্থা করা হয়।

পরের দিন সকালে (৩০শে অক্টোবর) সিপাহীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের তালিকা লেফট্যানেন্ট র‍্যাবনকে দেখানো হয়। তিনি খোটে হাবিলদার সিউবক্সের সংগে সিপাহীদের তাদের পিঠে বাঁধা গোলার ব্যাগ সহ তাদের রান্নার বাসন

সারণি ৩.১

সিপাহীদের অত্যাবশ্যক জিনিষের তালিকা[illegible]

	জিনিস	বিবরণ	ওজন
১।	১ খানা থালি	খাবার পাত্র (পিতল)	১ ১/৪ সের
২।	১ টা ছোটহাঁড়ি	ডাল/ভাত সেদ্ধ করার জন্য (পিতল)	১ ১/৪ সের
৩।	১ ,, লোটা	জলের ঘটি (পিতল)	১ সের
৪।	১ ,, তাওয়া	রুটি সেঁকার জন্য (লোহা)	১ সের
৫।	১ ,, বটুরা	(লোহার হাতা)	১/২ সের
৬।	১ ,, ধুড়ী	মাদুর/সতরঞ্চি	৩ সের
৭।	১ ,, গদী	লেপ/কাঁথা	৩ সের
	৭ টি জিনিস		১১ সের

জন সিপাহী সমস্ত মালপত্র নিয়ে র‍্যাবনের সামনে উপস্থিত। তিনি এর মধ্যেকার গোলা, ছোট অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক কাজে ব্যবহার যোগ্য সামগ্রী সহ উপরোক্ত মালপত্র পরীক্ষা করে দেখেন যে মোট ওজন যথেষ্ট ভারী। দূরপাল্লার অভিযানে একজনের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র অনেকটা কমিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু পরে সিপাহীরা সিউবকস সিংকে জানালো যে তাদের ন্যূনতম রান্নার সরঞ্জাম একটা ছোট মাদুর বা একটা ছোট সতরঞ্চি এবং গায়ে ঢাকার জন্য একটা লেপ কাঁথা ছাড়া তারা অভিযানে অংশ গ্রহণে রাজী নয়। হাবিলদার সিউ বকস সিং সাথে সাথে লেফট্যানেন্ট র‍্যাবনকে জানিয়ে দিলেন।[৩৮] ৩০ শে অক্টোবর অর্থাৎ অভিযান যাত্রার দুই দিন আগে সিপাহীরা সন্ধ্যায়পুনরায় গোপনে বৈঠক করেছে। এই সভায় তাদের এক নতুন দাবীর কথা উঠে আসে। সেটা হচ্ছে তাদের পদোন্নতির কোন সুযোগ নেই। এই অভিযোগের কথা ওঠার কারণ হচ্ছে সে সেদিনই বিশাল একটা সিপাহী বাহিনী পাটনা থেকে বারাকপুরে এসে ৪৭ নং রেজিমেন্টের সাথে যোগ দেয় ব্রহ্মদেশ অভিযানের জন্য। সেই সমস্ত সিপাহীরা অভিযোগ করেন যে তাদেরকে সিপাহী থেকে নায়ক পদে উন্নীত করার কোম্পানীর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি। তাদের অগ্রিম বেতন মাসে ৬ টাকা থেকে কমিয়ে ৪ টাকা করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের অংশও শোধ করা হয় নি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে অশান্তি ও হতাশা বারাকপুরের অন্যান্য সিপাহীদের কাছে প্রচার হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্ণেল কার্টরাইট এই সমস্ত সমস্যার কোন রকম সমাধান না করেই এবং বিশেষ করে এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের উপদেশ

অনুসারে আপোষমূলক কোনপ্রকার ব্যবস্থা না নিয়েই তিনি ১লা নভেম্বর ১৮২৪ ব্রহ্মদেশ অভিযান যাত্রা সুরু করার পূর্ব্বঘোষিত সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন।

কার্টরাইটের এই সিদ্ধান্ত যে কতখানি ভুল তা প্রমাণিত হল ৩১শে অক্টোবর সকালের প্যারেডে। তিনি লক্ষ্য করলেন, সিপাহীদের অনেকের পিঠে ন্যাপস্যাক নেই। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তাদের ব্যাগগুলি ব্যবহারের অযোগ্য। কার্টরাইট বেশ কয়েকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাদের ব্যাগ নেই বা নষ্ট হয়ে গেছে তাদের তিনি নতুন ব্যাগ সরবরাহ করবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি। সেই দিন একজন ভারতীয় অফিসার সুবাদার মেজর সিপাহীদের ব্যারাকে পরিদর্শনে গেলে সিপাহীরা দলবেঁধে সরাসরি ঘোষণা করল যে তারা জাহাজে চেপে রেঙ্গুনে যাবে না। সুবাদার তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে সরকারের এমন কোন নির্দ্দেশ নেই যাতে সিপাহীদের সম্মতি না নিয়ে রেঙ্গুনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। এইসব কথা শুনে কর্ণেল কার্টরাইটের আশংকা জাগল যে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট চক্র এসব রটিয়ে সিপাহীদের অসন্তোষ বাড়িয়ে দিচ্ছে "evil disposed persons had distorted the rumour with the hope of making the dissatisfaction general."[৩৯] কার্টরাইট সিপাহীদের বোঝালেন যে তিনি একশো বলদ কেনার জন্য ৪০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং বারাকপুরের অর্ডারলি বাজার থেকে খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য ১০০০ টাকা দিয়েছেন। কিন্তু সিপাহীরা একথা জোর দিয়ে বলেন যে সরকার সকল শ্রেণীর কর্মচারী যথা ইউরোপীয়ান অফিসারের ভৃত্য, সহিস, এবং বলদ চালক প্রমুখ সকল শ্রেণীর বেতন বাড়িয়েছে। তাছাড়া তাদের কাছে খবর আছে যে রেঙ্গুনে প্রত্যেকটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তাদের জন্য দ্বিগুণ বাটা বা বৈদেশিক ভাতার ব্যবস্থা না করা হয় তারা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এসব শুনে কার্টরাইট পুনরায় বোঝালেন যে সরকার যখন তাদের বেতন নির্ধারণ করে তখন সব সময় খাদ্য শস্যের মূল্যমান তাদের বিবেচনায় থাকে এবং তিনি আশ্বাস দেন যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সিপাহীদের টাকায় ১৫/১৬ সেরের কম মূল্য দিতে হয় না।[৪০] কার্টরাইট ৪৭ নং রেজিমেন্টের ২০তম কোম্পানীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের আর কোন অভিযোগ আছে কিনা। কিন্তু সবাই নিরুত্তর রইল। তৎক্ষণাৎ ৪৭তম কোম্পানীর ও গ্রীণেডিয়ার সমস্ত সিপাহী একযোগে ঘোষণা করল যে যতক্ষণ না তারা দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা পাচ্ছে তারা অভিযানে অগ্রসর হবে না। সব শেষে হতাশ কর্ণেল কার্টরাইট ক্ষুব্ধ স্বরে মন্তব্য করলেন "it would be seen who would march the following morning."[৪১] কিন্তু আসলে এটা জানা গেল যে কর্ণেল দ্য অগুইলার যিনি কিছু গবাদি পশু পেয়েছেন তাও সেটা পাঠানো হয়েছে কোলকাতা থেকে। তিনি জানতে পেরেছেন বাকী ৫০ টি গরু ৩১শে অক্টোবর রাতে বারাকপুরে পৌঁছে যাবে। এই রাতেই কার্টরাইট জানতে পারলেন ২৬, ৪৭, ও ৬২ নং রেজিমেন্টের সমস্ত সিপাহীরা গত তিন রাতে গোপনে বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করেছে তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবে।[৪২]

৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যা নটায় মেজর জেনারেল ডালজেল নিজের আবাসনে একটি জরুরী সভা ডাকলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস, ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট, দ্য আগুইলার মেজর রোপ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কটন, ব্রিগেড মেজর প্যাগসন ও কর্ণেল কার্টরাইট সহ সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারগণ। সভায় সর্ব্বক্ষণ ৪৭ নং রেজিমেন্টের বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনার সময় অতিবাহিত হল। তাদের মধ্যে সব থেকে বেশী দোষী ব্যক্তিকে সনাক্ত করে তাদের নাম তালিকাভূক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হল ব্রিগেড মেজর প্যাগসনের ওপর। সভার শেষে সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসার একমত হল যে যেহেতু সিপাহীরা বিক্ষুব্ধ, অভিযানের যাত্রা সুরু করা সম্ভব নয়। এর পরে মেজর জেনারেল ডালজেল ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসার নিয়ে একটি পৃথক সভা করেন। তখন রাত দুটো। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তিনটি রেজিমেন্টের সিপাহীদের মধ্যে ভোর বেলা যাত্রা সুরু করার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ভারবাহী বলদ এসে গেছে। কিন্তু তাদের পিঠে মালপত্র বোঝাই করার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না সিপাহীদের মধ্যে। এবার মেজর জেনারেল ডালজেল শুধুমাত্র কর্ণেল কার্টরাইটকে একা ডেকে তাঁর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে তাঁকে ১লা নভেম্বর যাত্রা স্থগিত রাখতে পরামর্শ দেন। সভা শেষে কার্টরাইট সিপাহী ব্যারাকে ঘুরে এসে দেখেন যে কিছু সিপাহী বলদের পিঠে তাদের ব্যক্তিগত মাল বোঝাই সুরু করেছে। রাত তখন ৪টা। কার্টরাইট খুব আশান্বিত বোধ করলেন এবং ভাবলেন শেষ পর্বে সব ঠিক হয়ে যাবে।[৪৩] এবং সংগে সংগে সংবাদটি মেজর জেনারেল ডালজেলকে পৌঁছে দিলেন। এই সংবাদে মেজর জেনারেলও যথেষ্ট উৎসাহিত হলেন এবং কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দ্দেশমত ১লা নভেম্বর সকালেই যাত্রা সুরু করার সময় স্থির করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তিনটি রেজিমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার তাঁর সংগে দেখা করার কথা বললেন পরে অবশ্য তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব রেজিমেন্টের সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে খুব সকালে প্যারেড গ্রাউণ্ডে উপস্থিত থাকেন।[৪৪]

সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসাররা প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে যাবার পর মেজর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস ও ব্রিগেড মেজর প্যাগসনকে সংগে নিয়ে সবাই ঘোড়ায় চেপে প্যারেড গ্রাউণ্ডে বেরিয়ে পড়েন। পথে তাঁরা সিপাহীদের ব্যারাকে এক চক্কর দিয়ে সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে উচ্চ স্বরে ডাকতে সুরু করেন, " fall in men, fall in" । তখন যদিও ভোর হয়ে আসছে কিন্তু চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্যারেড গ্রাউণ্ডেও যে সিপাহীরা সমবেত হয়েছে তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে ফরসা হয়ে এলে কর্ণেল কার্টরাইট জানালেন যে তিনটি বাহিনীর মোট ৩০০০ সিপাহীদের পরিবর্তে মাত্র ১৮০ জন সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত হয়েছে। সিপাহীদের বেশীর ভাগ অংশ ভিড় করেছে বেলস্ অফ আর্মস্-এর পিছন দিকে। সবাই বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যদি কোন সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ডের সীমান্তে ঢোকার চেষ্টা করে ও অভিযান পথে যাত্রা সুরু করে তাহলে তাদের গুলি করে হত্যা করবে।[৪৫] এই কথা শোনা মাত্র জেনারেল ডালজেল ঘোড়া থেকে নেমে

দ্রুতপদে বেলস্ অফ আর্মস্- এর দিকে যেতে থাকেন। লেফটেন্যান্ট ম্যাকইনেস তাঁকে অনুসরণ করেন। বেলস্ অফ আর্মস্-এর পেছনে এসে তাঁরা দেখেন সমস্ত সিপাহীরা সেখানে জড়ো হয়েছে। মেজর জেনারেলকে তাদের মধ্যে দেখে বিদ্রোহী সিপাহীরা একটু সরে দাঁড়ালেন তাঁকে এড়িয়ে যাবার জন্য। অতঃপর তারা স্থির হলে মেজর জেনারেল সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে ইংরাজীতে বলতে শুরু করলেন যাতে তারা অভিযানের যাত্রার জন্য তৈরী হয়। মেজর জেনারেলের ইংরাজী বক্তব্য হিন্দিতে তর্জমা করতে থাকেন লেফটেন্যান্ট ম্যাকইনেস। হঠাৎ দু একজন সিপাহী তাদের বন্দুক সজোরে বাঁ হাতের তালুতে চাপড়াতে থাকে। চোখে মুখে তাদের যেন ভয়ংকর রাগ ও হিংসা।[৪৬] তৎক্ষণাৎ মেজর জেনারেল তাঁর তরবারি কোমর থেকে বার করে সিপাহীদের লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলেন। সংগে সংগে সিপাহীদের মধ্যে চাপা তাপ যেন আগুনে পরিণত হল।[৪৭] তারা তৎক্ষণাৎ তাদের বন্দুকের বেওনেট যুক্ত করে মেজর জেনারেল ডালজেল ও লেফটেন্যান্ট ম্যাকইনস এর দিকে তাক করে রইল। তাদের দেখে সমস্ত সিপাহী তাদের বন্দুকে গুলি ভরতে প্রস্তুত হল। ম্যাকইনেস সিপাহীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সিপাহীর জামার কলার ধরে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে স্বয়ং মেজর জেনারেল এখানে উপস্থিত সুতরাং তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত। সাথে সাথে সিপাহীটি রুখে উত্তর দিল "কেন তিনি (মেজর জেনারেল) আমাদের দিকে তরবারি উঁচিয়ে ধরেন নি ?" কিন্তু ম্যাকইনেস দমবার পাত্র নন। তিনি নানানভাবে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন কাজ হল না। সিপাহীরা তখন প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের মধ্যে একের পর এক তাদের অভিযোগ ও দাবীর কথা জানাতে লাগলো এই বলে যে তাদের বেতন মাত্র ৫/৬ টাকা অথচ তারা যখন মথুরায় ছিল তাদের বলা হয়েছিল তারা আজমীরে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে তাদের অন্য দেশে পাঠানো হচ্ছে। সবাই হাত উঁচু করে জানালো দিল্লীর বাদশা তাদের অনেক বেশী বেতন দিতে পারে। তাদের দাবী মাসে দশ টাকা বেতন দেওয়া হোক জন্য ইত্যাদি। এই ভাবে বিদ্রোহী সিপাহীরা ক্রমশঃ অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে পড়ল। ম্যাকইনসের মতে "They glared furiously with bloodshot eyes and pressed in all sides rattling their pieces to the charge showing me what I had to expect unless I left them to themselves."[৪৮] এর মধ্যে একজন সিপাহী ম্যাকইনসকে অনুসরণ করে কাছে এসে চুপিসাড়ে ম্যাকইনসকে পরামর্শ দিল এদের সংগ পরিত্যাগ করুন ; এরা কিছুতেই বুঝবে না এর কারণ এরা "animated with a desperation which made it dangerous to intermiddle with them."[৪৯] লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস সিপাহীদের কথায় কোন কর্ণপাত করলেন না। ততক্ষণে সিপাহীদের প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে তিনি দেখলেন মেজর জেনারেল ডালজেল ও ব্রিগেড মেজর প্যাগসন থেকে তিনি অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের বোঝাবার সব চেষ্টা কোন কাজের নয়। তিনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে সিপাহী সারির মাথায় মেজর জেনারেল ডালজেল যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন।

এই সাথে যে সমস্ত সিপাহী অস্ত্রাগারের পিছনে ভিড় করেছিল তারা হঠাৎ হৈ চৈ করে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড সমবেত উত্তেজনায় তারা হয়ে দাঁড়ালো একটা "confused mass every moment apparently adding fuel to the fury with which they seemed to be inspired."[৫০] বিদ্রোহী সিপাহীরা তখন তাদের রেজিমেন্ট পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে প্রথমেই তাদের একজন সহযোদ্ধাকে মুক্ত করতে অগ্রসর হল। সেই সিপাহীকে তার উদ্ধত ও দাম্ভিক ব্যবহারের জন্য গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাকে মুক্ত করার পরেই উত্তেজিত জনস্রোত বিশাল প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই অবস্থা দেখে সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারগণ উদ্ধত সিপাহীদের মধ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে অনতিদূরে প্যারেডের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা সবাই বুঝতে পারলেন বিদ্রোহীরা তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন ইউরোপীয় অফিসারের গভীর সন্দেহ হল যে তাদের থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে অবস্থানরত ২৬নং রেজিমেন্ট বন্দুকে গুলি ভর্ত্তি করে বিদ্রোহী কমরেডদের সাথে যোগ দিতে উদ্যত। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা কিছুটা কমে গেলেও অভিযানে যাত্রার আশা সুদূর পরাহত। সিপাহীদের কিছু শান্ত হওয়ার কারণ ব্রিগেড মেজর প্যাগসনের উপস্থিতি ও মধ্যস্থতা। প্যাগসন সিপাহীদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের শান্ত করা বিশেষ করে ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্যাগসনের মধ্যস্থতা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।[৫১]

বিদ্রোহী সিপাহীদের লক্ষ্য করে মেজর জেনারেলের তরবারি উঁচিয়ে ধরা এবং এবং সিপাহীদের মধ্যে নিক্ষেপ করায় সিপাহীরা অত্যন্ত বিস্মিত, বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তারা তৎক্ষণাৎ জেনারেলের যাওয়ার পথ করে দিল বটে কিন্তু বেওনেট সহ বন্দুক উঁচিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের গতিপথ বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে সিপাহীদের মধ্যে পুনরায় হৈ চৈ সুরু হয় এবং কিছু সিপাহী বন্দুকে গুলি ভর্ত্তি করতে উদ্যত হয়। ব্রিগেড মেজর তখনও ঘোড়ায় চেপে জেনারেল ডালজেলের কাছাকাছি থাকেন। এবং সিপাহীরা যাতে তাঁকে দেখতে পারেন তিনি সেইভাবে আস্তে ভিড়ের মধ্যে মেজর জেনারেল ডালজেলকে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। এক এক সময় তিনি হাত নেড়ে সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে ডাকতে থাকেন। তিনি মনে করেছিলেন তাঁর মত একজন প্রবীন অফিসারকে দেখে সিপাহীরা হয়ত কিছুটা শান্ত হবে। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সিপাহীরা তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে আরও বেশী হৈ হট্টগোল সুরু করল। কেউ কেউ তাদের পিঠে বাঁধা ব্যাগগুলি খুলে লাথি মেরে শূণ্যে নিক্ষেপ করে। অনেকেই তাদের হাতের বন্দুক ও বেওনেট উঁচিয়ে উপস্থিত ইউরোপীয় অফিসারদের হুমকি দিতে থাকে। কয়েকজন হঠাৎ তাদের রেজিমেন্টের পতাকা বিনা বাধায় তুলে নিয়ে চক্রাকারে ভীড়ের মধ্যে দৌড়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে সিপাহীদের পিছনের সারির দিকে যেতেই সমস্ত সিপাহী ছত্রভংগ হয়ে নিজেদের ব্যারাকের দিকে গেল। তাদের অনুসরণ করল একের পর এক অন্যান্য সিপাহীরা। অবস্থা দেখে কর্ণেল কার্টরাইট কিছু সিপাহী যারা চুপ করে

দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে তাদের ব্যারাকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন "রাইট ফেস কুইকমার্চ"- ফলে তারা কুচকাওয়াজ করে নিজেদের ব্যারাকের দিকে অগ্রসর হল।[৫২]

প্যারেডের অন্যদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা তখনও বিক্ষোভ ও উত্তেজনায় হৈ চৈ করতে ব্যস্ত এবং চড়া গলায় তাদের দাবী দাওয়া ও সমস্যার ধ্বনি তুলছে। ততক্ষণে অস্ত্রাগারের তৃতীয় অংশে মেজর জেনারেল ডালজেল অন্যান্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিয়ে সমবেত হয়েছেন।[৫৩] সবাই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসারদের নিয়ে কি করা যায় সেই চিন্তায় উভয় সংকটে পড়লেন। কারণ ভারতীয় অফিসারগণ কেউ তাদের আবাসনে ফিরে যেতে পারে নি। তাদেরকে বিদ্রোহী সিপাহীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কর্ণেল কার্টরাইট প্রস্তাব দিলেন তাদের পক্ষে নিরাপদ জায়গা হিসাবে তাদেরকে মেজর জেনারেল ডালজেলের বাংলো চত্বরে পাঠানো হোক। কিন্তু মেজর জেনারেল এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অবশ্য কার্টরাইট তাঁর নিজের বাংলো চত্বরে ভারতীয় অফিসারদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি না হয় তাদের সেদিনের জন্য সেখানে থাকার নির্দেশ দিলেন।[৫৪]

সকাল তখন সাতটা। বিশাল প্যারেড গ্রাউণ্ড রোদে ঝলমল করছে। ৪৭ নং রেজিমেন্ট ছাড়া ও অন্যান্য দুটি অর্থাৎ ২৬ ও ৬২ নং রেজিমেন্টের সিপাহী সংশ্লিষ্ট অফিসারের তত্বাবধানে কুচকাওয়াজরত। সবাই অস্ত্রসস্ত্র সহ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। সিপাহীদের এই বিদ্রোহের পুর্নাংগ প্রতিবেদন কলকাতায় কমাণ্ডার ইন চীফের সদর দপ্তরে পাঠাবার জন্য জেনারেল ডালজেল ব্রিগেড মেজর প্যাগসনকে নির্দেশ দিলেন। প্যাগসন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলোর দিকে যাওয়ার পথে মেজর জেনারেলের নির্দেশ অনুসারে যতক্ষণ ৪৭ নং সমস্ত সিপাহীরা না চলে যায় ততক্ষণ অন্য দুটি রেজিমেন্টকে কুচকাওয়াজরত অবস্থায় প্যারেড গ্রাউণ্ডেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। এবং এটাও বলে দিলেন যে সিপাহীরা যেন প্রত্যেক রেজিমেন্টের এক তৃতীয়াংশ ব্যারাকে গিয়ে প্রাতরাশ করে পুনরায় প্যারেডে ফিরে আসে। ঠিক ঐ সময় প্যাগসন জানালেন যে এক ইউরোপীয় অফিসার যখন সিপাহীদের ব্যারাকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় একজন সিপাহী সশস্ত্র অবস্থায় তার পথ আটকিয়ে হুমকি দিল যে তিনি যদি সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ চলে না যান তাহলে তাঁকে গুলি করা হবে। এই কথা শুনে জেনারেল ডালজেল প্যাগসনকে কোলকাতায় কর্ণেল এডিংটনের কাছে অপর একটি চিঠি লিখতে বললেন, যেন তিনি পত্রপাঠ নৌকাযোগে কলকাতা থেকে বারাকপুরের ৫ মিনিট আগে এক ঘাটে অপেক্ষা করেন, যাতে আবার এক নির্দেশে তিনি চুপি সাড়ে বারাকপুরে আসতে পারেন।[৫৫]

পূর্ব্ব নির্দেশ অনুসারে বিদ্রোহী সিপাহীদের প্যারেড গ্রাউণ্ডে মোতায়েন করে রাখা হয়। একের পর এক দলকে খাবার জন্য পাঠানো হয়। একই সাথে ইউরোপীয়ান অফিসাররা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর মধ্যে ক্যাপটেন ফার্থ নামে একজন অফিসার হিন্দী ও উর্দু ভাল জানতেন

এবং সিপাহীদের সাথে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি যখন ৪৭ নং রেজিমেন্টের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিলেন তখন দু একজন বিদ্রোহী সিপাহী অত্যন্ত চড়া গলায় ঔদ্ধত্য সহকারে বল্লেন আমরা অভিযানে যাত্রা সুরু করতে পারি এই শর্তে যে "কুছ খানা আওর দেলেনা দো।"[৫৬] এই কথা কর্ণেল কার্টরাইটকে জানানোর সংগে সংগে কর্টেরাইট তাদের কাছে এসে সমবেত সিপাহীদের উদ্দেশ্যে হিন্দীতে বললেন "হ্যাম তুমকো খানা দেউংগা, ঘাবড়াও মাৎ,"[৫৭] কিন্তু সিপাহীরা কোন উত্তর দিল না। বরং কয়েকজন সিপাহী দ্রুতপদে ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে সিপাহীদের অতিক্রম করে প্রথম গ্রিণেডিয়ার কোম্পানীর কয়েকজন সিপাহীর নিকট থেকে রেজিমেন্টের পতাকা ছিনিয়ে নিল। দুজন সিপাহী ক্যাপটেন ফার্থকে সাবধান করে দিল যে তিনি যেন আর বেশী দূর অগ্রসর না হোন, তাহলে তারা আশংকা করল যে বিদ্রোহীরা ক্যাপটেন ফার্থকে গুলি করতে পারে। তবে তারা ক্যাপটেনকে আশ্বাস দিল যে ক্যাপটেনকে নিরাপদ রাখার জন্য তারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।[৫৮] সিপাহীরা ততক্ষণে প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাদের পতাকা পুঁতে রেখে তাকে ঘিরে জমায়েত হল এবং প্রত্যেকে তাদের বন্দুকের সাথে বেওনেট যুক্ত করতে নির্দেশ দিল। ওই দেখে মেজর জেনারেল ডালজেল কর্ণেল কার্টরাইটকে সাথে নিয়ে সিপাহীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। যখন ফার্থ ডালজেলের পক্ষ থেকে সিপাহীদের কাছে জানতে চাইলেন প্রকৃতপক্ষে তারা কি চায়, প্রচণ্ড হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে কয়েকজন সিপাহী সমস্বরে বললে "মাসে ছয় টাকা তাদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয় এবং তাদের ব্যক্তিগত মালপত্রের জন্য উপযুক্ত পরিবহণ প্রয়োজন।[৫৯] আবার কয়েকজন গোলমালের মধ্যে বিড় বিড় করে বললো ঃ "একজন বলদ চালক পায় মাসে ৮ টাকা।"[৬০]

উপরোক্ত কথোপকথন কর্ণেল কার্টরাইট ও কর্ণেল স্টুয়ার্টের কাছে পৌঁছে যেতে উভয় এই মর্মে একআবেদন পত্র তৈরী করার সুপারিশ করে তাকে তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে দিতে বললেন। অতঃপর সিপাহীরা কর্ণেল স্টুয়ার্টের কাছে জানালো যে "কোন একজন সিপাহীর মাত্র দুবছর কাজের পরই পদোন্নতি হয়েছে, তাদের পদোন্নতির কি কোন আশা আছে?"[৬১] এই অসমাপ্ত বাক্যের শেষ টেনে দিলেন কয়েকজন সিপাহী একসাথে "১৬, ১৮ এবং ২০ বছর কাজের পর?[৬২] ৪৭ নং রেজিমেন্টের ৮ম কোম্পানীর একজন সিপাহী এগিয়ে এসে কর্ণেল স্টুয়ার্টকে বললে যে যেহেতু তারা ক্যাপটেন ফার্থের কাছ থেকে সব সময় সব অধিকার পেয়ে এসেছে, তারা যে কোন জায়গায় তাঁকে অনুসরণ করবে। কর্ণেল স্টুয়ার্ট তখন তাদের চুপ করে নিজস্ব কোম্পানীতে ফিরে গিয়ে তাদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের কাছে একটি আবেদনপত্র দিতে বললেন। হঠাৎ এই মুহূর্তে ৬৮তম রেজিমেন্ট কুচকাওয়াজ করে বিদ্রোহী সিপাহীদের দিকে এমনভাবে এগিয়ে আসে তাতে সবার মনে হল তাদের আক্রমণ করতে আসছে। কর্ণেল স্টুয়ার্ট তাদের আশ্বস্ত করলেন যে তাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। সংগে সংগে কয়েকজন বিদ্রোহী বলে উঠলো ঃ "আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? মেরিন ব্যাটেলিয়ানকে নিয়ে আমরা ভীত নই"[৬৩]

এই শুনে কর্ণেল স্টুয়ার্ট ঘোড়ায় চেপে প্যারেড থেকে চলে গেলেন। কিন্তু সিপাহীরা ক্যাপটেন ফার্থকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "এখন ক্যাপটেনের কি বলার আছে শোনা যাক।"[৬৪] যেহেতু সেখানে অন্য কোন ইউরোপীয়ান অফিসার ছিলেন না ক্যাপটেন ফার্থ মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি প্যারেড থেকে চলে যাওয়ার উপক্রম করলেই সিপাহীরা সবাই মিলে ফার্থকে হাত ধরে টেনে তাদের দিকে দাঁড় করিয়ে জানালো ঃ " বলদ চালকরা বেতন পায় মাসে ৮ টাকা সেখানে তারা পায় মাত্র মাসে ৬ টাকা, তারা কি করে এই সামান্য টাকায় বেঁচে থাকবে?"[৬৫] অন্য কয়েকজন বল্লে ঃ " আমরা যদি আমাদের মালপত্র রেখে যাই তাহলে সব চুরি হয়ে যাবে।" এর উত্তরে ফার্থ জানালেন যে তাদের মালপত্র পরিবহনের জন্য তাঁর ক্ষমতা অনুসারে সব কিছু করেছেন। কিন্তু কয়েকজন সিপাহী ক্যাপটেন ফার্থকে অভিযোগ করল ঃ "তারা কি দোষ করেছে যে তাদের পদোন্নতি হল না?" উত্তরে ফার্থ জানালেন অন্তত তিনি যতদিন এই রেজিমেন্টের দায়িত্বে আছেন "every one generally speaking had been promoted in their turn."[৬৬] তৎক্ষণাৎ ক্যাপটেন ফার্থকে জানিয়ে বেশ কয়েকজন সিপাহী চেঁচিয়ে বল্লে " মহম্মদ খান কি তাঁর সময় এলে পদোন্নতি হয়েছে?" ক্যাপটেন ফার্থ তখন বললেন যে তাঁর রেজিমেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারের সুপারিশ ক্রমে মহম্মদ খানের পদোন্নতি হয়েছে। সংগে সংগে একযোগে অনেকজন সিপাহী বল্লে "না, ঘটনা তা নয়। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে, কারণ তিনি হাবিলদার মেজরের ভাই বলে"[৬৭] এর ওপর ক্যাপটেন ফার্থ কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু জানালেন তিনি তাদের সব অভিযোগ উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং তিনি সবাইকে আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সিপাহীরা কিছুতেই ফার্থকে ছাড়তে রাজী নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদের দাবীপত্র কর্ণেল কার্টরাইটের কাছে পৌঁছে দেবেন এবং আরও বল্লে, "if he did not notice the subject, then to the General over if he did not take notice of it to the Lord Sahib."[৬৮]

মোটের উপর সিপাহীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ক্যাপটেন বুঝলেন যে যদি তাদের বেতন কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা বার্মা অভিযানে যাত্রা করতে প্রস্তুত। এই সমস্ত বিষয়টা তৎক্ষণাৎ কর্ণেল কার্টরাইটের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু দাবীপত্র পাঠানোর ব্যাপারে সিপাহীরা মত পরিবর্তন করল এবং ক্যাপটেন ফার্থ প্যারেড ছেড়ে যাওয়ার আগেই বল্লেন "কর্ণেল কার্টরাইটের আমাদের প্রয়োজন নেই এবং যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজরকেআমাদের রেজিমেন্ট থেকে বহিষ্কার না করা হচ্ছে আমরা কার্টরাইটের নেতৃত্বে অভিযানে যাব না।"[৬৯] অপর একদল সিপাহী ঘোষণা করল " আমরা কর্ণেলের নেতৃত্বে যাব না। আমরা মেজর হীথকোট ও ক্যাপটেন ফার্থের নেতৃত্বে যাব।" সংগে সংগে একজন সিপাহীকে বলতে শোনা গেল, আমাদের ন্যাপসেক কোথায় গেল? আরও কয়েকজন সিপাহী জুড়ে দিল "এ ব্যাপারে বলে কোন লাভ নেই।"[৭০] ফার্থ তাকে যেতে দিতে অনুরোধ

করায় সিপাহীরা সরে তাঁর যাওয়ার রাস্তা করে দিল এবং সবাই ফার্থকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করল। ফার্থের সাথে আলোচনার সময় সিপাহীরা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। ক্যাপটেন ফার্থ যাওয়ার পথে শুনতে পেলেন একজন সিপাহী বিড় বিড় করে বলছে, যে তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে উর্দ্দুতে দাবীপত্র লিখতে পারে এবং এ বিষয়ে তারা ক্যাপটেন ফার্থের সাহায্য চাইলে ফার্থ তাতে সম্মত হলেন এবং তিনি দাবী পত্রটি লিখবেন নাগরীতে (দেবনাগরী) অর্থাৎ হিন্দীতে। সেই সকাল ৭ টা থেকে ৯ টা পর্য্যন্ত সিপাহীদের মধ্যে কাটিয়ে ফার্থ প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে প্রস্থান করলেন।[৭১]

প্যারেড গ্রাউণ্ডের অন্যদিকে মেজর জেনারেল ডালজেল ও কর্ণেল কার্টরাইট সিপাহীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অবস্থা খতিয়ে দেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখলেন সিপাহীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মেজর জেনারেল কর্ণেল কার্টরাইটকে নির্দেশ দিলেন যাতে সিপাহীদের শান্ত করা যায় তার চেষ্টা করতে। বিদ্রোহের যথার্থ কারণগুলি নির্ণয় করার জন্য কর্ণেল কার্টরাইট সিপাহীদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করেন। যে কারণগুলি তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেগুলি হল ঃ এক ঃ সিপাহীদের ন্যাপস্যাকের অভাব। দুই ঃ কর্ণেল কার্টরাইট, মেজর হীথকোট, মেজর ব্রাউটন প্রমুখ অভিযানের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের ওপর সুবাদার মেজরের প্রচণ্ড ঘনিষ্টতা, তিন ঃ সর্ব্বস্তরের অসামরিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি অথচ সিপাহীদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম, চার ঃ কর্ণেল কার্টরাইটের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র এমনকি গায়ের কাঁথা পর্য্যন্ত বিক্রী করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭২] কিন্তু কর্ণেল কার্টরাইটের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ কার্টরাইট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে অভিযানের পূর্ব্বে তিনি ব্যক্তিগত মালপত্র বিক্রী করার জন্য কোন নির্দেশ সিপাহীদের দেন নি। কার্টরাইটের এই কথায় সিপাহীরা বিশেষ ভাবে জানালো যে তারা সুবাদার মেজরের মারফৎ এই কথা জেনেছে। এবং সেই সুবাদার মেজর আরও বলেছে যে বার্মায় ফিরে তিনি (সুবাদার মেজর) হিন্দু মুসলিম ও হরিজন সম্প্রদায়ের সমস্ত সিপাহীদের একপাত্রে ভোজন করতে বাধ্য করাবেন।"[৭৩] এই শুনে কর্ণেল কার্টরাইট মন্তব্য করলেন এ সমস্ত বক্তব্য সব মিথ্যা এবং তারা আসলে কি চায় তা নির্দ্দিষ্ট করে জানাতে বললেন। কিছুটা ইতঃস্তত করে সিপাহীরা ঘোষণা করল যে ঃ তাদেরকে যদি দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা, পূর্ব্বের মত তাদের নিজেদের খরচায় প্রয়োজন মত পরিবহন, এবং সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজর দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে তারা ব্রহ্মদেশ অভিযানের জন্য যাত্রা সুরু করবে। উত্তরে কর্ণেল কার্টরাইট বললেন তাদের প্রথম দাবী পূর্ণ করা অসম্ভব কারণ "পৃথিবীর কোন সরকার তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর দাবী পূরণ করতে পারে না।"[৭৪] দ্বিতীয় দাবীর বিষয়ে কর্ণেল কার্টরাইট আগেই ব্যাখ্যা করেছেন যে তা পূরণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তৃতীয় দাবীও সম্ভব নয় কারণ তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণিত অভিযোগ নেই। এবং তিনি সিপাহীদের বললেন, " তারা ইচ্ছে করলে তাঁর নিজের জীবন নিতে পারেন এবং এ ব্যাপারে তারা যা

খুশী করতে পারে।"[৭৫] কার্টরাইটের সাথে এই কথাবার্ত্তার সময় সিপাহীরা কর্ণেলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেয়। তবে সিপাহীরা যখন দেখল তাদের দিকে একটি বাহিনী এগিয়ে আসছে তারা কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ল এবং কর্ণেল কার্টরাইট ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের তাদের সংগ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে। কিন্তু কার্টরাইট তাদের কাছ থেকে দূরে সরে না গিয়ে বরঞ্চ তাদের মধ্যে রয়ে গেলেন। এইবার কর্ণেল স্টুয়ার্টের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল সিপাহীদের সাথে খোলামনে কথাবার্ত্তা চালানোর জন্য। উদ্দেশ্য তিনি যাতে সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে আরও কোন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সেই সপ্তাহের জন্য কর্ণেল স্টুয়ার্ট কিন্তু অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি সিপাহীদের সাথে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করেন। অসন্তোষের নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। তথ্যগুলি হল, এক ঃ সিপাহীরা মাসে ৬ টাকা বেতন পেলেও কর্ণেল কার্টরাইট তার থেকে ন্যাপস্যাকের দাম বাবদ ২ টাকা কেটে নেন অর্থাৎ সিপাহীরা হাতে পায় মাত্র ৪ টাকা। দুই ঃ রেজিমেন্টে পদোন্নতির কোন নিয়ম কানুন নেই। এই বিষয়ে চাকুরীর কার্যকালের প্রতি কোন বিবেচনা করা হয় না; তিন ঃ তারা জেনেছে যে ব্রহ্মদেশে খাদ্য শস্যের দাম অত্যন্ত চড়া; চার ঃ বেশীরভাগ সিপাহী সারাদিনে ২ থেকে ২১/২ সের চাল বা আটা খায় তাদের পক্ষে এই সামান্য বেতনে বাঁচা সম্ভব নয়; পাঁচ ঃ চট্টগ্রাম থেকে ফেরৎ একজনের কাছ থেকে তারা জেনেছে যে পাঁচজন সিপাহীকে কোম্পানী তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ২/৪ শক্তি বিশিষ্ট কামানের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে জোর করে জাহাজে চাপিয়ে বার্মা অভিযানে পাঠনো হয়েছে। সিপাহীদের সর্ব্বশেষ অভিযোগ ১৬ নং রেজিমেন্ট বহুদিন ধরে বারাকপুরে মোতায়েন। অথচ তাদেরকে অভিযানে না পাঠিয়ে ২৬ নং রেজিমেন্টে যারা বারাকপুরে অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন তাদেরকে অভিযানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হল কেন? তাদের বক্তব্য ১৬ নং রেজিমেন্টকেই আগে পাঠানো উচিত এর পরেই তাদের পালা।[৭৬]

কর্ণেল কার্টরাইট স্টুয়ার্ট প্রদত্ত নতুন সংবাদ সংগে সংগে মেজর জেনারেল ডালজেলকে জানিয়ে দিলেন। মেজর জেনারেল কর্ণেল কার্টরাইটের কাছে বিশেষ করে তাদের পদোন্নতি ও ন্যাপস্যাকের জন্য তাদের বেতন থেকে মাসে ২ টাকা কেটে নেওয়ার বিষয়ে অভিযোগের কারণ জানতে চাইলেন। কার্টরাইট বললেন যে তিনি আগেই বলেছেন তাদের বেতন মাসে ৬ টাকা নয় ৬ টাকা ১১ আনা এবং ন্যাপস্যাকের জন্য যে ২ টাকা কাটা হয় তা একমাসে নয় দু মাসে। পদোন্নতির বিষয়ে তিনি জানালেন যে তিনি এ ধরণের কোন অভিযোগ তার সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়ান অফিসারের মুখ থেকে কোনদিন শুনেন নি। শেষে কর্ণেল কার্টরাইট প্রস্তাব দিলেন যে প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা প্রকাশ্য তদন্ত কমিশন বসানো হোক যাতে সিপাহীদের সমস্যার নিষ্পত্তি করা যায়। মেজর জেনারেল অবিলম্বে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন।[৭৭]

তখন বেলা গড়িয়ে গেছে ১০ টায়। সমস্ত বিদ্রোহী সিপাহীরা প্যারেডে অবস্থানরত। মেজর জেনারেল প্যারেড থেকে প্রস্থান করার সাথে সাথেই কোয়ার্টার গার্ডের একজন

ভারতীয় অফিসার কার্টরাইটের কাছে এসে জানালো যে তার খুব আশংকা তার জীবন নিরাপদ নয়। সেই সময় সমস্ত ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসারগণ ইউরোপীয়ান অফিসারদের প্রতি একান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে কর্ণেল কার্টরাইটের বাংলোর চত্বরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ভারতীয় অফিসারদের এই আচরণে বিদ্রোহী সিপাহীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। কার্টরাইট তখন প্যারেডে উপস্থিত হয়ে সিপাহীদের জানালেন যে তাদের বেতনের টাকা পয়সা ও কাগজপত্র সব ইউরোপীয়ান অফিসারদের আবাসনে সংরক্ষিত আছে সুতরাং তাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। সিপাহীরাও সবাই কার্টরাইটকে আশ্বস্ত করল যে তারা ওসব জিনিষের কোন ক্ষতি করবে না। ঠিক সেই মুহূর্তে কার্টরাইট একটি জরুরী লিখিত নির্দেশ পেলেন মেজর জেনারেল ডালজেলের কাছ থেকে। তাতে জানান হল যে ৪৭ নং সিপাহীদের irregular conduct তদন্তের জন্য প্যারেড গ্রাউণ্ডের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হল। এই কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস এবং তার সাথে সদস্য হিসাবে থাকবেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট (৬৮ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট), মেজর কেইন (৬৮ নং) এবং ক্যাপটেন ওয়াইমার (৬১ নং)।[১৮]

উক্ত তদন্ত কমিশনের নির্দেশ মত কার্টরাইট সিপাহীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন যাতে প্রত্যেক কোম্পানী থেকে দুজন সিপাহী তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থিত থাকেন। কার্টরাইট নিজেই আগে সিপাহীদের কাছে এই তদন্ত কমিশনের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে সিপাহীরা সন্তোষ প্রকাশ করলো, এবং প্রত্যেক কোম্পানী পিছু ২ জন সিপাহীকে তদন্ত কমিটির সামনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। লেফট্যানেন্ট কর্ণেল আরও জানিয়ে দিলেন সিপাহীরা দুজন একসাথে আসবে এবং সংগে কোন বন্দুক থাকবে না, শুধু থাকবে তাদের হাতের অস্ত্র। তখন প্রায় দুপুর বারোটা বাজে। কার্টরাইট পুনরায় সিপাহীদের বুঝিয়ে দিলেন এই তদন্ত কমিশনের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু হঠাৎ সিপাহীরা বেঁকে বসল যে তারা তাদের নিজস্ব বন্দুক বিনা কমিশনের সামনে উপস্থিত হবে না। কারণ তাদের আশংকা বিনা অস্ত্রে গেলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। কার্টরাইট তাদের এই "বোকামী ভয়" (foolish apprehension) কাটিয়ে দিয়ে তাদের ইচ্ছেমত যে কোন কোম্পানী থেকে দুজন করে প্রথমে কমিশনের সামনে যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি আরও আশ্বস্ত করলেন যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তারা একে একে সবাই কোর্ট থেকে ফিরে না আসে তিনি সব সময় তাদের সাথেই থাকবেন।[১৯]

এই অবস্থায় সব বিদ্রোহী সিপাহীরা উভয় সংকটে পড়ল। সেই সাথে চলল আর এক দফা হৈ চৈ ও গণ্ডগোল। কেউ কেউ বলতে শুরু করল যে কর্ণেল কার্টরাইট কে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তারা বার বার সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজর এর নাম করতে লাগলো এবং অভিযোগ জানালো এই বিদ্রোহের মূল কারণ তারাই। আবার কোন কোন সিপাহী ঘোষণা করলো যে কর্ণেল কার্টরাইট যদি তাদের মাল পরিবহনের জন্য তাদের খরচায় গাড়ী ভাড়া ও দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তারা পর দিন সকালেই অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকবে। তারা

আরও ঘোষণা করলো যে তারা কার্টরাইটের প্রস্তাব মত কোম্পানী পিছু নিরস্ত্র অবস্থায় দুজন সিপাহীকে কমিশনে পাঠাতে পারবে না। তবে তারা তাদের দাবীপত্র কর্ণেল কার্টরাইট অথবা কর্ণেল স্টুয়ার্টের মাধ্যমে আরও উচ্চতর সামরিক অফিসারকে পাঠাতে চায়। তারপর তাঁরা যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। প্রায় আধঘন্টা ধরে তারা সবাই এনিয়ে আলাপ আলোচনা করার পর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য এবং তাদের মধ্যে আসার জন্য কর্ণেল কার্টরাইটের রাস্তা করে দিল। সিপাহীদের কথামত কর্ণেল কার্টরাইট যেতে দ্বিতীয় গ্রিণেডিয়ার কোম্পানীর একজন সিপাহী মাটিতে বসে কার্টরাইটকে অভ্যর্থনা করে জানালো যে তারা কোম্পানী পিছু দুজন নিরস্ত্র সিপাহীকে তদন্ত কমিশনের সামনে পাঠাবে না, এবং তাদের দাবীপত্র মেজর জেনারেল ডালজেলের হাতেই দেবে না। তবে তারা কমাণ্ডার ইন চীফের জন্য অপেক্ষা করবে। তিনি বারাকপুরে আসার পর সরাসরি তাঁর হাতেই দেবে। এই সব শুনে কর্ণেল কার্টরাইট অত্যন্ত হতাশ হয়ে সিপাহীদের জানালেন যে তিনি যখন তাদের কোন কাজেই আসতে পারছেন না সুতরাং তিনি প্যারেড থেকে প্রস্থান করছেন। এই সব বিদ্রোহী সিপাহীদের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার কর্ণেল কার্টরাইটের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।[৮০]

কর্ণেল কার্টরাইট অতঃপর মেজর জেনারেল ডালজেলের বাসায় গিয়ে তাঁকে সব জানিয়ে তাঁর নির্দেশমত কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে একটি প্রতিবেদন লিখে ফেললেন। তাতে জানিয়ে দেওয়া হল যে সিপাহীরা ব্রহ্মদেশে অভিযানে যাত্রা করবে না এবং যদি তাদের কোম্পানীর সামরিক বিভাগ থেকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে তারা অস্ত্র সমর্পণ না করেই সশস্ত্র অবস্থায় বেনারস অথবা কানপুর পর্য্যন্ত যাবে। কার্টরাইট আরও জানালেন যে তিনি তাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের যে সাংঘাতিক বিপদ আছে সেটা বোঝাবার খুব চেষ্টা করেছেন এবং সিপাহীদের বলেছেন কোম্পানী কখনই তাদের এই উদ্ধত দাবী মেনে নেবে না। শেষ পর্বে কার্টরাইট এমন অনুরোধ করেছেন যাতে তারা নিজেদের কোম্পানীর পতাকা যেন কোয়ার্টার গার্ডের কাছে জমা দিয়ে যায়। কার্টরাইট আরও জানান যে বিভিন্ন বিদ্রোহীদের সাথে নানান কথাবার্ত্তার মধ্যে এক সময় তারা তাঁর কথায় রাজী হয়েছিল অভিযানে যাত্রা করার । তাঁর মতে ৬৮ নং সামরিক ব্যাটেলিয়ানকে তাঁদের লক্ষ্য করে কুচকাওয়াজ করতে দিয়ে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অটল রইল। কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে লিখিত প্রতিবেদনের শেষে তিনি জানালেন বিদ্রোহী সিপাহীরা তাদের সংগ পরিত্যাগ করার জন্য বারংবার চাপ দেওয়ায় তিনি ও এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল অনন্যোপায় হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে প্যারেড থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।[৮১]

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস বিদ্রোহী সিপাহীদের মনের কথা যথার্থ বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে সিপাহীরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল যে তাদের বিদ্রোহী আচরণের জন্য অস্ত্র ছাড়া তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। সেই জন্য তারা চেয়েছিল তাদের নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে নিজেদের অস্ত্র নিয়ে তারা বেনারস, লক্ষ্ণৌ

ও কানপুর পর্যন্ত চলে যাবে। তাদের সশস্ত্র থাকার আরও একটা উদ্দেশ্য এই যে তারা ভারতীয় অফিসারদের হত্যা করবে। কারণ তারা এই বিদ্রোহের প্রথম দিকে পরোক্ষভাবে উস্কানী দিয়ে সময় কালে তাদের সংগ পরিত্যাগ করে কর্ণেল কার্টরাইটের আবাসনে আশ্রয় নিয়ে তাদের ভুলপথে চালিত করেছে। ম্যাকইনেসের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে সিপাহীরা অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে "ever excited and ungovernable imagination." ম্যাকইনেসের ধারণা তারা ধুতরা ফুল থেকে তৈরী অত্যন্ত উত্তেজক মাদকদ্রব্যের বশবর্তী হয়ে এমনই কাণ্ডজ্ঞান শূণ্য হয়ে পড়ে যার ফলে তারা দাবী করে বসে যে তারা তাদের সমস্ত অস্ত্রসহ কোম্পানীর পতাকা উড়িয়ে উত্তর ভারতে তাদের দেশের পথে রওনা হবে।[৮২]

ইতিমধ্যে কর্ণেল কার্টরাইট ক্যাপটেন বোল্টনের সাথে নিজের বাংলোতে ফিরে আসেন। এবং দুজনে এক সাথে প্রাতরাশ করার সময় সিপাহীদের বিদ্রোহী মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। সিপাহীদের সম্পর্কে কর্ণেল ম্যাকইনেসের যা ধারণা উভয়ই তাতে সহমত পোষণ করেন। তবে তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হলেও সবাই স্বীকার করেন তারা ইউরোপীয়ান অফিসারদের সাথে যথেষ্ট যোগ্য মর্য্যাদাপূর্ণ আচরণ করে। বোল্টনের কাছ থেকে কার্টরাইট আরও জানতে পারলেন যে সিপাহীরা কিছুতেই ব্রহ্মদেশের দিকে যাবে না। আরও একটি কারণ যে চট্টগ্রামেও সিপাহীদের মধ্যে এই ধরণের বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দেয়। তারা মনে করে যে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাহীরা কেন মাদ্রাজী সিপাহীদের মত দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা ও অভিযানকালীন বিনামূল্যে কোম্পানীর খরচে খাদ্য দ্রব্য পাবে না। কার্টরাইট ও বোল্টন ধরে নিলেন সিপাহীদের ন্যাপস্যাকের অভাব তা নেহাৎ একটা অছিলা মাত্র।[৮৩]

১লা নভেম্বর বিকেলের মধ্যেই ক্যাপটেন ফার্থের মাধ্যমে সিপাহীদের দাবীপত্র তৈরী হয়ে যায়। সিপাহীরা মুখে মুখে যেভাবে বলেছে ক্যাপটেন ফার্থ হিন্দীতে সেইভাবেই দাবীপত্র খসড়া করেছেন। প্যারেড গ্রাউণ্ডে বসে কমাণ্ডার ইন চীফের উদ্দেশ্যে এই দাবীপত্র রচনা বারাকপুরের সেনানিবাসে ছোটখাটো যত বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি। এই দাবীপত্রের মধ্য দিয়ে বারাকপুরের সামরিক অধিকর্তার উদ্দেশ্যে সিপাহীদের অভিযোগ ও দাবী আদায়ের বলিষ্ঠ সংকল্প প্রকাশ পায়। এই ঐতিহাসিক দাবীপত্রের ইংরাজী বয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

" 1.That we your petitioners are the sepoys in the Ist *** ."

" 2.That in order to obtain food we have drawn ourselves much ignomy and disgrace."

" 3.That having the fame of your beneficience which is widely opposed we taught the shadow of the skirts of your garments and do not find the rules as it is."

"4. The Case is this : The Subadar Major and Havildar Major told the

Sepoys that they were going to Rangoon and would be embarked on board ship and he told all the sepoys that when the company went to war they ought not to shrink; after this the Subadar Major and Havildar Major sent for 4 men from each company and said, "those who wear Takee Khoo might not cast it off. This also they ought not to do. The sepoys replied that they never could put their feet on board ship and that no person could forfeit his caste. For this reason all the sepoys swear by the Ganges water and Toolsee that they never would put their feet in a ship.And every gentleman knows that when a Hindu takes Ganges water and Toolsee in his hand he will sacrifice his life. In this way the Regiment pleaded themselves. This which is written in our representation and further the Subadar and Havildar before mentioned went to the commanding officer Col. Cartwright and stated that the Regiment was ready to march. That all the sepoys knew not of this circumstances. Now you are the master of our lines. What you order we will do but we will not go on board ship nor we will march for that purpose. For:nerly our name was good but has now become bad, our wish, therefore that our names be effaced and that every man may return to his home." [৮৪]

হিন্দী ভাষায় লিখিত মূল দাবীপত্রটি সংশ্লিষ্ট দলিলে পাওয়া যায় নি। পত্রটির উপরোক্ত ইংরাজী অনুবাদ করেছেন বারাকপুরের সামরিক বিভাগের ভারতীয় ভাষাবিদ ক্যাপটেন টি ম্যাককান। তাঁর মতে মূল দাবীপত্রটি এমন অর্থহীন ভাষায় লেখা ছিল তাতে তর্জমা কবতে তাঁর অনেক অসুবিধা হয়েছে। তাঁর কথায়, "The original of this petition is written in a most barbarous and unintelligible manner, no regard is paid to Grammar, Spelling or Idiom I am therefore doubtful. If I have expressed the sentiments of the Petitioners in every paragraph and I am convinced they have themselves not done so. That parts however (such as the 3rd paragraph) in which I have doubts are the least important."[৮৫]

দাবী পত্রটিতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে সিপাহীরা প্যারেড গ্রাউণ্ডের ইউরোপীয়ান অফিসারদের কাছে যে সব দাবী দাওয়ার সমস্যার কথা বলেছে তার বেশীরভাগের কোন প্রতিফলন নেই। এই দাবীপত্র তাদের বেতন, বৈদেশিক ভাতা, পদোন্নতি বা তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য ভারবাহী পশুর বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। সেখানে শুধু সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড অনীহা ও বিক্ষোভ এবং বিশেষ করে দুই মুসলিম অফিসার সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কোম্পানীর চাকরী থেকে তাদের পদত্যাগের

যে আবেদন করা হয়েছে তাও খুব সম্ভবতঃ কৌশলগত কারণে। অর্থাৎ তারা ভেবেছিল তারা যদি দল বেঁধে চাকরী ছেড়ে দেয় তাহলে কোম্পানী এই মুহূর্ত্তে অসুবিধায় পড়বে। এর ফলে হয়তো তাদের দাবী দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হবে। আর তুলসী পাতা ও গংগার জলের শপথ তাদের আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় সংস্কারের মোড়কে তাদের ঐক্য, সংহতি ও সঙ্কল্পের কথা জানানো হয়েছে। যাতে কোম্পানী তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। উক্ত দাবীপত্রের তৃতীয় পরিচ্ছেদে. ম্যাককানের মন্তব্য কিছুটা সঠিক। চতুর্থ পরিচ্ছদের অর্থটা ঠিক বোধগম্য নয়। তবে মোটের ওপর দাবী পত্রের মূল সুর হচ্ছে তাদের বেতন, পদোন্নতি, বৈদেশিক ভাতা ও চাকরীর নানান ন্যায্য সুযোগ সুবিধার প্রতি কোম্পানীর ঔদাসীন্য ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। উক্ত দাবীপত্রে সিপাহীরা দ্ব্যর্থব্যঞ্জকহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের এই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন এবং এর জন্যে নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত।

এইভাবে যখন দেখা গেল প্রত্যেক ইউরোপীয়ান অফিসারদের চেষ্টা একের পর এক বিফল হল তখন তারা সবাই ফিরে প্যারেড গ্রাউণ্ডের একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে এই পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়ান অফিসারদের অত্যন্ত হতাশ ও অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। "looking and feeling sufficiently uncomfortable and foolish."[৮৬] এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকার পর যখন দেখা গেল তাদের আর কিছুই করার নেই সবাই ধীরে ধীরে যে যার বাংলোর দিকে অগ্রসর হল। এদিকে ৪৭ নং বিদ্রোহী সিপাহীরা প্যারেড গ্রাউণ্ডেই রয়ে গেল। সারা দিনে দেখা গেল বারাকপুরে অবস্থানরত সমস্ত নেটিভ রেজিমেণ্টের সিপাহী ও ভারতীয় অফিসারগণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে তারা মনে প্রাণে ৪৭ নং রেজিমেণ্টের পক্ষে সামিল হল। বিদ্রোহী সিপাহীদের শান্ত অথবা শাস্তি বিধান করার কোন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে দেখা গেল না।[৮৭]

১লা নভেম্বর বিকাল থেকে বারাকপুরের সেনানিবাস, পার্ক সব থমথমে। সামরিক অধিকর্তার প্রধান সমস্যা বারাকপুরে অধ্যুষিত ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিরাপত্তা। সব থেকে উদ্বেগের বিষয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্টি স্বয়ং সপরিবারে বারাকপুরে ছুটি কাটাতে এসেছেন। তখন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটি মাত্র ইউরোপীয়ান পদাতিক বাহিনী মোতায়েন। তাছাড়া দমদমে ছিল একটি গোলন্দাজ বাহিনী। বারাকপুরের কিছু দূরে ছিল তখন ৪৭ নং রাজকীয় পদাতিক বাহিনী। গভর্ণর জেনারেলের নিরাপত্তার জন্য বারাকপুরে মোতায়েন ছিল গর্ভার জেনারেলের নিজস্ব ভারতীয় দেহরক্ষী বাহিনী। কিন্তু সমস্যা হল গভীর রাতের আগে কলকাতা ও দমদম থেকে কোন ইউরোপীয়ান বাহিনীকে বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করার জন্য বারাকপুরে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং এই সময়ে বারাকপুরে বসবাসকারী গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্স্টও তাঁর পরিবার সহ সমস্ত ইউরোপীয়ানদের জীবন বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতের মধ্যে। কারণ তিনটি বিদ্রোহী ভারতীয় রেজিমেণ্টের মোট প্রায় তিন হাজার

সিপাহী সশস্ত্র এবং প্রত্যেকের কাছে মজুত আছে ৪০ রাউণ্ড গুলি। সুতরাং বারাকপুরে অবস্থানরত ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিরাপত্তার বিষয়ে বারাকপুর সামরিক অধিকর্তার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সংকটময় অবস্থায় মেজর জেনারেল ডালজেল গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করলেন তিনি যাতে সপরিবারে বারাকপুর গভর্ণর প্রাসাদ ত্যাগ করে গোপনে নদীপথে কলকাতায় ফিরে যান। লেডী আমহার্স্ট তাঁর স্মৃতিচারণায় লেখেন সামরিক অধিকর্তার এই অনুরোধ লর্ড আমহার্স্ট সংগে সংগে প্রত্যাখ্যান করলেন। লেডী আমহার্স্টও তাঁর দিনলিপিতে লিখছেন তিনিও স্বামীর সাথে বারাকপুরে থাকতে চাইলেন। আমহার্স্ট কন্যা সেরা তখন অসুস্থ। তিনিও রূখে দাঁড়ালেন এই অবস্থায় তিনিও বাবা মাকে ছেড়ে কলকাতায় ফিরবেন না বলে।

১লা নভেম্বর ভয়ংকর রাতে ইউরোপীয়ান অফিসারগণ গভীর শংকায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন কমাণ্ডার ইন চীফ বারাকপুরে এসে পৌঁছবেন এবং কখন কলকাতা ও দম দম সেনানিবাস থেকে ইউরোপীয়ান রাজকীয় ও ইউরোপীয়ান গোলন্দাজ বাহিনী তাদের রক্ষার জন্য বারাকপুর এসে পৌঁছাবে। ১লা নভেম্বর ১৮২৪ সালে বারাক পুরের রাত যেন ১৯ জুলাই ১৮০৬ সালে ভেলোর ভয়ংকর রাতের মত যেদিন ভেলোর দুর্গে ঘুমন্ত ইংরাজবাহিনীর ওপর বিদ্রোহী সিপাহীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৫ জন ইংরাজ অফিসার সহ ১৩০ জন সৈনিককে হত্যা করে। লেডী আমহার্ষ্ট তাঁর দিনলিপিতে লেখেন "Bɩ fore the troops arrived on the Ist (November) at Barrackpore, we were for twenty four hours in great danger and entirely at the mercy of the mutineers. Had they had any clever head among them , and seized the Governor General and the Commander in Chief, they might probably have made their own terms. There was not a single European person to be depended upon and our situation was awfully alarming . Lord Amherst resolved not to quit him. Serah behaved heroically, and, though ill, declared she would remain, and kept up her spirit, as we all did as well as we could." Lady Amherst, (Rules of India Series, pp. 150-153)[৮৮] প্রকৃতপক্ষে ১লা নভেম্বর মধ্যরাতে বারাকপুর সেনানিবাসে যে ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তাতে লেডী আমহার্ষ্টের এই অশংকা খুবই সংগত। লেডী অমহার্ষ্টের এই অনুমানের কিছুটা সত্যতা ছিল যে বিদ্রোহী সিপাহীরা যদি খুবই ধূর্ত হত তাহলে তারা বারাকপুরের সামরিক অধিকর্তা এমন কি গভর্ণর জেনারেলকে ঘেরাও করে দাবী আদায় করতে পারতো। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে সিপাহীরা বিদ্রোহী হলেও এই ধরণের কোন জংগী অভিসন্ধি তাদের মধ্যে ছিল না । তারা অনেক আগেই ঘোষণা করেছে যে তারা গভর্ণর জেনারেল বা কমাণ্ডার ইন চীফ তো দূরে থাকুক এমন কি কোন ইউরোপীয়ান অফিসারের গায়ে হাত দেবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্যাগসন ও ম্যাকইনেস ছাড়া অন্য কোন অধিকর্তা সিপাহীদের মনের কথা বুঝতে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। যার ফলশ্রুতি হল কমাণ্ডার ইন চীফের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। Doveton, F B (Captain) *Reminescences of Burmese War 1824-26· An eye witness*, London 1852, পৃঃ ৯১ ।

২। ঐ ।

৩। Havelock, H., *Memoirs of three Campaigns of Major General Sir Archibald Campbell's Army in Ava*, Serampore 1828, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

৪। ঐ ।

৫। Secret letter from Bengal to Court of Directors, 2 June 1824, BL, BC, OIOC, Vol. F/4/869, 1826-27.

৬। Doveton, পূর্ব্বে উল্লেখিত, আরও দ্রষ্টব্যঃ Fortescue, J.W, *History of the British Army*, Vol XI, London 1913, পৃঃ ২৮৩ ।

৭। 'Sketch of the Medical Topography of Araccan' *Transaction of the Medical and Physical Society of Calcutta*, Vol. III, quoted in Wilson, H H., *Memoirs of the Burmese War*, London 1852, পৃঃ ২৮৭-৮৮ ।

৮। ঐ ।

৯। উল্লেখিত, Fortescue, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৭৪।

১০। *The Bengal Chronicles* (Calcutta) 8 December 1826, Bengal Public Consultation, 14 December 1826, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/931, 1827-28, উক্ত পত্রিকার সরকারী বাজেয়াপ্ত করণ আদেশনামার অনুলিপি সমকালীন কলকাতার *Bengal Hurkarrah, John Bull, India Gazette* ও *Government Gazette* প্রমুখ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিকদের কাছে পাঠিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্রহ্মদেশের অভিযান সম্পর্কে সরকারের নীতি বিরোধী কোন কথা প্রকাশ থেকে তারা বিরত থাকেন । বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Letter from Mr. Swinton, Acting Chief Secretary to the Government of India to the Editors and Proprietors, 8 December 1826, ঐ, পৃঃ ১৩১-৩২ ।

১১। Secret Letter from Bengal to Court of Directors, 2 June 1824, BL, OIOC, BC, Vol F/4/896, 1826-27.

১২। Governor General in Council to the Secret Committee of the Court of Directors, 14 July 1824, ঐ ।

১৩। Secret Letter from Bengal to Secret Committee of the Court of Directors, 12 August 1824; 6, September, 1824 and 8 October 1824, ঐ; বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Bandyopadhyay, P. , Hunger, Disease and Mortality, The Costly Game of the Kingly War: Indian Sepoy Expedition to Burma, 1824-26 paper presented to the Indian History Congress, Calcutta 2001

১৪। Dempster, T. E , পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩-৪ ।

১৫। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ সারণি ৩.১।

১৬। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Extract Regulation XI, 1806; Extract Bengal Military Consultation, 10 February 1815, GO. No, 66, Fort William 10 February 1815, copies of the Regulations under which the troops are taught to expect that carriage will be provided, Appx. to the Proceeding of the Court of Enquiry regarding the Mutiny at Barrackpore, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/

930, 1827-28, পৃঃ ৪৬৫-৯৭ ।

১৭। Dempster, T.E., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬ ।

১৮। Evidence of Col. Cartwright before the Court of Enquiry, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১১-১২ ।

১৯। Dempster, T.E , পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬ ।

২০। ঐ ।

২১। Evidence of Captain Bolton before the Court of Enquiry etc পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২০১-০২।

২২। ঐ , পৃঃ ২০২-০৩।

২৩। Evidence of Col. Cartwright before the Court of Enquiry etc , ঐ , পৃঃ ৯৭-৯৮, (Major General Dalzell to Second Quarter Master General's Office, Fort William, Calcutta 21 October 1824, উক্ত সাক্ষ্যে উল্লেখিত ।

২৪। R. Stevenson, 2nd Quarter Master General of the Army, Calcutta to General Dalzell, 23 October 1824, উদ্ধৃত Evidence of Col. Cartwright, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৯৮-৯৯।

২৫। ঐ ।

২৬। Evidence of Captain Bolton, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২০৩-০৪।

২৭। ঐ , পৃঃ ২০৪-০৫।

২৮। ঐ , পৃঃ ২০৫।

২৯। Evidence of Captain Firth of the 47th BNIR before the Court of Enquiry etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৭৪-৭৫।

৩০। ঐ , পৃঃ ১৭৫-৭৬ ।

৩১। উদ্ধৃত, Dempster, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫ ।

৩২। ঐ ।

৩৩। ঐ, পৃঃ ৬ ।

৩৪। Evidence of Shayan Sing before the Court of Enquiry on the Mutiny of Barrackpore, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩২৬-২৭ । সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত শব্দ ব্যোম ব্যোম। শিব পুরাণের মতে প্রলয় অর্থ বিপ্লব । উদ্দেশ্য ধ্বংসের মাধ্যমে দুষ্টের দমন, মংগলের প্রতিষ্ঠা বিশ্বে কল্যাণ ও শান্তির পুনপ্রতিষ্ঠা ।

৩৫। শ্যাম সিং এর সাক্ষ্য, ঐ, ।

৩৬। Evidence of Soobha Singh, Jemadar, 17 November 1824, before the Court of Enquiry on the Mutiny at Barrackpore, etc , ঐ, পৃঃ ৩০৮।

৩৭। Evidence of Unnat Singh, Pay Havildar, Light Company, before the Court of Enquiry etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩২০ , আরও দ্রষ্টব্যঃ Evidence of Soobha Singh, Jemadar, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩০৯ ।

৩৮। ঐ ।

৩৯। Evidence of Col. Cartwright before the Court of Enquiry etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ১১১ ।

৪০। ঐ, পৃঃ ১১২ ।

৪১। ঐ, পৃঃ ১১৩ ।

৪২। ঐ ; আরও দ্রষ্টব্যঃ Cartwright to Major General, 31 October 1824, enclo. ঐ, পৃঃ ১১৩-১৬।

৪৩। Evidence of Lt. Col. McInnes before the Court of Enquiry etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৭৫-৭৬।

৪৪। ঐ।

৪৫। ঐ, পৃঃ ২৭৬-৭৭।

৪৬। ঐ।

৪৭। ঐ।

৪৮। ঐ, পৃঃ ২৭৮।

৪৯। ঐ।

৫০। ঐ, পৃঃ ২৭৮-৭৯।

৫১। ঐ।

৫২। Evidence of Brigade Major Pagson before the Court of Enquiry পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩০১।

৫৩। ঐ।

৫৪। Evidence of Captain Bolton before the Court of Enquiry, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২১৪-১৫।

৫৫। R.W. Pagson, to Lt. Col. Nicol, Adjutant General, 7 a.m., Barrackpore, 1 November 1824, Documents relating to Mutiny at Barrackpore, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930, 1827-28, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৫৬। Evidence of Captain Firth, before the Court of Enquiry etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৭৭-৭৮।

৫৭। ঐ।

৫৮। ঐ।

৫৯। ঐ, পৃঃ ১৭৯।

৬০। ঐ।

৬১। ঐ।

৬২। ঐ।

৬৩। ঐ, পৃঃ ১৭৯।

৬৪। ঐ।

৬৫। ঐ।

৬৬। ঐ, পৃঃ ১৮০।

৬৭। ঐ।

৬৮। ঐ, পৃঃ ১৮২।

৬৯। ঐ।

৭০। ঐ।

৭১। ঐ, পৃঃ ১৮৩।

৭২। Evidence of Colonel Cartwright before the Court of Enquiry etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১২৩-২৪।

৭৩। ঐ।

৭৪। ঐ, পৃঃ ১২৪-২৫।
৭৫। ঐ, পৃঃ ১২৫।
৭৬। ঐ, পৃঃ ১২৫-২৬।
৭৭। ঐ, পৃঃ ১২৮-২৯।
৭৮। ঐ, পৃঃ ১২৭-২৮।
৭৯। ঐ, পৃঃ ১২৮-২৯।
৮০। ঐ, পৃঃ ১২৯-৩০।
৮১। ঐ, পৃঃ ১৫১-৫২।
৮২। Evidence of Lt. Col. McInnes before the Court of Enquiry etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৭৯-৮০।
৮৩। Evidence of Captain Bolton before the Court of Enquiry etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২১৬।
৮৪। দিনাংক বিহীন কমাণ্ডার ইন চীফের নিকট বিদ্রোহী সিপাহীদের স্মারক লিপি। হিন্দী ভাষায় লিখিত মূল পত্রের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন 16th Lancer, Captain T. Macan তিনি কোম্পানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় ভাষার অনুবাদক। স্মারক লিপি সংযুক্ত আছে : R.W. Pagson, MB to J. Nicol, Adjutant General, 1 November 1824, Documents relating to Mutiny at Barrackpore, etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪৭-৪৮।
৮৫। Captain T. Macan কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত। এবং সত্য নকল প্রত্যয়িতঃ W. L., Watson, Deputy Adjutant General of the A.my, Documents relating to Mutiny at Barrackpore, etc., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪৮-৪৯।
৮৬। Dempster, T. E., পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭।
৮৭। ঐ।
৮৮। লেডী আমহার্ষ্টের দিনলিপি, উদ্ধৃত : Anne Thakeray Richie and Richards Evans, *Lord Amherst and the British Advance Eastward to Burma*, Oxford, 1894, পৃঃ ১৫০-৫৩।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্রোহ দমন ঃ বৃটিশ রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর প্যারেডে গণহত্যা ঃ পলায়ন পর সিপাহীদের দুর্ভোগ

"your petition is an improper one and it will not be attended to . . . . what do you want?" সিপাহীদের প্রতি কমাণ্ডার ইন চীফের ADC." justice . . . . we will not go in board ship . . . . we want nothing further" ADC এর প্রতি সিপাহী। "ye are all Nimak Haram and you shall be blown from the Gun" সিপাহীদের প্রতি কমাণ্ডার ইন চীফ " Dohaee commander in Chief, Dohaee Company, if you do not listen to our petition, who is to do so." কমাণ্ডার ইন চীফের প্রতি সিপাহী।

১লা নভেম্বর খুব সকালে সিপাহীদের সাথে প্রথম সংঘাতেই মেজর জেনারেল ডালজেল বুঝতে পেরেছিলেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ংকরের দিকে যাচ্ছে। সকাল ৭ টা নাগাদ তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন যে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য কলকাতা ও দমদমের ইউরোপীয়ান সেনানিবাস থেকে বৃটিশ রাজকীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে বারাকপুরে আনা একান্তভাবে জরুরী। সংগে সংগে তিনি বারাকপুর গংগার ঘাট থেকে নৌকাযোগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে গোপন বার্ত্তা পাঠিয়ে দেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের অস্ত্রাগারের সামনের খোলা প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড় করিয়ে রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সন্ধ্যে বেলায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত অফিসারদের নেতৃত্বে সিপাহীদের প্যারেড গ্রাউণ্ডে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ততক্ষণে কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেট বারাকপুরে পৌঁছে গেছেন এবং তিনি দেখেন যে গোটা ৪৭ নং বাহিনী প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং তার উত্তপ্ত প্রভাব অন্যান্য বাহিনীর সিপাহীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। স্যার এডওয়ার্ড তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কলকাতা ও দমদম থেকে ইউরোপীয় পদাতিক ও মাঝারী শক্তি সম্পন্ন কামান সহ গোলন্দাজ বাহিনী বারাকপুরে আনাবার নির্দেশ দিলেন যাতে শুধু মাত্র ৪৭নং বাহিনী ছাড়াও অন্যান্য দুটি বাহিনী অর্থাৎ ৬২ নং, ২৬ নং যাদের মধ্যে বিক্ষোভ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাদেরকেও একসাথে ধ্বংস করে দেওয়া যায়।[১] লেডী আমহার্ষ্ট তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন ঠিক সেই সময় জেনারেল কটনের নেতৃত্বে একটি ইউরোপীয় বাহিনী নদীপথে উত্তর ভারতের দিকে রওনা হয়। তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে দেহ রক্ষী বাহিনীকে দ্রুতবেগে নৌকা যোগে পাঠানো হয়। তারা শেষে পরে বারাকপুরে ফিরে আসে রাত এগারটায়। ততক্ষণে কলকাতা ও দমদম থেকে রাজকীয় ইউরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনী এসে গেছে। লেডী আমহার্ষ্ট লেখেন

". . . the house was in all the avenues to it, and we then thought ourselves safe from the attack we fully expected from the mutineers."[২]

এর পর রাতে বিদ্রোহীদের যে যার ব্যারাকে ফিরে গিয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২রা নভেম্বর খুব সকালে তারা যাতে প্যারেডে ফিরে আসে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। সে রাতে সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারগণ তাদের নৈশ ভোজের পর ক্যান্টিন ঘরেই বসে ছিলেন। এক সময় হঠাৎ তারা সিপাহীদের ব্যারাক থেকে প্রচণ্ড হৈ চৈ ও আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদের নিজস্ব ঘোড়াগুলি যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত করা ছিল এবং হৈ চৈ শোনামাত্র সবাই ঘোড়ায় চেপে টগবগিয়ে প্যারেডের দিকে অগ্রসর হলেন। প্যারেডে গিয়ে তারা জানতে পারলেন অন্যান্য তিন রেজিমেন্টের কিছু অংশ সিপাহীরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং হঠাৎ তাদের পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে উন্মত্ত আনন্দ ও আবেগে বিজয় গর্বে নিজেদের মধ্যে জটলা শুরু করেছে। অবশ্য তিনটি রেজিমেন্টের বেশীরভাগ নিজেদের ব্যারাকের মধ্যে অবস্থানরত ছিল এবং তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্রোহের কোন উন্মাদনা ছিল না। সমস্ত সিপাহীরা তখন জেনে ফেলেছে যে তাদের শায়েস্তা করবার জন্য ইউরোপীয়ান বাহিনীকে বারাকপুরে আনা হচ্ছে। সাধারণ হৈ হট্টগোল ও উন্মাদনা ছাড়া কারো মধ্যে হিংসাত্মক আচরণের লক্ষণ দেখা দেয় নি। তবে যখনই জানতে পেরেছে যে দমদম ও কলকাতা থেকে দলে দলে ইউরোপীয়ান বাহিনী বারাকপুর সেনা নিবাসে প্রবেশ করছে তখনই সিপাহীদের বিরাট চীৎকার ও হৈ হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল।[৩] মধ্য রাতের পরেই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম ও দমদম থেকে বৃটিশ রাজকীয় প্রথম ও ৪৭ নং রেজিমেন্ট, মাঝারী শক্তি সম্পন্ন গোলন্দাজ বাহিনী এবং গভর্ণর জেনারেলের চিহ্নিত দেহরক্ষী বাহিনী, বারাকপুরে প্রবেশ করে বারাকপুরের গভর্ণর জেনারেলের রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেললো।[৪]

কমাণ্ডার ইন চীফ ও ইউরোপীয়ান বাহিনী বারাকপুরে এসে পৌঁছবার সংবাদ সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে প্রচার হতেই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট ৪৭ নং বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে গিয়ে সরকারী ভাবে জানালেন যে কমাণ্ডার ইন চীফ এর নির্দেশে কলকাতা ও দমদম থেকে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ইউরোপীয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে আনা হয়েছে। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে তাদের উচিত সকাল বেলা কমাণ্ডার ইন চীফের উদ্দেশ্যে তারা যে দাবীপত্র রচনা করেছে তা যথাসময়ে পেশ করা। তিনি জানালেন যে তাদের দাবীপত্র ঠিকমত অণুধাবন করে সঠিকভাবে ইংরাজী অনুবাদ করতে সময় লাগতে পারে। তিনি প্রস্তাব দিলেন তিনি এই দাবীপত্র কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে পেশ করার নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। এবং তাতে বিদ্রোহী সিপাহীরা রাজী হয়ে গেল। সংগে সংগে ঠিক হল যে জালিম সিং নামে একজন নায়ককে দাবীপত্র পরিবহনের দায়িত্ব দেওয়া হল। তাকে অনুসরণ করবে এক ফাইল সিপাহী এবং সমগ্র দলকে নেতৃত্ব দেবেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট। তিনি অবশ্য সিপাহীদের প্রতিনিধি দলকে নিরাপদে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনারও আশ্বাস দিলেন। স্টুয়ার্ট এইভাবে দাবীপত্র সহ সিপাহী প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বারাকপুরে কমাণ্ডার

ইন চীফের দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কলকাতা ও দমদম থেকে সদ্য আনা ইউরোপীয়ান বাহিনীকে দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।[৫]

কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে পৌঁছে স্টুয়ার্ট ফার্সী বিশারদ ক্যাপটেন প্যাগসনকে দেখা পেয়ে বললেন যে বিদ্রোহী সিপাহীরা দাবীপত্রটি তাঁদের সংশ্লিষ্ট অফিসার কর্ণেল কার্টরাইটকে না দিয়ে তারা সরাসরি কমাণ্ডার ইন চীফের হাতে দিতে চায়। ক্যাপটেন প্যাগসন দাবী পত্রটি সিপাহীদের হাত থেকে নিয়ে সংগে সংগে তর্জমা সুরু করেন। এক নজরে একবার পড়ে নিয়ে তিনি বললেন যে যেহেতু বিষয় বস্তুটি সিপাহীদের জীবন মৃত্যুর ব্যাপার সেজন্য তিনি সেখানে উপস্থিত আরও দু একজনকে দেখিয়ে নিতে চান যাতে ভাষান্তরে কোন ভুল ভ্রান্তি না থাকে। তিনি এই ব্যাপারে ব্রিগেড মেজর প্যাগসন ও ক্যাপটেন স্যাডলিয়ারের সাহায্য চাইলেন। কারণ উভয়েরই হিন্দী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ দখল ছিল । তাঁরা গভীর মনোযোগ সহকারে দাবীপত্রটি পড়ে কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে এই দাবীপত্রের বিষয় বস্তু সহ একটী জরুরী বার্ত্তা পাঠালেন। তখন একজন সিপাহীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের জানিয়ে দেওয়া হল যে তাদের দাবীপত্র কমাণ্ডার ইন চীফের হাতে জমা পড়েছে। এবং আরও জানিয়ে দেওয়া হল যে পরদিন সকালে প্যারেডে কমাণ্ডার ইন চীফের উত্তর জানিয়ে দেওয়া হবে। সিপাহী প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের একজন হরকরার নেতৃত্বে তাদের ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কারণ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট সদর দপ্তরের নির্দ্দেশে সে রাতের মতো কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে রয়ে গেলেন যাতে পর দিন খুব সকালে তিনি প্যারেডে কমাণ্ডার ইন চীফকে সংগদান করতে পারেন ।[৬]

তখন প্রায় রাত ১২/১টা। কমাণ্ডার ইন চীফ দফায় দফায় ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিয়ে বৈঠকে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে ক্যাপটেন প্যাগসন হিন্দী ভাষায় লিখিত সিপাহীদের দাবীপত্র কমাণ্ডার ইন চীফকে ব্যাখ্যা করলেন। তার উত্তরে সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে কমাণ্ডার ইন চীফের তরফ থেকে যে পত্রের খসড়া করা হল তার পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

"The statement in your petition are not true. The C. in C. has never required any sepoy to embark on board ship unless by his own consent and pleasure but even if all ye have stated are true. The C. in C. can never listen to a soldier in a state of mutiny and rebellion . He therefore requires you forthwith to lay down your arms unconditionally as it is the only means of saving you from destruction and death. This is the last time the C. in C. has heard that there are some among you who are faithful. If so, let them come forward that they may not suffer in the destruction of others." [৭]

কমাণ্ডার ইন চীফের উপরোক্ত উত্তর পরের দিন সকালে প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই রাতেই ততক্ষণে কলকাতা ও দমদম থেকে আনা

ইউরোপীয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদ ও সিপাহীদের ব্যারাক ঘিরে এমনভাবে মোতায়েন করা হয়েছে যাতে সমস্ত বিদ্রোহী সিপাহীদের কাবু করা যায়। ছোট কামানগুলি গভর্ণর প্রাসাদের বাগানের গাছের মধ্যে এবং ৪৭ নং বাহিনীর ব্যারাকের পিছনে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে বাইরে থেকে ইউরোপীয়ান বাহিনী অথবা কামানের সঠিক অবস্থান বোঝা যায় না। অপর একটি ইউরোপীয়ান বাহিনীকে গভর্ণর ভবন সংলগ্ন ঘন গাছের আড়ালে সাজিয়ে রাখা হয়। শেষ রাতের অন্ধকারের মধ্যে ইউরোপীয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী এমন দ্রুততার সঙ্গে সাজানো পর্ব শেষ করা হয় সিপাহীরা বুঝতে পারে না কোথায় ঠিক কতো সৈনিক ও গোলা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের পূর্ব দিকে অস্ত্রাগারের বাঁদিকে মোতায়েন করা হয় একটি ইউরোপীয় পদাতিক বাহিনী এবং গভর্ণর জেনারেলের নিজস্ব ভারতীয় এক দেহরক্ষী বাহিনী। তাদের সমান চতুর্ভূজ আকৃতিতে দাঁড় করানো হয় একটি বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি যাদের আনুগত্য বিদ্রোহী বাহিনীর প্রতি। তাদের দিকে লক্ষ্য করে রাখা হয় একটি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য কামান।[৮]

২রা নভেম্বর ভোরের আলো ফোটার আগেই কমাণ্ডার ইন চীফ সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের সংগে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাঁদিকে মোতায়েন রইলেন। ৬২নং এবং ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ রেজিমেন্টকে উপরোক্ত ইউরোপীয়ান বাহিনীর সাথে যোগ দিতে বলা হল। ২৬ নং রেজিমেন্টকে কমাণ্ডার ইন চীফের বাসভবনে পতাকার কাছে মোতায়েন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া ১৬ নং ও ৬১ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্ট অন্যান্য প্রহরায় নিযুক্ত থাকায় তাদেরকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই মহড়া থেকে অনতিদূরে এমনভাবে রাজকীয় বাহিনীর সাথে মোতায়েন করে রাখা হয় যাতে বিদ্রোহী তিনটি বাহিনী যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডের মধ্যস্থানে জমায়েত হবে তখন প্রয়োজন হলে তিন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করা যাবে। এছাড়া প্যারেড গ্রাউণ্ডের পশ্চাৎদিকে অনতিদূরে গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদের দিক থেকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয় ইউরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে।

উপরোক্ত ছকে ইউরোপীয়ান বাহিনী প্যারেড গ্রাউণ্ডের তিন দিকে সাজিয়ে রাখার পর বিদ্রোহী তিন বাহিনী অর্থাৎ ২৬ নং ৪৭নং ও ৬২ নং বাহিনীকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে সারি বেঁধে সামিল করা হল। এইবার ক্যাপটেন মালান বিদ্রোহী সিপাহীদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করলেন কমাণ্ডার ইন চীফের উত্তর। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন যে কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশ মত তারা যদি নিঃশর্ত তাদের অস্ত্র সমর্পণ না করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তিনি আরও জানালেন যে তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে কমাণ্ডার ইন চীফের আদেশ পালন করার ওপর। কিন্তু সিপাহীরা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করল না। তাই দেখে কর্ণেল কার্টরাইট এগিয়ে এসে সিপাহীদের উদ্দেশে জানালেন যে কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশে তিনি তাদের অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তারা যেন সরকারের সৌজন্যের ওপর আস্থা রাখেন। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা যদি অস্ত্র সমর্পণ করে তাহলে কমাণ্ডার ইন চীফ

তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া গুলি বিবেচনা করতে পারেন। তখন সিপাহীদের একজন মুখপাত্র উত্তর করলে যে কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে তাদের একটা দাবীপত্র দেওয়ার আছে। তাতে কর্ণেল কার্টরাইট সংগে সংগে জানালেন যে সশস্ত্র কোন সিপাহীর হাত থেকে কমাণ্ডার ইন চীফ কখনই দাবীপত্র গ্রহণ করতে পারেন না। উত্তরে বিদ্রোহী সিপাহীরা জানালেন যে তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য তারা অস্ত্র গ্রহণ করেছে সেজন্য যতক্ষণ তাদের দাবী দাওয়ার কথা শুনে পূরণ করা হচ্ছে ততক্ষণ তারা মর্য্যাদার সাথে অস্ত্র সমর্পণ করতে পারছে না। গোটা ইউরোপীয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর মুখের ওপর দাঁড়িয়ে এটাই হচ্ছে বিদ্রোহী সিপাহীদের সর্বশেষ নির্ভীক উত্তর।[৯]

এই পর্যন্ত সিপাহীরা খুব শক্ত হয়ে চুপ করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কজন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে বেশ গোলমাল দেখা দিল। সেই সাথে তাদের চুপ করানোর জন্য কোয়ার্টার গার্ডের থেকে মৃদু ড্রামের শব্দ শোনা গেল। ৬২ নং রেজিমেন্টের যে দুটি কোম্পানী পূর্বে তাদের পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা তাদের লাইন ছেড়ে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেওয়ার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। এদের সংখ্যা মাত্র ২৪ জন। তারা রেজিমেন্টের রাজকীয় পতাকাও ছিনিয়ে নিয়ে ৪৭ নং রেজিমেন্টের মাত্র কয়েকজন বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয় এবং অন্য সবাই নিজেদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন অত্যন্ত রাগ ও হতাশায় পতাকা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এই সংবাদ কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে পৌছে দেওয়া মাত্র তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর দু জন ঘোড় সওয়ারকে পিছন দিকে মোতায়েন গোলন্দাজ বাহিনীকে সংকেত হিসাবে দুবার ফাঁকা আওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন যা শুনে সমস্ত গোলন্দাজ বাহিনী এক যোগে সিপাহীদের ওপর গোলা বর্ষণ করতে পারে।[১০]

এখন ঠিক গোলা বর্ষণের পূর্ব মুহূর্তে বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে প্যারেড গ্রাউণ্ডের কর্ত্তব্যরত ইউরোপীয়ান অফিসার ও স্বয়ং কমাণ্ডার ইন চীফের মধ্যে কি ধরণের কথাবার্ত্তা হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য করা যাক। রামদয়াল মিশ্র এলাহাবাদের বাসিন্দা ৪৭ নং রেজিমেন্টের একজন সিপাহী। গুলি বর্ষণের সাথে সাথে প্যারেড ছেড়ে পালিয়ে পরে গংগা সাঁতরিয়ে পার হয়ে হুগলীতে গিয়ে পড়েন। তিনি হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সাক্ষ্যদান কালে বলেন, "গতকাল সকাল ৭ টায় আমি প্যারেডের লাইনে জানতে পারলাম যে কলকাতা থেকে গোলন্দাজ বাহিনী এসেছে। আমাদের সবাইকে প্যারেডে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং গত দুদিন ধরে অস্ত্র সহ আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।" .... ভারতীয় অফিসারগণ আমাদের ছেড়ে সবাই ইউরোপীয়ান অফিসারদের বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছে, সিপাহীরা শুধু প্যারেডে লাইনে রয়েছে। .... গোলন্দাজ বাহিনী প্যারেডে আসার পর আমি খোটে হাবিলদারের প্রহরা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছি। কয়েকজন অফিসার প্যারেডে মাঝখানে এসে বল্লেন, "Ye are all Nimuk Haram (ungrateful) and you shall be blown from the Guns."
"তারপর তারা চলে গেল এর পরেই গোলা বর্ষণ সুরু হল। আমি চার পাঁচটা গোলার শব্দ শুনেছি। এবং বেশ কয়েকটা গুলি উড়ে যেতে দেখেছি। এসব দেখে আমি হাতে

বন্দুক অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাই। আমি আমার দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম।"[১১] লক্ষ্ণৌ এর বাসিন্দা গংগা সুকুল ৪৭ নং রেজিমেন্টের একজন সিপাহী তার সাক্ষ্যে বলেন " গতকাল সকাল ৭ টায় কমাণ্ডার ইন চীফের একজন ADC (Aide de Camp) আমাদের লাইনে এসে বল্লেন 'তোমাদের পিটিশন অযৌক্তিক এবং তা বিবেচনা করা হবে না। তোমাদের সবাইকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র সমর্পণ করতে। সামরিক খাতা থেকে তোমাদের নাম কাটা যাবে।" এই বলে তিনি ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন। এই শুনে রেজিমেন্টের সবাই চীৎকার করে বল্লে " দোহাই কমাণ্ডার ইন চীফ, দোহাই কোম্পানী আপনারা যদি আমাদের পিটিশনের কথা না শোনেন তাহলে কে তা শুনবে?" ঠিক এই সময় কামানের গোলা বর্ষণ সুরু হল, আমি আমার সামনে পাঁচ ছয় জনকে মরে পড়ে যেতে দেখে আমার বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলাম।"[১২]

কিন্তু চরম বিপদের মধ্যেও বেশীরভাগ সিপাহী তাদের মন ও সংকল্পকে শক্ত করে রেখেছিল তাদের ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত। ৪৭ নং রেজিমেন্টের ৫ম কোম্পানীর ২ বছরের অভিজ্ঞ সিপাহী রাম তেওয়ারী ও রামদীন তেওয়ারীর জবানবন্দীতে তা প্রমাণিত হয়। রাম তেওয়ারী বল্লেন 'তোমরা কি চাও? আমরা উত্তর দিলাম, ন্যায় বিচার এবং বললাম আমরা জাহাজে চেপে যাবো না, এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ইচ্ছা, এবং এর বেশী আমরা কিছুই চাই না।' এই কথা শুনে অফিসার বল্লেন 'এখন তোমাদের বাহিনী নরকে যাবে' এই বলে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। শেষে পরে আমাদের ওপর কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হল . . . .।'[১৩] রামদীন তেওয়ারী বলেন, " আমাদের বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, অনেক সিপাহী মারা গেছে এবং আমরা ১৫ জন একসাথে পালিয়ে যাই। এখন এই বিষয়টা হচ্ছে এই রকম ঃ 'ক্যাপটেন সাহেব আমাদের বাহিনীর সব সিপাহীকে জাহাজে চেপে যেতে নির্দেশ দিলেন। তাতে আমরা খুবই অসন্তুষ্ট হই এবং ২৬ ও ৬২ নং রেজিমেন্টের সিপাহীরা গংগার জল হাতে নিয়ে শপথ নিয়েছে যে যদি আমরা বিপদে পড়ি তাহলে তারা আমাদের সাহায্যে আসবে। শুধু তাই নয় উভয় রেজিমেন্টের গ্রিণেডিয়ার কোম্পানী বলে দিয়েছে 'যখন ক্যাপটেন সাহেব তোমাদের মার্চ করতে বলবে, তোমরা কেউ একটুও নড়বে না, যদি তা কেউ করে আমরা তাঁকে গুলি করব। তার ফলে যখন কর্ণেল মার্চ করতে বল্লেন, তারা অগ্রসর হল না। এবং আমরা যেহেতু গ্রিণেডিয়ার কোম্পানীর পিছনে ছিলাম তারা অগ্রসর না হলে আমরা অগ্রসর হতে পারি নি। তখন ক্যাপটেন বল্লেন, "তোমরা যদি জাহাজে চেপে যেতে রাজী না হও তাহলে তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র নামিয়ে রাখ। আমরা অস্ত্র সমর্পণ করি নি। এরপর লর্ড সাহেব (কমাণ্ডার ইন চীফ) আমাদের বলে পাঠালেন যে সিপাহীরা যদি তাদের অস্ত্র সমর্পণ না করে তাহলে তাদেরকে গুলি করা হবে। তারপর তারিচরণ বাগানের দিক থেকে দুটি কামানের ফাঁকা আওয়াজ শোনা গেল। এই ভেবে যে সিপাহীরা এই আওয়াজ শুনে ভয়ে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে। কিন্তু সিপাহীরা তাদের অস্ত্র না নামিয়ে তাদের বন্দুকে গুলে ভরতে লেগে গেল। এর পরেই সিপাহীদের ওপর কামানের গুলি বর্ষণ

শুরু হয়ে গেল। . . . . ২৬ নং ব্যাটেলিয়ানের গ্রীণেডিয়ার বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো বটে কিন্তু তারা অনেক দূরে ছিল বলে আমি ঠিক বলতে পারছি না তাদের গুলি গোলন্দাজ বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছেছিল কিনা।"[১৪]

অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন কামান থেকে দুটি ফাঁকা আওয়াজের পরেই ৪৭ নং রেজিমেন্টের পেছন দিক থেকে বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড শব্দে চিহ্নিত কামান থেকে গোলা বর্ষণ শুরু হয়। বিদ্রোহী সিপাহীরা হয়ত আশা করেছিল তাদের সামনে মোতায়েন ইউরোপীয়ান বাহিনী থেকে তাদের ওপর আক্রমণ আসবে। কিন্তু অনেক পিছন দিকে বিধ্বংসী আক্রমণ তাদেরকে বিস্মিত করেছে এবং তাদেব সমস্ত হিসাব গোলমাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধরে সিপাহীরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বন্দুক থেকে এলোপাথাড়ী গুলি করতে থাকে। অন্যদিকে পিছন থেকে কামানের গোলা প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাটি চষে ফেলে।[১৫] তার ফলে প্যারেড গ্রাউণ্ডের সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের হাতের বন্দুক পিঠের জিনিষপত্র মাটিতে ফেলে এমনকি সামরিক পোষাক ছেড়ে ফেলে বিক্ষিপ্তভাবে "ভেড়ার পালের" (flock of sheep) মতো বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। এই গণহত্যায় গোলন্দাজ বাহিনীর সাথে ইউরোপীয়ান বাহিনী নেমে পড়ে। তারাও পলায়ন পর বিদ্রোহী সিপাহীদের লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে দিকে দিকে ছুটতে থাকে। এইভাবে যখন দেখা গেল দুজন ইউরোপীয়ান সৈনিক ও একটি অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়া কামানের গোলায় নিহত হয়েছে তখন কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশে কামানের গোলা বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কামানের গোলা বর্ষণ বন্ধ হলেও ইউরোপীয়ান বাহিনী বিদ্রোহী সিপাহীদের ব্যারাকের দিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যায় এবং গোলন্দাজ বাহিনী যে গণহত্যার অসমাপ্ত কাজ তা শেষ করতে উদ্যত হল। ডাঃ ডেমপস্টার লেখেন যে সে সময় প্যারেডের অন্যান্য সিপাহী তাদের বিদ্রোহী কমরেডদের সাহায্যে একটি আঙুল পর্যন্ত নাড়ে নি।[১৬] ইউরোপীয়ান লাইট কোম্পানী, দেহরক্ষী বাহিনী এবং ৪৭ নং রেজিমেন্টের ইউরোপীয়ান অফিসারদের তখন নির্দেশ দেওয়া হল পলায়ন পর সিপাহীদের পিছু ধাওয়া করতে এবং গুলি করে হত্যা করতে। ছুটতে ছুটতে একদল অফিসাররা চিনিয়ে দেবে কারা বিদ্রোহী অপর দল সনাক্তকৃত বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করবে। ইউরোপীয়ান অফিসাররা কমাণ্ডার ইন চীফের ঢালাও নির্দেশ পেয়েছিলেন "No prisoners, No Quarters" তার অর্থ হচ্ছে গোটা বিদ্রোহী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।[১৭] বারাকপুরের সেনানিবাসের পিছন দিক থেকে হুগলী নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই সকালে নদী ছিল ভরা জোয়ারে টই টুম্বুর। স্রোতের টানও ছিল খুব। যে সমস্ত সিপাহী প্যারেড ছেড়ে পালিয়ে নদীর ধারে এসে গেছে তারা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরিয়ে শ্রীরামপুরে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেশীরভাগ সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ডের সামনে দিয়ে ফলতা ঘাটের দিকে ঘন ঝোঁপ জংগল ও উঁচু ঘন ধানক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেছে। আবার কেউ কেউ নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে তার লাগোযা ইউরোপীয়ান

কবরখানার দিকে ছুটে পালিয়েছে। ডাঃ ডেমপস্টারের ভাষায় "মৃত্যু ও প্রতিশোধের খেলা তখনও চলেছে। ইংরাজ পদাতিক বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে শিকারের আশায় ঝোপ জংগল ও ধানক্ষেতের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই সাথে ঘন ঘন গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই সাথে মৃত্যু যন্ত্রণার চীৎকার হতভাগ্য পলায়নপর সিপাহীদের গলা থেকে।"[১৮] এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের অপর প্রত্যক্ষদর্শী লেডী আমহার্স্টএর স্মৃতিচারণায় " . . . it was a frightful scene - English soldiers firing on British uniforms, pursuing them in all directions; some of our servants were wounded .... the scene of action was not a quarter of a mile from this house. Many shots entered the Cook-house and many fell into the water under our windows, and we saw great numbers trying to swim the Ganges. Few reached the opposite shore from the strength of the current. Twenty or thirty dead bodies were seen floating down of these unhappy people."[১৯]

বিদ্রোহী সিপাহীদের পিছনে ছুটতে ছুটতে ও গুলি করে মারতে গিয়ে ইউরোপীয়ান বাহিনী অনেক সময় নিল। তারপর তাদেরকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ থামিয়ে প্যারেডের কাছে একটি অস্থায়ী ছাউনীতে জমায়েত করা হয়। এবং পরেই গুলি ও হত্যাকাণ্ড পর্বের সমাপ্তি ঘটে। যখন সমস্ত ইউরোপীয়ান বাহিনী প্যারেড গ্রাউণ্ড ও আশে পাশের মাঠ হতাহত সিপাহীতে ছেয়ে গেছে তখন ডাঃ ডেমপস্টার ও গভর্ণর জেনারেলের নিজস্ব চিকিৎসক সার্জেন ডাঃ টার্নার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আহতের সাহায্যের জন্য মাঠে নেমে পড়লেন। দুজন একটি ডুলী সংগ্রহ করে আহত হয়ে পড়ে থাকা সিপাহী যাদের বাঁচানো সম্ভব তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে লাগলেন । লেডী আমহার্স্টের স্মৃতিচারণায় প্যারেড গ্রাউণ্ড ও আশে পাশের মাঠ থেকে ৮০০ বন্দুক ও পলায়নকারী সিপাহীদের ছেড়ে ফেলা অসংখ্য সামরিক পোষাক পাওয়া যায়।[২০] ডাঃ ডেমপস্টারের হিসাব মতো শুধু প্যারেড গ্রাউণ্ডেই ১৮০ থেকে ২০০ জন সিপাহী নিহত হয়। তবে প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাইরে কতজন ইউরোপীয় বাহিনীর শিকার হয়েছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। ডাঃ ডেমপস্টার উল্লেখ করেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাইরে ইউরোপীয়ান বাহিনীর এলোপাথাড়ী গুলিচালনার ফলে অনেক নিরীহ পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। আসলে ঘটনা হচ্ছে যখন প্যারেড গ্রাউণ্ড ছেড়ে ছুটে পালাতে পালাতেই নিজেদের পোষাক খুলে ফেলার ফলে ইউরোপীয়ান বাহিনী যখন তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে তখন সাধারণ পথচারী মানুষ ইউরোপীয়ান সিপাহী দেখে দৌড়তে থাকে। এইভাবে ভুলবশতঃ বারাকপুরের কত যে সাধারণ পথচারীর মৃত্যু ঘটেছে তার কোন ইয়ত্বা নেই।

আহত সিপাহী খুঁজতে গিয়ে ডাঃ ডেমপস্টার দেখেন একজন ইংরাজ সৈন্য আহত হয়ে পড়ে থাকা একজনকে বেওনেট দিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। ডাঃ ডেমপস্টারকে দেখতে পেয়ে সৈনিকটি জিজ্ঞাসা করল আহত লোকটি সিপাহী কিনা। ডাঃ ডেমপস্টার লোকটির সাথে কথা বলে জানতে পারলেন, লোকটি কোন সিপাহী নয়, সেনানিবাসের

ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের একজন পরিচারক। ইংরাজ সৈনিককে একথা জানানোর পরে সে তাকে শেষ করে (finish) ফেলার খুবই ইচ্ছে থাকলেও ডাঃ ডেমপস্টারের সামনে তা করতে পারলো না। শুধু বললে, " Well I don't know, but the fellow is as black as my hat."[২১]

প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই হত্যাকাণ্ড পর্বে ইউরোপীয়ান সৈনিকদের সাথে ভারতীয় দেহরক্ষী বাহিনী যোগ দিয়েছিল। উচ্চতর সামরিক অধিকর্তার নির্দেশে তারাও পলায়নপর সিপাহীদের পিছু পিছু বেরিয়ে পড়েছিল প্যারেড গ্রাউণ্ডের আশে পাশের মাঠে, জংগলে ও ধান ক্ষেতের মধ্যে। কিন্তু ডাঃ ডেমপস্টারের এমন বেশ কিছু ঘটনা চোখে পড়েছে তাতে তাঁর ধারণা সঠিক ভাবেই হয় যে ভারতীয় দেহরক্ষী বাহিনী ইউরোপীয় সৈন্যদের সাথে যোগ দিলেও তারা গুলি ও অস্ত্র চালনার ভান করেছে মাত্র। এইভাবে অনেক সিপাহী প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর স্মৃতিচারণায় এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবেঃ "লক্ষ্য করার মতো অনেক ঘটনার মধ্যে আমি একটা ঘটনার কথা বলছি। যখন প্যারেড থেকে সিপাহীরা দলে দলে পালিয়ে খ্রীশ্টান কবরখানার দিকে যাচ্ছিল তার মধ্যে একজন পিছনে পড়ে যায়। দেহরক্ষী বাহিনীর একজন তাকে তরবারির দ্বারা আঘাত করে। অপর একজন ভারতীয় দেহরক্ষী বাহিনী তার দিকে পিস্তল ছোঁড়ে। আমি ঠিক পাশে থেকে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। এবং লোকটিকে পড়ে থাকতে দেখি। ঠিক তার তিন ঘন্টা পর আমি ও ডাঃ টার্নার ঠিক সেই জায়গায় ফিরে এসে দেখি আপাতদৃষ্টিতে মৃতদেহটি পড়ে আছে এবং ডাঃ টার্নারকে জানাই। ফলে ডাঃ টার্নার ঘোড়া থেকে নেমে এসে পড়ে থাকা লোকটিকে পরীক্ষা করেন। মৃতের মত পড়ে থাকা তার দেহটি উল্টে পাল্টে হাতের নাড়ী টিপে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠেন " আমি ফাঁসী কাঠে ঝুলবো এই রাসকেলটা যদি আমার মতো জীবিত না হয়"। এই শুনে আমিও ঘোড়া থেকে নেমে লোকটিকে পরীক্ষার জন্য ডাঃ টার্নারের সাথে যোগ দিই। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর দেখা গেল লোকটির কাঁধে ও হাতে তরবারির আঘাত। কিন্তু তা সত্বেও লোকটি মৃতের মতো পড়ে আছে। তাই দেখে আমি ও ডাঃ টার্নার লোকটির বুকের পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে বললাম, " উঠে পড়ো বাছাধন, ভনিতা করে আর লাভ নেই। আমরা ডাক্তার সাহেব আহতদের সাহায্যের জন্য এসেছি।" এইভাবে মস্করা করার পর হতভাগ্য লোকটি (একজন বয়স্ক সিপাহী হবে) আস্তে আস্তে মাথা তুলে অত্যন্ত ভয়ে ও দুর্ভাবনার সাথে একবার চারিদিকে তাকাল, যে দৃশ্য আমি কোনদিন দেখি নি। তারপর আশ্বস্ত হল যে, আমরা ছাড়া আর কেউ (সৈন্য) নেই। আমাদের কাছে ওর প্রাণভিক্ষা চাইলো এবং পরে উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করলো যে সে তেমন কিছু আঘাত পায় নি। এবং সে এইভাবে মৃতের মতো হাত পা ছড়িয়ে গোটা তিনঘন্টা পড়েছিল। তাকে মাড়িয়ে সৈন্যরা ছুটে গেছে। ঘোড়াও চলে গেছে তার উপর দিয়ে তা সত্বেও সে নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিল।"[২২]

ডাঃ ডেমপস্টারের মতে লোকটা যে কিভাবে বেঁচে গেছে তা বলা খুব শক্ত।

তাহলে কি ভারতীয় দেহরক্ষী বাহিনী তাকে ফাঁকা গুলি করার ভান করেছে? অবশ্য উভয় ডাক্তার দেখলেন লোকটির শরীরের কোথাও গুলির ক্ষত নেই। অতঃপর তাঁরা লোকটিকে একটি ডুলিতে চাপিয়ে বারাকপুর সামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে তিনি জানতে পারলেন যে লোকটি সে রাতেই হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। অবশ্য এর জন্য তাঁর কোন খেদ নেই। কারণ লোকটি পালিয়ে বেঁচেছে। এসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ডাঃ ডেমপস্টার সঠিকভাবেই ধরে নিয়েছেন যে ভারতীয় দেহরক্ষীর সশস্ত্র সিপাহীরা সামরিক অধিকর্তার নির্দেশে আপাতদৃষ্টিতে পলায়নপর বিদ্রোহী সিপাহীদের পিছু নিতে যতই উদ্যোগ, তৎপরতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করুক না কেন আসলে তারা তরবারি চালনা ও হাতের পিস্তল এমন ইচ্ছাকৃতভাবে চালিয়েছে যাতে কেউ মারাত্মক ভাবে আহত না হয়। ডাঃ ডেমপস্টার সঠিকভাবেই সন্দেহ করেছেন যে তাঁর উপরোক্ত আহত সিপাহীর কৌশল অনেক সিপাহী প্রয়োগ করেছে এবং যখনই তারা দেখেছে বৃটিশ সৈনিকরা মাঠ ছেড়ে চলে গেছে তখন তারা ছুটে পালিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সমস্ত সিপাহীরা ইউরোপীয়ান সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছে তারা অনিবার্যভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।[২৩]

সেদিনকার প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই গণহত্যা এবং বিশেষ করে কামানের গোলা থামার পরেও প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাইরের মাঠে গংগার ধারে পলায়নপর সিপাহীদের ওপর ইউরোপীয়ান বাহিনীর গুলি বর্ষণ প্রমুখ সমস্ত দৃশ্য ও ঘটনা লেডী আমর্হাস্টকে অত্যন্ত আহত করেছিল।[২৪]

বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে এই হত্যা কাণ্ডে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। ডাঃ ডেমপস্টার যদিও সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত নন তবে তিনি লিখেছেন মৃতের সংখ্যা শতাধিক। সরকারী সংশ্লিষ্ট দলিলে ১৮০ থেকে ২০০ এর মধ্যে এবং এই সংখ্যা সমর্থন করেছে কল কাতার সংবাদপত্র *বেঙ্গল হরকরা* (কলকাতা ৮ই নভেম্বর ১৮২৪)।[২৫] লেডী আমহার্ষ্টের দিনলিপিতে অবশ্য হতাহতের কোন তথ্য নেই। তবে তিনি লিখেছেন প্যারেড গ্রাউণ্ড ও বাইরের মাঠ থেকে সিপাহীদের ফেলে যাওয়া ৮০০ বন্দুক ও অসংখ্য সামরিক পোষাক পাওয়া যায়।[২৬] আহত সংখ্যার কোন তথ্য সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিলে নেই। ডাঃ ডেমপস্টার বলেন যে অনেক আহতদের কুড়িয়ে বারাকপুরে সামরিক হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাদের মধ্যে বেশীরভাগ সিপাহী বাহিনীর অনুগামী কর্মী (ক্যাম্প follower)। যাদেরকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাইরে গংগার ধারে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সেনানিবাসের গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্যের সংখ্যা বেশী। এদের মধ্যেই ছিল খাস গভর্ণর জেনারেলের বাড়ীর একজন ভৃত্য যার কথা লেডী আমর্হাষ্টও উল্লেখ করেছেন। মারমুখী ইউরোপীয়ান সৈনিকরা যখন এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে সম্ভবত বেচারা তাদের সামনে পড়েছে। ডাঃ ডেমপস্টার আরও জানান যে হুগলী নদী সাঁতরিয়ে পার হতে গিয়ে বিপুল সংখ্যক সিপাহী জলে ডুবে মারা যায়। এবং আরও বলেন অনেকে গংগার অপর পারে পৌঁছে হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে ছুটে পালাতে সমর্থ হয়েছে।[২৭]

পলায়ন পর সিপাহীদের দুর্ভোগ

প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রধানতঃ দুইদিকে ছুটে পালিয়ে যায়। প্যারেড গ্রাউণ্ডের দক্ষিণ দিকে গংগার ধারে ও গংগা সাঁতরিয়ে ওপারে শ্রীরামপুর হয়ে হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলে ছদ্মবেশে অথবা প্রকাশ্যে জনতার মধ্যে মিলিয়ে যায়। অন্যদিকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের উত্তর দিকে অর্ডারলি বাজার পেরিয়ে খ্রীশ্চান কবরখানা অতিক্রম করে বারাকপুরের রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরে নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পড়ে। পথে যেতে একদিকে যেমন তারা স্থানীয় চৌকিদার, বরকন্দাজ ও থানার দারোগার হাতে নানান ভাবে নিগৃহীত হয় অন্যদিকে অনেক স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসাদারের নিকট অর্থ খাদ্য ও আশ্রয়ের সাহায্য পায়। তবে শেষে পরে সবাইকে স্থানীয় পুলিশ সনাক্ত করে বন্দী করে ও বারাকপুরে সামরিক আদালতে পাঠানো হয়। খোসল খান ও বাবু খান নামে দুজন সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে পালিয়ে নদীয়ার সদর দপ্তর কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে এসে পৌঁছল। প্রথমে একজন বরকন্দাজ দুজনকে নিজের বাড়ীতে আনে এবং মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে দুজনের কাছ থেকে ১৫ টাকা আদায় করে। পরে স্থানীয় থানায় তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।[২৮] ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিউনাথ সিং ঘুরতে ঘুরতে নদীয়া জেলার পান্নাগড় গ্রামে চলে আসে। গ্রামের এক জমিদার বাবুর কাছে খাদ্য ও আশ্রয় ভিক্ষা চাইলে তিনি সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেন এমনকি তার জন্য একটি কাজেরও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্থানীয় দারোগা জমিদার বাবুর বাড়ীতে এসে তাকে গ্রেপ্তার করে পরে তাকে বারাকপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২৯] ৪৭ নং বাহিনীর পঞ্চম কোম্পানীর রামদীন তেওয়ারী আটজন সিপাহীকে নিয়ে পীরনগর (বীরনগর) গ্রামে উপস্থিত হয়ে আর একজন দয়ালু "বাবুর" দ্বারস্থ হয়। তাদের অবস্থা দেখে শুনে 'বাবু' তাদের প্রত্যেককে তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার জন্য ১ সের করে আটা দিলেন। কিন্তু তাদেরও কপাল ভাঙলো। পরদিন স্থানীয় থানা থেকে দারোগা এসে তাদের বন্দী করে বারাকপুরে সামরিক আদালতে পাঠিয়ে দেন।[৩০] ৬২ নং রেজিমেন্টের দীনদয়াল তার এক সাথী সিপাহী দুর্গা প্রসাদের সংগে প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে পালিয়ে নদীয়ার দিকে যেতে থাকে। কিন্তু পথে নোনা গঞ্জের ঘাটে এক জমাদার তাদেরকে চিনতে পারে এবং গ্রেপ্তার করে দৌলতগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। দারোগার কাছে তারা স্বীকার করে যে তারা নিজেদের বাঁচার জন্য প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা আরও জানাল যে দীন দয়ালের ভাই প্যারেড গ্রাউণ্ডের গুলিতে মারা গেছে।[৩১]

৬২ নং রেজিমেন্টের মাধব সিং ও ভূপ সিংকে কিশোরী নামে এক বরকন্দাজ ধরে ফেলে দৌলতগঞ্জ থানায় চারদিন ধরে আটকে রাখে। মাধব সিং জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি চণ্ডীদীন ও ওমেধসিং একসংগে ধরা পড়েন। তাদেরকে প্রথমে মহেষপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা ভূপ সিংকে বন্দী অবস্থায় দেখে। এই থানার একজন বরকন্দাজ গোপনে তাকে জানায় যে তাকে যদি তারা কিছু টাকা দিতে পারে তাহলে তারা ছাড়া পাবে এবং সে এক জমিদারের বাড়ীতে তাদের কাজের

ব্যবস্থা করে দেবে। তাই শুনে চণ্ডী এবং মাধব দুজনে মিলে দেয় ১৪ টাকা, ভূপ সিং ১৩ টাকা এবং ওমেধ সিং দেয় ১০ টাকা। এতগুলো টাকা পেয়ে বরকন্দাজ সংগে সংগে শুধু ওমেধ সিংকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু চার দিন পর দৌলতগঞ্জ থানা থেকে আর একজন বরকন্দাজ এসে তাদের সবাইকে নিয়ে দৌলতগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। সেখানকার দারোগা তাদের বারাকপুরে সামরিক আদালতে পাঠিয়ে দেন।[৩২]

নাকাল সিং এর ভাগ্য এদের থেকেও খারাপ। একটা দিনের জন্য বেচারী মুক্তি পায় নি। ২৬ নং রেজিমেন্ট থেকে পালিয়ে পথেই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মধ্যেই একটা চোর তার যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। সংগে ছিল নগদ দু টাকা আর দু একটা জামা। ঠিক সেই অবস্থায় এক বরকন্দাজ তাকে ধরে ফেলে তাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে সংগে সংগে তাকে বারাকপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৩৩] আর দুজন সিপাহী নকুল ও চণ্ডী সিং এর অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন স্বাদের। প্রথম চারদিন তারা দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যেও কিছুটা স্বাধীনভাবে কাটিয়েছে। প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ছুটে পালিয়ে তারা নদীয়ার দিকে এক গভীর জঙ্গলে লুকিয়েছিল। নভেম্বরের প্রথমে বলে শীতের যেমন দাপট ছিল না আর ঝড় বাদলের প্রশ্ন নেই। তারা রাতটা কাটাতো জংগলে। আর দিনের বেলায় বৈরাগী ভিখারী বেশে বেরিয়ে পড়ত পার্শ্ববর্তী গ্রামে উদরান্নের আশায়। চারদিন এইভাবে ভালোই চলছিল। পঞ্চম দিনে মাত্তারী নামে এক গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়ে এক বরকন্দাজের নজরে পড়ে। তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সোজা বারাকপুরে।[৩৪] সিউ প্রসাদ সিং ও দুর্গা প্রসাদ সিং সেই ভয়ংকর সকালে প্যারেড গ্রাউণ্ড ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে আর কোথাও থামে নি। ঘন জঙ্গল পেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বীরনগর গ্রামে উপস্থিত। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে সংগতিপন্ন এক গৃহস্বামীর দ্বারস্থ হয় খাদ্য ও আশ্রয়ের আশায়। গৃহস্বামীর নাম হরিবাবু। নীলের কারখানার মালিক। তিনি তাদের হাতে তৎক্ষণাৎ ১ টাকা দিয়ে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। আর কারখানায় তাদের দুজনকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়। সে রাতে তারা হরিবাবুর বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভোরেই স্থানীয় থানার দারোগা বাবু হরিবাবুর বাড়ীতে হাজির। দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সিপাহী দুজনকে গ্রেপ্তার করা হল।[৩৫] ৪৭ নং রেজিমেন্টের সিউচরণ লালা ও কৃষ্ণনগরের কাছে ধরা পড়ে। সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করে যে সে ৩১শে অক্টোবর রাতেই ব্যারাক ছেড়ে বারাকপুরের অর্ডারিলি বাজারে আত্মগোপন করেছিল। সে খুলেই বললে যে সে আগে থেকেই জানতো ১-২ নভেম্বর একটা ভয়ংকর কিছু হতে চলেছে। তার আগেই সে গা ঢাকা দেয়। অতঃপর ২রা নভেম্বর সকালে বিধ্বংসী গোলা বর্ষণের পর যখন সমস্ত সিপাহী বিভিন্ন দিকে ছুটে পালাচ্ছে এই সুযোগে সেও তাদের সাথে যোগ দেয়।[৩৬]

বিদ্রোহ শেষ পর্বে দমন করা হয় কঠোরভাবে । শেষ পর্বে দেখা গেল প্যারেড গ্রাউণ্ডের দু'শো সিপাহীর মৃত্যু হয়। ১৪০ জনকে ঘটনাস্থলেই বন্দী করা হয়। কিন্তু আরও কতো সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ডের বাইরে ও মধ্যে হতাহত হয়েছে তার কোন

পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট দলিলে নেই।[৩৭] এই বিদ্রোহে ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসারের ভূমিকা বিতর্কিত। বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ হতেই সামরিক কতৃপক্ষ তাদের সবাইকে বিদ্রোহীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইউরোপীয়ান অফিসারদের বাংলোতে রেখে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। বিতর্কিত দুজন মুসলিম অফিসার (হাবিলদার মেজর ও সুবাদার মেজর) কে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইউরোপীয়ান অফিসারগণ সঠিকভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে বিদ্রোহের প্রথম দিকে ভারতীয় অফিসাররা পরোক্ষভাবে এবং গোপনে বিদ্রোহী সিপাহীদের মদত দিয়েছিলেন। এবং অনেকেই যাতে তারা অভিযানে অগ্রসর না হয় তার জন্য উৎসাহিত ও উস্কানী দিয়েছিল।[৩৮] ইউরোপীয়ান অফিসারগণ আরও মনে করেন যে ভারতীয় অফিসারগণ যদি প্রথম দিকে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতেন এবং বিশেষ করে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের নিষ্ঠা ও আনুগত্য সম্পর্কে তাদেরকে বোঝাতেন তাহলে ৪৭ নং রেজিমেণ্টের সিপাহীরা এতদূর অগ্রসর হত না। সেজন্য কমাণ্ডার ইন চীফ এই বিদ্রোহের সাথে যুক্ত সমস্ত বিতর্কিত ভারতীয় অফিসারদের সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কোম্পানীর সামরিক তালিকা থেকে ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেণ্টকে বাদ দেওয়া হয়। এবং এর পরিবর্তে নতুন যে রেজিমেণ্ট গঠিত হবে তার সংখ্যা হবে ৬৯ নং। এই বিদ্রোহ সরকারীভাবে "disgraceful, outrageous and breach of military discipline" হিসাবে ঘোষিত হয়।[৩৯]

কমাণ্ডার ইন চীফের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক সমর্থিত হয়। ভারতীয় অফিসারদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে তারা সামাজিক ভাবে সিপাহীদের স্যাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে থেকেও সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব বুঝতে না পারায় তাবা কর্ত্তব্য কর্মে অবহেলা ও চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য তাদের বরখাস্ত করার যে সিদ্ধান্ত কমাণ্ডার ইন চীফ করেছেন তাকে তিনি সমর্থন করেন। এবং তিনিও মনে করেন ভারতীয় অফিসাররা " Totally unworthy of the confidence of the Government or the name of the soldiers."[৪০] কমাণ্ডার ইন চীফের সিদ্ধান্তের আইনগত দিক উল্লেখ করে গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করেন যে উক্ত সব সিদ্ধান্ত ১১ই জুলাই ১৮২৩ সালে প্রচারিত ৬৫ নং গভর্ণর জেনারেলের সাধারণ নির্দ্দেশের অনুসারে সিদ্ধ।

ভারতীয় অফিসারদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের আদেশ নামায় অনেকগুলি সতর্কতা মূলক উপদেশ উল্লেখ করা হয়। সিপাহীদের মধ্যে যে কোন প্রকার অসন্তোষের লক্ষণ শোনামাত্র বিষয়টা শুধু সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়ান অফিসারদের জানানো ছাড়া যাতে এই অসন্তোষ তাদের মধ্যে থেকে দূর করা যায় তার তাৎক্ষণিক উদ্যোগ ভারতীয় অফিসারদের নিতে হবে। যদি তারা এই গুরু দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখায় তাহলে তাদের অধীনস্থ সিপাহীদের মধ্যে যে কোন অসন্তোষ ও সংঘবদ্ধ বিক্ষোভের সমস্ত দায়ি ত্ব ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমস্ত ভারতীয় অফিসারদের বহন করতে হবে। এবং তার অনিবার্য্য ও তাৎক্ষণিক

ফলশ্রুতি হবে কোম্পানীর সেনাবাহিনী থেকে তাদের বহিষ্কার। পরিশেষে ৪৭ নং রেজিমেণ্টের দৃষ্টান্তমূলক শোচনীয় পরিণতির মাধ্যমে ভারতীয় অফিসারগণ যাতে শিক্ষালাভ করতে পারেন সে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলের এই আদেশনামা হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ভাষান্তর করে সমস্ত রেজিমেণ্টের ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে প্রচার করা হয়।[৪১]

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১। J Nicol, Adju ant General of the Army to Secretary to Government Mil. Dept , Barrackpore, 3 November 1824, Documents Relating to Mutiny at Barrackpore, etc , পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪১-৪৩ ।

২। The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫০-৫২ ।

৩। Dempster, T. E পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭-৮ ।

৪। ঐ।

৫। Evidence of Lt Col. Stuart before the Court of Enquiry etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৭৪-৭৫ ।

৬। ঐ।

৭। দিনাংক বিহীন স্বাক্ষর, T. Macan, Persian Interpreter, enclo. Documents Relating to Barrackpore Mutiny, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪৯ ।

৮। Dempster, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮ ।

৯। ঐ , পৃঃ ৭-৮ ।

১০। J. Nicol, Adjutant General of the Army to the Secretary to Government Mil. Dept., Barrackpore, 3 November 1824, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪১-৪৩ ।

১১। Evidence before D.C.Smyth, D.M. Hooghly District, 3 November 1824, Appx. 10, Proc.. of the Special Court of Enquiry on the Mutiny at Barrackpore, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৭৯-৮০ ।

১২। Evidence before D.C.Smyth etc., ঐ, পৃঃ ৩৮২ ।

১৩। Evidence of Ram Tewary, Appx.11, Proc. of the Court of Enquiry etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ৪৫১ ।

১৪। Evidence of Ramdeen Tewary, Appx.11, পূর্ব্বে উল্লেখিত, ঐ, পৃঃ ৩৯১-৯৪ ।

১৫। Dempster, T. E , পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮-৯।

১৬। ঐ।

১৭। ঐ, পৃঃ ৯ ।

১৮। ঐ।

১৯। ঐ, The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ

২০। ঐ, পৃঃ

২১। Dempster, T. E , পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৯-১০।

২২। Dempster, ঐ, পৃঃ ১০।

২৩। ঐ, পৃঃ ১০-১১।

২৪। The Diary of Lady Amherst, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৩।

২৫। Microfilm, BL, OIOC

২৬। The Diary of Lady Amherst, পূর্বে উল্লেখিত।

২৭। Dempster, T E , পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১০-১১।

২৮। Evidence before the D.M Nadia, Krishnanagar, Documents Relating to Barrackpore Mutiny, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪২৫-২৬।

২৯। Evidence before the D M Nadia, ঐ, পৃঃ ৪৪৮।

৩০। ঐ।

৩১। ঐ, পৃঃ ৪৫৩-৫৫।

৩২। ঐ, পৃঃ ৪৫৭-৫৮।

৩৩। ঐ, পৃঃ ৪৫৮-৫৯।

৩৪। ঐ, পৃঃ ৪৫৯-৬০।

৩৫। ঐ, পৃঃ ৫৫০-৫২।

৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৮৮-৮৯।

৩৬। J. Nicol, Adjutant General of the Army to the Secretary to the Government Mil Dept , Barrackpore, 3 November 1824, পূর্বে উল্লেখিত, আরও দ্রষ্টব্যঃ General Order of the G G in C No 335 of 1824, Fort William, 4 November 1824, পূর্বে উল্লেখিত।

৩৮। J. Nicol to Secretary to Govt Mil. Dept পূর্বে উল্লেখিত।

৩৯। G O G in C., No 335 of 1824, Fort william, 4 November 1824, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৫৩।

৪০। ঐ।

৪১। ঐ।

পঞ্চম অধ্যায়

বারাকপুর সামরিক আদালতে বিদ্রোহী বন্দীর বিচার ও শাস্তি

২রা নভেম্বর সকালে তিনটি বিদ্রোহী বাহিনীকে শায়েস্তা করতে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর বেশী সময় লাগে নি। কিন্তু গোলাবর্ষণ থামার অব্যবহিত পরে বিদ্রোহী বন্দীদের বিচারের জন্য বারাকপুরে যে তাৎক্ষণিক সামরিক আদালত বসানো হয় তার কাজ শেষ করতে সময় লাগলো একমাসের বেশী। বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রত্যেকের কাছে ৪০ রাউণ্ড গুলি মজুত ছিল তার থেকে তারা কতবার গুলি বিনিময় করেছে তার কোন প্রমাণ নেই। এবং তাদের ওপর গোলাবর্ষণের সময় তারা কিভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে তাও অজানা। সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় যে বিদ্রোহী সিপাহীদের মনে প্রতিশোধমূলক কোন উদ্দেশ্য ছিল না। লেডী আমহার্ষ্টের স্মৃতি চারণায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখছেনঃ তারা "just stood with ordered arms in a state of stupid desperation, resolved not to quit but making no preparation to resist."[১] তবে তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রথমেই প্যারেড গ্রাউণ্ডে ইউরোপীয়ান অফিসারদের দিকে সংগীন উঁচিয়ে ধরেছে এবং যখন রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনী তাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে, তার প্রতিবাদ স্বরূপ সিপাহীরা নিজেদের বন্দুকে গুলি ভর্ত্তি করতে আরম্ভ করে। শুধু তাই নয় বিদ্রোহী বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীর কিছু সিপাহী রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি সুরু করেছে এমন সমস্ত প্রমাণ রয়েছে। কারণ বিচারকদের কাছে বিদ্রোহের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রক্রিয়াব পরিমাপ।

গোলাবর্ষণ বন্ধ করা এবং ইউরোপীয়ান বাহিনী ও গভর্ণর জেনারেলের নিজস্ব দেহরক্ষী বাহিনী পলায়নপর সিপাহীদের লক্ষ্য করে ছুটে গুলিবর্ষণ বন্ধের পরেই বন্দী বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য বারাকপুরে বিশেষ সামরিক আদালত বসানো হয়। যে ১৪০ জন বিদ্রোহী সিপাহীকে প্যারেড গ্রাউণ্ডেই গ্রেপ্তার করা হয় তাদের নিয়েই সুরু হয় বিচারের কাজ। ২রা নভেম্বর বিকেল বেলা বিচারের প্রথম অধিবেশন বসে। সেখানে প্রথমেই বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির যে ৪১ জন সিপাহীর বিচারের কাজ সুরু হয়। তাদের নাম সারণি ৫.১-এ দেওয়া হল।

তাদের সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে ছিল যে তারা ২রা নভেম্বর ১৮২৪ ও তার দুদিন আগে থেকেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের দাবীদাওয়া পূরণ করা হচ্ছে তারা বারাকপুর থেকে অভিযানের জন্য কমাণ্ডার ইন চীফ ও কর্ণেল কার্টরাইটের আইনগত

ভাবে ঘোষিত আদেশ অমান্য করেছে এবং ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির ভূক্ত অন্যান্য সিপাহীদের এই বিদ্রোহে উত্তেজিত করে উস্কানী দিয়েছে। আদালতের বিবেচনায় তাদের এই কাজ Mutiny Act ও Articles of War এর লজ্জাকর লঙ্ঘন

সারণি ৫.১
২রা নভেম্বর বারাকপুর সামরিক আদালতে সোপর্দ্দ
৪১ জন বন্দী বিদ্রোহীর তালিকা[২]

	নাম	৪৭ নং বাহিনী পদ		নাম	৪৭ নং বাহিনী পদ
১।	রামদীন তেওয়ারী	তৃতীয় কোম্পানী	২।	রঘুবীর পাঠক	৫ম কোম্পানী
৩।	মুংগন লাল	৭ম ,,	৪।	পারসুন সিং	২য় গ্রীণেডিয়ার কোম্পানী
৫।	বাহাদুর খান	৮ম কোম্পানী	৬।	অযোধ্যা সিং	৬ ষ্ঠ কোম্পানী
৭।	গোপাল দুবে	২য় গ্রীণেডিয়ার কোম্পানী	৮।	অজিত সিং	২য় কোম্পানী
৯।	মহবুল সিং	৮ম কোম্পানী	১০।	সুখ লাল	৩য় ,,
১১।	ভবানী ভিখ্	৫ম ,,	১২।	রামনাথ তেওয়ারী	২য় গ্রীঃ ,,
১৩।	জব্বর সিং	৮ম ,,	১৪।	মুক্তি সিং	৭ম কোম্পানী
১৫।	সুমিরান	২য় গ্রীঃ ,,	১৬।	শেখ গোলাম সুফি	৫ম ,,
১৭।	হনুমান সিং	২য় গ্রীঃ ,,	১৮।	গুলাব সিং	৫ম ,,
১৯।	নন্দরাম মিশ্র	৮ম কোম্পানী	২০।	ঈশ্বরী ওবুস্তি	২য় গ্রীঃ ,,
২১।	নেহাল পাণ্ডা	৫ম ,,	২২।	বলভদ্র সিং	২য় ,, ,,
২৩।	রাম দয়াল লালা	৬ষ্ঠ ,,	২৪।	সিউচরণ পাণ্ডা	৬ষ্ঠ ,, ,,
২৫।	ওজীব তিওয়ারী	১ম গ্রীঃ ,,	২৬।	শেখ কেরামত আলী	৮ম ,, ,,
২৭।	রামদীন তিওয়ারী	,, ,, ,,	২৮।	মাত্তাদীন চৌবে	৬ষ্ঠ ,, ,,
২৯।	শীতল খান	৮ম কোম্পানী	৩০।	শেরদার খান	৭ম ,,
৩১।	হরুরাম পাণ্ডা	১ম গ্রীঃ ,,	৩২।	মেহেরবান তিওযারী	৮ম ,,
৩৩।	রামজীবন উপাধ্যায়	৮ম ,,	৩৪।	সিউচরণ পাঠক	৭ম ,,
৩৫।	হনুমান পাণ্ডে	৬ষ্ঠ ,,	৩৬।	শিরাবজিৎ	২য় গ্রীঃ ,,
৩৭।	কাশী সিং	৮ম ,	৩৮।	পাণ্ডা	৭ম ,,
৩৯।	সুখলাল ওঝা	৬ষ্ঠ ,,	৪০।	নন্দলাল মিশ্র	৩য় ,,
৪১।	লাল খান				

(Shameful violation) এবং আদালতের মতে এরা সবাই Articles of War এর ধারা অনুযায়ী অপরাধী। এদের মধ্যে আদালত ৫.২ সারণিতে তালিকাভূক্ত ছয় জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশ অনুসারে ৩রা নভেম্বর ভোরে জেনারেল ডালজেলকে এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করাবার দায়িত্ব দেওয়া

হয়। ব্যবস্থা করা হয় মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত গলায় ফাঁসী দিয়ে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা।

সারণি ৫.২

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের তালিকা *

নাম	পদ	বাহিনী
১। রামদীন তেওয়ারী	সিপাহী ১ম কোম্পানী	৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ রেজিঃ
২। হরুরাম পাণ্ডা	,, ,, গ্রীঃ কোঃ	ঐ
৩। বলভদ্র সিং	,, ২য় ,, ,,	ঐ
৪। পারসুন সিং	,, ,, ,, ,,	ঐ
৫। ওজীব তেওয়ারী	,, ৪র্থ ,, ,,	ঐ
৬। রঘুবীর পাঠক	,, ৫ম ,, ,,	ঐ

বাকী ৩৫ জন বন্দীদের শাস্তি কমিয়ে ১৪ বছর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৪] তখন দমদম বারাসাত হয়ে যশোর রোড তৈবীর কাজ চলছে। তাদের সবার পায়ে ৫ সের লোহার বল সহ লোহার বেড়ী পরিয়ে সারা দিন কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হয়। ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর দিনলিপিতে ছয় জনের মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে প্যারেড গ্রাউণ্ডের ধারে ৪৭নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির ব্যারাকের সামনের মাঠে একটা লম্বা ফাঁসী কাঠ তৈরী করা হয়। সমস্ত জায়গাটা ঘিরে ছিল সশস্ত্র এক ইউরোপীয় বাহিনী যাতে বন্দী সিপাহীরা মুক্তি প্রচেষ্টায় বাধা পায়। ইউরোপীয় সিপাহীদের সামনে কুচকাওয়াজ করে ৪১ জন বন্দী সিপাহীকে হাজির করিয়ে তাদেব মধ্য থেকে উপরোক্ত ছয় জনকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে বাকী ৩৫ জনকে হাত কড়া পরিয়ে তাদের ছয় জন কমরেডের ঝুলন্ত মৃতদেহের সামনে দিয়ে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫] ডাঃ ডেমপস্টারের দিনলিপিতে উল্লেখ আছে সেই দিন মোট ৯ জন বন্দী সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিন্তু ৩রা নভেম্বর ১৮২৪ সালের ৪৫৮ নং কমাণ্ডার ইন চীফের আদেশ নামায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের নামের সংখ্যা ৬ ।

আদালতের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ৪ঠা নভেম্বর ১৮২৪। সেখানে ৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির ৩২ জন বন্দী সিপাহীকে হাজির করা হয়। তাদের নাম ও পদ সারণি ৫.৩-এ দেওয়া হল।

এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঃ (ক) ২রা নভেম্বর সকালে তারা প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত হয়ে তাদের বাহিনী পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ও ৪৭ নং রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে যোগদান করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে (খ) তারা সশস্ত্র অবস্থায় কমাণ্ডার ইন চীফের অস্ত্র সমর্পণ করার ও তাদের কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ অমান্য করেছে। সুতরাং আদালতের বিবেচনায় তাদের এই সমস্ত আচরণ Mutiny Act ও Articles of War এর সংশ্লিষ্ট ধারার এক লজ্জাকর অবমাননা। বিচারে প্রথমেই নিম্নোক্ত চার জনকে গলায় ফাঁসী দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সারণি ৫.৩

৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ৩২ জন বন্দীর তালিকা[৭]

নাম	পদবী ৬২ নং			নাম	পদবী ৬২ নং	
১। হরবনস্ সিং	১ম	গ্রীঃ	কোঃ	২। বিহারীলাল পাণ্ডে	৫ম	কোম্পানী
৩। যশবন্ত সিং	"	"	"	৪। হুসেন খান	"	"
৫। সিউ গোলাম সিং	"	"	"	৬। দুর্গা ভাট	"	"
৭। কালী প্রসাদ বাজপেয়ী	"	"	"	৮। জওহর সিং	৭ম	"
৯। রাম চরণ ওবুস্তি	"	"	"	১০। সিউ বক্স মিশ্র	"	"
১১। সিউ বক্স সিং	Light	"	"	১২। বর্জরি সিং	"	"
১৩। পীর খান	"	"	"	১৪। হিঞ্চরাম	"	"
১৫। রঘুবীর তেওয়ারী	"	"	"	১৬। গংগা সিং	"	"
১৭। বেচুন খান	"	"	"	১৮। হরি সিং	"	"
১৯। দয়াল সিং	২য়	"	"	২০। ঔসুরি মিশ্র	৮ম	"
২১। প্রতাব সিং	"	"	"	২২। সিউ সহায় পাণ্ডে	"	"
২৩। গুরনাম সিং	৩য়	"	"	২৪। বদলো দিক্ষীত	২য় গ্রীঃ	"
২৫। দৌগা সিং	৪র্থ	"	"	২৬। খুরগী	" "	"
২৭। হিমাচল সিং	৫ম	"	"	২৮। ওজাগর অগ্নিহোত্রী ঠাকুর	" "	"
২৯। চেদী সু কুল	"	"	"	৩০। রাম গোলাম সিং	" "	"
৩১। রঘুনাথ পাঠক	"	"	"	৩২। দৌলতমন সিং	" "	"

সারণি ৫.৪

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিদ্রোহী বন্দীর তালিকা[৭]

নাম	বাহিনী ও পদ ৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনঃ		
১। সিউ গোলাম সিং	১ম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানী		
২। জওহর সিং	৭ম	,,	,,
৩। ঔসুরী মিশ্র	৮ম	,,	,,
৪। বাদলো দীক্ষিত	২য়	,,	,,

পরদিন অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর ১৮২৪ ভোরে বারাকপুরে এই চারজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বাকী ২৮ জন ও তাদের সাথে ৬২ নং রেজিমেন্টের ৮ম কোম্পানীর মাখন সিংকে যশোর রোডে ১৪ বছর কঠিন শ্রমের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।[৮]

২রা নভেম্বর থেকে এই ভাবে প্রত্যেক দিন দলে দলে বন্দী সিপাহীদের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে বারাকপুরের সামরিক আদালতে বিচারে শাস্তি বিধান করা হয়। ৫ই নভেম্বর আদালত দারুণ ব্যস্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে আদালতে হাজির করা হল ২৬ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির তিন জন সিপাহীকে। তারা হল বসন্ত

তেওয়ারী (৪র্থ কোম্পানী), ভবানী দীন (৫ম কোঃ)এবং ভিখারী লাল (৫ম কোঃ)।[৯] বিচারে ভিখারী লালকে ফাঁসীতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাকী দুজনকে যশোর রোডের কাজে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ৬ই নভেম্বর খুব ভোরে ভিখারী লালকে বারাকপুরে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতায় অধিবেশনে ৪৭ নং রেজিমেন্টের ৩২ জন বিদ্রোহীর বিচার সুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধেও পূর্ব্বোক্ত অভিযোগগুলি আনা হয় এবং সবাইকে পায়ে লোহার বেড়ী বেঁধে যশোর রোডের কাজে ১৪ বছরের সশ্রম দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। ৫.৫ সারণিতে তাদের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হল।

সারণি ৫.৫

৪৭ নং রেজিমেন্টের ৩২ জন বিদ্রোহীর তালিকা[১০]

	নাম	বাহিনী ৪৭ নং			শাস্তির মেয়াদ	
১।	বক্তিয়ার মিশ্র	১ম	গ্রীঃ	কোঃ	১৪	বৎসর
২।	ব্রিজলাল সিং	৮ম	কোঃ		,,	,,
৩।	বিশ্রাম তেওয়ারী	লাইট	কোঃ		,,	,,
৪।	লালকৃষ্ণ রাম	৮ম	কোঃ		,,	,,
৫।	গংগা সুকুল	২য়	গ্রীঃ	কোঃ	,,	,,
৬।	ঠাকু সিং	৮ম	কোঃ		,,	,,
৭।	ভুবন চরণ রাম	২য়	গ্রীঃ	কোঃ	,,	,,
৮।	সুমারূণ সিং	২য়	গ্রীঃ	কোঃ	,,	,,
৯।	জগন্নাথ রাম	,,	,,	,,	,,	,,
১০।	গণেশ পাঠক	,,	,,	,,	,,	,,
১১।	দুমা সিং	,,	,,	,,	,,	,,
১২।	জওহর দুবে	১ম	,,	,,	৫	,,
১৩।	গংগা বিষ্ণু তেওয়ারী	২য়	,,	,,	১৪	,,
১৪।	বসুম সিং	১ম	গ্রীঃ	,,	৫	,,
১৫।	সম্বুল সিং	২য়	,,	,,	১৪	,,
১৬।	জয় সুরী সিং	Light	,,	,,	৫	,,
১৭।	আমীর খান	৩য়	,,	,,	১৪	,,
১৮।	পলটন সিং	Light	,,	,,	৫	,,
১৯।	মোহন সিং	৩য়	গ্রীঃ	কোঃ	১৪	,,
২০।	জালিম সুকুল	২য়	Batt.	,,	৫	,,
২১।	রাম তহল মিশ্র	৩য়	গ্রীঃ	,,	১৪	,,
২২।	গুরবার সিং	৩য়	Batt.	,,	৫	,,
২৩।	রাম সিং	৪র্থ	গ্রীঃ	,,	১৪	,,
২৪।	সেবক রাম দুবে	৩য়	Batt.	,,	৫	,,

নাম	বাহিনী ৪৭ নং		শাস্তির মেয়াদ
২৫। রাম লাল সিং	৪র্থ	গ্রীঃ ,,	১৪ ,,
২৬। ক্ষুরধার ওঝা	৪র্থ	Batt. ,,	৫ ,,
২৭। ভবানী সিং	৪র্থ	গ্রীঃ ,,	১৪ ,,
২৮। সেবা সুকুল	৪র্থ	Batt. ,,	৫ ,,
২৯। জরবার সিং	৪র্থ	গ্রীঃ ,,	১৪ ,,
৩০। সুচিত পাণ্ডে	৪র্থ	Batt. ,,	৫ ,,
৩১। তিলক সিং	৬ষ্ঠ	গ্রীঃ ,,	১৪ ,,
৩২। সিউ দয়াল পাণ্ডা	৭ম	Batt. ,,	১ ,,

৯ই নভেম্বর মাত্র একজন বন্দী বিদ্রোহীর বিচার হয়। নাম তার বিন্দা তেওয়ারী। ৪৭ নং বাহিনীর Light কোম্পানীভূক্ত এক সিপাহী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে ১লা নভেম্বর বিদ্রোহের সাথে নিজেকে যুক্ত করে সামরিক বিদ্রোহের উস্কানী দিয়েছে এবং ২রা নভেম্বর সকালে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছে। বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং পরদিন ভোরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে তাকে ফাঁসী দিয়ে মৃতদেহকে দৃষ্টান্তমূলক ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[১১] ১০ই নভেম্বর আদালতে প্রথম অধিবেশনে একটি মাত্র সিপাহীর বিচার হয়। তার নাম জালিম সিং, ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানী ভূক্ত সে একজন নায়ক। তাকে প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল যে সে ৬২ নং বাহিনীর সিপাহীদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু বিচারে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বিচারকগণ তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১২] গোটা বিচারে এই একমাত্র সিপাহীকে ভুলবশতঃ গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়। ঐ একই দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৭ নং বাহিনীভূক্ত আরও ২৩ জন সিপাহীর বিচার হয়। তাদের সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ একই-বিদ্রোহে উস্কানী ও যোগ দেওয়া। বিচারে সবার জন্য পায়ে লোহার বেড়ী পরে যশোর রোডে ১৪ বছর সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। তাদের নাম সারণি ৫.৬-এ দেওয়া হল।

১১ই নভেম্বর সামরিক আদালতের বিচারে ৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির অন্তর্ভূক্ত ৯ জন বন্দীকে হাজির করা হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রায় একই অভিযোগের ভিত্তিতে সকলকেই পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে যশোর রোডে ১৪ থেকে ১৬ বছরের সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। তাদের নাম সারণি ৫.৭-এ দেওয়া হল।

বিদ্রোহের সময় কিংবা তার আগে তিনটি বিদ্রোহী বাহিনী থেকে কতো সিপাহী দলত্যাগ করেছে তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট দলিলে নেই। তবে ৬২ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি থেকে মোট ১৬৩ জন সিপাহী ১লা নভেম্বর প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে অথবা নিজেদের ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেছে তার হিসাব সারণি ৫.৮-এ দেওয়া হল।

ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন যে বারাকপুরের ইউরোপীয়ান অফিসারদের মধ্যে বিরাট এক অংশ বিদ্রোহ যেভাবে দমন করা হয়েছে এবং সেই সাথে সামরিক আদালতে বিচার এবং শাস্তির প্রক্রিয়া দেখে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা

সারণি ৫.৬

যশোর রোডে সশ্রম দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সিপাহীদের তালিকা[১১]

নাম	বাহিনী ৪৭ নং	নাম	বাহিনী ৪৭ নং
১। বুর্জোর সিং	১ম গ্রীঃ কোঃ	২। রাম বকস ঠাকুর	৬ষ্ঠ কোম্পানী
৩। বলদী দুবে	Light কোঃ	৪। ভবানী দীন তেওয়ারী	,, ,,
৫। প্রাগ দত্ত সুকুল	২য় ,,	৬। রামদীন উপাধ্যায়	,, ,,
৭। আন্দার তেওয়ারী	,, ,,	৮। রামদীন দুবে	৭ম ,,
৯। প্রেমনাথ সুকুল	,, ,,	১০। দয়াল বানিয়া	,, ,,
১১। জালিম সিং	,, ,,	১২। রামনিধ পাণ্ডে	,, ,,
১৩। ভবানী দিন পাঠক	৩য় ,,	১৪। নুকো সিং	,, ,,
১৫। সিউদীন উপাধ্যায়	,, ,,	১৬। রামচরণ উপাধ্যায়	,, ,,
১৭। গুরুরাজ সিং	৪র্থ ,,	১৮। দুর্জন সিং	৮ম ,,
১৯। তপস্যা সিং	৫ম ,,	২০। শেখ সুলারাম	,, ,,
২১। চিন্তামন গোয়ালা	৬ষ্ঠ ,,	২২। রাজ সিং	,, ,,
২৩। হেমরাজ সুকুল	২য় গ্রীঃ কোঃ		

সারণি ৫.৭

সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীদের তালিকা[১৩]

নাম	বাহিনী ৬২ নং	শাস্তির মেয়াদ
১। সিউদীন তেওয়ারী	১ম গ্রীণে ডিয়ার কোঃ	১৪ বৎসর
২। খোসল খান	৫ম কোম্পানী	১৪ ,,
৩। পোকুর সিং	৬ষ্ঠ গ্রীঃ কোঃ	১৪ ,,
৪। বলদী উপাধ্যায়	,, ,, ,,	১৪ ,,
৫। দুর্মুন সুকুল	৮ম ,, ,,	১৪ ,,
৬। কুলেন সিং	২য় ,, ,,	১৪ ,,
৭। কল্যান সিং	৩য় ,, ,,	১৬ ,,
৮। বকাওয়াল প্রসাদ সুকুল	৬ষ্ঠ ,, ,,	১৬ ,,
৯। নেওয়াজ খান	২য় ,, ,,	১৬ ,,

প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিদ্রোহীদের একের পর এক ফাঁসী দেওয়া এবং সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত অন্যান্য বিদ্রোহীদের পায়ে ৫ সের লোহার বল সহ লোহার বেড়ী পরিয়ে কাঠ ফাটা রোদ্দুরে যশোর রোডে সারাদিন ধরে হাড়ভাঙা খাটুনির মতো শাস্তি বিধান অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্রোহীর ওপর নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান ও তার

হৃদয় বিদারক দৃশ্য ডাঃ ডেমপস্টারকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। শুধু তাই নয় যে প্রচণ্ড সাহস ও মনোবল নিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা যেভাবে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত বিষ্ময় বোধ করেছেন। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ দৃশ্য যে কোন দীর্ঘ সুঠাম দেহী ইউরোপীয়ান সৈনিকের

সারণি ৫.৮

৬২ নং বাহিনীর দলত্যাগী সিপাহীর শ্রেণীবদ্ধ তালিকা[১৫]

বাহিনী ৬২ নং			সংখ্যা
Right	গ্রীণেডিয়ার	কোম্পানী	২৩
১ম	Light	,,	১২
২য়	,,	,,	১২
৩য়	,,	,,	৭
৪র্থ	,,	,,	১০
৫ম	,,	,,	১৭
৬ষ্ঠ	,,	,,	১২
৭ম	,,	,,	১৩
৮ম	,,	,,	২১
Light	গ্রীণেডিয়ার	,,	৩৬
মোট			১৬৩

মনোবল ভেঙে দিতে সক্ষম। ডাঃ ডেমপস্টারের কথায়, "The natives of India, it is well known, often meet an inevitable fate with a calmness and apathy seldom or never exhibited by the far more courageous and robust European, but all are not so constituted , and some among the condemned had already tested all the bitterness of death . In the revulsion of feeling caused by their sudden and unhoped for respite was almost as painful to behold as the horrible spectacle as we had just witnessed."[১৬]

কিন্তু বারাকপুরের সামরিক অধিকর্তা তখনও পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের ধরতে ব্যস্ত। নদীয়া ও হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে চিরুনী তল্লাসী কাজে ব্যস্ত স্থানীয় পুলিশ। এইভাবে একমাস অতিবাহিত হল। কিন্তু সামরিক আদালত তখনও সরকারীভাবে চালু। হঠাৎ একদিন এক বিদ্রোহী সিপাহী বারাকপুরে অর্ডারিলি বাজারে ধরা পড়ল। বেচারী প্রায় একমাস এই বাজারের মধ্যেই লুকিয়েছিল। কিন্তু শেষে পরে তার আশ্রয়দাতা বিশ্বাসঘাতকতা করে বারাকপুর সামরিক অধিকর্তাকে সংবাদ দেয়। সংগে সংগে ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারী পুলিশ তার গোপন আস্তানা থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে সামরিক আদালতের তাৎক্ষণিক বিচারে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ১লা নভেম্বর বিদ্রোহে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। একই

সাথে তার একজন সহযোগী ক্যান্টনমেণ্ট বাজারের মধ্য থেকে ধরা পড়ে। সেও প্রায় মাসখানেক ধরে বাজারের মধ্যেই লুকিয়েছিল। বিচারে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দুজনকেই ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মৃতদেহ দুটিকে দৃষ্টান্তমূলক ভাবে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[১৭]

ইউরোপীয়ান অফিসারগণ যাঁরা বিদ্রোহ দমন ও সামরিক আদালতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, সমস্ত বিষয়টিতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। সবার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর দিনলিপিতে লেখেন ঃ "Enough - some may think - more than enough, all things considered had now been done to assert the majesty of the British power in India, and its resolution to put down insurrection in the native army with unsparing severity."[১৮] এমন কি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এমন সব অফিসারদের খেয়াল হল যে ব্রহ্মদেশে অভিযান থেকে বিদ্রোহ দমনের কাজটা যেন তাঁদের কাছে বেশী জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং তাঁরা সামরিক আদালতের সমস্ত কাজ গুটিয়ে শেষ করতে উদ্যোগী হলেন। নদীয়া ও হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হল যাতে তাঁরা যেন আর কোন বন্দী বিদ্রোহীকে বারাকপুরে না পাঠান। কারণ বার্মাতে সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে। সামরিক আদালতের বিচারকগণও যথেষ্ট অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন। কারণ Mutiny Act ও Articles of War এর ধারা গুলি ঢালাও ভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে তাঁরা হয়ত ন্যায় নীতির সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তাঁদের কাছে মনে হয়েছে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে গিয়ে বার্মা যুদ্ধের ওপর গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে।[১৯] সুতরাং নভেম্বর মাসের শেষেই বিচার ও শাস্তি বিধানের কাজের সমাপ্তি ঘটে। বিদ্রোহী তিন বাহিনীর মধ্যে ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসার সহ মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০। তার মধ্যে সারণি ৫.৯ থেকে ৪৭৭ জনের পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে।

সারণি ৫.৯

প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিহত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী সিপাহীর তালিকা

১।	প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিহত	২০০
২।	ফাঁসীতে নিহত	১৪
৩।	৬২ নং বাহিনীর পলাতক	১৬৩
৪।	সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত	৯৯
৫।	মুক্তি প্রাপ্ত	১
	মোট	৪৭৭

উপরোক্ত হিসাবমত প্রায় ২৫২৩ জন সিপাহীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।[২০] নিঃসন্দেহে এটা অনুমান করা যেতে পারে এদের মধ্যে অনেকেই হতাহত, কেউ বা জলে ডুবে মারা গেছে অথবা নিখোঁজ। পূর্বেই উল্লেখ্য যে সংশ্লিষ্ট দলিলে আহতের

কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। বারাকপুর সামরিক হাসপাতালে আহত অবস্থায় কতোজনকে ভর্ত্তি করা হয়েছিল তার কোন সংখ্যাও ডাঃ ডেমপস্টারের দিনলিপিতে উল্লেখ নেই। যে সমস্ত বিদ্রোহী সিপাহীদের হুগলী ও নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে বারাকপুর সামরিক আদালতে হাজির করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র চারজন মুসলিম সিপাহীর নাম পাওয়া যায়। কোন মুসলিম বিদ্রোহী সিপাহী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় নি। এখানে উল্লেখ্য বিদ্রোহী তিনটি বাহিনীতে ১০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের এবং বিদ্রোহে তাদের ভূমিকা যদিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে সামগ্রিকভাবে একথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম ও অমুসলিম সিপাহীদের পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা এই বিদ্রোহে সাহায্য করেছে।

বিদ্রোহ দমনের পরেই কিভাবে ৩৯ ও ৬০ নং বেঙল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রিকে বার্মা অভিযানে উৎসাহিত করা হয়েছিল লেডী আমহার্ষ্ট তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন "soon after the unfortunate mutiny here, the 39th Native Infantry and the 60th Native Infantry volunteered services to go anywhere that government ordered them. Colonel Andrew and Innes explained minutely the sort of service they would be sent upon and the duties they would have to fulfil . . . . they were told that their colours should be planted at a distance and that those who persevered in their first intentions were to range themselves armed them, but should any on reflection after hearing these further particulars alter their minds, they were at liberty to remain where they were to the unspeakable satisfaction of their commanders every one to a man ran and ranged themselves armed their colours."[২১] অতঃপর উপরোক্ত দুই সিপাহী বাহিনীকে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে পাঠানো হয়। ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও গভর্নর জেনারেলের দেহরক্ষী বাহিনীকে এক সপ্তাহ বারাকপুর পার্কে মোতায়েন রেখে পরে তারা যে যার গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হয়।[২২]

বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ এইভাবে দমন করা হল। এই বিদ্রোহের ঠিক তিন সপ্তাহ আগে থেকে বিদ্রোহী বাহিনীর সিপাহীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সম্পর্কে লাগাতার গোপন মত বিনিময় ও প্রকাশ ও সংকল্পের বিপজ্জনক ও ভয়ংকর আত্মপ্রকাশ ২রা নভেম্বর সকালে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে সামরিক ভাবে প্রশান্ত নীরবতা প্রতিষ্ঠা করা হল বটে, কিন্তু বারাকপুরের সেনানিবাস, প্যারেড গ্রাউণ্ড, ও তার মধ্যে বিশাল সরোবর সংলগ্ন মাঠ যেখানে ফাঁসীকাঠে ১৪ জন বিদ্রোহী নেতাকে ফাঁসী দেওয়া হয় ঐ সমস্ত জায়গা বারাকপুরের সেনানিবাসের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হয়। ফাঁসীকাঠ যেখানে বসানো হয়েছিল বিদ্রোহী সিপাহীর স্মারক হিসাবে সেখানে একটি বটবৃক্ষ চারা রোপণ করা হয়। শহীদ সিপাহীদের ব্যবহৃত নিত্য পূজার ধূপদান, পুষ্পপাত্র ও পেতলের প্রদীপগুলি সিপাহীদের নির্ভীক গৌরবজনক আত্মবলিদানের স্মারক হিসাবে

কোয়াটার গার্ডের কুঠরিতে সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখা হয়। ১৮২৪ সাল থেকে সুরু করে ১৮৫৭ সালের বারাকপুরের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত প্রতিদিন কোয়াটার্স গার্ডের প্রহরী পরিবর্তনের আগে সিপাহীরা প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধাভরে দুহাতে উপরোক্ত স্মারক গুলি তুলে বুকে মাথায় স্পর্শ করে কাজ সুরু করতেন। এই আনুষ্ঠানিক প্রথা চলে আসছিল ১৮৫৭ পর্যন্ত। *Englishman* পত্রিকার হিসাবমত এই তেত্রিশ বছরে প্রায় ২৩৩৬০০ সিপাহী ১৮২৪ সালের শহীদ সিপাহীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ১৮৫৭ সালে সেই চরম মুহূর্তে যখন ১৮২৪ সালের বারাকপুরের প্রথম ব্যাপক বিদ্রোহ সবার বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছিল, ১৮২৪ সালের শিশু বটবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়। পাশের কোয়াটার গার্ডের কুঠুরিতে সংরক্ষিত ছিল শহীদের ব্যবহৃত প্রার্থনা সামগ্রী। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকাই সমস্ত মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছিল ১৮২৪ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা, বিশেষ করে এই বিদ্রোহ যে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় দমন করা হয়েছিল এবং বিদ্রোহের নেতৃবর্গ যারা অধিকাংশ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাদেরকে একের পর এক ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কোম্পানীর বেসরকারী মুখপাত্র স্টেটসম্যানের এক আবেগময় প্রতিবেদনে তার অভিযোগ জানাতে দ্বিধাবোধ করে নি। এই পত্রিকার মতে কোম্পানীর এই নিষ্ঠুর দমন প্রক্রিয়া ছিল এক চরম "অপবিত্র" কাজ। ১৮৫৭ সালে চরম মুহূর্তে যখন বারাকপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহী নেতা মংগল পাণ্ডে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শহীদের মৃত্যুবরণ করে এই পত্রিকা ১৮২৪ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছে ঃ " When the mutiny at Barrackpore broke out in 1824 the ringleader, a Brahmin of the 27th (Sic 47th) Regiment Native Infantry was hanged on the edge of the tank where a large tree now stands and which was planted on the spot to commemorate the fact. This tree. Sacred Banian, is pointed to by the Brahmins and others to this day, as the spot where an unholy deed was performed, a Brahmin hanged. This man was at this time considered in the light of a martyr and his brass pootah or worshipping utensils, consisting of small trays . incense holders and other brass articles used by the Brahmin during their prayer, were carefully preserved and lodged in the quarter guard of the Regiment, where they remain to this day; they being at this moment in the quarter guard of the 43rd Light Infantry Regiment at Barrackpore. These relics, worshipped by the sepoys have been for thirty two years in the safe keeping of the Regiments having by this operation of the daily relief of the Quarter Guard, passed through the hands of 233600 men and have served to keep alive in the breasts of many , the recollection of a period of trouble, scene of mutiny and its accompanying swift and terrible punishment which

had these utensils not been present to their sight as confirmation, would probably have been looked upon as fables or at the most as very doubtful stories."[১৩]

The Englishman পত্রিকার ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কে বলতে গেলে এটা ঠিক যে যদি বর্তমান গ্রন্থ রচনা সম্ভব না হত তাহলে ১৮২৪ সালের বারাকপুর সেনা বিদ্রোহের সমস্ত ঘটনাপঞ্জী লণ্ডনের কোম্পানীর দলিল ভাণ্ডারে অব্যবহৃত হয়ে আরো কতদিন পড়ে থাকতো তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। বিশেষ করে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে স্বাধিকার, ঐক্য ও সংহতিবোধ এবং প্রবল প্রতাপশালী বিদেশী শাসকের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের এই নির্ভীক সংগ্রামী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে এই বিদ্রোহের মধ্যে। ভারতের সিপাহীদের মধ্যে এক প্রতিবাদী ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী এই বিদ্রোহ। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের বৃত্তিগত চরিত্রের এই দিক কোম্পানীর কাছে প্রকাশ পায় এই বিদ্রোহের মাধ্যমে। সামরিক আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে শাস্তি প্রক্রিয়া তাও নিষ্ঠুরতার দিক থেকে বিস্ময়কর ভাবে বৈচিত্রপূর্ণ যার উদাহরণ ইউরোপীয় স্বাধীন দেশে বিরল। Mutiny Act ও Articles of War উভয় আইন বৃটিশ সরকারের আইন। কিন্তু ঔপনিবেশিক সামরিক প্রশাসনে এর বলগাহীন প্রয়োগ নিয়ম নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তাছাড়া লোহার বেড়ী পায়ে বেঁধে রাস্তার কাজে নিযুক্তির মতো শাস্তিবিধান বিচার বিভাগীয় নির্দেশ বিরোধী - যার আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। The Diary of Lady Amherst, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৩ ।

২। General Order of the C in C 3 November 1824, No 458, Documents relating to Barrackpore Mutiny, etc , পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭১ ।

৩। ঐ, আরও দ্রষ্টব্যঃ General Order of the C. in C.No. 459, ঐ, পৃঃ ৭৩ ।

৪। General Order of the C. in C. No 459, ঐ ।

৫। Dempster, T. E. পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১ ।

৬। General Order of the C. in C. No. 459, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭৩ ।

৭। ঐ ।

৮। ঐ ।

৯। General Order of the C. in C. No. 460, 5 November 1824 পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭৫ ।

১০। General Order of the C. in C No. 461, HQ, Calcutta , 5 November 1824 পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৭৭-৮০ ।

১১। General Order of the C. in C No 468, HQ, Calcutta, 9 November 1824 পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮৩ ।

১২। General Order of the C. in C ,No 477, HQ, Calcutta, 13 November 1824 পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮৫ ।

১৩। General Order of the C. in C. No 477, HQ, Calcutta. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৯১।

১৪। General Order of the C in C. .No. 478. HQ, Calcutta. 13 November 1824 পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৮৭-৯০।

১৫। Return by Major B. Rooper, Commanding 62nd BNIR, enclo. Jas Nicol, Adjutant General of the Army to the Secretary to the Govt Mil Dept No. 23, 11 November 1824, Documents Relating to Barrackpore Mutiny, 1-2 November 1824, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৬৩-৬৫।

১৬। Dempster, T E. পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১।

১৭। ঐ।

১৮। ঐ।

১৯। ঐ।

২০। এই সংখ্যাটি অনুমান করা হচ্ছে তদন্ত কোর্টের কাছে প্রদত্ত ৪৭ নং বাহিনীর প্রতিবেদন থেকে। সেখানে ভারতীয় অফিসার সহ উক্ত বাহিনীর মোট সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১০০০। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Return of the 47th Bengal Native Infantry Regiment under the Command of Lt. Col Cartwright, Barrackpore, 31 October 1824, Documents Relating to Barrackpore Mutiny etc. পূর্ব্বে উল্লেখিত, Appx. 4, পৃঃ ৩৬৯।

২১। The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৪।

২২। ঐ, পৃঃ ১৫৩।

২৩। *The Englishman*, (Calcutta), 30 May 1857.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্রোহের তদন্ত

সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র ও গুরুত্বের দিক থেকে ১৮২৪ সালের বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য জায়গায় সংঘঠিত বিদ্রোহ থেকে বিশিষ্ট্যতার দাবী রাখে। ১৮০৬ সালে ভেলোরে বিদ্রোহের জন্য একটি বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অন্যান্য বিভিন্ন বিদ্রোহের জন্য কোন বিভাগীয় তদন্ত করা হয় নি। এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহীদের সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে নয় কিংবা কোম্পানীর সামরিক বিভাগের ওপর সিপাহীদের অনাস্থা জনিত নয়। এই বিদ্রোহের আরও অনেক গূঢ় কারণ হচ্ছে সিপাহীদের বহুদিনের সঞ্চিত অভিযোগের ফলশ্রুতি যার এক পূর্ণ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের বিদ্রোহের কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং তার জন্য উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১-২ নভেম্বর প্যারেড গ্রাউণ্ডে সামরিক আদালতের কাজ শেষ হলেই কমাণ্ডার ইন চীফের সুপারিশক্রমে ১৫ নভেম্বর ভারত সরকার এই বিদ্রোহের তদন্তের জন্য একটি পূর্ণাংগ কমিশন নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেজর জেনারেল ডিক এর নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ভন, টাউন মেজর, মেজর ওয়াটসন, ডেপুটি এডজুট্যাণ্ট জেনারেল মেজর ব্রায়াণ্ট এবং জজ এডভোকেট জেনারেল। এই তদন্তের মূল সূত্র হল বিদ্রোহের অনুপুঙ্খ কারণ সনাক্ত করা এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরণের কোন বিদ্রোহ না দেখা দেয় তার উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা। এই তদন্ত কমিশনের কর্ম্মসূচী গোপনে পরিচালিত করা হয়। ১৬ নভেম্বর ১৮২৪ থেকে এই কমিশনের কাজ সুরু হয় এবং ৩০শে নভেম্বর ১৮২৪ সালে শেষ হয়।[১]

এই তদন্ত কমিশনের প্রথম কাজ হল ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেণ্টের যারা বিদ্রোহের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তাদের সাথে ইউরোপীয়ান অফিসারদের সম্পর্ক মূল্যায়ন করা। প্রথম তদন্তে দেখা গেল ৬.১ সারণিতে উল্লেখিত ইউরোপীয়ান অফিসারগণ ৪৭ নং রেজিমেণ্টের দায়িত্বে ছিলেন।

ইউরোপীয়ান অফিসার ও সিপাহীদের মধ্যে সুস্থ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রধান সাধারণ অন্তরায় উভয়ের মধ্যে নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিভিন্নতা। তবে যদিও এই পার্থক্য কিছুটা অপরিবর্তনীয় তাহলেও সিপাহীদের সাথে ইউরোপীয়ান অফিসারদের সম্পর্ক নির্ভর করে সিপাহীদের সাথে অফিসারদের কার্য্যমেয়াদ কাল। যদি কোন ইউরোপীয়ান অফিসার সিপাহীদের দায়িত্বে বেশী দিন থাকেন তাহলে সামগ্রিকভাবে উভয়ের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত সারণিতে ১৫ জন অফিসারদের মধ্যে মাত্র একজন ক্যাপটেন ফার্থ ৪৭ নং রেজিমেন্টের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘ ১৮ বৎসর। বাকী সমস্ত অফিসার সিপাহীদের কাছে নতুন এবং স্বভাবতঃ অপরিচিত। তাদের সাথে ইউরোপীয়ান অফিসারদের মধ্যে ভাষা বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তেমন হয় নি। লেফটেন্যানট

সারণি ৬.১

১লা নভেম্বর ১৮২৪ সালে ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ রেজিমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের তালিকা।[২]

	পদ	নাম	সামরিক বিভাগে যোগদানের বছর	৪৭ নং রেজিমেন্টের সাথে যুক্ত কার্যকাল	অন্যান্য
১।	লেঃ কর্ণেল	ই. কার্টরাইট	১৭৯৫	১ব ৭মা ২৬ দিন	
২।	১ম গ্রীঃ ক্যাপটেন	টি ডুগুাস	১৮০৩	০ব ৩মা ১০ দিন	ছুটিতে
৩।	,, ,, ,,	টি. ডব্লিউ ফার্থ	১৮০৩	১৮ব ১০মা ২৫ দিন	
৪।	২য় ,, ,,	টি বলটন	১৮০৬	০ব ১মা ১২ দিন	
৫।	লেফঃ	জে উইনফিল্ড এডজুট্যাণ্ট	১৮১৪	০ব ৩মা ১০ দিন	
৬।	৭ম কোঃ ক্যাপটেন	এইচ্ আই ব্যাবন	১৮১৭	০ব ১মা ১২ দিন	
৭।	৩ য় কোঃ লাইট	এইচ্ সি উইলিয়াম	১৮১৮	০ব ৩মা ২৭ দিন	
৮।	৬ষ্ঠ কোঃ ,,	পি ডীন	১৮১৮	০ব ২মা ১৩ দিন	
৯।	,,	এন আই ক্যামবারলেজে	১৮১৯	০ব ১১মা ১৭ দিন	
১০।	৪র্থ কোঃ ,,	সি এইচ্ টুম্যান	১৮১৯	০ব ১১মা ১৭ দিন	
১১।	৫ম কোঃ ,,	জে ম্যাকডোনাল্ড	১৮২০	০ব ২মা ২৯ দিন	
১২।	২য় কোঃ ,,	টি জে রোচে	১৮২০	১ব ০মা ০ দিন	
১৩।	৮ম কোঃ এনসাইন	জি আর্মষ্ট্রং	১৮২১	০ব ২মা ২৭ দিন	
১৪।	,, ,, ,,	সি বউলটন	১৮২২	০ব ৩মা ১০ দিন	
১৫।	এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন	টি ই ডেমপস্টার	১৮২০	০ব ৮মা ২৩ দিন	

কর্ণেল কার্টরাইট যাঁকে তিনটি বাহিনীর অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ৪৭ নং রেজিমেন্টে তাঁর কার্যকাল মাত্র ১৯ মাস। যদিও ১৯ মাস খুব একটা কম সময় নয় একজন দায়িত্বশীল অফিসারের পক্ষে কিন্তু মানসিক ভাবে সিপাহীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক সেভাবে গড়ে ওঠে নি। কমিশনে সাক্ষ্য দানের জন্য তাঁকেই প্রথমে ডাকা হয়।

তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে প্রথমেই জানা যায় যে যদিও সরকারীভাবে ৪৭ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সাথে তিনি ১৯ মাস যুক্ত কিন্তু বারাকপুর সিপাহীদের সাথে তাঁর পরিচয়ের সময় কাল মাত্র ১ জুলাই ১৮২৪ থেকে। কারণ তিনি ঐ সময় বারাকপুরে আসেন। ফলে তিনি বিদ্রোহী তিন বাহিনীর সিপাহীদের সাথে শুধু অপরিচিত নন তিনি তাদের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া সম্পর্কে

তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। অবশ্য এটা তিনি জানতেন কোন অভিযানকালে ইউরোপীয় সৈনিকরা সরকারী খরচে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র নিয়ে যেতে পারে কিন্তু সিপাহীদের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের খরচায় একটা সীমিত ওজনের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র সংগে নিয়ে যেতে পারে। তবে পরিবহনের বিষয়ে অর্থাৎ গরু বা ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহের দায়িত্ব স্থানীয় অসামরিক প্রশাসনের অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের। কার্টরাইট অনেক আগে জানতেন ২৪পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁকে ১০০টা বলদ ভাড়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁর পক্ষে অতগুলি বলদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সেজন্যই কার্টরাইট সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেটাই হল সিপাহীদের সর্বপ্রধান তীব্র অসন্তোষের কারণ।

প্রথম দিনের সাক্ষ্যে কার্টরাইট কোর্টকে জানান যে তিনি বলদ কেনার জন্য চার হাজার ও সিপাহীদের খাদ্য সামগ্রী বাবদ এক হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যে তিনি প্রথম দিনের বক্তব্য সংশোধন করে বলেন যে মোট টাকার অংক পূর্বোক্ত অংকের সমান নয় এবং তিনি ঠিক কত টাকা মঞ্জুর করেছিলেন, তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করতে পারেন নি। কার্টরাইটের বক্তব্য শুনে তদন্ত কমিশনের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল যে তিনি যে টাকা মঞ্জুর করেছিলেন তা সময়মত এবং যথেষ্ট ছিল না।[৩]

কার্টরাইটের সাক্ষ্য থেকে আরও জানা গেল যে দুজন মুসলিম অফিসার, সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজর, কার্টরাইটের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁদের মাধ্যমে অক্টোবর মাসের বার্মা অভিযানের নির্দেশ জারী করার পর থেকে ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত সিপাহীদের প্যারেড গ্রাউণ্ডের পুকুরের ধারে গোপন নৈশ সভার সংবাদ রাখতেন। দ্বিতীয়তঃ মালবহনকারী পশুর অভাব, বর্দ্ধিত বেতন, দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা প্রমুখ সিপাহীদের সমস্ত দাবী দাওয়া জনিত অসন্তোষের সমস্ত খবর কার্টরাইট আগে থেকেই জানতেন। অথচ তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে তিনি এ সবের কোন উল্লেখ করেন নি। শুধু তাই নয় ৩১ অক্টোবর সকালে প্যারেড গ্রাউণ্ডে কার্টরাইট ৪৭ নং সিপাহীদের ঢালাও আশ্বাস দিয়েছিলেন 'ঘাবড়াও মাত্ হ্যাম তুমকো কুছ খানা আওর দেউংগা' কার্টরাইটের এই প্রতিশ্রুতিতে সিপাহীরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল যে তিনি বেতন বা ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে একটা কিছু করবেন। অথচ তিনি কিছুই করেন নি।

প্রথম দিনের সাক্ষ্যে কার্টরাইটকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাতে কমিশনের মনে হয় যে উনি পরিষ্কার ভাবে কিছু বলছেন না এবং ওঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছু স্ববিরোধী বক্তব্য বেরিয়ে আসছে। আবার কমিশনের এটাও মনে হয়েছে যে তাঁর মত একজন উচ্চ পদস্থ দায়িত্ব প্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেজন্য দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কিছু আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে কোন জেরা না করেই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেদিন কার্টরাইটকে কমিশন সরাসরি জিজ্ঞাসা করে, "কর্ণেল কার্টরাইট, আপনার

মতে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী কারণ কি?"[৪] উত্তরে কার্টরাইট বলেন, "কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি অনেক ভেবে চিন্তে আমার নিম্নোক্ত মতামত দিচ্ছি। কারণ আমি মনে করি এ বিষয়ে আমার অভিমত সরকারের জানার অধিকার আছে।"[৫] কোর্ট তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করে, " কর্ণেল কার্টরাইট, কোর্ট ভালভাবে জানে যে আপনি যা কিছুই বলবেন , তা আপনি স্বেচ্ছায় বলবেন। কোর্ট আপনাকে এমন কিছু বলার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে না যাতে আপনার পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আপনি নিজস্ব বিচার বোধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।"[৬] উত্তরে কর্ণেল কার্টরাইট বিদ্রোহ ও অসন্তোষের কারণের একটা লম্বা তালিকা দিলেন —(ক) তারা চট্টগ্রাম সীমান্ত থেকে সংবাদ পেয়েছে যে মাদ্রাজ সিপাহীরা বিনামূল্যে দৈনিক খাবার ও দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা পাচ্ছে, (খ) আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ামে প্রহরার সময় জেনেছে ব্রহ্মদেশে ইংগ ভারতীয় বাহিনী চরমভাবে পরাস্ত হয়েছে, (গ) রেঙ্গুনে চরম খাদ্যাভাবে এবং তার জন্যে সিপাহীদের ব্যাপক মহামারী ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, (ঘ) তারা জেনেছে কটক থেকে এক সিপাহী বাহিনীকে বলপূর্বক জাহাজে চাপিয়ে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়েছে, (ঙ) তাদের আশংকা তাদেরকেও জোর করে জাহাজে চাপিয়ে পাঠানো হবে, (চ) তাদেরকে বারাকপুর অথবা পূর্ব্ব ভারতীয় সীমান্তে অত্যন্ত ভিজে স্যাঁতসেতে ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে অতিরিক্ত দীর্ঘসময় কুচকাওয়াজ করিয়ে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে, (ছ) তাদের দীর্ঘদিন একধরণের কাজে নিযুক্ত রাখা হচ্ছে এবং এর মধ্যে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাদেরকে কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে না, (জ) তারা বেতন পায় মাত্র মাসে ৬ টাকা ১১ আনা এবং এর থেকে আবার বাটা কেটে নেওয়া হয়, (ঝ) বারাকপুরের একঘেয়েমি কাজে তাদের ব্যস্ত রাখা হয় এবং ব্রহ্মদেশে খাদ্য সামগ্রীর দাম অত্যন্ত বেশী, (ঞ) তারা যখন ফোর্ট উইলিয়ামে কাজে যায় সেখানকার ইউরোপীয়ান সার্জেণ্ট বা বিশেষ করে ইউরোপ থেকে সদ্য আসা মহিলারা তাদেরকে নানানভাবে উত্যক্ত ও উৎপীড়ণ করে, (ট) ফতেগড় থেকে বারাকপুরে আসার সময় তাদেরকে অনেক বেশী জামা কাপড় দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু জল বা স্থলপথে সে সব পরিবহনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, (ঠ) ইউরোপীয়ান অফিসার ও ভারতীয় অফিসারদের ব্যক্তিগত ভৃত্য/অনুচর, গরুগাড়ী চালক, হাতির মাহুত, প্রমুখ অসামরিক কর্মীদের অনেক বেশী বেতন মঞ্জুর করা হয়েছে সেই অনুপাতে যারা জীবনের আরও ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে তাদের বেতন ভাতা কম, (দ) বার্মায় ইংগবৃটিশ যুদ্ধ বন্দীদের ওপর অংগচ্ছেদ প্রমুখ নির্মম অত্যাচারের ঘটনা, (ধ) সিপাহীদের নেতৃত্বে অনভিজ্ঞ নতুন ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিযুক্তি, (ন) ১৬ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট বারাকপুরে দীর্ঘদিন অবস্থান সত্বেও তাকে বাদ দিয়ে নবাগত ৪৭ নং ২৬ ও ৬২ নং বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করা, (য) বিশেষ করে ২৮ অক্টোবর প্যারেডে মেজর জেনারেল ডালজেল প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে সরকারের পক্ষে তাদের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়।[৭]

কার্টরাইটের উপ্রোক্ত স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে সিপাহীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ

তুলে ধরেছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই গুলিই তাদের অসন্তোষের প্রধান কারণ। এবং সত্যি কথা বলতে এসবের জন্য কার্টরাইটকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না। তবে সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণের বিষয়ে কর্ণেল কার্টরাইটের যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। কার্টরাইট ভালভাবেই জানতেন যে সিপাহীদের যুক্তিসংগত মালপরিবহনের বিষয়টা যদি গুরুত্ব দিয়ে দেখে ব্যবস্থা করা হত এবং তাদের মাদ্রাজী সিপাহীদের মত বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের বিষয় দুরে থাক অন্ততঃ তাদের বহু আকাঙ্খিত দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতার ব্যবস্থা করতেন তাহলে সিপাহীদের কোন অসন্তোষ থাকতো না, এবং বিদ্রোহের কোন প্রশ্নই দেখা দিত না। তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় এবং উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল দুটি দাবী পূরণ করা। এবং তিনি সেজন্যেই ২৮ অক্টোবর প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সিপাহীদের জন্য আরও কিছু খাদ্য সামগ্রী অর্থাৎ বর্দ্ধিত ভাতার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যে কার্টরাইট এই দুটি বিষয়ের ওপর কোন গুরুত্ব দেন নি। অথচ এই দুটি বিষয় ছিল সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ। তদন্ত কমিশন বুঝে নিয়েছিল যে কার্টরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুটি প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁর নিজের দায়িত্ব আড়াল করার জন্য। সুতরাং একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে অস্বস্তিকর ও অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলে না দিয়ে এবং আর কোন প্রকার বিতর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ না করে সরাসরি তাঁর স্বাধীন বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করা হয়।

কিন্তু তদন্ত কমিশনকে তাৎক্ষণিক কারণ অনুসন্ধান করে জানতে হবে ১৮ অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বরের মধ্যে এমন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে বিদ্রোহী সিপাহীরা এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কমিশনের দ্বিতীয় প্রধান সাক্ষী ছিলেন ক্যাপটেন ফার্থ। উনি একমাত্র ইউরোপীয়ান অফিসার যিনি ৪৭ নং বাহিনীর সাথে এক নাগাড়ে ১৮ বৎসর যুক্ত ছিলেন এবং সিপাহীদের সাথে দীর্ঘ পরিচিতির ফলে হিন্দী ও উর্দু ভালই জানতেন। ক্যাপটেন ফার্থের প্রদত্ত দীর্ঘ সাক্ষ্যে কমিশন জানতে পারে যে তিনি বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ। তবে ঘটনা পরম্পরায় যখন দেখা যাচ্ছে বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক দায়িত্ব কর্ণেল কার্টরাইটের দিকে ঝুঁকছে তখন থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিতে সুরু করেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অনেক স্ববিরোধী ভাব দেখা গেল এবং কমিশনের কাছে পরিষ্কার হয় তিনি তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলতে রাজী নন। সেজন্য কোর্ট ফার্থকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বিদ্রোহের ও অসন্তোষের আসল কারণ কি? উত্তরে ক্যাপটেন ফার্থ সরাসরি বলেন "আমি মনে করি না প্রকৃত কোন কারণ ছিল (I do not think there was any real cause.)[৮] ক্যাপটেন ফার্থকে কমিশন পুনরায় জিজ্ঞাসা করে যে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য যে সমস্ত ভারবাহী বলদ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা যথেষ্ট কিনা এবং বিশেষ করে ১০০ জন সিপাহীর মালপত্র বহন করা ১০টি বলদের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা। প্রথম উত্তরে ফার্থ বললেন সম্ভব। কিন্তু সংগে সংগে তিনি তার উত্তর সংশোধন করে বললেন যে ১০টি উত্তর ভারতের (up country) বলদের পক্ষে

সম্ভব। কমিশন সংগে সংগে জানালেন যে দক্ষিণ বংগে উত্তর ভারতীয় বলদ সংগ্রহের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং ভারবাহী পশু সংগ্রহের জন্য বারাকপুরের সামরিক অধিকর্তাকে সব সময় দক্ষিণ বাংলার বলদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এবং দক্ষিণ বংগের বলদগুলি আকারে ছোট, রোগা এবং স্বভাবতই খুব দুর্ব্বল। সেজন্য কমিশন ক্যাপটেন ফার্থকে জিজ্ঞাসা করেন যে দক্ষিণ বংগের ১০টা বলদের পক্ষে ১০০ জন সিপাহীর মালপত্র বহন করা সম্ভব ছিল কিনা। ফার্থ সোজাসুজি নেতিবাচক উত্তর দেন। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ক্যাপটেন ফার্থ কমিশনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে ৩১ অক্টোবর রাত্রি পর্য্যন্ত সিপাহীদের মালপত্র পরিবহনের জন্য যে বলদ সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম তাছাড়া বলদগুলি ব্যবহারযোগ্য নয় কারণ তাদের জন্য কোন চালক পাওয়া যায় নি।[৯]

সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র কমাবার জন্য কর্ণেল কার্টরাইট সিপাহীদের যে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্যাপটেন ফার্থের সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণিত হয়। কার্টরাইট সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র হয় বিক্রী অথবা ক্যানটনমেন্টের এক ছাউনিতে জমা রাখার প্রস্তাব করেছিলেন তাতে সিপাহীদের অভিমত ব্যক্তিগত বিছানা বাসন-কোসন বিক্রী করা অসম্ভব। এসব ছাড়া তারা কোথায় শোবে বা কিসে নিজেদের রান্না করবে ? তাছাড়া সিপাহীরা জানে যে ক্যান্টনমেণ্ট ছাউনিতে রাখলে হয় মালপত্র চুরি হয়ে যাবে নতুবা উঁইপোকায় নষ্ট করবে।[১০] সুতরাং ফার্থের সাক্ষ্য থেকে কমিশন বুঝতে পারলো যে কার্টরাইটের এই নির্দেশ অযৌক্তিক, অন্যায় এবং স্বৈরতান্ত্রিক।

কমিশন অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে যে কোন অভিযানকালে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য সামরিক অধিকর্তার আইনগত দায়িত্ব সিপাহীদের খরচে ভারবাহী পশু ভাড়ার ব্যবস্থা করা। ১৮০৬ সালের ১১ নং রেগুলেশনে বলা আছেঃ (১) " It shall be the duty of such native officers to provide the troops with whatever the bearers, coolies , boatmen , carts and bullocks may be indispensibly necessary to provide the troops to prosecute their routes, (২) The supplies furnished under the foregoing clause shall be paid for by the persons receiving the same at the Bazar price of the place at which they may be provided . . ."[১১] এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সরকার কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।[১২]

উপরোক্ত রেগুলেশন থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে দূর পাল্লার কোন সামরিক অভিযান কালে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালের ওজন সম্পর্কে কোন মাত্রা নির্দেশ করা হয় নি। তবে এটা অত্যন্ত আবশ্যিক যে সরকারকে পরিবহন ভাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং বার্মা অভিযান প্রাক্কালে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র একেবারে কমিয়ে ফেলা ও বিক্রী করে দেওয়ার জন্য কর্ণেল কার্টরাইটের কড়া নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত ব্যবস্থার প্রতি চরম ঔদাসীন্য এবং ১৮০৬ সালের ১১ নং রেগুলেশনের বিরোধী। তাছাড়া মেজর জেনারেল ডালজেলকে সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধি না করার নির্দেশ এবং বিশেষ করে তিনটি বিদ্রোহী বাহিনীকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার

আগে কমাণ্ডার ইন চীফের খুব উচিত ছিল সমস্ত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

দুজন মুসলিম অফিসারকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি দেওয়ার বিষয়ে কর্ণেল কার্টরাইটের বিরুদ্ধে যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এসেছিল ক্যাপটেন ফার্থের সাক্ষ্যের মধ্যেও তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এখানেও ক্যাপটেন ফার্থ কার্টরাইটের ভূমিকাকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। ক্যাপটেন ফার্থ কমিশনের কাছে স্বীকার করেন যে কর্ণেল কার্টরাইট দুজন মুসলিম সিপাহীকে অনেকজন যোগ্য প্রার্থীকে টপকিয়ে বেনিয়মে পদোন্নতি মঞ্জুর করেছেন। তবে কবে এবং ঠিক কিভাবে ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক তথ্য তাঁর জানা ছিল না। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ক্যাপটেন ফার্থ কমিশনকে জানালেন যে যখন হাবিলদার মেজর লাল খান প্রথমে সিপাহী থেকে নায়েক পদে উন্নীত হন তখন তিনি ছুটীতে থাকায় তাঁর পদোন্নতির কারণ তিনি জানতে পারেন নি। তবে তিনি যখন হাবিলদার পদে উন্নীত হন তখন তাঁর কোম্পানীতে মাত্র একজন নায়েক টপকিয়ে তাঁকে পদোন্নতি মঞ্জুর করা হয়। তার কারণ সেই নায়েককে ব্যক্তিগত অসদাচরণের জন্য মনোনীত করা হয় নি।

তবে ক্যাপটেন ফার্থ বলেন যে মহম্মদ খানের পদোন্নতির পর মহম্মদ খান ফার্থকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন। ফার্থ মনে মনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নায়েক থেকে হাবিলদার পদে উন্নীত হলেন।[১৩] এই ব্যাপারে কর্ণেল কার্টরাইটের কোন ভূমিকা ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ফার্থ সরাসরি অস্বীকার করেন। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় ২৮শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সিপাহীদের গোপন নৈশ সভার বিশেষ করে ৪৭ নং ৬২ নং ও ২৬ নং রেজিমেন্টের সিপাহীরা যে সরকারী আদেশ অমান্য করে অভিযান বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও নাকি তিনি জানতেন না। এছাড়া ২৬ নং রেজিমেন্টের সুবাদার মেজর ৪৭ নং বাহিনীকে অভিযানের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল ও সুবাদার মেজর কিছু সিপাহীকে হুমকি দিয়েছিল যে তারা যখন জাহাজে থাকবে এবং রেঙ্গুনে পৌঁছবে তখন সিপাহীদের মুখে গোমাংস ছুঁড়ে দিয়ে হিন্দু মুসলিম সবাইকে একপাত্রে খেতে বাধ্য করাবে প্রমুখ সমস্ত অভিযোগ ক্যাপটেন ফার্থ কমিশনের কাছে অস্বীকার করেন। ফার্থ কমিশনকে আরও জানান যে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসা সিপাহীদের মধ্যে যে গোপনে প্রচার হয়েছিল যে মাদ্রাজী সিপাহীরা বিনামূল্যে খাদ্য ও দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতার সুবিধা ভোগ করছে এসব বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। ফার্থের সাক্ষ্য থেকে আর জানা গেল যে ২৬ অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর এর মধ্যে কর্ণেল কার্টরাইট ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় অফিসারদের নিয়ে একটা সভাও ডাকেননি যাতে বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের শান্ত করা যায় বিশেষ করে তাদের অভাব অভিযোগের বিষয়ে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। ফার্থের সাক্ষ্য থেকে কমিশন আরও জানতে পারে যে কর্ণেল কার্টরাইট ক্যাপটেন ফার্থ ও ক্যাপটেন বোল্টন, এই দুজন অভিজ্ঞ অফিসারকে নিয়ে কোনদিন বসেননি বিশেষ করে ২৬ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে নিয়ম মত বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের ব্যারাকে

নৈশ নাম ডাকারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নি।[১৪] মোটের উপর যদিও ক্যাপটেন ফার্থ বিভিন্ন ভাবে কার্টরাইটের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া.এবং আড়াল করার চেষ্টা করেছেন বটে, ফার্থের সাথে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর সিপাহীদের অসন্তোষও বিদ্রোহের কারণ কমিশনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় ।

ক্যাপটেন বোলটন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দ্ব্যর্থব্যঞ্জকহীন ভাষায় সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য এর জন্য কোন ইউরোপীয়ান অফিসারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে না জড়িয়ে তিনি সিপাহীদের সুযোগ সুবিধা ও গোটা সামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির দিকে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যার শিকার হতভাগ্য সিপাহীরা। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে বছরে এই সময়ে ভারবাহী বলদ পাওয়া দুষ্কর। কারণ তখন প্রায়ফসল ওঠার সময় এবং তিনি সিপাহীদের এই অসুবিধার কথা যথাসময়ে সিপাহীদের জানিয়ে দেন। উত্তরে ৪৭ নং রেজিমেন্টের গ্রীণেডিয়ার বাহিনী অভিযোগ করে যে তাদের পিঠে বাঁধা ব্যাগ ব্যবহারের অযোগ্য অর্থাৎ তারমধ্যে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র বহন করা অসম্ভব। তাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক ও ৪০ রাউণ্ড গোলা থাকে যা অত্যন্ত ভারী। অথচ তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় রান্নার বাসন ও বিশ্রাম করার জন্য মাদুর ও লেপ তোষক তাদের সাথে নেওয়ার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। সিপাহীদের আরও অভিযোগ যে তাদের বেতন অত্যন্ত কম অর্থাৎ মাসে মাত্র ছয় টাকা এবং তারা যে রকম ভিজে স্যাঁতসেতে দেশে অভিযানে যাচ্ছে তার জন্যে তাদের আরও বেশী পোষাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন। তারা আরও জানালো যে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ফেলে নষ্ট করতে চায় না এবং তাদের বেতন ও বৈদেশিক ভাতা যদি একটু বাড়ানো হয় তাহলে তারা সেই পয়সায় ভারবাহী পশু ভাড়া করতে পারে। ক্যাপটেন বোলটন সিপাহীদের সতর্ক করে দেন যে তারা যে অভিযানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে কিন্তু সিপাহীরা জানায় যে হয় তাদেরকে সামরিক বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হোক নতুবা তাদের অনুপস্থিত্রিতে বারাকপুর থেকে প্রতিমাসে তাদের বেতন ফ্যামিলি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে পরিবারবর্গের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।[১৫]

ক্যাপটেন বোল্টনের সাক্ষ্যে আরও জানা গেল যে বিতর্কিত দুজন মুসলিম অফিসার, হাবিলদার মেজর ও সুবাদার মেজর, প্রায়শঃ গোপনে কর্ণেল কার্টরাইটের বাংলোয় যাতায়াত করে থাকেন এবং তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে উপরোক্ত দুই জন মুসলিম অফিসারদের আত্মীয়দের পদোন্নতিতে কর্ণেল কার্টরাইটের ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করেছিল। বোল্টন বিশেষ করে সিপাহীদের জামা কাপড় ও বিছানা পত্রের দুরবস্থার কথা জানালেন। তিনি কমিশনের কাছে বলেন যে চট্টগ্রাম ও বার্মায় স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় সিপাহীদের বৃত্তিগত দক্ষতা ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে গেলে প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন একটা ওভার কোট ও একটা কম্বল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রতি দশজন সিপাহী পিছু মাত্র একটা ওভারকোট বরাদ্দ ছিল এবং কম্বলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাতে সিপাহীদের মধ্যে চরম হতাশা এবং

অসন্তোষ ছিল এইভেবে যে সরকার তাদেরকে মোটেই দেখভাল করছে না। বোল্টনের মতে সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ গুলি নিম্নরূপ, এক ঃ সিপাহীরা বাংলাদেশে বেশীদিন কাজ করতে একেবারে অপছন্দ করে কারণ এখানকার ভাষা, জলবায়ু, খাদ্য এবং রীতি নীতি একেবারে ভিন্ন; দুই ঃ তাদের বেতন অত্যন্ত কম, এমনকি বলদ চালক, ইউরোপীয়ান অফিসারদের পরিচারক ও বেয়ারাদের থেকে অনেক কম; তিন ঃ ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ বন্দীদের ওপর ব্রহ্ম সরকারের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার; চার ঃ ব্রহ্মদেশে ইংগভারতীয় সৈনিকদের ব্যাপক অসাফল্য; পাঁচঃ সিপাহীদের অভিযানে ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুপাতে একান্ত কম, ছয় ঃ সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র কমিয়ে ফেলার জন্য সরকারী নির্দেশ। এই তালিকায় অবশ্য ক্যাপটেন বোল্টন, কর্ণেল কার্টরাইট কর্তৃক দুজন মুসলিম সিপাহীকে নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে পদোন্নতির কথা উল্লেখ করেন নি।[১৬]

সিপাহীদের দাবী দাওয়া, অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বিষয়ের দুজন উচ্চ পদস্থ অভিজ্ঞ ইউরোপীয়ান অফিসারের প্রদত্ত সাক্ষ্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই দুজন অফিসার হলেন লেফট্যানেণ্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস এবং ব্রিগেড মেজর প্যাগসন। ওঁরা যদিও বিদ্রোহী তিনটি বাহিনীর কোন দায়িত্বে ছিলেন না তবে উভয়েই ছিলেন সামরিক বিভাগে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিশেষ করে সাধারণ সিপাহীদের প্রয়োজন ও ব্যারাকে তাদের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল। প্রথমেই তাঁদের সাক্ষ্যে সিপাহীদের সমস্যা, অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে উপরোক্ত সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের বিবৃতি সমর্থিত হয়। কিন্তু এই দুজন অফিসারের সাক্ষ্যের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল যে তাঁরা সিপাহীদের প্রতি কমাণ্ডার ইন চীফ, মেজর জেনারেল ডালজেল এবং লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল কার্টরাইটের চরম ঔদাসীন্য এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই সাক্ষ্য দেন লেফট্যানেণ্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস। তিনি বলেন যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের প্রথম এবং প্রধান কারণ সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের চরম অব্যবস্থা এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা। সারাদেশে বিভিন্ন সিপাহী অভিযানের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মতে বর্ষাকালে বার্মা ও চট্টগ্রামের মতো অত্যন্ত ভিজে ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার মধ্যে শত্রুদের সাথে মোকাবিলার আগে প্রথম প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য। নানান রোগ এবং মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে তাদের উপযুক্ত বিছানা কম্বল ইত্যাদি প্রয়োজন। এই অবস্থায় তাদের অত্যাবশ্যকীয় মালপত্র কমিয়ে ফেলার কঠোর সামরিক নির্দেশ তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ম্যাকইনেস তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "আমি এই কথা কখনই অস্বীকার করি না যে তারা একদিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ অন্যদিকে অভিযানকালে তাদের একান্ত মালপত্রের অভাব জনিত চরম দুর্ভোগ এই উভয় সংকট শেষ পর্য্যন্ত তাদেরকে সামরিক নির্দ্দেশ লঙ্ঘন ও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে।" ম্যাকইনেস গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে যদি সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোত অর্থাৎ যে সুযোগ তারা প্রত্যেকটি দূরপাল্লার অভিযানে পেয়ে এসেছে, তাহলে কেউ

অন্যান্য অসুবিধা ও অভাবের প্রশ্ন তুলতে সাহস পেত না।[১৭] তাদের অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণ তাদের সমুদ্র যাত্রার নির্দেশ যা সিপাহীদের নিযুক্তিকালীন শর্ত বিরোধী। যদিও তিনটি বাহিনীকে প্রথমে বলা হয়েছিল যে তাদেরকে সসমুদ্রপথে পাঠানো হচ্ছে না, তাহলেও সিপাহীরা জানতো যে ব্রহ্মদেশে যেতে গেলে সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে এই সামরিক নির্দেশ হচ্ছে "gross breach of faith on the part of the government."[১৮] তৃতীয়তঃ অসামরিক কর্মী ও অনুচরদের যথেষ্ট বেতন ও ভাতা বৃদ্ধিতে সিপাহীরা ভীষণ বিক্ষুব্ধ ছিল। ম্যাকইনেস বলেন যে অনুচররা বিশেষ করে ইউরোপীয়ান অফিসারদের ভৃত্যরা, ডুলি বেয়ারার প্রমুখ কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ হারে বর্দ্ধিত ছিল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেতন ছাড়াও তারা মোট বেতনের ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতার সুবিধা পেত। চতুর্থতঃ ম্যাকইনেস জানান যে বার্মা ও চট্টগ্রামে অভিযানরত মাদ্রাজী সিপাহীদের দ্বিগুণ ভাতা ও অভিযানকালে বিনা মূল্যে খাদ্য বরাদ্দ ছিল। ক্যাপটেন ফার্থ ও বোল্টন যাকে নিছক রটনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন ম্যাকইনেস তাকে ঘটনা হিসাবে স্বীকার করেন। সেজন্য ম্যাকইনেস বলেন যে যদি বারাকপুরের সিপাহীদের দ্বিগুণ হারে বৈদেশিক ভাতা ও বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সিপাহীরা লাফিয়ে যে কোন বৈদেশিক সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করতো। পঞ্চমতঃ কর্ণেল ম্যাকইনেস কমিশনকে জানান যে সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আর একটা কারণ বাংলাদেশে সিপাহীরা বেতন পায় সিক্কা টাকায় অথচ উত্তর ভারতে থাকাকালীন তাদের বেতন দেওযা হয় সোনাৎ টাকায় যার মূল্যমান সিক্কা টাকা থেকে ৪.৫ শতাংশ বেশী। বারাকপুর অর্থাৎ পূর্ব্বভারতে থাকা কালীন তারা উত্তর ভারতে তাদের পরিবারের জন্য যে টাকা পাঠায় তার ক্রয়মূল্য সোনাৎ টাকার অনুপাতে কম। তাদের এই সামান্য বেতন থেকে পিঠে বাঁধা ব্যাগ ও বাহিনীর পাগড়ী টুপি পোষাক বাবদ খরচা করতে হয়। তাছাড়া ম্যাকইনেস মনে করেন যে বারাকপুরে অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘদিন অবস্থানরত রেজিমেণ্টকে বাদ দিয়ে নবাগত ২৬, ৪৭ ও ৬২ নং রেজিমেণ্টকে বার্মা অভিযানে পাঠানোর সরকারী নির্দেশ সংশ্লিষ্ট প্রথা বিরোধী কাজ সুতরাং বিদ্রোহী তিন বাহিনীর সিপাহীদের অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ। সর্ব্বশেষে ম্যাকইনেসের মতে ৩১ অক্টোবর প্যারেড গ্রাউণ্ডের কুচকাওয়াজরত তিন বাহিনীর সামনে মেজর জেনারেল ডালজেলের প্রকাশ্য ঘোষণা এই মর্মে যে সিপাহীরা যথেষ্ট বেতন পায় তার ওপর সরকারের কাছ থেকে আর কোন সুযোগ সুবিধা আশা করা উচিত নয়। এই ঘোষণা সিপাহীদের কাছে বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগের কাজ করেছে।[১৯]

এরপর কমিশনের সামনে উপস্থিত হন ব্রিগেড মেজর প্যাগসন। তাঁর সাক্ষ্যে প্রথমেই তিনি কর্ণেল ম্যাকইনেস বর্ণিত সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সমস্ত কারণগুলির সমর্থন জানান। তিনি বিশেষ করে জানান যে তিনি ২০শে অক্টোবর থেকে সিপাহীদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে কেন্দ্র করে তাদের গোপন নৈশ সভা, যতদিন না পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত দাবী পূরণ করা হয় ততদিন তারা বারাকপুর ছেড়ে অভিযানে যাত্রা করবে না, তারা কখনই জাহাজে চাপবে না প্রমুখ এই মর্মে তাদের

মধ্যে গোপন সংহতির শপথের কথা তিনি জানতেন। এবং শোনামাত্র প্যাগসন মেজর জেনারেল ডালজেল ও কর্ণেল নিকলসকে জানান। কিন্তু উভয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। ডালজেলের উপেক্ষার কারণ এই যে তিনি প্রথাগত ভাবে এ বিষয়ে কোন প্রতিবেদন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্ণেল কার্টরাইটের কাছ থেকে পান নি। প্যাগসন কমিশনকে জানান যে তিনি জানতেন যে ২১শে অক্টোবর মেজর জেনারেল ডালজেল কলকাতা গিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফের সাথে দেখা করেন কিন্তু তিনি সেই সাক্ষাৎকারে সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধি ও দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতার বিষয়ে কোন কথা তোলেন নি। প্যাগসন আরও জানান যে ক্যান্টনমেন্টের কামানের যে ছাউনিতে সিপাহীদের অতিরিক্ত মালপত্র রাখার প্রস্তাব হয়েছিল তিনি সেই জায়গা পরিদর্শন করেন এবং সিপাহীদের অভিযোগের কারণ সঠিকই। জায়গাটা এমন ভিজে স্যাঁতসেতে যে সেখানে বিছানাপত্র রাখলে তা নির্ঘাৎ পচে নষ্ট হবে।

প্যাগসন তাঁর সাক্ষ্যে স্বীকার করেন যে সিপাহীদের যদি ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং তাদের দাবীমত দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতার ব্যবস্থা করা হতো তা হলে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে অভিযানে অগ্রসর হত। কিন্তু তা না করে জেনারেল ডালজেল সিপাহীদের সামনে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলেন যা সিপাহীদের চরম ভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তিক্ত বিষাক্ত করে তোলে।[২০] এই অবস্থায় সিপাহীদের ন্যূনতম দাবী পূরণ করার জন্য প্যাগসন বারংবার মেজর জেনারেল ডালজেলকে অনুরোধ করেন এবং ২৩শে অক্টোবর তিনি স্বয়ং কলকাতা গিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরে গিয়ে কথা বলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্যাগসনের এই প্রস্তাবে ডালজেলের কোন সম্মতি না থাকায় তিনি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নি। সিপাহীদের পদোন্নতি বিষয়েও প্যাগসন স্বীকার করেন যে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের পদোন্নতি চেপে রাখা হয় এবং তা শুধু মেধা বা দক্ষতার নিরিখে নয় স্রেফ জাতিবিদ্বেষ জনিত কারণে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে সিপাহীদের পদোন্নতির প্রশ্নে বেশীরভাগ ইউরোপীয়ান অফিসারগণ নিম্ন বর্ণের হিন্দু সিপাহীদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি কর্ণেল কার্টরাইট ৪৭ নং বাহিনীর নেতৃত্ব নেওয়ার আগে জাতিবিদ্বেষ জনিত কারণে দুটি পদোন্নতি চেপে রাখার ঘটনা উল্লেখ করেন। একজন খুরমী ও অপরজন ভোজ উপজাতি সম্প্রদায়ের এই দুটি সিপাহীদের পদোন্নতি প্রথমে চেপে রাখা হয়। অতঃপর কর্ণেল কার্টরাইট যখন ৪৭ নং রেজিমেণ্টের দায়িত্ব পেলেন প্যাগসন কার্টরাইটের কাছে এই দুটি পদোন্নতির ঘটনা পেশ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে উক্ত দুই সিপাহী সাধারণতঃ নিম্ন বর্ণের হিন্দু হলেও তাদের ছোঁয়া বাসন পত্র ব্যবহার করতে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের কোন বাধা নেই। এই শুনে কার্টরাইট সাথে সাথে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্যাগসন অবশ্য কর্ণেল কার্টরাইটের গোপন পদোন্নতি দানের ঘটনা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ করেন নি।[২১] প্যাগসন দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি হল দুজন বিতর্কিত মুসলিম অফিসারের সাথে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীদের তিক্ত সম্পর্ক। দ্বিতীয় বিষয় ৪৭ নং সিপাহীদের ওপর কর্ণেল কার্টরাইটের দৈনন্দিন

নিষ্ঠুর ব্যবহার। প্রথমটির বিষয়ে প্যাগসনের বক্তব্য হল যে উপরোক্ত দুজন মুসলিম অফিসার বৃত্তিগতভাবে যথেষ্ট দক্ষ কিন্তু জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সিপাহীদের সাথে কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে সমস্ত সিপাহীর ঘৃণার পাত্র ছিলেন। প্যাগসন উভয়কে ১৮০৬ সাল থেকে ভালভাবে চেনেন। তখন তাদের বয়স খুবই কম ছিল। প্যাগসন অনেকবার উক্ত সিপাহীদের প্রতি কুৎসিত ভাষা ব্যবহারের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। প্যাগসন আরও বলেন বিদ্রোহের অনেক আগে উক্ত দুই মুসলিম অফিসারদের সংগে ধর্মনির্বিশেষে অন্যান্য সিপাহীদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ছিল। একটি ঘটনা হল ব্যরাকপুর ক্যান্টনমেণ্টের সিপাহীদের ব্যারাকে উক্ত মুসলিম সুবাদারের কুটিরের ঠিক বিপরীত দিকে কুটিরে বাস করতো শিউদয়াল তেওয়ারী নামে এক ব্রাহ্মণ সিপাহী। এই বিদ্রোহের অনেক পূর্ব্বেই শিউদয়ালের কুটিরে এক ধর্মীয় উৎসবে আরও সমস্ত সিপাহীরা আমন্ত্রিত হয়। মুসলিম সুবেদারের কুৎসিত ভাষা ও গালিগালাজে সিপাহীরা এতই বিরক্ত ছিল যে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে একজন রাত্রিতে ছেঁড়া কাপড় দলা পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে মুসলিম সুবাদারের ঘরে খড়ের চালে ফেলে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করে। এই ঘটনা থেকে মুসলিম সুবাদারের সাথে অন্যান্য সিপাহীর সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। দ্বিতীয়তঃ, প্যাগসন সোজাসুজি বলেন কর্ণেল কার্টরাইট কখনই সিপাহীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন না। তাদের হৃদয় জয় করার যে কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োজন সেটা কার্টরাইটের মধ্যে ছিল না। ফলে তাঁর প্রতি সিপাহীদের কোন আন্তরিক মর্য্যাদা বা সম্মানবোধ ছিল না। প্যারেডে তিনি সামান্য কারণে সিপাহীদের প্রতি দারুনভাবে রেগে যেতেন এবং প্রচণ্ড রোদ ও গরমের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভুল ভাবে দীর্ঘক্ষণ কুচকওয়াজে তাদেরকে হয়রানি করতেন। প্যাগসন বলেন যে কার্টরাইটের পরিবর্তে যদি মেজর হীথকোটকে তিনটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হত তাহলে বিদ্রোহের কোন প্রশ্নই উঠতো না। এই অভিযানে যে অনেক নতুন ইউরোপীয়ান অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে সিপাহীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং প্যাগসন এর সাক্ষ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্যাগসন বলেন যে সমস্ত নতুন অফিসারদের উক্ত তিনটি বাহিনীর সাথে যুক্ত করা হয় সিপাহীদের ব্যারাকে দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে তাদের কোন যোগাযোগ নেই এমন কি সিপাহীদের বৃত্তিগত সুখ সুবিধা অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম সহানুভূতি ছিল না। সেজন্য হতাশা ও বৃত্তিগত অনাস্থা ও অসন্তোষ সেই সাথে অভিযানকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিক অসুবিধা এই সব মিলিয়ে তাদেরকে বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দিয়েছে।[২২]

তদন্ত কমিশন বুঝতে পারে যে সিপাহীদের অভাব অভিযোগ ও নানা দাবী দাওয়া দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত। এবং এর পিছনে আছে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিশেষ করে সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতির অভাব। সেজন্য হতাশা ও বৃত্তিগত অনাস্থা ও অসন্তোষ সেই সাথে অভিযানকে কেন্দ্র করে বর্ণবিদ্বেষমুলক কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় কমিশনের কাছে উপস্থাপিত কর্ণেল কার্টরাইটকে লেখা ক্যাপটেন উইনফিল্ড এক চিঠির মধ্যে যার কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল ঃ

"You are taking trouble for very ungrateful dirty fellows. I enclose a report from Captain Bolton and do so with great sorrow and regret - I have ascertained that the men of the 62nd have refused to purchase - although it is not ascertained that they wont march without carriage being supplied to the government. I think it is very likely they have formed such resolution at present but they are too wise to show any improper determination and the result will be that all the odium will be thrown on the 47th or corps first to march and men amongst ourselves the left Grenadier will be sacrificed, I am convinced that it was not the want of carriage but mistaken idea they have picked up among the Bengalees concerning the country we are about to march through that causes the present discontent."[২৩]

কমিশনের কাছে পরবর্তী সাক্ষী ছিলেন লেফট্যানেন্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট। বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ ও ভবিষ্যতে যাতে সিপাহীরা এইভাবে বিদ্রোহী হয়ে না পড়ে তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে স্টুয়ার্ট সঠিক বক্তব্য রাখেন। সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ হিসাবে স্টুয়ার্ট বলেন যে তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে তাদেরকে জাহাজে চাপিয়ে বার্মা অভিযানে পাঠানো হবে ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের কোনরকম ব্যবস্থা না করেই। তিনি ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের বর্ণিত অন্যান্য সমস্ত কারণের সাথে সহমত পোষণ করেন। কমিশনের এক প্রশ্নের উত্তরে স্টুয়ার্ট বলেন যে যদি সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং মাদ্রাজী সিপাহীদের মতো তাদের দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা ও অভিযান কালে সরকারী অর্থব্যয়ে খাদ্য সরবরাহ করা হোত তাহলে অবশ্যই সবাই বিনা দ্বিধায় অভিযানে অগ্রসর হতো। তিনি উল্লেখ করেন যে তারা জেনেছে চট্টগ্রাম থেকে তাদের ৫টা কোম্পানীকে ইউরোপীয়ান সৈনিকরা ছোট কামানের ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক জাহাজে ব্রহ্মদেশে পাঠানো হয়েছে।[২৪] ব্যারাকপুরে সিপাহীদের নৈশ সভায় শপথ গ্রহণ সম্পর্কে এডজুট্যান্ট উইনফিল্ডের সাক্ষ্যে একটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল যে তারা কখনই অস্ত্র সমর্পন করবে না এবং কোন ইউরোপীয়ান অফিসারকে আঘাত করবে না।[২৫] ইউরোপীয়ান অফিসারদের মধ্যে সর্বশেষ সাক্ষী ছিলেন ডাঃ টি ই ডেমপস্টার যিনি ৪৭ নং বাহিনীর চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন। তার সাক্ষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাঁর বক্তব্য ছিল যে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীরা সবাই যথেষ্ট অনুগত, তবে তাদের বেতন, ভাতা, ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পদোন্নতির সুযোগের অভাব প্রমুখ বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ ছিল।[২৬]

এই বিদ্রোহে তিন বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে যুক্ত ভারতীয় অফিসারদের ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। ৪৭ নং বাহিনীর খোটে হাবিলদার এবং সেই সাথে বাহিনীর প্রত্যেক কোম্পানীর পিছু তিন জন ভারতীয় অফিসার এবং ২৬ ও ৬২ নং এর খোটে হাবিলদারকে তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়।

কিন্তু নৈশ সভা ও তাদের সাধারণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাদের উত্তর কমিশনের কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এবং কমিশনের কাছে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের যেটুকু জানা ছিল তা অস্বীকার করতে তারা আগে থাকতেই সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল।[২৭] কমিশন অনেক চেষ্টা করেছিল যাতে তারা নির্ভয়ে ও খোলামনে সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের আশু কারণ বলতে পারে। কিন্তু কমিশনের এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়।[২৮]

ভারতীয় অফিসাররা কিছুতে মন খুলে ঘুণাক্ষরে জানতে দিল না বিদ্রোহের আশু কারণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অফিসারদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। বৃত্তিগত কারণে তারা সামরিক অফিসারদের কাছে দায়বদ্ধ। সিপাহীদের গোপন সঙ্কল্প ও নৈশসভার সিদ্ধান্ত উচ্চতর ইউরোপীয়ান অফিসারদের জানানো তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যদিকে সিপাহীদের নানান জাগতিক সমস্যা নিয়ে তাদের যে সংঘবদ্ধ সংকল্প তার বিরোধিতা করাও তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। সেজন্য তারা কমিশনের নানান জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়ে নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। আবার এটাও ঠিক যে সিপাহীদের দাবীদাওয়া নিয়ে তাদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের প্রতি মনে মনে ভারতীয় অফিসারদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল সেটা ভয়েও হোক অথবা সমষ্টিগত স্বার্থের কারণেও হোক। কারণ সিপাহীদের বেতন বা ভাতা বৃদ্ধির সুবিধা তাদের বেতন ভাতার সংগে যুক্ত। ভারতীয় অফিসারগণ এই পরস্পর বিরোধী আনুগত্যবোধের টানাপোড়েনে কমিশনের প্রশ্নবাণের মুখে বাকশক্তিহীন ও বুদ্ধিহীনতা প্রদর্শন ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না যা কমিশনের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও হতাশব্যঞ্জক মনে হয়েছে। যে সমস্ত সিপাহী প্যারেড গ্রাউণ্ড ছেড়ে নদীয়া ও হুগলীর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের লিখিত বিবৃতি কমিশনের সামনে উপস্থিত করা হয়, কমিশন সেগুলিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়। এই সমস্ত বন্দীদের জবানবন্দীতে বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ ও পরিস্থিতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ৪৭ নং রেজিমেন্টের প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীর রামদীন তেওয়ারী যাকে ৫ই নভেম্বর বিচারে বারাকপুরে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল, হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃত তার জবানবন্দী প্রথমে কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। রামদীন বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। তাঁর জবানবন্দীতে প্যারেড গ্রাউণ্ডে রাজকীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণের পূর্ব্বেকার অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

রামদীনকে হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্ন ঃ ব্রাহ্মণ ও ছেত্রী সম্প্রদায়ের সিপাহীদের কোন সময় বলপূর্ব্বক জাহাজে পাঠানো হয় নি? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীর সুবাদার মেজর দুলাল খান এবং আমাদের বাহিনীর হাবিলদার মেজর লাল খান (দুজনেই মুসলিম) কর্ণেল (কার্টরাইট) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাঁরা আমাদের গোটা বাহিনীকে জাহাজে তুলবে। সেই জন্য কর্ণেল সাহেব লর্ডসাহেবকে (কমাণ্ডার ইন চীফ) জানিয়েছেন। কিন্তু পরে আমরা জাহাজে

যেতে রাজী হই নি। তার ফলেই বিদ্রোহের সূত্রপাত।
প্রশ্ন ঃ তারপর লালচাঁদ ও দুলাল খান কি করলেন?
উত্তর ঃ তারা শ্রীরামপুরে চলে গেলেন। কেউ বলে যে বিদ্রোহীদের হাতে তাদের জীবন বিপন্ন ছিল। সেজন্য তাদেরকে শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়েছে।
প্রশ্ন ঃ যদি সেই সময় সিপাহীদের জাহাজে না তুলে চট্টগ্রামে পাঠানো হত তাহলে তার ফলটা কি হত?
উত্তর ঃ স্থলপথে আমাদের যেখানেই অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হোক আমরা সেখানে যেতে রাজী। কিন্তু কার্যতি তাতো হয় নি। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল জাহাজে চড়া। সেই জন্য আমরা আপত্তি করেছিলাম।
রামদীন আর এক প্রশ্নের উত্তরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান ঃ আমাদের বাহিনীতে হিন্দু সিপাহীদের সংখ্যা বেশী মুসলিম সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। প্যারেড গ্রাউণ্ডে আমরা কি করব যখন এই কথা চিন্তা করছিলাম ঠিক সেই সময় আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ সুরু হয়। আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত জানানোর সময় ছিল না। আমরা আরও জেনেছি যে সিপাহীরা বর্দ্ধিত বেতনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন নির্দেশ আসে নি। সিপাহীরা মাসে ৬ টাকা বেতন নিয়ে জাহাজে উঠতে "কখনই রাজী হবে না।"[২৯]

৪৭ নং রেজিমেণ্টের রামদয়াল মিশ্র যিনি এলাহাবাদের বাসিন্দা, তাঁর সাক্ষ্যে জানানঃ আমি দেশে যেতে চেয়েছিলাম। বিদ্রোহের কারণ প্রথমতঃ আমরা জেনেছি যে আমরা যে দেশে যাচ্ছি সেখানে টাকায় ৬ সের আটা পাওয়া যায় অথচ এখানে (বারাকপুরে) আমরা পাই টাকায় ১৪ সের। দ্বিতীয়তঃ আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ব্যক্তিগত মালপত্র পবিবহনের জন্য কোন ভারবাহী বলদ পাওয়া যাবে না। সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজর এইভাবেই আমাদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং তারা আরও বলেছেন আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মালপত্র বেশীর ভাগ বিক্রী করে দিতে এবং একান্ত যেটুকু অ াশিষ্ট থাকবে তা সকলের পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। তৃতীয়তঃ সুবাদার মেজর এবং হাবিলদার মেজর আরও বলেছেন যে আমাদেরকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে জোর করে জাহাজে চাপিয়ে রেঙ্গুনে যেতে বাধ্য করা হবে। সামরিক বিভাগে আমি পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি। আমি কখনো শুনিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহাজে চাপানো এবং মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।[৩০]

উপরোক্ত বিবৃতিতে কমিশন জানতে পারে যে বিতর্কিত দুই মুসলিম অফিসার ধর্ম নির্বিশেষে সিপাহীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ায়। এই অভিযোগের সমর্থনে আরও কয়েকজন মুসলিম সিপাহীর সাক্ষ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ৪৭নং বাহিনীর সাথে যুক্ত অযোধ্যাবাসী আমীর খান বলেন, "আমি ৪৭ নং রেজিমেণ্টভুক্ত। আমার অনেকদিন কোন ছুটি নেই। সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজর হিন্দু সিপাহীদের গোমাংস খেতে বাধ্য করাবে এবং মুসলমান সিপাহীদের হুমকি দেয় তাদেরকে শূকরের মাংস খাওয়াবে। তার ওপর সুবাদার মেজর তার নিজের আত্মীয়দের পদোন্নতির

ব্যবস্থা করেছে অন্যায়ভাবে এবং অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য সিপাহীকে টপকিয়ে এটাই হল বিদ্রোহের কারণ। এসব ঘটনা সমস্ত সুবাদার ও ভারতীয় অফিসারদের জানা আছে। এখন এই দুজন মুসলিম অফিসারদের যদি কোর্ট মার্শালে বিচার হত তাহলে এই বিদ্রোহ কখনই দেখা দিত না। এই কাজে আমি আছি সাত বছর।"[৩১] শেখ করুম উল্লাহ স্বীকার করেন যে তিনি ১০/১৫ দিন আগে থাকতেই এই বিদ্রোহের কথা জানতেন।[৩২] খোসল খান বলেন "কেউ কেউ আপত্তি করেছে আর বলেছে যে তাদের বেতন যদি বাড়ানো হয় তাহলে তারা অভিযানে অগ্রসর হতে রাজী। আমি ও অন্যান্য মুসলিম সিপাহীরা জাহাজে চড়ে যেতে রাজী ছিলাম। তবে অন্যান্য সিপাহীদের সম্মতি ছাড়া আমরা যেতে পারি না।[৩৩] বাবু খান স্বীকার করেন "যে সমস্ত হিন্দু সিপাহীরা জাহাজে যেতে আপত্তি তুলেছিল তারা মুসলিম সিপাহীদের ভয় দেখিয়েছিল এই বলে যে তারা যদি কর্ণেলকে এই কথা জানায় তাহলে ওদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করবে। সুতরাং তাদেরকে তুষ্ট করার জন্য আমরা কর্ণেল সাহেবের কাছে আর যাই নি।"[৩৪]

কমিশনের সামনে শেষ যে সিপাহীর সাক্ষ্য পেশ করা হল তিনি হলেন লখনৌ এর বাসিন্দা ৪৭নং বাহিনীর গংগা সুকুল। সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের যে সমস্ত কারণ ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীরা ব্যক্ত করে গংগা সুকুলের সাক্ষ্যে তার বিস্তারিত বিববণ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের প্রধান কারণ হিসাবে গংগা সুকুল পদোন্নতির প্রশ্নে সিপাহীদের মধ্যে অন্তর্সংঘাতের দিকটা বিশেষভবে তুলে ধরেন। গংগা সুকুল তার সাক্ষ্যে বলেনঃ

"এই বিদ্রোহের কারণ এই যে প্রথমে আমরা সুবাদার মেজরের কাছ থেকে শুনলাম আমাদের রেঙ্গুনে যেতে হবে কর্ণেল (কার্টরাইট) তাঁকে একথা জানাতে বলেছেন। এই সংবাদে আমরা বেতন বৃদ্ধির দাবী তুলি এবং তাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ দেখা দিল। অতঃপর আমাদেরকে যখন বলা হল যে রেঙ্গুনের পরিবর্তে চট্টগ্রামের দিকে আমাদের যেতে হবে, তখন আমাদের রেজিমেণ্ট একথা বিশ্বাস করে নি। তারা বললেঃ যে মাত্র দুদিন আগে আমাদের রেঙ্গুনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল, সেজন্য হঠাৎ চট্টগ্রামে যাওয়ার এই গল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা। বিদ্রোহের আর একটি আসল আসল কারণ হচ্ছে অনেক বয়স্ক অভিজ্ঞ সিপাহীদের টপকিয়ে হাবিলদার মেজর ও সুবাদার মেজরের দুই আত্মীয়কে পদোন্নতির ব্যবস্থা ও তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত সিপাহী মহলে তীব্র অসন্তোষ। লাল খান হাবিলদার মেজরের ভাইপো, তাকে মাত্র চার বছর কাজ করার পর নায়েক পদে উন্নীত করা হয় এবং ঐ পদে থাকার মাত্র দু বছর পর হাবিলদার মেজর পদে বসানো হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ছ বছরের মধ্যে সিপাহী থেকে নায়ক পদে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া সুবাদার মেজর সম্প্রতি হিন্দু সিপাহীদের হুমকি দিচ্ছে যে তাদের সবাইকে রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়ে গোমাংস খাওয়াবে ও তাদের সবাইকে মুসলমান করে ছাড়বে। আমাদের রেজিমেণ্টের কর্ণেল (কার্টরাইট) উক্ত দুই মুসলিম অফিসারের ওপর অগাধ বিশ্বাস। সেজন্য আমরা তাঁর কাছে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করি নি। কারণ ঐ দুজন মুসলিম অফিসার তাঁকে যাই বলবেন কর্ণেল তাই বিশ্বাস

করবেন। কিন্তু ৬২ নং রেজিমেণ্টের লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট এবং ৪৭ নং এর ক্যাপটেন ফার্থ সিপাহীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ জানেন। যেদিন আমাদের অভিযানে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল তার একদিন পূর্ব্বে আমরা সবাই বিচার বিবেচনা করে দেখেছিলাম যে দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর ধরে হাবিলদার মেজর কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করে আমাদের উৎপীড়ন করছে সুতরাং আমরা তাকে আচ্ছা করে পেটাবো। কিন্তু আমরা তাদের আ র খুঁজে পেলাম না। তারপর বুঝলাম যাতে তারা আমাদের হাতে খুন না হয় সেজন্য তাদেরকে শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়েছে। এইভাবে সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপর হাবিলদার মেজর প্রত্যেক সিপাহীর বেতন থেকে দু টাকা করে কেটে রাখেন পিঠে বাঁধা ব্যাগের জন্য অথচ যার আসল দাম মাত্র ১২ আনা। যদি এই সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজরকে আমাদের বাহিনী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত তাহলে সমস্ত সিপাহীরা সরকার যেখানে যেতে বলতেন সেখানে যেতে প্রস্তুত ছিল। বাহিনীর সমস্ত সুবাদার ও অন্যান্য দেশীয় অফিসারগণ সবাই এই পরিস্থিতি জানেন এবং তাঁরা এসবের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত। তারা আরও জানেন যে এই রেজিমেণ্টে কোন সিপাহীর নিজস্ব বলে কোন অধিকার নেই। হাবিলদার মেজর এবং সুবাদার নিজেদেব ইচ্ছে মত যা খুশী তা করতে পারে, যাকে পছন্দ তার পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে পারে। অন্যান্য দুই বাহিনীর সিপাহী যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বেতন বৃদ্ধি। বাহিনীর পতাকা নিয়ে পুল রেজিমেণ্টের ১২ সিপাহী আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। আমরা বাহিনীর পতাকা, ৬২ নং রেজিমেণ্টের পাঁচ কোম্পানী সহ ঐ ১২ জনকে আগলে রেখেছিলাম। আমি ৪৭ নং বাহিনীর দ্বিতীয় কোম্পানীর একজন সিপাহী। আমাদের সুবাদার মেজর হলেন লাল খান। বয়স্ক সিপাহীরা যাদেরকে টপকিয়ে অন্যদের পদোন্নতি হয়েছে তারাই প্রথমে এই বিদ্রোহের পরামর্শ দিয়ে নবীন সিপাহীদের উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে।"[৩৫]

বিদ্রোহী সিপাহী থেকে সুরু করে ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদের সাক্ষ্য থেকে কমিশন বিদ্রোহের অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ের যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে ফেলে। সমস্ত তথ্যকে এখন নিজস্ব বিচারবোধ, পর্য্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে সরকারের কাছে সুপারিশ করতে হবে কি কি কারণে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য বিশেষ করে সিপাহীদের দাবী দাওয়া পূরণের প্রশাসনিক সঠিক নির্দেশিকা দিতে হবে।

কোর্টের প্রথম বিচার এই বিদ্রোহের পিছনে কি ধরণের উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। রাজনৈতিক না নিছক অরাজনৈতিক, সিপাহীদের জাগতিক বৃত্তিগত দাবী দাওয়া। অর্থাৎ সিপাহীদের অসন্তোষের মূলে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে কোন বিরোধী মানসিকতা কাজ করেছিল কিনা। যাকে সমকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক সংজ্ঞায় বলা হত "ডিস্এফেকসান।" সরকার এবং তদন্ত কমিশনের কাছে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে প্রথমে কমিশনের কাছে সিপাহীদের মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে বিশেষ করে সিপাহীদের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ও কোম্পানীর অধীনে তাদের বৃত্তিগত শর্ত গুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা

প্রয়োজন। ১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের আনুগত্য বোধহীনতা ধরা পড়েছিল। কারণ দক্ষিণ ভারতে টিপু সুলতানের পতন (শ্রীরঙ্গপত্তম এর সন্ধি ১৭৯৯) ও কোম্পানীর অধীনে দক্ষিণ ভারতীয় সিপাহীরা যারা পূর্ব্বতন মহীশূর সামরিক বিভাগে ছিল তারা মেনে নিতে পারে নি। তখনও তাদের মধ্যে ইংরাজ বিরোধী মন লুকিয়ে ছিল। সুতরাং ভেলোর বিদ্রোহের পিছনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। সে সময় কিন্তু সিপাহীদের জাগতিক বৃত্তিগত দাবী দাওয়া ও চাহিদার ভূমিকা ছিল গৌণ। কমিশনের কাছে প্রদত্ত সকলের সাক্ষ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে সিপাহীদের কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। যদিও যে নিষ্ঠুরভাবে প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীদের ওপর গোলাবর্ষণ করে তিনটি বাহিনীকে ধ্বংস করা হয় তাতে কমাণ্ডার ইন চীফ খুব সম্ভবতঃ ধরেই নিয়েছিলেন সিপাহীরা 'ডিসএফেকশানের' তাড়নায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এবং বার্মা অভিযানের সামরিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনের প্রাথমিক কাজ হল উত্তর ভারতের সিপাহীদের আর্থ সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের ওপর কিছু সমীক্ষা করা । কারণ কোর্টের পক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য , তাদের জীবন ধারা ও সংস্কারবোধ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ব্যতিরেকে এই বিদ্রোহের সঠিক কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব।[৩৬]

আগেই বলা হয়েছে আলোচ্য সময়ে উত্তর ভারতের সিপাহীদের বলা হত বেঙ্গল আর্মি। অথচ তাদের মধ্যে কেউ বাঙালী ছিল না। সবাই বিহার উত্তর প্রদেশের পাটনা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যার চাষী ও পশুপালন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হত। তাদের ১০ জনের মধ্যে ৮ জন ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু রাজপুত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আর বাকী ২ জন মুসলিম ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। নিয়োগকালে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তা খুব বাছ বিচার করতেন। তাতে বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রার্থীদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা হত। কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখেছেন " higher the caste the better and more respectability is the sepoys."[৩৭] কিন্তু সমস্যা হল যে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সিপাহীদের ধর্ম ও জাতপাতের এত বাছ বিচার ও সংস্কারবোধ যা বৃটিশ সামরিক শৃংখলা ও অনেক সময় দক্ষতার অন্তরায় ছিল। যদিও নিয়োগের পর তাদেরকে বৃটিশ সামরিক কায়দায় নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাতে তেমন কাজ হত না। কারণ সিপাহীরা দিনের বেশ অনেকটা সময় ব্যয় করতো তাদের ধর্মীয় সংস্কারগত কাজে। যেমন প্রত্যুষে স্নান, পূজা অর্চনা, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য জল সংগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে দুবেলা রান্নার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকের জন্য বেশ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বাসনপত্র প্রয়োজন এবং দূর পাল্লার অভিযানে এগুলি পরিবহনের জন্য ভারবাহী পশু একান্ত অপরিহার্য্য। উচ্চ বর্ণের হিন্দু সিপাহীরা ইউরোপীয়ান সৈন্যদের মতো মেস বা ক্যান্টিনে যৌথভাবে রান্না করে সমবেত ভোজন করতে পারে না। আবার অভিযানের জন্য যদি সমুদ্রযাত্রা প্রয়োজন হয় তাহলে উচ্চ বর্ণের সিপাহীদের দৈনিক জীবন যাত্রার আরও দুর্গতি।

প্রাত্যাহিক স্নান পূজা তো দূরে থাক, একই জাহাজে বিভিন্ন জাতধর্মের মানুষের সাথে থেকে রান্না করে দুবেলা দুটো খাওয়ার অসুবিধা। সেজন্য দেখা গেছে দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রা কালীন উচ্চ বর্ণের হিন্দু সিপাহীরা অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে তাদের জন্য যদি বর্দ্ধিত বেতন, দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা (*Batta*), সরকারী খরচে খাদ্য সরবরাহ , পরিবারের কাছে প্রত্যেক মাসে বেতন পাঠানো (family certificate) এবং অভিযান কালে মৃত্যু হলে পেনসনের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে তবেই সিপাহীরা সমুদ্রযাত্রায় আগ্রহী থাকতো। [৩৮]

তদন্ত কমিশন লক্ষ্য করেছে যে সমস্ত দূর পাল্লা ও দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক অভিযানে ঘন ঘন ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার স্বাধীনতা ব্যাঘাত হয়। তাতে সিপাহীরা বিশেষ করে হিন্দু সিপাহীরা সে সমস্ত অভিযানকে ভীষণ অপছন্দ করতো। তাছাড়া তাদের সবার অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার ফলে তারা তাদের স্ত্রী পরিবারকে বাবা মার তত্ত্বাবধানে যৌথ পরিবারের দায়িত্বে রাখতো। ফলে তারা প্রায়ই ছুটি নিয়ে পরিবারের সাথে সময় কাটাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতো। স্ত্রী পুত্র পিতামাতার প্রতি তাদের অনুরাগ ও আনুগত্যবোধ পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে মনে করতো। তার ফলে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে দূরে দীর্ঘমেয়াদী অভিযান বিশেষ করে জাহাজে চেপে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে তাদের মনে একটা সংস্কারগত বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল এবং দূর পাল্লার অভিযান তাদের কাছে চরম দুর্গতি ও অসন্তোষের কারণ ছিল। [৩৯] কমিশন আরও জানতে পারে যে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের কাছে দক্ষিণ বংগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং তা একেবারে অপছন্দ ছিল। যুদ্ধ অভিযান ছাড়া দক্ষিণ বংগ দিয়ে শান্তিকালীন সময়ে যাতায়াতেও সিপাহীদের যথেষ্ট অনীহা ছিল। তাতে দেখা গেছে পথে যেতে অনেক সিপাহী গোপনে সামরিক দল ত্যাগ করে দেশের পথে পলায়ন করেছে। তার ওপর দক্ষিণ বাংলার জলবায়ু, খাদ্য, এবং ভাষা ভিন্ন থাকায় বেশীদিন সেখানে অবস্থান করলে তাদের শরীরের শক্তি ও মনোবল ভেঙে যেত। বাংলাদেশে থাকতেই যাদের এই অসন্তোষ ও অসুবিধা তাদেরকে যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, পূর্ব্বে দক্ষিণ বাংলা চট্টগ্রাম বা বার্মার মতো ভিজে স্যাঁতসেতে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ দেশে যেতে তাদের মনোবল ভেঙে পড়া স্বাভাবিক এবং এই অবস্থায় তাদের মধ্যে সামরিক দক্ষতার অবক্ষয় হতে বাধ্য। ব্রহ্মদেশের নামেই তাদের মধ্যে চরম অনীহা দেখা দেয় এবং সেই দেশের পথে সামরিক অভিযানের কথায় তাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার ভীতি তাড়না করতে থাকে। [৪০]

ইউরোপীয় ও ভারতীয় অফিসার এবং সিপাহীদের সাক্ষ্য থেকে কমিশন নিজস্ব বিচার বিবেচনায় বিদ্রোহের কারণগুলি গুরুত্ব হিসাবে নিম্নলিখিত ভাবে সনাক্ত করেন।

এক ব্রহ্মদেশের মতো এক চরম অস্বাস্থ্যকর দেশে সামরিক অভিযানে সিপাহীদের সাধারণ অনীহা।

দুই ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও বিপদ সম্পর্কে ভয়ংকর আশংকামূলক জনমত প্রচার।

তিন জাহাজে চেপে সমুদ্রযাত্রার প্রতি সিপাহীদের সাধারণ বিতৃষ্ণা।

চার ব্যক্তিগত অত্যাবশ্যকীয় মালপত্র পরিবহনের জন্য ভারবাহী পশুর একান্ত অভাব।

পাঁচ ইউরোপীয়ান অফিসারদের ব্যক্তিগত পরিচারক ঘোড়ার গাড়ী চালক অন্যান্য অসামরিক অনুচরদের অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধি।

ছয় অভিযানরত সিপাহীদের পিঠে বাঁধা সামরিক ব্যাগের অভাব।

সাত ৪৭ নং বাহিনীর ওপর দুইজন মুসলিম সুবাদার মেজর ও হাবিলদার মেজরের অগাধ আধিপত্য।[৪১]

প্রথম কারণ সম্পর্কে কমিশন পূর্ব্বে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রামে ও বার্মার মত অস্বাস্থ্যকর জায়গার প্রতি অভিযানে সিপাহীদের দারুণ অনীহা। সেখানকার প্রতিকূল জলবায়ুও সিপাহীদের স্বাস্থ্য হানিকর। দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে কমিশন অবহিত ছিল যে চট্টগ্রাম এর দক্ষিণে বার্মা সীমান্তে ক্যাপটেন নোটনের নেতৃত্বে মে ১৮২৪ একদল সিপাহী বাহিনী (১৩০০) ব্রহ্মদেশের গেরিলা বাহিনী কর্ত্তৃক নিহত হয়। এই সংবাদ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং বারাকপুরের সমস্ত সিপাহীরা এই হত্যাকাণ্ডে বিশেষ করে ব্রহ্মদেশের দুর্ধর্ষ সৈনিকদের সম্পর্কে আতংকগ্রস্ত ছিল। ব্রহ্মদেশের সৈনিকদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কমিশন আরও তথ্য সংগ্রহ করেছে যা সিপাহীরা জানতে পারে। তার ফলে ব্রহ্মদেশের জনসাধারণের প্রতি সিপাহীদের একটা ঘৃণা ঘনীভূত হয়। এছাড়া আসামের মানুষের কাছ থেকে সিপাহীরা জেনেছে যে ব্রহ্মদেশের সৈনিকদের একটা অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে যা দ্বারা তারা শত্রুকে সমূলে বিনাশ করার ক্ষমতা ধারণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বদ্ধমূল হয় রামোতে মোট ১৩০০ সিপাহী নিধনের মধ্য দিয়ে। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে চট্টগ্রাম থেকে দলে দলে সিপাহীরা বার্মা সীমান্তে না গিয়ে দলত্যাগ করে লুকিয়ে দেশে ফিরে যায়। কমিশন আরও লক্ষ্য করে যে ১৮১১ সালে কলকাতা থেকে জাভা অভিযানের দশ বছরের মধ্যে অনেক সিপাহীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয় নি। বারাকপুরের সিপাহীরা এবিষয়ে সচেতন ছিল এবং এই ঘটনা থেকেই সিপাহীদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা সহ বর্হিবিশ্বে সামরিক অভিযানের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণা ও ভীতি ছিল। তাছাড়া কমিশন স্বীকার করে যে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রিতে নিয়োগে উচ্চ শ্রেণীর রাজপুত ব্রাহ্মণের বেশী অগ্রাধিকার দেওয়ায় তাদের মধ্যে এমনিতে বৈদেশিক অভিযান চরম অপছন্দ ছিল তার উপর বার্মার ও রেঙ্গুন নামেই সবাই সাংঘাতিক ভাবে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনে সিপাহীদের প্রদত্ত যুক্তি কমিশন সমর্থন করে। কমিশনের মতে সিপাহীদের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগত বাসন ও বিছানাপত্র তা অত্যন্ত ন্যূনতম এবং ব্রহ্মদেশে তা একান্ত অপরিহার্য্য। এবং সেগুলি পরিবহনের জন্য ভারবাহী পশু বা শকট একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ তাদের পিঠে বাঁধা ব্যাগের শুধুমাত্র ৪০ রাউণ্ড গুলি ও আপৎকালীন শুকনো খাবার বহন করার মত তৈরী। এর মধ্যে অন্য কিছু বহন করা অসম্ভব।[৪২]

কমিশন সিপাহীদের মাল পরিবহনের জন্য বলদ ও চালক সংগ্রহের অসুবিধা

লক্ষ্য করেছে। যদিও পরিবহন খরচ সিপাহীদের বহন করতে হত কিন্তু সংগ্রহের সমস্ত দায়িত্ব সামরিক কর্তৃপক্ষের। কমিশন বারাকপুরে সামরিক অফিসার ও ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে সমস্ত পত্র বিশ্লেষণ করেছে এবং কর্ণেল কার্টরাইটের সাথে সহমত পোষণ করেছে যে সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বলদ ও চালক কেনা বা ভাড়ায় সংগ্রহ করার অনেক অসুবিধা ছিল। কমিশন আরও লক্ষ্য করে যে অভিযানের সাহায্যের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুগামী লোক লস্কর নিয়োগ করতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। সাধারণতঃ তাদের ৫০ শতাংশ বেশী দিতে হয় কারণ এই সময় সবাই বর্দ্ধিত হারে বেতন দাবী করে। কমিশন দেখেছে যে এই সমস্ত অসামরিক অনুগামীদের সাধারণ বেতনের চার গুণ দিয়ে নিয়োগ করতে হয়েছে। নতুবা তারা বার্মার মত দুর্গম দেশে অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে না। অভিযানকালে সরকারী ঠিকাদাররা চারগুণ দামে সরকারী মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থা করে। মোট কথা কমিশন পরিবহনের জন্য পশু এবং তার চালক ক্রয় বা ভাড়া করার নিদারুণ অসুবিধা সম্পর্কে সামরিক অধিকর্তার বক্তব্য তার যৌক্তিকতা পুরোপুরিভাবে স্বীকার করে। এবং এই মন্তব্য করে যে এই সময় পশু ভাড়া করা বা ক্রয় করা একেবারে অসম্ভব। এবং সিপাহীরা তার জন্য যত মূল্য দিতে সক্ষম হলেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পশুর চালক সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।[৪৩]

তিনটি সিপাহী বাহিনীকে বার্মায় পাঠানো এবং একই সাথে সিপাহীদের দাবী দাওয়া পূরণ করা এই দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্ণেল কার্টরাইট যে উভয় সংকটে পড়েন কমিশনের কাছে তা পরিস্কার হয়। তবে কমিশনের অভিমত কার্টরাইট উভয় দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা করেছেন। বলদ কিনতে বা ভাড়া করতে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যর্থ হলেন তখন কার্টরাইট নিজের পকেট থেকে অগ্রিম টাকা দিয়ে অন্ততঃ ১০০ বলদ কেনার চেষ্টা করেছেন। কার্টরাইটের আশা ছিল যে এই ১০০ বলদ দ্বারা অন্ততঃপক্ষে তিনি ১৪০ জন ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসার ও ড্রাম বাদকদের ব্যক্তিগত মালপরিবহনে সাহায্য করতে পারবেন।[৪৪] কার্টরাইটের এই প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল এবং তিনি সাথে সাথে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান যে সাধারণ সিপাহীদের জন্য বলদ সংগ্রহে তাঁর ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে। অবশ্য তখন সিপাহীদের অসন্তোষ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী ভাব তুংগে এবং তা শান্ত করার আর কোন উপায় ছিল না। তা সত্ত্বেও কোর্ট মনে করে যে সেই সময় যদি সিপাহীদের জন্য কিছু বলদ সংগ্রহ করা যেত তাহলে ৪৭ নং রেজিমেণ্ট বার্মা অভিযানে অগ্রসর হত এবং তাদের অন্যান্য দাবীর ও অভিযোগের কোন প্রশ্ন উঠতো না।[৪৫] তবে সিপাহীদের জন্য আর কোন বলদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং তাদেরকে ১লা নভেম্বর বিনা বলদে বার্মা অভিযানে যাত্রা করতে হবে এই মর্মে কার্টরাইটের প্রকাশ্য ঘোষণা কমিশন দোষার্হ মনে করেন। এই ঘোষণা "have filled the minds of the mutineers with the impression that government bestowed their care and attention on every body else but the sepoys" এবং এর পর থেকে ৪৭ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাকে যে নৈশ সভা চলেছিল

এই ঘোষণা সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার পরই প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরী হয়।[৪৬]

কমিশন আরও জানতে পারে সিপাহীদের মধ্যে এই ঘটনা চাউর হয়ে গেছে যে তারা ব্যতীত সর্ব্বস্তরের সামরিক বিভাগে কর্মীদের সাধারণ বাজার দরের দ্বিগুণ বেতন বৃদ্ধি করা হায়ছে এবং চট্টগ্রামে যে সমস্ত মাদ্রাজী সিপাহী অবস্থান করছে যাদের দক্ষতা সবাই নীচু চোখে দেখে তাদের জন্য দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা ছাড়াও সরকারী খরচে তাদের দৈনিক খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সিপাহীদের অসন্তোষের অপর একটি কারণ কমিশন আবিষ্কার করে। সেটা হচ্ছে এই যে উত্তর ভারতের সিপাহীরা যখন উত্তর ভারতে থাকে তখন তারা উত্তর ভারতীয় সোনাট রূপয়ায় বেতন পায় এবং বারাকপুর তথা দক্ষিণ বাংলায় কর্মরত অবস্থায় তাদের বেতন দেওয়া হয় সিক্কা রূপয়াতে। যেহেতু সমকালীন উভয় টাকার বিনিময় মূল্য হার হিসাবে সিক্কা টাকার ক্রয় মূল্য সোনাৎ টাকার থেকে ৪.৫ শতাংশ কম, সুতরাং দক্ষিণ বাংলায় কাজ করলে সিপাহীরা টাকার দিক থেকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের মনে হয় বাংলা দেশে কাজ করলে তারা নিম্নমানের টাকায় বেতন পায়। এই বিষয়টাও তাদের কাছে কম অশান্তির নয়।[৪৭]

কমিশন আরও আবিষ্কার করে যে এই সামান্য বেতন থেকে সিপাহীরা "a great variety of articles of equipment" কেনার জন্য খরচা করে। প্রথমতঃ তাদের দুই জোড়া সুতির জামা ও প্যান্ট কিনতে হবে এই বেতন থেকেই এবং যেহেতু পোষাকগুলি নিয়মিত পরিষ্কার এবং প্রয়োজন মত সেলাই ও মেরামত করতে হয় এবং কাচতে হয় এসব খরচা তাদের। কমিশন আরও জানতে পারে যে ইউরোপীয়ান এবং মাদ্রাজী সিপাহীদের জামা কাপড় মেরামত ও কাচার সমস্ত খরচ সরকার বহন করে। কিন্তু উত্তর ভারতে সিপাহীরা সরকারের কাছ থেকে এ ধরণের সাহায্য থেকে বঞ্চিত। সিপাহীদের রেজিমেণ্টের টুপি নিজেদের পয়সায় তৈরী করিয়ে নিতে হয়। এই টুপি প্রথম বেতের কাঠামোয় তৈরী তার ওপর নীল পুরু কাপড় দিয়ে মুড়ে মসৃন তৈলাক্ত চামড়া দিয়ে ঢাকা হয় যাতে বৃষ্টি বাদলের দিনে টুপি থেকে জল চুঁইয়ে মাথায় না জমে। শীতকালে সিপাহীদের বড় কোট খুবই প্রয়োজনীয়। এই কোট তৈরী হয় কম্বলের দ্বারা তলায় সুতির কাপড় দিয়ে সেলাই করা থাকে। এই কোটও সিপাহীদের কাছে ব্যয়বহুল। বেশ ভারী হওয়ার জন্য কোন সামরিক অভিযানকালে এই বড় কোট বহন করা খুব কঠিন। তার ফলে প্রতি দশজন সিপাহী পিছু মাত্র একটি বড় কোট তাদের জন্য বরাদ্দ। খুব ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির সময় এগুলি ব্যবহার করে থাকে। কমিশন মনে করে যে যেখানে প্রত্যেক সিপাহীর একটি করে নিজস্ব কোট একান্ত প্রয়োজনীয় সেখানে দশজন পিছু মাত্র একটি কোটের বরাদ্দ "totally inadequate in the present service"।[৪৮] এই অভাবও তাদের দীর্ঘ দিন ব্যাপী অশান্তির কারণ। কমিশন সিপাহীদের আরও অনেক খরচার কথা উল্লেখ করে এবং সবই তাদের নিজেদের রেজিমেণ্টের নামও সংখ্যা খোদাই করা একটি পিতলের ফলক সহ কোমরবন্ধ নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেগুলি তাদের সামরিক পোষাকে ব্যবহার করা হয়।

কমিশন আরও লক্ষ্য করে যে সিপাহীদের এত সমস্ত খরচার ওপর যেখানে

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট ইউরোপীয়ান সৈনিকদের থাকার জন্য সরকারী খরচায় পাকা ঘর বাঁধার ব্যবস্থা, সেখানে কোম্পানী সিপাহীদের জন্য ক্যান্টনমেন্টের সিপাহী ব্যারাকে কোন খরচা সরকার থেকে দেওয়া হত না। ঘর বাঁধার জন্য একপ্রস্থ জমি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। সেই জমিতে নিজেদের খরচায় ১০ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট লম্বা বাঁশ দিয়ে খড় বিচালীর চালে কুঁড়েঘর করতে হয়। প্রত্যেক কুটিরের সামনে সরু একফালি বারান্দা সেখানেই তাদের উনান ও রান্নার ব্যবস্থা।[৩৯] সুতরাং মোটের উপর সিপাহীরা বেতন ছাড়া প্রতি এক বছর অন্তর একটা করে রেজিমেণ্টাল কোট ও এক জোড়া পাতলুন সরকারের কাছ থেকে পায়। যেগুলি তারা কর্ত্তব্য কালীন পোষাক হিসাবে ব্যবহার করে। তবে অভিযান কালে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য ভারবাহী পশু/শকট ভাড়া করতে হয় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশী দামে। তার ওপর অভিযান শেষে সব পশু ফেরত পাঠানোর খরচাও তাদের। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন মন্তব্য করে যে পৃথিবীর কোন দেশের সামরিক বাহিনীতে সৈনিকদের নিজেদের বৃত্তিগত কাজের জন্য নিজের বেতন থেকে এত পয়সা খরচা করতে হয় না। একে তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সব সময় অভিযানে ব্যস্ত থাকতে হয়। তার ওপর নিজস্ব মাল পরিবহনের ছাড়া অন্যান্য ছোট খাট নানান খরচার সমস্ত ভারটা পড়ে তাদের সামান্য বেতনের ওপর। সে ক্ষেত্রে তারা দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা পেলেও সামগ্রিক খরচার তুলনায় তা অতি সামান্য।[৪০] পিঠে বাঁধা ব্যাগ কম সরবরাহের জন্য সিপাহীদের মধ্যে যথেষ্ট অভিযোগ ছিল। তার কারণ হিসাবে কমিশন আবিষ্কার করে যে যেহেতু এই অভিযানে সমস্ত নৌকা সামরিক ভারী জিনিষপত্র পরিবহনের জন্য নিযুক্ত করা হয় সেজন্য গংগা নদীপথে ফতেগড় থেকে বারাকপুরে ন্যাপস্যাক পরিবহন বিলম্বিত হয়ে পড়ে।[৪১]

দুইজন মুসলিম নন কমিশণ্ড অফিসারের প্রভাবে কর্ণেল কার্টরাইট দুজন সিপাহীকে নিয়মবহির্ভূত ভাবে পদোন্নতি মঞ্জুর করার জন্য গোটা সিপাহী বাহিনীর মধ্যে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পথ সুগম করে দিয়েছিল এ বিষযে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কাজটা "undoubtedly irregular and prejudicial to the claims of the others."[৪২] তবে কমিশন এই বিষয়ে নিবিড় তদন্ত করে জানতে পারে যে দুজনের মধ্যে একজনের পদোন্নতি হয়েছিল কার্টরাইট ৪৭নং বাহিনীর দায়িত্ব পাওয়ার পূর্ব্বে এবং তিনি বয়সের দিক থেকে কম হলেও তার সামরিক গুণগত দক্ষতা অনেকের থেকে উৎকর্ষ ছিল।[৪৩] এই বিদ্রোহের পিছনে সিপাহীদের আসল মনোভাব বিচার করতে গিয়ে কমিশনের বক্তব্য হল যে সিপাহীরা এমনিতে দীর্ঘদিনের নানান অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়া নিয়ে বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত ছিল। তার ওপর অন্ততঃ তাৎক্ষণিক অভাব না মিটিয়ে দূরপাল্লার সমুদ্র অভিযানে যেতে বাধ্য করানোর ফলে তাদের সেই অসন্তোষ বিক্ষোভ ও হতাশার চরম বিস্ফোরণ হচ্ছে এই বিদ্রোহ যদিও তাদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র ছিল এবং তারা গভীর আত্মপ্রত্যয় ও সাহসের সাথে অপেক্ষা করে ছিল তাদের প্রতি কোম্পানীর শেষ সুবিচারের আশায়। বিদ্রোহী সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত সিপাহীদের উত্তেজিত করে কোম্পানী সরকারকে

উৎখাত করতে যাবে এমন মানসিকতার বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায় নি।[৫৪] কমিশন আরও জানায় যে যদিও সেদিন সমস্ত সিপাহী দারুণভাবে উত্তেজিত ছিল তারা একজন ইউরোপীয়ানকেও আঘাত করে নি। ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বাইরে কোন মানুষ তাদের বিদ্রোহী ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের জন্য কোনরকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। সেই একই রকম ভাবে তাদেরকে এমন হিংসাত্মক ভাবে হত্যা করা হোক কেউ এটা চায় নি। কমিশন আরও লক্ষ্য করেছে যে প্যারেড গ্রাউণ্ড ছেড়ে দৌড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা পথে কাউকে কোন আঘাত করে নি যদিও প্রত্যেকের হাতে ৪০ রাউণ্ড গুলি সহ বন্দুক ছিল।[৫৫]

কমিশন পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছে যে তারা এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতীয় অফিসারদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। তাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে ভারতীয় অফিসারগণ সিপাহীদের অসন্তোষের পুরো ব্যাপার তাদের কাছে ভালভাবেই জানা ছিল এবং বিদ্রোহের প্রতি তাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। কিন্তু কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তারা বেমালুম সমস্ত ঘটনা ও তথ্য চেপে যায় এবং প্যারেড গ্রাউণ্ডে তিন বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণের পূর্ব্বে তারা ইউরোপীয়ান অফিসারের নির্দেশে নির্দ্বিধায় বিদ্রোহীদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের বাংলোতে সরে পড়ে। কমিশনের মতে তাদের এই ধরণের কার্য্য কলাপ এবং ব্যবহারের মধ্যে এক প্রকার অপরাধমূলক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহের সুরু থেকে চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ান অফিসার ও সিপাহীদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্যে এটা প্রকাশ পায় যে ইউরোপীয়ান অফিসারের প্রতি সিপাহীদের আনুগত্য ও মর্য্যাদাবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। কমিশন আরও লক্ষ্য করেছে যে ১৭৬০ সালের ক্লাইভের নেতৃত্বে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রি গঠনের পর থেকে ১৮০২ সাল পর্য্যন্ত সিপাহীরা কোম্পানীর সামরিক বিভাগের সৈনিকের কাজে খুবই আকৃষ্ট ছিল। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানী সিপাহীদের সুযোগ সুবিধার দিকে যথেষ্ট নজর রাখতো। কিন্তু ১৮০২ সালের পর যখন (শ্রীরংগপত্তম সন্ধিতে টিপুর পতনের পর) গোটা দক্ষিণ ভারত ও বেনারসের উত্তর দিকে সমস্ত অঞ্চল কোম্পানীর অধীনস্থ হয় তখন থেকে ইউরোপীয়ান অফিসারগণ কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান মনে করতে থাকে। সেই সাথে সিপাহীদের প্রতি তাদের সহানুভূতির ক্রম অবনতি লক্ষ্য করা যায় এবং সিপাহীদের তরফ থেকেও কোম্পানীর প্রতি তাদের আনুগত্য এবং ইউরোপীয়ান অফিসারদের প্রতি সমীহবোধ ক্রমশঃ কমতে থাকে।[৫৬]

কমিশন আরও লক্ষ্য করে যে এই ৪০ বছরে সিপাহীদের পোষাক ও অন্যান্য বৃত্তিগত জিনিষপত্রের জন্য যেমন খরচা ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে সিপাহীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ সুবিধার কোন উন্নতি হয় নি। তার ওপর এই সময়ের মধ্যে সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সিপাহীরা যথেষ্ট আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিল। এসব কাজকে সমাজে জনসাধারণের চোখে তাদের নিজেদের খুব ছোট মনে হোত। জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং সুযোগ সুবিধা কমতে

থাকায় কোম্পানীর সামরিক বিভাগে তাদের নিষ্ঠা ও উৎসাহের ভাটা পড়তে থাকে।[৫৭] কমিশন অবশ্য স্বীকার করে যে পদোন্নতির উপযুক্ত সুযোগের অভাব সিপাহীদের অশান্তির অন্যতম কারণ। কমিশন উল্লেখ করে যে "It is indeed much to be regretted that no means have hitherto devised to secure comfortable provision for the old sepoys as they arrive at the top of the rolls of their respective companies and are rendered unfit for promotion in the regular Corps of the line from old age as nothing would be more likely to give effect to exertions of the European Officers to improve the discipline of the native army . . . ."[৫৮] কমিশন লক্ষ্য করে যে 'হয়ত' সমস্ত সামরিক বিভাগে এমন কোন পদাতিক বাহিনী নেই যার একজন সুবাদারকে ৩০ থেকে ৪০ বছর কাজ করতে হয় নি। ঠিক তেমনি এক জমাদার পদে উন্নীত হতে গিয়ে তাকে ২০ থেকে ৩০ বছর এবং একজন হাবিলদারকে ২০ থেকে ২৫ বছর সৈনিক হিসাবে কাজ করতে হয়েছে তবেই তাদের পদোন্নতির সুযোগ আসে।[৫৯] কমিশন আরও আবিষ্কার করে যে প্রত্যেক রেজিমেন্টের ২০ জন ভারতীয় কমিশণ্ড অফিসারদের মধ্যে মাত্র ৫ জনকে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে নিযুক্ত করা যায়। তারা "mostly inactive feeble old men who having outlived all zeal for the service and every proper military feeling, clung to it merely on account of its pay and were a burden to the corps, a clog to its movements, drawback to its efficiency and as useless as aids to its commanding and other European officers."[৬০] কমিশন আরও স্বীকার করে যে যদি পদোন্নতির দ্রুত ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সর্ব্বস্তরের সিপাহীদের মধ্যে বৃত্তিগত কাজে তাদের উৎসাহী মনোভাব সদা জাগ্রত থাকতো। কমিশণ্ড ও ননকমিশণ্ড অফিসাররা তাদের নিজস্ব জায়গায় দক্ষতার সাথে কাজ করতেন এবং তাদের প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে অধস্তন সাধারণ সিপাহীরাও সমদক্ষতার সাথে কোম্পানীর কাজে নিজেদের সম্মানিত বোধ করতেন।[৬১]

সিপাহীদের বাড়ী যাওয়ার ছুটির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা তাদের আর এক দীর্ঘস্থায়ী অশান্তির কারণ। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে কোম্পানীর অধীনে তাদের কর্ম্মজীবনে ছুটিতে দেশে যাওয়া ও বিভিন্ন পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনের সাথে নিয়মিত মিলিত হওয়ার মধ্যে তারা যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করে তাতে তাদের কাজে দক্ষতা যথেষ্ট ভাবে বাড়তে সাহায্য করে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে সিপাহীরা সবাই সাধারণত অনেক অল্পবয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। যৌথ পরিবারের অমোঘ প্রথা ও সংস্কার ছাড়া প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে তারা স্ত্রী পুত্র কন্যাদের তাদের বাবা মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে আসে। সুতরাং সামাজিক ধর্মীয় ও পারিবারিক নানান কারণে প্রায়শঃ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়া ও তাদের সাথে কিছু দিন ছুটি কাটানো একটা পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব। ১৮০২ সালের পূর্ব্বে কোম্পানীর সাম্রাজ্য বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা

ও উত্তর ভারতে বেনারস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার ফলে সিপাহীদের কার্য্যকালীন অবস্থান উক্ত অঞ্চলের মধ্যে সীমিত ছিল। এবং ব্যারাক থেকে নিজেদের বাড়ীতে ছুটি কাটাতে ও যাতায়াত করতে সময় তেমন লাগতো না। এবং কোম্পানীর কাজ থেকে ছুটির ওপর তেমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু ১৮০২ সালের পর যখন গোটা দক্ষিণ ভারত কোম্পানীর অধিকারে আসে তখন উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সেনানিবাসে ও বিভিন্ন অভিযানে কর্ত্তব্যরত থাকতে হয়। এই সময়ে সারা দেশে রাস্তা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে খুবই অনুন্নত ছিল। এক্ষেত্রে বাড়ীতে ছুটি কাটাতে গেলে দীর্ঘদিনের ছুটির প্রয়োজন ছিল। এবং এই সমস্ত ছুটির আবেদন সহজে মঞ্জুর করা হত না। আবার যদিও কোন কোন সময় ছুটি মঞ্জুর হত সিপাহীরা ছুটি কাটিয়ে ব্যারাকে ফিরতে ছুটির মেয়াদ পেরিয়ে গেলে কাজে ফিরে গেলে বেত্রাঘাত প্রমুখ নিষ্ঠুর অপমানকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। এই অপমান ও নিষ্ঠুর ব্যবহার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক সিপাহী সামরিক বাহিনী পরিত্যাগ করে গোপনে দেশের পথে রওনা হত। তাতে সামরিক অধিকর্তারি যথেষ্ট উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ ছিল। সেজন্য কমিশন মনে করে যে সিপাহীদের মধ্যে চরম অশান্তির অন্যতম কারণ সিপাহীদের ছুটির সুযোগের অভাব।[৮২]

কমিশনের সর্ব্বশেষ বক্তব্য হল যে কোম্পানীর প্রশাসনের চল্লিশ বছরের পরে সামরিক বিভাগে সিপাহীদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে সিপাহীদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও তাদের মধ্যে শৃংখলা বোধের অবনতি ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে সিপাহীরা প্রশিক্ষণের দিক থেকে পূর্ব্বেকার মত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কারণ সেই সময় সিপাহীদের এক একটা বৃহৎ অংশকে সেনানিবাসে রাখা হোত এবং খুব অধিক সংখ্যক সিপাহীদের এক সাথে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও কুচকাওয়াজ করানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক ইউরোপীয়ান অফিসার বড় দলের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট বাহিনীতে ভাগ করে সিপাহীদের কুচকাওয়াজ করানোর ব্যবস্থা, নিয়মিত ভাবে ব্যায়ামের অভাব, ইউরোপীয়ান অফিসারদের পরিবর্ত্তে ভারতীয় অফিসারদের প্রশিক্ষণ, বিরতিবিহীন প্রচণ্ড কাজের চাপ প্রমুখ কারণে সিপাহীদের দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ ক্রমশঃ কমে যায় এবং ইউরোপীয়ান অফিসারদের প্রতি সিপাহীদের সখ্যতাবোধের অবনতি ঘটে। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে সিপাহীদের মধ্যে সামরিক শৃংখলাবোধের দারুণ অবক্ষয় দেখা দেয়।

কমিশনের মতে সরকারের প্রতি সিপাহীদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা বোধ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের উচিত অবিলম্বে সিপাহীদের সমস্ত ন্যায্য দাবী পূরণ করা। এই বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ হল ঃ - এক ঃ বৈদেশিক ও সমুদ্র অভিযানে দ্বিগুণ বৈদেশিক ভাতা ও বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ; দুই ঃ সরকারী খরচে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের ব্যবস্থা; তিনঃ সরকারী খরচে প্রত্যেক সিপাহীর জন্য বড় কোট ও গরম জামার ব্যবস্থা; চার ঃ দূর পাল্লার ও দীর্ঘমেয়াদী অভিযানে সিপাহীদের পরিবারবর্গের জন্য দেশে বসেই পারিবারিক সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সিপাহীদের নিয়মিতভাবে বেতন পাঠানোর ব্যবস্থা। পাঁচ ঃ পেনসনের ব্যবস্থা বিশেষ করে দীর্ঘ দিন ব্যাপী বহির্বিশ্বে

অভিযানে সিপাহীদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ছয় ঃ সিপাহীরা যাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারে তার জন্য সবেতন ছুটি।[৬৩]

তদন্ত কমিশন একটা সরকারী সংস্থা হওয়ার জন্য ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় অফিসার এবং সিপাহীদের প্রদত্ত সাক্ষ্যে নিহিত অনেক কিছু ঘটনা ও তথ্য সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে যেগুলো খুঁটিয়ে দেখলে বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণের ওপর আরও কিছু আলোকপাত করা যেত। কমিশন প্রদত্ত সাক্ষ্য যেভাবে মূল্যায়ণ করেছে তাতে মনে হয় যেন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিপাহীদের দীর্ঘদিনের দাবী দাওয়া ও অসুবিধা গুলি চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা। সেজন্য কমিশন বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ আগ্রহী ছিল না যাতে তিনটি বিদ্রোহী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে কোন বিতর্কিত প্রশ্ন না ওঠে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে লেফট্যানেন্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস ও ব্রিগেড মেজর প্যাগসনের সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণের জন্য কর্ণেল কার্টরাইট, মেজর জেনারেল ডালজেল এবং কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেটের দায়িত্ব সব থেকে বেশী। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কমিশনের সামগ্রিক প্রতিবেদন ও তদন্তে তার কোন প্রতিফলন নেই। অবশ্য এর কারণ হচ্ছে তদন্ত কমিশন একটি সরকার ও সামরিক অধিকর্তার নির্দেশে গঠিত হওয়ার ফলে উপরোক্ত তিন সামরিক অফিসারদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রশ্ন তোলার আইনগত এক্তিয়ার তাঁদের ছিল না। খুব ভাল কথা। কিন্তু যে দুজন বিতর্কিত মুসলিম অফিসার যাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ ছিল যে তাঁরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিদ্রোহী সিপাহীদের সাম্প্রদায়িক হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না? তাঁদের দুজন আত্মীয়দের পদোন্নতি নিয়ে তাঁরা যে গোপনে রাত্রিতে প্রায়শঃ কর্ণেল কার্টরাইটের বাংলোয় যাতায়াত করতেন এই বিষয়ে তদন্ত করার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তাছাড়া কোনরকম ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিয়েই কেনই বা কার্টরাইট প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রকাশ্যে সিপাহীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেনঃ "ঘাবড়াও মাৎ তুমকো আউর কুছ খানা দেউঙ্গা"। আবার তিনি ভালভাবেই জানতেন যে মাত্র ১৪০ জন ভারতীয় অফিসার ও ড্রামবাদক ছাড়া তিনি আর কোন সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারবেন না এবং সেজন্য তিনি তাদের সমস্ত মালপত্র কমিয়ে ফেলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এত সমস্ত ঘটনার পরেও কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বললেন যে সিপাহীদের মাল পরিবহনের প্রশ্নটি ছিল একটা নেহাৎ অছিলা মাত্র (a mere pretence)।[৬৪]

তদন্ত কমিশন ক্যাপটেন উইনফিল্ডের সাক্ষ্যের ঠিক মত গুরুত্ব অনুধাবন করে নি। উইনফিল্ড স্পষ্টভাবে সিপাহীদের নিম্নলিখিত অভিযোগগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন যে (ক) কর্ণেল কার্টরাইট কয়েকজন সিপাহীকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে পদোন্নতি মঞ্জুর করেছেন। (খ) সিপাহীদের গোপন নৈশ সভার ঘটনা অভিযানের দু সপ্তাহ পূর্ব্বে ইউরোপীয়ান অফিসারদের জানা ছিল। (গ) বর্দ্ধিত বেতন, দ্বিগুণ বাটা (বৈদেশিক

ভাতা) ও ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবাদি পশু প্রমুখ সিপাহীদের দাবীকে কার্টরাইট সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।[৬৫] আরও লক্ষ্য করা যায় যে কমিশন ৬১তম রেজিমেণ্টের এডজুট্যাণ্ট লেফট্যানেণ্ট ষ্টকের সাক্ষ্য উপেক্ষা করেছে। তাঁর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে বিদ্রোহী সিপাহীদের গোপন নৈশ সভার সংবাদ প্রত্যেক ইউরোপীয়ান অফিসাররা জানতেন অথচ এই ধরণের একটা গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনার কোন অনুসন্ধানমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। তাঁর সাক্ষ্যের কিছু অংশের পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার রেজিমেণ্টের হাবিলদার আসান সিং কি সিপাহীদের নৈশ সভার বিষয়ে আপনাকে জানিয়েছিল ?

উ ঃ হাবিলদার আমাকে ২৭শে অক্টোবর জানিয়েছিল ৪৭ নং বাহিনীর সিপাহীদের নৈশ সভার কথা। এই রকম একটা সাধারণ রটনা ছাড়া তাদের মধ্যে যে কোন অশান্তি আছে সেটা আমাদের জানা নেই ।

প্রশ্ন ঃ হাবিলদারের কাছে এই সংবাদ শুনে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?

উ ঃ আমি এর ওপর কে ান গুরুত্ব দেই নি কারণ সংবাদটা হাবিলদার মেজরের কাছ থেকে আসে নি। আসান সিং যদিও খুব ভাল মানুষ। একটু বেশী কথা বলেন। আমি আরও শুনেছি যে কর্ণেল কার্টরাইট তাদের ভারবাহী পশু সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের আসল অশান্তির প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন। আমি আরও জানি যে মেজর জেনারেল সকালের প্যারেডে সিপাহীদের অশান্তির কথা জানেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৭ নং রেজিমেণ্ট ছাড়া অন্যান্য রেজিমেণ্টের সিপাহীদের নৈশ সভার কথা শুনেছেন ?

উ ঃ হ্যাঁ ৩১ অক্টোবর সকালেই এই ধরণের সংবাদ আমার কাছে এসেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন আপনার রেজিমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে এই ধরণের সভা সংঘঠিত হয়েছিল ?

উ ঃ না, কখনই না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন যে এই সমস্ত সভা বন্ধ করা এবং তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

উ ঃ না, আমি মনে করি হয় নি।[৬৬]

এই পটভূমিতে ভেলোরে বিদ্রোহে (১৮০৬) দেখা গেছে যে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক তাঁর কমাণ্ডার ইন চীফ জন কার্ডককে বরখাস্ত করার কারণ তাঁরা সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন নি যদিও এই অশান্তির সংবাদ বিদ্রোহের পূর্ব্বে তাঁদের কাছে পৌঁছয় নি। কিন্তু বারাকপুরে সিপাহীরা সবাই প্রথম থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে তারা ইউরোপীয়ান অফিসারদের কোন ক্ষতি করবে না এবং সমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে তিনটি বাহিনী দুই সপ্তাহ ধরে বিক্ষুব্ধ থাকলেও এমনকি বিদ্রোহের দিন প্যারেড গ্রাউণ্ডে অত্যন্ত উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কোন ইউরোপীয়ান অফিসারের গায়ে আঁচড় পর্য্যন্ত লাগেনি। তাসত্ত্বেও রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণে গোটা তিনটি বাহিনীকে উড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের

বিষয় তদন্ত কমিশন নৈশ সভা ও সিপাহীদের অশান্তির পূর্ব্ব অনুসন্ধানে ব্যর্থ ভার প্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নি। বিশেষ করে কর্ণেল কার্টরাইটের সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে কমিশন নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছে যে কার্টরাইটের প্রকাশ্য ঘোষণা ও কাজের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক ছিল। কিন্তু কমিশন এসব প্রশ্নের প্রসংগ একেবারেই এড়িয়ে গেছে পাছে সিপাহীদের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বিতৃষ্ণা, অজানা অসহানুভূতি ও কিছুটা বর্ণবিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তবে কমিশন সিপাহীদের দীর্ঘদিনের সমস্ত সমস্যা ও তাদের অসন্তোষের যৌক্তিক কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির দ্রুত সমাধানের যে দীর্ঘ সুপারিশ করেছে তা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ। এই ব্যাপারে কমিশন দ্ব্যর্থব্যঞ্জকহীন ভাষায় কোম্পানীর সামরিক বিভাগের অনেক দোষ ত্রুটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকারকে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়। অন্যদিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট বিদ্রোহ দমনের জন্য কমাণ্ডার ইন চীফের নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থাকে সরকারী সম্মতি জানিয়েছেন। অবশ্য সমর্থন না করে তাঁর কোন উপায় ছিল না, কিন্তু তদন্ত কমিশনের সুপারিশ ক্রমে সিপাহীদের দীর্ঘদিনের দাবী দাওয়া পূরণের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ের এই দাবী পূরণের সরকারী আদেশ নামার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। Documents Re' to Barrackpore Mutiny, Proceedings of the Court of Enquiry, পূর্ব্বে উল্লেখিত পৃঃ ৯৩।

২। Appendix 9, Proceedings of the Court of Enquiry, op. cit., পৃঃ ৩৭৮।

৩। Evidence of Lt Cartwright before the Court of Enquiry. Documents, re: Barrackpore Mutiny etc. op. cit, পৃঃ ৯৪ - ১০৪।

৪। ঐ, পৃঃ ১৪২ - ১৪৩।

৫। ঐ।

৬। ঐ।

৭। তদেব পৃঃ ১৪৩ - ৪৫।

৮। Evidence of Captain Firth before the Court of Enquiry, op. cit., পৃঃ ১৭৪ - ২০০।

৯। ঐ, পৃঃ ১৮৫ - ৮৮।

১০। ঐ, পৃঃ ১৮৮।

১১। Quoted in Appendix toProceedings of the Special Court of Enquiry on the Barrackpore Mutiny, op cit., পৃঃ ৪৬৫ - ৪৭৩।

১২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : (ক) General Order of the Govt.(Vice-President of February 1815, No. 66, Extract Bengal Military Consultation, (BMC), 10 February 1815, Fort William,quoted in, ibid, পৃঃ 477-82; (খ) General Order of the Vice-President of the council, 16 June 1815, No. 104, Fort William Extract, BMC, 16 June 1815 quoted in ibid, পৃঃ 485-87; (গ) General Order of the Governor General in Council, No 111, Fort William,

1 May 1819, enclosed Extract BMC. quoted in ibid. পৃঃ 489-96

১৩। Evidence of Captain Firth before the Court of Enquiry , op cit., পৃঃ 465-473.

১৪। তদেব পৃঃ ১৮৯ -২০০

১৫। Evidence of Captain Bolton, ibid. পৃঃ ২০১-২২৫

১৬। ঐ।

১৭। Evidence of Lt. Col. McInnes, before the Special Court of Enquiry on the Barrackpore Mutiny. পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ২৮১-৮২।

১৮। ঐ।

১৯। ঐ , পৃঃ ২৪২ - ৪৪।

২০। Evidence of Brigade Major Pagson before the Court of Enquiry on the Barrackpore Mutiny. op. cit , পৃঃ ২৯৩।

২১। Evidence of Brigade Major Pagson before the Court of Special Enquiry in the Barrackpore Mutiny. op cit, পৃঃ ২৯৭-৯৮

২২। ঐ, পৃঃ ২৯৭-৯৮।

২৩। Winfield to Cartwright, Barrackpore, 28 October 1824, enclo. Proceedings of the Special Court of Enquiry on the Barrackpore, Mutiny, op.cit., পৃঃ ১০৩ - ০৪।

২৪। Evidence of Lt. Col. Stuart before the Court of Enquiry. 29 November 1824, পৃঃ ২৯০-৯১।

২৫। Evidence of Captain Winfield, 29 November 1824, before the Court of Enquiry, পৃঃ ২৮৯-৯০।

২৬। Evidence of Dr. T. E. Dempster, 29 November 1824, before the Court of Enquiry, পৃঃ ২৮৫।

২৭। Evidence before the Court of Enquiry, তদেব, পৃঃ ৩৩৩।

২৮। তদেব

২৯। Evidence before D M., Hooghly, 4 November 1824, Appendix to Proceedings of the Special Court of Enquiry, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৯১-৯৪।

৩০। Evidence before D.M. Hooghly, 3 November. 1824. Appx. 10. proceeding of the Special Court of Enquiry, পূর্বে উল্লেখিত পৃঃ ৩৮৯ - ৮০

৩১। Evidence before the D. M. Hooghly, 3 November 1824, Proceeding of the Special Court of Enquiry etc. , op. cit., পৃঃ ৩৮৫ - ৮৬।

৩২। Evidence before the D.M. Nadia , 4 November 1824 , Appendix 11 , Proceedings of the Special Court of Enquiry. op.cit.. পৃঃ ৩৮৮ - ৯০।

৩৩। Evidence before the D.M Nadia , 4 November 1824, ibid., পৃঃ ৪২৪ - ২৫।

৩৪। Evidence before the D.M.Nadia , 4 November 1824, ibid.,পৃঃ ৪২৫-২৬

৩৫। Evidence before D C. Smyth, D.M. , Hooghly, 3 November 1824, Appendix 10, Proceedings of the Special Court of Enquiry etc., op. cit., পৃঃ ৩৮০ - ৮৪

৩৬। General observation of the Special Court of Enquiry on the Barrackpore

Mutiny, Encl. Military Letter from Bengal to Court of Directors . 30 March 1825, para, 1-5, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৩৭-৩৮।

৩৭। ঐ, অনুচ্ছেদ ৪-৫।

৩৮। ঐ।

৩৯। অনুচ্ছেদ ৬-৮।

৪০। ঐ , অনুচ্ছেদ ৮ - ৯।

৪১। ঐ , অনুচ্ছেদ , ১০।

৪২। ঐ , অনুচ্ছেদ।

৪৩। ঐ , অনুচ্ছেদ ১৩ - ১৯।

৪৪। ঐ , অনুচ্ছেদ ২০ ।

৪৫। ঐ, অনুচ্ছেদ ২১।

৪৬। ঐ, অনুচ্ছেদ ২২।

৪৭। ঐ, অনুচ্ছেদ ২৪।

৪৮। ঐ অনুচ্ছেদ , ২৫ - ২৬;

৪৯। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ক্রিস্টোফার হিবার্ট , The Great Mutiny India 1857, Penguine Books, Harmonds Worth , 1980 , পৃষ্ঠা ৪৬ - ৪৭।

৫০। General Observation of the Special Court of Enquiry, পূর্ব্বে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ, ২৯।

৫১। ঐ , অনুচ্ছেদ ৩০।

৫২। ঐ , অনুচ্ছেদ ৩১।

৫৩। ঐ , অনুচ্ছেদ ৩২।

৫৪। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩২ - ৩৩।

৫৫। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩২ - ৩৩।

৫৬। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩৩ - ৩৬।

৫৭। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩৬ - ৩৭।

৫৮। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩৮।

৫৯। ঐ।

৬০। ঐ, অনুচ্ছেদ ৩৯।

৬১। ঐ, অনুচ্ছেদ ৪০।

৬২। ঐ, অনুচ্ছেদ ৪১।

৬৩। ঐ, অনুচ্ছেদ ?

৬৪। Evidence of Lt. Col. Cartwright, proc. of the Special Court of Enquiry, পূর্ব্বে উল্লেখিত, ১৮ নভেম্বর ১৮২৪, পৃঃ ১৩৯।

৬৫। Evidence of Captain Winfield, Barrackpore, ১৬ ও ২০শে নভেম্বর ১৮২৪, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫২-৭৩।

৬৬। ঐ , Evidence of Lt Stock, Fort -William, Calcutta 13 December 1824 পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৩৩৩ - ৩৪।

সপ্তম অধ্যায়

রংপুরে (আসাম) বারাকপুর বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি ঃ সিপাহীদের দাবীদাওয়া পূরণে সরকারী ব্যবস্থা

"The Feringhees will take our Castes by putting us on board ship, what do you say to this?" রংপুর সেনানিবাসে সিপাহীদের মধ্যে গোপন প্রচার পত্র (মূল হিন্দী থেকে অনূদিত)

বারাকপুর বিদ্রোহের পর এক বছরের মধ্যেও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শেষ হয় নি। অক্টোবর ১৮২৫ সালে স্যার অর্চিবাল্ডের নেতৃত্বে ইংগভারতীয় বাহিনী ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদী পথ বেয়ে দুর্গম অভিযানে এগিয়ে চলেছে রাজধানী অমরাবতীর দিকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াও অনাহার ও মহামারীতে অনেক ইংগভারতীয় সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অভিযানে আরও সিপাহী বাহিনীর জন্য তলব আসে আসাম ব্রহ্মদেশ সীমান্ত অঞ্চলে আসামের রংপুর সেনানিবাসে। বারাকপুর সেনাবিদ্রোহের ভয়ংকর পরিণতির কথা রংপুরে ৪৬ নং বাহিনীর কাছে সুবিদিত। বিশেষ করে বিলুপ্ত ৪৭ নং বাহিনীর ৯ জন সিপাহীকে[১] অনেক আগেই রংপুরে ৪৬নং বাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে। রংপুর সেনানিবাসে তারাই ছড়িয়ে দিয়েছে বারাকপুরের তুলসীপাতা ও গংগার জলের শপথ। এই শপথ তাদের মধ্যে জাতি ধর্মনির্বিশেষে কোম্পানীর অন্যায় নির্দেশের বিরুদ্ধে ঐক্য ও সংহতির সঙ্কল্প। মনে মনে তাই সবাই এই শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারাও সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যাবে না। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ ক্যাম্বেল একান্তভাবে আশা করেন অভিযানের শেষ পর্য্যায়ে আসাম থেকে ৪৬নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি যোগদান করুক। কোম্পানীর আসাম সীমান্ত থেকে রাজধানী অমরাবতীর দূরত্ব প্রায় ছয় শত মাইল। মাঝখানে দুর্ভেদ্য জংগল, নদী ও পাহাড় পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চল থাকায় সিপাহী বাহিনীকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম তারপর সেখান থেকে জাহাজে ব্রহ্মদেশে যেতে হবে।[২] সেজন্য রংপুর থেকে ৪৬ নং বাহিনীকে বার্মা অভিযানের নির্দেশ দেওয়া মাত্র বারাকপুরের বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

এদিকে ব্যারাকপুরে তখনও সিপাহীদের অন্তরে অমর শহীদের স্মৃতি অনির্ব্বান শিখায় প্রজ্জ্বলিত। ব্রহ্মদেশে এত মৃত্যু ও মহামারীর মধ্যে ডানোবিউ ও প্রোমে সিপাহীদের গৌরবজনক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেট প্রথমে বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিন্দা তেওয়ারীর ঝুলন্ত গলিত মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। যে সমস্ত অভিযুক্ত সিপাহীরা যশোর রোডে লোহার বেড়ী পায়ে বেঁধে সশ্রম কারাদণ্ডে অভিযুক্ত ছিল তাদেরকেও

মুক্তি দিয়ে নিজের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যে সরকারী ঘোষণা বলে দণ্ডপ্রাপ্ত সিপাহীদের মুক্তি দেওয়া হয় তার মধ্যে ছিল বারাকপুরে তিন বাহিনীর নিষ্ঠুর অমানবিক হত্যাকাণ্ডের যৌক্তিকতা। এই ঘোষণার পূর্ণবয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

" Sir Edward Paget is pleased to announce to the Army of this Presidency the following Act of Grace which he has thought of the present a fit moment for carrying into effect,

" The deep sense of abhorrence and indignation which His Excellency is assured, has been felt and expressed throughout the Native Army at mutinous proceedings which occurred at Barrackpore on the Ist Novmber 1824 last, had impressed the mind of the Commander in Chief with satisfactory conviction, that the actors and abettors, in these disgraceful proceedings stood entirely alone and unsupported in their disloyalty. Satisfied, therefore that the end of justice has been attained; that the rule of discipline and subordination, so shamefully violated in that occasion, have been amply vindicated; and that the devotion and attachment.

" Of the Native Army stand unimpeached; His Excellency is persuaded that the present occasion afford him the gratifying opportunity, without committing the interest and discipline of the Army to the slightest risk, of extending an act of grace in favour of these unhappy men, who having been apprehended, tried and condemned to pay the forfeiture of their lives for their guilty participation in the late mutiny, were consigned through motives of clemency to the mitigated punishment of labour on the roads for certain terms of the years.

" To these individuals the Commander in Chief, with concurrence of the Right Honourable the Governor General in Council, hereby proclaims a free pardon, in consideration of the merits and services of the Army of Araccan and Assam.

" With this act of Grace, His Excellency trusts he may never have occasion to recall to his own, or the public recollection, the occurrence which it has been his painful duty to advert to in the foregoing remarks; and in order that every trace of them may be obliterated, His Excellency is pleased to direct that the body of Bindah Tewarry, sepoy, who was sentenced to be hung in chain near the spot, where the mutiny took place may be removed." [৩]

কিন্তু সিপাহীদের প্রতি করুণামূলক এই রাজকীয় সতর্কবাণী ধূলায় লুণ্ঠিত হল রংপুরের সিপাহী ব্যারাকে। যখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল জাহাজে চেপে বার্মা অভিযানে অগ্রসর হওয়ার, তখন তারা বারাকপুরের গৌরবময় দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানালো তারা এই সামরিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে। এখন তাদেরকে আর হাতে তুলসীপাতা ও গংগার জল নিয়ে শপথ গ্রহণের গোপন আনুষ্ঠানিক আয়োজন করতে হয় নি। কারণ তারা এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সংহতি ও বোঝাপড়ায় সঙ্কল্পবদ্ধ। বারাকপুরের মতো তারাও নিশুতিরাতে গোপন সভা করে অভিযানে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তার জন্য সিপাহীদের ব্যারাকে গিয়ে সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে মত বিনিময় করেছে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে জনমত গঠন করতে গিয়ে রংপুরের ৪৬ নং বাহিনীর সিপাহীরা বারাকপুরের ৪৭ নং বাহিনীকে টপকিয়ে এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করে। তারা ছোট টুকরো কাগজে বিদ্রোহ সম্পর্কে নেতৃত্বের স্বাক্ষরহীন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখে প্রত্যেক সিপাহীর বিছানার মধ্যে রেখে প্রচার অভিযান করে। সমকালীন হিন্দুস্তানী অক্ষরে লেখা এমন পাঁচটি প্রচার পত্রের অনুলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হল।[৪] সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের যে কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাসে হস্তাক্ষরে গোপন প্রচার পত্রের ব্যবহার এই প্রথম। এই প্রচার পত্রে নির্দেশের মধ্যে ছিল "যখন অভিযানের 'অর্ডার' আসবে তখন কেউ যাবে না, অসুস্থতাজনিত গণ ছুটির ' আর্জি করো'। হাসপাতালে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করো। জাহাজে চাপিয়ে ফিরিংগীরা আমাদের জাত নষ্ট করছে। তোমরা কি করবে জানাও" ইত্যাদি। এই গোপন নতুন পদ্ধতিতে প্রচারাভিযানের ফল অত্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পেল। ১৩ অক্টোবর ১৮২৫ থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সুরু। ৪৬ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীর ৩৭ জন সিপাহী সারি বেঁধে পে হাবিলদারের কাছে জানালো যে বার্মা অভিযানের নির্দেশ তারা মান্য করবে না। সারণিতে ৭.১-এ ৩৭ জন সিপাহীর নাম দেওয়া হল।

এই ৩৭ জন সিপাহীর দৃষ্টান্তে আরও দুজন সিপাহী রাম দয়াল সিং ও ভবানী প্রসাদ তিওয়ারী পে হাবিলদারের কাছে যায় এবং উপরোক্ত ৩৭ জন সিপাহীদের তালিকায় তাদের নাম যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করে। এই ৩৭ জনের মধ্যে ৯ জন সিপাহী বারাকপুরের ৪৭ নং বাহিনী থেকে আসাম ৪৬ নং বাহিনীর সাথে যোগ দেয় এবং তারাই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় বিশেষ করে, সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে সিপাহীদের অশান্তি সৃষ্টি ও সামরিক অধিকর্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে উৎসাহিত করে।[৫]

বিদ্রোহের সুরু হয় ১৩ অক্টোবর রাত্রিতে। কয়েকজন সিপাহী দ্বিতীয় গ্রীণেডিয়ার ও লাইট কোম্পানীর ব্যারাকে গিয়ে তাদের বোঝাতে থাকে যে বার্মা অভিযানের জন্য যখন সামরিক নির্দেশ আসবে তখন তারা যেন প্রথম গ্রীণেডিয়ার বাহিনীর সাথে গিয়ে বিরোধিতা করে। সেদিন রাতেই ৯টা ১০টার মধ্যে এক সময় এক ব্যক্তি, একজন সিপাহী হবেন, সার্জেন্ট মেজরের বাংলোর কাছে গিয়ে জোর গলায় জানায় 'যদি সমস্ত সিপাহী অভিযানে অগ্রসর হতে রাজী না হয় তাহলে মহাশয় কি করবেন?'[৬]

কথাটি সার্জেন্ট মেজরের কানে কতটা ঠিক গেছে তা বোঝা যায় নি কারণ তিনি তখন মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকায় তিনি ব্যক্তিকে দেখতে বা ধরতে পারেন নি। সেদিন সকালে অবশ্য পে হাবিলদার তাঁকে জানিয়েছেন যে ৩৭ জন সিপাহী অভিযানে যোগ

সারণি ৭.১

বার্মা অভিযানের বিরোধী ৪৬ নং বাহিনীর সিপাহীদের নাম[১]

১। রাম সিং	১৩। কিরাত তেওয়ারী	২৫। মাত্তাদীন রায়
২। গয়াদীন তিওয়ারী	১৪। বংশগোপাল তিওয়ারী	২৬। শীতল প্রসাদ তিওয়ারী
৩। শিউবনস পাণ্ডে	১৫। ঈশ্বরী সিং	২৭। রামনারায়ণ মিশ্র
৪। উদিয়ন্ত সিং	১৬। গুরুচরণ সুকুল	২৮। শম্ভর সিং
৫। ভবানী প্রসাদ তিওয়ারী	১৭। গুরুদত্ত তিওয়ারী	২৯। গিরিধারী তিওয়ারী
৬। রাম প্রসাদ সিং	১৮। ঈশ্বরী চৌবে	৩০। গংগা মিশ্র
৭। ফৌদার সিং	১৯। বাদল খান।	৩১। ধনদীন তিওয়ারী
৯। ভকত সিং	২০। হনুমান তিওয়ারী	৩২। কালু সিং
৮। ধুর সিং	২১। শীতল পাণ্ডে	৩৩। সর্দার খান
১০। ভবানী পাণ্ডে	২২। অযোধ্যা পাণ্ডে	৩৪। ছটিলাল সুকুল
১১। বুলাকী	২৩। গুরুবকস উপাধ্যায়	৩৫। দলমীর খান
১২। শীতল পাণ্ডে	২৪। গয়াদীন তিওয়ারী	৩৬। ভজন সিং
		৩৭। আইওর খাম সুকুল

না দেওয়ার জন্য নিজেদের নাম তালিকাভূক্ত করে গেছে। পরদিন সকালে (১৪ অক্টোবর ১৮২৫) ক্যাপটেন হর্সবার্গ গোটা বাহিনীকে প্যারেডে সামিল করে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের পর এই বিদ্রোহের চার জন মূল নেতাকে (ring leader) সনাক্ত করেন। চার জন বিদ্রোহী সিপাহীর নাম সারণি ৭.২-এ দেওয়া হল ঃ

সারণি ৭.২

রংপুর বিদ্রোহের চার জন নেতার বিবরণ[২]

নাম	জাতি	বয়স	উচ্চতা
১। রাম সিং (সিপাহী)	রাজপুত	৩০	৫ ফুঃ ১১.২৫ ইঃ
২ ভবানী প্রসাদ তিওয়ারী (সিপাহী)	ব্রাহ্মণ	২৫	৫ „ ৮ „
৩। গয়াদীন তিওয়ারী „	„	২০	৫ „ ১০.৫ „
৪। মাত্তাদীন রাই „	ভাউল	২৩	৫ „ ১০.৫ „

এই চারজন সিপাহীকে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেদিন বাইরের তাপমাত্রা অত্যন্ত অধিক থাকায় অন্য সব সিপাহীকে যে যার ব্যারাকে ফিরে রান্না করে দুপুরের আহার বিশ্রাম সেরে সন্ধ্যেবেলায় পুনরায় প্যারেডে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। ইতিমধ্যে সেনানি বাসে ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়েছে বারাকপুরের সিপাহীদের মূল দাবী দাওয়ার কথা। সন্ধ্যেবেলায় প্যারেডে ক্যাপটেন হর্সবার্গ অবশ্য

সিপাহীদের শান্ত করার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করেন যে অভিযানের মধ্যে তাদের সমস্ত দাবী দাওয়া পূরণ করা হবে। পরে তিনি আবিষ্কার করলেন তাদের অশান্তির মূল কারণঃ (ক) তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে আসামে রাখা হয়েছে; (খ) প্রায় সমস্ত সিপাহী তাদের সাম্প্রতিক অসুস্থতার জন্য অভিযানে অগ্রসর হতে অক্ষম। ১৩ই অক্টোবর ক্যাপটেন হর্সবার্গ জানতে পারেন যে ৪৫ জন সিপাহী অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তির আবেদন করেছে। পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর আরও ৪০ জন সিপাহী তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। কিন্তু সামরিক মেডিকেল অফিসার সবার আবেদন নাকচ করে ঘোষণা করেছেন সবাই সুস্থ এবং অভিযানের জন্য শারীরিক দিক থেকে সক্ষম।[৯]

বিদ্রোহের চারজন নেতাকে গ্রেপ্তার করায় (ভারতীয় নন কমিশণ্ড ও কমিশণ্ড অফিসার এবং ড্রামবাদক ব্যতীত) সমস্ত সিপাহী নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সমস্ত গ্রীণেডিয়ার বাহিনী যেখানে চার জন সিপাহী কোয়ার্টার গার্ডের ঘরে সশস্ত্র সিপাহীদের দ্বারা বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে জমায়েত হয়। কোয়ার্টার গার্ডকে তারা অনুরোধ করে ঐ চার জন নেতার সাথে তাদের সবাইকে বন্দী করে রাখা হোক। কোয়ার্টার গার্ড তখন অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য ক্যাপটেন হর্সবার্গকে ডেকে আনেন। হর্সবার্গ এসেই সমস্ত সিপাহীদের তাদের নিজেদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে সন্ধ্যার প্যারেডে তিনি তাদের সব কথা শুনবেন। চারজন বিদ্রোহী সিপাহীর গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান যে তারা গতরাতে দ্বিতীয় গ্রীণেডিয়ার ও লাইট কোম্পানীর ব্যারাকে গিয়ে তারা যাতে বার্মা অভিযানের সামরিক নির্দেশ অমান্য করে তার জন্য তাদের সুপারিশ করেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু সিপাহীরা দমবার পাত্র নয়। তাঁরা দল বেঁধে সরাসরি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচার্ডস এর কাছে প্রত্যক্ষভাবে আবেদন করেন যাতে তিনি তাদের চারজন কমরেডদের ক্ষমা করেন ও মুক্তি দেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি।[১০]

পরদিন অর্থাৎ ১৫অক্টোবর ১৮২৫ সকাল নটায় চারজন নেতাকে একটি সামরিক আদালতে হাজির করা হয়। রংপুরে এই সামরিক আদালতে গঠন প্রণালী বারাকপুর থেকে আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র। বারাকপুরের সামরিক আদালতে সমস্ত সদস্যরা ছিলেন ইউরোপীয়ান পদস্থ অফিসার। কিন্তু রংপুরে গোটা সামরিক আদালত গঠন করা হয় ভারতীয় নন-কমিশণ্ড অফিসারদের নিয়ে যাদের নাম সারণিতে ৭.৩-এ দেওয়া হল ঃ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সামরিক আদালতে বিচার কাজ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বে ছিলেন তিনজন ইউরোপীয়ান অফিসার তাঁরা হলেন (ক) লেফটেন্যান্ট জোনস্, ভাষা তর্জমাকারী (খ) লেফটেন্যান্ট, ডব্লিউ ফ্রেজার ৪৬ নং বাহিনী এবং (গ) প্রসিকিউটর লেফটেন্যান্ট এবং অস্থায়ী এডজুট্যান্ট সি. গাথ্রি, ৪৬ নং বেঙল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট। এই দিন প্রথমে চারজন অভিযুক্ত বিদ্রোহীকে কোর্টের সামনে হাজির করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করতে গিয়ে কোর্ট জানায় যে ১৩ই অক্টোবর ১৮২৫ বৃহস্পতিবার রাত্রে এবং পরদিন সকালে শুক্রবার ১৪ই অক্টোবর উক্ত চারজন বন্দী ব্লেফট গ্রীণেডিয়ার লাইট ও বাহিনীর অন্যান্য সিপাহীদের ব্যারাকে

গিয়ে সমস্ত সিপাহীকে এই বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছে এবং বিশেষ করে যাতে তারা সমবেত ভাবে বার্মা অভিযানের নির্দেশের বিরোধিতা করে তার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে।

সারণি ৭.৩

রংপুরের সামরিক আদালতের ভারতীয় অফিসারদের নাম [১১]

নাম	বিভাগীয় পদ		আদালতের পদ
১। মির্জা জিত্তো বেগ	সুবাদার লাইট ব্যাটেলিয়ন		সভাপতি
২। জিউধন তিওয়ারী	,,	,,	সদস্য
৩। প্রাগ দত্ত	,,	,, ইনফ্যান্ট্রি	সদস্য
৪। নরসিং আলি	জমাদার	,,	,,
৫। বৈজনাথ সিং	জমাদার	,,	,,
৬। বুশ্বয়ান সিং	জমাদার ৪৬ বেঙল নেঃ	,,	,,
৭। বাদলো পাণ্ডে	সুবাদার ,, ,,	,, ,,	,,
৮। ভূপ পাণ্ডে	জমাদার ,, ,,	,, ,,	,,
৯। পীর বকস্	জমাদার লাইট ব্যাটেলিয়ন		,,

উচ্চতর সামরিক অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচার্ডস এর মতে সামরিক আদেশ লঙ্ঘন করার মতো কাজ Mutiny Act ও Articles of War এর সংশ্লিষ্টধারা অনুসারে একটি অত্যন্ত মারাত্মক বেআইনি কাজ। [১২] আদালতে সভাপতি অতঃপর চারজন বিদ্রোহী বন্দীকে নির্দেশ দেন তাঁরা এই অভিযোগে দোষী বা নির্দোষ সে বিষয়ে হলফনামা দিতে। এর উত্তরে চারজনই নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন তাঁরা সবাই নির্দোষী, আত্মপক্ষ সমর্থনে বন্দী রাম সিং আদালতে বলেন " আমি নিজের দেশে যতখানি শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান ছিলাম এখানে আমি তেমন নই, এই কথা আমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। এখানে ভাত খেয়ে আমি অভিযানে অংশ নিতে পারি না। আমার পা এবং পায়ের পাতা ফুলে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয় এই সবের জন্য। গুদাম থেকে যে ডাল আমাদের সরবরাহ করা হয় তা খেয়ে আমার আমাশায় হয়ে গেছে। কারণ ঐ ডাল একেবারে মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য। আমরা পরিমাণ মতো খাবার লবনও পাই না। আর সবাইকে বিদ্রোহে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়ে আমি এই ধরণের কাজ কখনই করি নি।"[১৩] ভবানী প্রসাদ তিওয়ারী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "আমি আদালতের দয়ার ওপর নিজেকে সমর্পণ করছি।"[১৪] গয়াদীন তিওয়ারী তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "আমি একজন নবীন সিপাহী ..... আমি এই বিদ্রোহের বিষয়ে কিছুই জানি না। তাছাড়া আমি বিদ্রোহ করতে যাবো কেন?"[১৫] সর্বশেষ বন্দী মাত্তাদীন রাই জানান, "আমি কখনই বিদ্রোহ করি নি বা এমন কাজ করার কথা চিন্তাও করি নি। আমি শুধু সবার সাথে আমার নামটা যোগ করেছিলাম মাত্র। রংপুরে আসার পর আমি দুবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলাম।"[১৬]

বন্দীদের জবানবন্দী শেষ হলে সরকারী পক্ষের কৌঁসুলি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল

(লেখকের স্বাক্ষরবিহীন সিপাহীদের বিছানার তলায়
লুকিয়ে রাখা বিদ্রোহীদের গোপন প্রচার পত্র)
Ref.: BL.OIOC,BC,VOL.F/4/1149,1827-28

(লেখকের স্বাক্ষরবিহীন সিপাহীদের বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখা বিদ্রোহীদের গোপন প্রচার পত্র)

Ref.: BL,OIOC,BC,VOL.F/4/1149,1827-28

এডজুট্যান্ট গাপ্পি তাঁর সওয়ালে উক্ত চারজন বন্দীর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেন। তিনি ভবানী প্রসাদ তেওয়ারীর বিছানার নীচে থেকে আবিষ্কৃত স্বাক্ষরবিহীন হিন্দী হস্তাক্ষরের লেখা পাঁচটি প্রচারপত্র আদালতে পেশ করেন। প্রত্যেকটা প্রচারপত্র রাইট গ্রীণেডিয়ার কোম্পানী ও অন্যান্য কোম্পানীর সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে একই ব্যক্তির হস্তাক্ষরে রচনা করা। জজ এডভোকেট জেনারেল বলেন যে উক্ত পাঁচটি প্রচারপত্র আদালতের সাধারণ কার্য্যবিবরণীর অংশ হিসাবে আদালতে পড়া যেতে পারে। তার কারণ যেহেতু কোন প্রচারপত্রে কারো স্বাক্ষর নেই সেই জন্য ঐগুলি অভিযুক্ত বন্দীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যায় না। অতঃপর আদালত রংপুর লাইট ইনফ্যানট্রির সুবাদার প্রাগ দত্ত একটা একটা করে প্রচার পত্র গুলি কোর্টের সামনে পড়ে শোনালেন।[১৭] প্রত্যেকটা প্রচারপত্রে ছিল সিপাহীদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের জন্য এক সাধারণ আহ্বান। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তা নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় প্রচারপত্রে আবেদন করা হয় সিপাহীরা যাতে দল বেঁধে অসুস্থতা জনিত হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। পঞ্চম প্রচারপত্রে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, "জাহাজে চাপিয়ে ফিরিঙ্গীরা আমাদের জাত নষ্ট করবে এ বিষয়ে তোমরা কি বল? আমাদের জানাও।"[১৮] কিন্তু চারজন বন্দী পরিষ্কার ভাবে আদালতে জানালো, যে তারা এসব বিষয়ে কিছুই জানে না। অতঃপর সামরিক হাসপাতালের সহকারী চিকিৎসক ফরেস্ট যিনি ৪৬ নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন তাঁকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হল। সাক্ষ্যে তিনি আদালতকে জানান যে সব সিপাহী অসুস্থ বলে হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে চেয়েছিল তারা সবাই সুস্থ এবং সামরিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে যথেষ্ট সক্ষম।[১৯]

রংপুরের সিপাহীরা প্রধানতঃ বারাকপুরের বিদ্রোহের গৌরবজনক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও কয়েকজন সিপাহীর বিবেকহীন সংকীর্ণ মানসিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে কিছু সিপাহীর এই সংকীর্ণ মানসিকতা রংপুরের বিদ্রোহের সামগ্রিক আদর্শ, ঐক্য এবং সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। বারাকপুরের বিদ্রোহী আদর্শের বৈপরীত্য হিসাবে রংপুর সামরিক আদালতে ১১ জন সিপাহী ও ভারতীয় অফিসার বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসে। তাদের নাম সারণি ৭.৪-এ দেওয়া হল।

বাদী ও বিবাদী পক্ষের শুনানীর পর বিচারে চার জন বিদ্রোহীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা সবই প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্তদের কার্য্যকলাপ Mutiny Act ও Articles of War এর বিরুদ্ধাচরণ করা হিসাবে গণ্য করা হয়। আদালত সেজন্য উক্ত রাম সিং, ভবানী প্রসাদ তেওয়ারী, মাত্তাদীন রায় ও গয়াদীন তেওয়ারীকে ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফের নির্দেশিত স্থান ও কালে গুলি করে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।[২০]

চারজন অভিযুক্ত বিদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সংগে সংগে রংপুরের সিপাহীদের জানিয়ে দেওয়া হয় এবং প্যারেডে সমবেত সিপাহীদের সামনে গুলি করে হত্যার সবরকম আয়োজন করা হয়। যখন সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় শেষ হত্যাকাণ্ডের সময়ের মাত্র দুঘণ্টা পূর্ব্বে রংপুরের সেনাধ্যক্ষ লেফট্যানেন্ট কর্ণেল রিচার্ডস ডেপুটি জজ

এডভোকেট জেনারেলের নিকট থেকে একটি জরুরী চিঠি পেলেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে বিচারের সমস্ত কার্য্য প্রণালী বেআইনি। কারণ বিচারের রায় প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে

সারণি ৭.৪

বিদ্রোহীদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করা সিপাহী [২১]

নাম	দল	বাহিনী
১। ঠাকুর সিং	হাবিলদার মেজর	৪৬ নং বেঙ্গল নেঃ ইনঃ রেজিঃ
২। মনসু দুবে	হাবিলদার গ্রঃ গ্রীঃ কোঃ	,, ,, ,, ,, ,,
৩। গয়াদীন ত্রিবেদী	হাবিলদার ৮ম কোম্পানী	,, ,, ,, ,, ,,
৪। মানস রাম দুবে	নায়ক ২য় গ্রীঃ কোঃ	,, ,, ,, ,, ,,
৫। বিজয় সিং	সিপাহী ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,, ,,
৬। ফকির রাম	হাবিলদার ১ম গ্রীঃ কোঃ	,, ,, ,, ,, ,,
৭। বিসল তিওয়ারী	হাবিলদার ২য় ,, ,,	,, ,, ,, ,, ,,
৮। কিউল(কেবল) কিশোর দুবে	নায়ক ১ম ,, ,,	,, ,, ,, ,, ,,
৯। চণ্ডীদীন দীক্ষিত	নায়ক ৫ম ,, ,,	,, ,, ,, ,, ,,
১০। নিধি পাঠক	নায়ক ৫ম ,, ,,	,, ,, ,, ,, ,,
১১। ভূপাল সিং	সিপাহী লাইট কোঃ	,, ,, ,, ,, ,,

পাঁচটি স্বাক্ষর বিহীন হস্তলিখিত প্রচারপত্র আদালতে পাঠ করায় বিচার আইনের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হয়েছে। চিঠির পূর্ণ বয়ান নীচে দেওয়া হল ঃ

"Sir,

From my having committed the great mistake of allowing the paper No.1 to 5 attended to in appx. of yesterday's trial to be read in Court, before sentence was passed, I fear the proceedings have thereby become illegal and most humbly beg to state the same to you ere too late to prevent the chance even of a greater one being committed should the same be acted on my carrying it into execution." [২২]

প্রকৃতপক্ষে উক্ত পাঁচটি প্রচারপত্র আদালতে প্রকাশ করার ফলে চারজন বিচারাধীন বন্দী "সন্দেহের" সুযোগ পেলেন। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে মৃত্যু দণ্ডাদেশ নাকচ করে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কর্ণেল রিচার্ডস কলকাতায় কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে লিখলেন ঃ

"In pursuance of the sentence, I ordered the whole of the Troops under arms at three O'clock yesterday to witness the execution. About half past two I received the enclosed letter from Lieutt. Jones, the Deputy Advocate General of this force, which threw a doubt upon my mind as to the regularity of the proceedings; this determined me to spare the lives of the prisoners."

"It did not strike me until after proclamation to the above effect was made to the Troops, that I had exceeded the power vested in me by His Excellency's Warrant, which does not authorise my remitting a punishment.

" Under these circumstances, and the promise of Life which the prisoners received on parade , I have to express my concern for this oversight, and trust that His Excellency may be pleased to confirm the sentence of Transportation for life. I beg to add that the prisoners are in confinement in Iron pending the orders of the Commander in Chief."[২৩]

রংপুরের বিদ্রোহ ও সামরিক আদালতের বিচারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে চারজন বন্দী নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেল। এর কারণ দুই বয়স্ক ইউরোপীয়ান অফিসারদের অভিজ্ঞতার অভাব। তাঁরা মনে করেছিলেন বারাকপুরের বিদ্রোহের মত চারজনকে বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবেন। এই তড়িঘড়ির জন্য বেশী চিন্তা ভাবনা না করে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আদালতের সামনে পাঁচটি প্রচার পত্র প্রকাশ করতে গিয়ে বিচারের বিঘ্ন সৃষ্টি হল। এই ভুল দুজন ইউরোপীয়ান অফিসারের ইচ্ছাকৃত না অনবধানতাবশতঃ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। স্যার আর্চব্যাল্ডের অভিযান প্রায় অমরাবতীর কাছাকাছি। অর্থাৎ যুদ্ধে ইংগভারতীয় বাহিনীর জয় প্রায় সুনিশ্চিত। ততদিনে বারাকপুরের হত্যাকাণ্ডের নায়ক স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেটকে সরিয়ে লর্ড কমবেরমেয়ারকে নতুন ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। নতুন সেনানায়ক বারাকপুরের অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক দমন ক্রিয়া সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। এবং যথাসময়ে রংপুরের সেনানিবাসের বিদ্রোহের প্রতিবেদন তাঁর কাছে পাঠানো হয়। নতুন কমাণ্ডার ইন চীফ আরও বিচক্ষণ ও বিবেকবান ছিলেন। বিদ্রোহের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানার পর তাঁর মতে কোম্পানীর প্রতি সিপাহীদের সাধারণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে তিনি বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পান নি। তাদের মধ্যে এই মর্য্যাদাহানিকর অবাধ্যতার জন্য তিনি মনে করেন এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করলে তাদের মধ্যে আনুগত্য ও অধীনতাবোধ ফিরিয়ে আনা যাবে। এই সব বিবেচনা করে কমাণ্ডার ইন চীফ উক্ত চারজন অভিযুক্ত বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন।[২৪] প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীর সাধারণ বিদ্রোহী সিপাহী বিশেষ করে ৩৭ জন অভিযুক্ত সিপাহীদের মানসিকতা ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কমাণ্ডার ইন চীফ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং মনে করেন তারাও অত্যন্ত গুরুতর অপরাধমূলক কাজ করেছে। তার কারণ (ক) তারা দলবদ্ধভাবে পে হাবিলদারের কাছে গিয়ে প্রকাশ্যে জানিয়েছে যে অভিযানের নির্দেশ এলে তারা অংশগ্রহণ করবে না। (খ) তারা সমবেতভাবে কোয়ার্টার গার্ডে গিয়ে বন্দী চারজন বিদ্রোহীর সাথে বন্দী থাকার অভিপ্রায় জানিয়েছে (গ) তারা একসাথে লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার রিচার্ডস এর কাছে গিয়ে উক্ত চারজন বন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন ও মুক্তির জন্য "direct and collective" অনুরোধ করেছে। কমাণ্ডার ইন চীফ মনে করেন তাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ সামরিক আইন ও বাহিনীর

শৃংখলা বিরোধী কাজ এবং এর জন্য তারা সামরিক বিভাগে কর্মরত থাকার যোগ্য নয়। কারণ তাদের কার্য্যকলাপ সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের কার্য্যকলাপ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করা। সেজন্য কমাণ্ডার ইন চীফ উপরোক্ত সমস্ত সিপাহীদের প্রাপ্য বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে সামরিক বিভাগের কাজ থেকে বরখাস্ত করার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া প্রথম গ্রীণেডিয়ার কোম্পানীকে ভেঙে পুনর্গঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়।[২৫]

মোটের ওপর বারাকপুরের বিদ্রোহের দুঃখজনক অথচ গৌরবজনক দৃষ্টান্ত রংপুরের বিদ্রোহকে নির্ভিকভাবে উৎসাহিত করেছিল। বারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণে যে রক্তস্রোত ও হত্যাকাণ্ডের বিভিষিকা ঘটেছিল, রংপুরের সিপাহীরা তাতে এতটুকু ভীত ছিল না। তারা প্রকাশ্যে নির্ভিকভাবে পে হাবিলদারের কাছে জানিয়েছে অভিযানে অংশগ্রহণ না করার সঙ্কল্প। তারা বর্হিবিশ্বের অভিযানের বিরুদ্ধে কোম্পানীর বিরোধিতা করার পুনর্ব্বার সাহস দেখাতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু রংপুরের বিদ্রোহে বারাকপুর বিদ্রোহের কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বারাকপুরে কোন সিপাহী প্রকাশ্যে বা গোপনে বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করে নি এবং একমাত্র দুজন মুসলিম অফিসার ছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতি সবার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কিন্তু রংপুরে ভারতীয় অফিসার সহ কিছু সিপাহী বিদ্রোহী চার নেতাকে সনাক্ত করতে ইউরোপীয়ান অফিসারদের গোপনে সাহায্য করে বিশ্বাসঘাতকতার আর এক নজির স্থাপন করেছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে সিপাহীদের অসন্তোষের কারণের মধ্যে ছিল পদোন্নতির সুযোগের অভাব। রংপুরে সামরিক অধিকর্তা সিপাহীদের গোপনে পদোন্নতির প্রলোভন দেখিয়ে বিদ্রোহী নেতাদের নাম জেনে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় অফিসার সহ নয় জন সিপাহী রংপুর সামরিক আদালতে বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে। কোম্পানীর প্রতি তাদের এই বিশেষ আনুগত্যবোধের পুরস্কার হিসাবে কমাণ্ডার ইন চীফ চার জনের জন্য পদোন্নতি মঞ্জুর করেন যাদের নাম নীচের সারণিতে দেওয়া হল :

সারণি ৭.৫

বিদ্রোহী নেতাদের সনাক্ত করতে সাহায্যকারী সিপাহীদের পদোন্নতি তালিকা[২৬]

নাম ও পদ	জাতি	বয়স ও উচ্চতা	পূর্ব্ববর্তী পদোন্নতি	বর্ত্তমান পদোন্নতি
১। ঠাকুর সিং হাবিলদার ২য় গ্রীঃ কোঃ	রাজপুত	৪১/৫′৯″	নায়ক/ হাবিলদার	সুবাদার
২। মুসিরাম দুবে	ব্রাহ্মণ	৪২ / ৫′ ৯ ১/৪″	নায়ক	হাবিলদার
৩। বিপাল সিং সিপাহী ১ম গ্রীঃ কোঃ	রাজপুত	৩২ / ৫′ ৭ ১/২″	—	হাবিলদার
৪। বিজু সিং সিপাহী ২য় গ্রীঃ কোঃ	রাজপুত	২৮ / ৬′ ০″	—	হাবিলদার

এখন সমস্যা দেখা দিল উক্ত চারজন বন্দীর নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশ কার্য্যকর করার বিষয়ে। প্রথমতঃ তাদেরকে সশস্ত্র প্রহরায় আসাম থেকে কলকাতায় আনা হল এবং কলকাতার সুবার্বন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আলিপুর জেলে রাখা হয়। কোর্ট অব নিজামত আদালতের বিচারকের কাছে উক্ত চারজনের শাস্তি বিধান জানিয়ে দিয়ে তাঁকে এই নির্ব্বাসন দণ্ড কার্য্যকর করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এবিষয়ে কিছু বিচারকের মনে সন্দেহ জাগলো সমকালীন সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ সামরিক আদালতের রায় বিশেষ করে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড কার্য্যকর করার যোগ্য কিনা। বিষয়টা সংগে সংগে বেঙ্গল মিলিটারী বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাতে আবিষ্কৃত হল যে ১৮২০ সালের ৪ নং রেগুলেশনের ২ নং ধারায় এই ধরণের শাস্তি বিধান কার্য্যকর করার কোন ব্যবস্থা নেই। তার ফলে বেঙ্গল মিলিটারী বোর্ডের যে সন্দেহ উদ্রেক হয়েছিল তা সমর্থিত এবং সিদ্ধ হয়। অতঃপর বিচারপতিরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই ধরণের শাস্তি বিধান করা সমকালীন সংশ্লিষ্ট আইনের এক্তিয়ারের বাইরে সেজন্য কমাণ্ডার ইন চীফকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তাদের পক্ষে এই ধরণের শাস্তি বাস্তবায়িত করার অসুবিধা আছে। ফলে বিষয়টা কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠানো হলে তিনি অনোন্যপায় হয়ে উক্ত চার জন অভিযুক্ত বন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদেরকে বেকসুর মুক্তি দিলেন।[২৭]

এইভাবে দেখা গেল রংপুরের সিপাহী বিদ্রোহ এক রক্তহীন বিপ্লবে পরিণত হল। বারাকপুরের তুলনায় পরিমাণগত দিক থেকে রংপুরের বিদ্রোহ অনেক নগণ্য কিন্তু গুণগত দিক থেকে বারাকপুরের মতই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এখানেও বারাকপুরের সংকল্প ও শপথের উদ্দেশ্য ভালভাবে কাজ করেছে। তবে রংপুরের বিদ্রোহের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে এখানে সামরিক অধিকর্তার প্রতিক্রিয়া এবং দমনমূলক কর্মসূচী অপেক্ষাকৃতভাবে এবং গুণগতভাবে অনেক মানবিক ও সহনশীল। দ্বিতীয়তঃ রংপুরের সামরিক আদালতের সদস্যরা সবাই ছিলেন ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন কমিশণ্ড অফিসার। যদিও এই গঠন পরিকল্পিত ভাবেই করা হয়েছিল অর্থাৎ জনসমক্ষে প্রচার করা সুবিধা ছিল যে বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় অফিসারগণ। তৃতীয়তঃ ইউরোপীয়ান অফিসারদের আকস্মিক ভুলের জন্য চার বন্দী প্রাণে বেঁচে গেছেন তার ওপর নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশ কার্য্যকর করার আইনগত জটিলতার জন্য কমাণ্ডার ইন চীফের অভিমত অনুসারে চারজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ কমাণ্ডার ইন চীফ অনেক দূরে থাকায় এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট লক্ষ্য রাখেন এবং তিনি স্বীকার করেন যে বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানী সরকারের বিরোধী কোন মানসিকতা ছিল না ।[২৮]

লর্ড কমবারমেয়ার তাঁর পূর্ব্ববর্তী কমাণ্ডার ইন চীফের থেকে অনেক বেশী বিচক্ষণ শুধু ছিলেন না, তিনি শুধুমাত্র Mutiny Act ও Articles of War এর অন্ধ সমর্থক না হয়ে সামরিক শৃংখলার প্রেক্ষাপটে তিনি গভীর সহানুভূতি দিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের মানসিকতা মূল্যায়ন করার যথেষ্ট বিবেকবান্ ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। এবং

এটা ঠিক ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, বারাকপুরের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যা হয় নি। অবশ্য পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮২৬ ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়ানডাবোর সন্ধিতে ব্রহ্মদেশে ইংগভারতীয় সেনার জয়লাভে কলকাতার সমস্ত সরকারী মহল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এবং বিশেষ করে বারাকপুরের গণহত্যার পর এই যুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার ইংগভারতীয় সিপাহীর মৃত্যুর ফলে কমাণ্ডার ইন চীফ রংপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের ক্ষমা প্রদর্শন করতে আগ্রহী হন। পঞ্চমতঃ বিদ্রোহীদের গোপন জনমত গঠন ও প্রচারের ক্ষেত্রে রংপুরের সিপাহীরা বারাকপুরের সিপাহীদের ছাড়িয়ে গেছে। গোপন নৈশ সভা ছাড়াও ব্যারাকে ব্যারাকে মৌখিক গোপন প্রচার ছাড়া সিপাহীদের বিছানার তলায় গোপনে হস্তাক্ষরে লিখিত প্রচার পত্র বন্টনের এক নতুন পদ্ধতি সিপাহীদের বিপ্লবী ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই ধরণের প্রতিবাদী ও সাংগঠনিক প্রচার পত্র ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। এদিক থেকে উত্তর ভারতের সিপাহীরা সমকালীন বাংলা দেশের মানুষের থেকে বোধ হয় অনেক বেশী প্রগতিশীল, অগ্রণী ও নির্ভীক।[১১] তবে রংপুর সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে বিদ্রোহীদের সনাক্ত করিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তমূলক পুরস্কার হিসাবে কয়েকজন সিপাহীকে পদোন্নতি প্রদান একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবং এর মধ্যে কিছু সিপাহীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হলেও সিপাহীদের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতিবোধ অটুট ছিল। বারাকপুরের সেই গৌরবজনক শ্লোগান রংপুরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করেছে। তাদের গোপন প্রচারিভিযান পদ্ধতি আরও পরিণতিলাভ ও সমৃদ্ধ হয়েছে ঐতিহাসিক হিন্দী ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরহীন প্রচার পত্রের মাধ্যমে।

বারাকপুর বিদ্রোহ তদন্ত কমিশনের সুপারিশক্রমে সিপাহীদের দাবী পূরণে সরকারী ব্যবস্থা।

যে উদ্দেশ্যে বারাকপুর ও রংপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা ব্যর্থ হয় নি। ব্যাপক গণহত্যা ও নির্মম শাস্তি আত্মনিগ্রহ ও সশ্রম নির্যাতিনের মধ্যে তাদের শপথ, সংকল্প অবশেষে সার্থকতা লাভ করেছে। তাদের ঐক্য ও সংহতির চাপে বারাকপুরের তদন্ত কমিশন দ্ব্যর্থব্যঞ্জকহীন ভাষায় সুপারিশ করেছে তাদের সমস্ত দাবী দাওয়া পূরণের। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণে বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে তিনটি বিদ্রোহী বাহিনীকে গোলাবর্ষণে নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চয়ই একটি সামরিক প্রশাসনিক হঠকারিতা। এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থে এই ধরণের হঠকারিতা যে কতোখানি ক্ষতিকারক ভারত সরকার ও কমাণ্ডার ইন চীফ নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন যার ফলশ্রুতি হল কমাণ্ডার ইন চীফের স্থানান্তকরণ। সেজন্য ভারত সরকার কাল বিলম্ব না করে সামরিক বিভাগে দফায় দফায় সভা ডেকে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের বিদ্রোহ না দেখা দেয় তার জন্য সিপাহীদের সমস্ত দাবী দাওয়া পূরণে উদ্যোগী হয়।[১০] প্রথমতঃ বৈদেশিক সামরিক অভিযানের প্রত্যেক সিপাহীকে সরকারী খরচে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ প্রত্যেক

সিপাহীকে একটি করে ওভারকোট এবং বৈদেশিক অভিযানে যে সমস্ত সিপাহী রোগজনিত মৃত্যু বা যুদ্ধের জন্য নিহত ও পংগু হয়ে যাবে তাদের পরিবারের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়।[৩১] অভিযানকালে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মাল পরিবহনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনকে সংশোধিত করা হয়।[৩২] তাতে ইউরোপীয়ান সিপাহীদের মতো সরকারী খরচে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের আইনগত ব্যবস্থা করা হয়। নীচের সারণিতে সরকারী খরচে পুরো একটি নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসার ও ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীদের মোট মালপত্রের পরিমাণ দেওয়া হল।

সারণি ৭.৬

একটি নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সংশোধিত মাল পরিবহন ভাতা[৩৩]

ইউরোপিয়ান পদ	জন পিছু বরাদ্দ ওজন	মোট ওজন	গবাদি পশু	উট	ঘোড়া	গাড়ী
১ জন কর্ণেল	৪০ মণ	৪০ মণ	১৬ টি	৮ - ৫ টি	৩	২
১ জন লেঃ কর্ণেল	৩০ মণ	৩০ মণ	১২ টি	৬ - ৪ টি	২	২
১ জন মেজর	২০ মণ	২০ মণ	৮ টি	৪ - ২ টি	২	১
১ জন সার্জেণ্ট সহ ৬ জন ক্যাপটেন	১০ মণ	৬০ মণ	২৪ টি	১২-৮ টি	৪	৩
১ জন সাজেণ্ট সহ ৬ জন সাবালটার্ম	৫ মণ	৮০ মণ	৩২ টি	১৬ -১০টি	৪	৪
ভারতীয় পদ						
২০ জন কমিশণ্ড	১ মণ ২০ সের	৩০ মণ				
১ জন সার্জেণ্ট মেজর ও	২ মণ ২০ সের	৫ মণ				
১ জন কোয়ার্টার মাস্টার সার্জেন	১২২ টি	৬১-৩৮	২০ টি	১৫ টি		
নেটিভ ডাক্তার সহ ৫২ জন হাবিলদার	২০ সের	২৬ মণ				
৯৭০ জন সিপাহী ও ড্রামবাদক	১০ সের	২৪২ মণ ২০ সের				
মোট		৫৩৩ মণ ২০ সের	২১৪	১০৭-৬৭	২৯	২৫

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সিপাহীদের ন্যূনতম ব্যক্তিগত মালপত্রের ওজন বরাদ্দ করা হয়।[৩৪] ইউরোপীয়ান সেনা ও ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী ও গোলন্দাজ সাহায্যকারী লোক লস্করের প্রত্যেকের জন্য ১৫ সের।[৩৫] মাল সরকারী খরচে পরিবহনের আইনগত ব্যবস্থা করা হয়। সিপাহীদের এই মালবহনের খরচা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত বাটা

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই মর্মে একটি পৃথক নির্দেশ নামা জারী করা হয়। ১৮আগষ্ট ১৮২৫ সালে ব্রিগেডিয়ার বার্নেট আগ্রা ও মথুরা সীমান্তে সিপাহী বাহিনী অভিযানকালে কলকাতায় লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ওয়াটসন এডজুট্যান্ট জেনারেল অব দি আরমির কাছে লিখিত এক পত্রে সিপাহী সহ অন্যান্য সমস্ত অফিসারদের জন্য এক সুপারিশ করেন। তার ভিত্তিতে রচিত হয় এই সরকারী নির্দেশ। উক্ত পত্রে ব্রিগেডিয়ার বার্নেট সরকারী খরচে সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের সুযোগের অভাবের তীব্র আপত্তি জানান। ব্যক্তিগত মালপরিবহনের অভাব থাকায় ৪৭ নং বাহিনীর সিপাহীদের যে দুর্ভোগ হয়েছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে মাল পরিবহন খরচার বাবদ সিপাহীরা অতিরিক্ত বিশেষ ভাতার অধিকারী। তিনি আরও জানান যে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে কোন সামরিক অভিযানের নির্দেশ হলে প্রত্যেক সিপাহীরা তাদের ব্যক্তিগত মাল.পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত ভাতা পাবে। এমনকি যদি শেষ পর্য্যন্ত সেই অভিযান স্থগিত থাকে তাহলেও তাদের বরাদ্দ পরিবহন ভাতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। সরকারী এই আদেশনামার কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল ঃ

" We ordered therefore , that whenever native troops are held in readiness to proceed at the shortest notices in the field services , the usual extra - Batta is to be drawn for them from the date on which the order for that purpose was issued to meet the expenses of providing carriage for their baggage although it may happen that such troops do not ultimately march in prosecution of the service for which they may have been ordered."[৩৬]

সিপাহীদের পিঠে বাঁধা ব্যাগের খরচার বিষয় এটা ঠিক হয় যে প্রত্যেক সিপাহীকে সরকারী খরচে প্রথমে ব্যাগ সরবরাহ করা হবে তবে তার মূল্য হিসাবে অনেক গুলি কিস্তিতে তাদের মাসের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে। তবে বারাকপুর ও রংপুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের অন্যতম বড় জয় হল বৈদেশিক অভিযানকালে যে কোন কারণে সিপাহীদের মৃত্যু হলে তাদের পারিবারিক পেনসনের স্থায়ী সরকারী ব্যবস্থা। এই সরকারী আদেশ নামার মুখবন্ধে ঘোষণা করা হয়ঃ

" The General Order of the Governor General in Council No. 96 of 1825 published 25 March last and explanatory memorandum issued 14 October 1825 No. 285 granting pension to the heirs of certain Classes of the Native Army and Public establishments when employed on Foreign Service beyond sea who may lose their lives in any way while so employed , the Right Honourable Governor General in Council is pleased to publish the following Rules to be observed in preferring and admitting claims to the benefits of the Regulation adverted to."[৩৭]

সিপাহীদের পারিবারিক পেনসনের মূল ধারাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) এই ব্যবস্থার নাম নেটিভ ফ্যামিলি পেনসন।

২) যে সমস্ত কর্মচারীগণ অক্ষম সিপাহী ও অন্যান্য পেনসন প্রদানে যুক্ত আছেন তাঁরাই এই পেনসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন এবং এই খাতে যা ব্যয় হবে তার এক পৃথক হিসাব রাখার দায়িত্বে থাকবেন।

৩) বারাকপুরে অবস্থিত সুপারিনটেন্ডেন্ট অব ফ্যামিলি মানি এই পেনসন প্রদানের মূল দায়িত্বে থাকবেন এবং তিনি এই প্রদেশের অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

৪) প্রথমতঃ কোম্পানীর সামরিক বিভাগের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত ভারতীয় অফিসার, সিপাহী ও অনুচরদের পরিবারের পক্ষ থেকে পেনসনের দাবী পত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সামরিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষের কাছে। দাবীপত্রটি সংশ্লিষ্ট বাহিনীর অধিকর্তার দ্বারা গঠিত একটি কমিটির কাছে তদন্তের জন্য পাঠানো হবে। তদন্ত করে দেখার পর এবং বিশেষ করে দাবীদারের পরিচয় পত্র ও দাবী সঠিক প্রতিষ্ঠিত হলে পেনসনের যৌক্তিকতা জানিয়ে সুপারিশের জন্য সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে পাঠানো হবে। তিনি সেটাকে পাঠিয়ে দেবেন কমাণ্ডার ইন চীফের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। কমাণ্ডার ইন চীফ অনুমোদন করে সরকারের কাছে পাঠানো হবে চূড়ান্তভাবে পেনসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য।

৫) পেনসনের দাবীপত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্টভাবে জানতে হবে কোম্পানীর কোন সামরিক কেন্দ্র থেকে পেনসন প্রাপক তাঁর পেনসন সংগ্রহ করবেন।

এই নতুন পারিবারিক পেনসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি বাহিনী ও কোম্পানীর সাথে যুক্ত অফিসার ও সিপাহীদের জন্য একটি পুস্তক রাখতে হবে যেখানে প্রত্যেক সিপাহী ও অফিসারদের নামের পাশে তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পেনসন প্রাপকের নাম, ঠিকানা, বয়স, সম্পর্ক ইত্যাদির বিবরণের খতিয়ান রাখতে হবে যাতে সময় কালে পেনসন দপ্তর সেই বিবরণ দেখে পেনসন প্রাপকের বিবরণ অনুসারে পেনসন প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৬) কোন ব্যক্তি পারিবারিক পেনসনের যোগ্য হলে তার নামে পেনসন দপ্তর থেকে একটি ফ্যামিলি পেনসন প্রশংসা পত্র প্রদান করা হবে যেমন দেওয়া হয় একজন অক্ষম (invalid) পেনসন প্রাপককে।

৭) মৃত সিপাহী বা অফিসার বা অনুচরের নিকটবর্ত্তী উত্তরাধিকারী পারিবারিক পেনসন দপ্তরে নথিভুক্ত হবার পর তাদের নাম মাস্টার অব দি ইনভ্যালিড, এই নির্দ্দিষ্ট দপ্তরে নথিভুক্ত হবেন। এক্ষেত্রে পেনসন সংগ্রহের জন্য প্রকৃত পেনসন প্রাপককে পেনসন সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকলেও চলবে। তিনি তাঁর আইনানুগ অনুমোদিত প্রতিনিধির মারফত পেনসন সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে তার জন্য পেনসন দপ্তর পেনসন প্রাপকের প্রতিনিধির পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখবেন যাতে প্রকৃত প্রাপক যেন কোনভাবে দুর্নীতি বা অব্যবস্থার জন্য পেনসন থেকে বঞ্চিত না হয়।

২৫ মার্চ ১৮২৫ সালে ঘোষিত গভর্ণর জেনারেলের পারিবারিক পেনসন সংক্রান্ত আদেশ নামা যদিও সমস্ত স্তরের (সাধারণভাবে) ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীদের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলেও তিনি উপরোক্ত ৬ ও ৭ নং ধারার ওপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে কোন বৈদেশিক অভিযানের সাথে যুক্ত সিপাহীরা বিশেষভাবে এই সাধারণ পেনসন ব্যবস্থার সুযোগ পায়।

পেনসনের পরিমাণ সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেলের আদেশ নামায় উল্লেখ থাকে যে অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ পাইওনিয়ার ও স্যাপার ও অন্যান্য অনুচর যাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোন ভাবে হোক নিহত বা মৃত্যু হবে তাদের কোম্পানীর আইন অনুসারে যোগ্য নিকটতম উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির শেষ প্রাপ্ত বেতনের অর্দ্ধেক অংকের টাকা পেনসন হিসাবে পাবেন। পেনসন প্রাপ্তির মেয়াদকাল নিম্নলিখিত নিয়মমত নির্দ্ধারিত হবে।

(ক) পুরুষের ক্ষেত্রে ছয় বছর বয়স থেকে ১৮ বছর পর্য্যন্ত।

(খ) ছয় বছর বয়সের উর্দ্ধে এবং ৫০ বছর বয়সের কম ১২ বছর পর্য্যন্ত পেনসন পাবার অধিকারী।

(গ) পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ উর্দ্ধে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে যে কোন বয়সে জীবনভোর পেনসন পাবেন।

(ঘ) যার নামে পেনসন মঞ্জুর হবে তার মৃত্যুতে পেনসন বন্ধ হবে।

(ঙ) যদি কোন মৃত ব্যক্তির নিকটতম উত্তরাধিকারী সরকারী কোন বেতন বা পেনসন পেতে থাকেন এবং সেই বেতন বা পেনসন যদি দ্বিতীয় পেনসন থেকে বেশী হয় তাহলে তিনি আর দ্বিতীয় পেনসন পাওয়ার যোগ্য নন। তবে তার বেতন বা প্রথম পেনসন যদি দ্বিতীয় পেনসন থেকে কম হয় তাহলে তার প্রথম পেনসন বা বেতনের অর্দ্ধেক তার দ্বিতীয় পেনসন থেকে কাটা হবে।

(চ) কোন ব্যক্তি একাধিক কোন পারিবারিক পেনসন পাবেন না। যদি কোন ব্যক্তি দুটো বা ততোধিক পেনসনের অধিকারী হন তাহলে যে পেনসনের মূল্য বেশী সেটাই পাবেন।

(ছ) হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকারী আইন অনুসারে পেনসনের উত্তরাধিকারী সূত্র নির্দ্ধারিত হবে। এবিষয়ে পেনসন সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি পেনসনের উত্তরাধিকারত্ব খতিয়ে দেখবেন এবং তাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে যাতে যোগ্য পেনসন প্রাপকের নির্দ্ধারণে সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকার আইন লঙ্ঘিত না হয়।

(জ) পেনসন প্রাপক নির্দ্ধারণে ও সংশ্লিষ্ট কমিটিকে নিম্ন লিখিত উত্তরাধিকার সূত্র অনুসরণ করতে হবে।

(১) হিন্দুঃ মৃতের পুত্র ⟶ পৌত্র ⟶ বিধবা স্ত্রী ⟶ কন্যা ⟶ কন্যার পুত্র ⟶ পিতা ⟶ মাতা।

(২) মুসলিমঃ মৃতের পুত্র ⟶ পৌত্র ⟶ কন্যা ⟶ কন্যার পুত্র ⟶ পিতা ⟶ মাতা ⟶ বিধবা স্ত্রী।

সরকারী আদেশনামায় আরও উল্লেখ থাকে যে পেনসনের উপরোক্ত নিয়মাবলী হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ভাষান্তর মুদ্রিত করে কোম্পানীর সমস্ত সামরিক ঘাটি এবং সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে প্রচার বণ্টন করতে হবে।[৩৮]

তদন্ত কমিশনের সুপারিশের কথা মনে রেখে পরবর্তীকালে লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর সর্ব্বস্তরের সিপাহী ও ভারতীয় অফিসারদের যে পারিবারিক পেনসনের হার নির্দ্ধারিত তার বিবরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি ৭.৭

পারিবারিক মাসিক পেনসনের হার (১৮৩৩ সালের হিসাবে)[৩৯]

	টাকা	আনা	পাই
সুবাদার	২৬ =	০ =	০
জমাদার	৮ =	০ =	০
হাবিলদার	৪ =	০ =	০
নায়েক	৩ =	০ =	০
ড্রামবাদক	২ =	০ =	০
সিপাহী	২ =	০ =	০

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন কলকাতা থেকে লন্ডনে পাঠাতে অস্বাভাবিক দেরী হয়। সেজন্য প্রথম থেকে বিদ্রোহে যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। বিশেষ করে কমাণ্ডার ইন চীফ ও গভর্ণর জেনারেল যে অমানবিকভাবে বিদ্রোহকে দমন করেছেন তাতে তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।[৪০] লণ্ডনে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক রাজনৈতিকভাবে হুইগ দলভুক্ত থাকায় ভাবী ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদের সম্ভাব্য প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি বারাকপুর বিদ্রোহের দমনের প্রেক্ষাপটে গভর্ণব জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্টি ও কমাণ্ডার ইন চীফের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের উষ্মার কারণ যে ভারত সরকার শুধুমাত্র বিদ্রোহ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন সহ যাবতীয় তথ্য, বিবৃতি পাঠিয়েই কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই প্রতিবেদনের ওপর লর্ড আমহার্ষ্টের নিজস্ব সমালোচনা মূলক কোন সমীক্ষা ছিল না। সমস্ত প্রতিবেদন পাঠাতে গিয়ে বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাঁর যেটুকু বক্তব্য ছিল কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের বিবেচনায় তা ছিল "poor and meagre।"[৪১] তাছাড়া সংশ্লিষ্ট চিঠিতে এত বড় ঘটনা সম্পর্কে অধিকতর বাকসংযমতা দেখানো হয়েছে তাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের সঠিক ভাবেই মনে হয়েছে গভর্ণর জেনারেল কমাণ্ডার ইন চীফের সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত হিসাবে মেনে নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে গভর্ণর জেনারেল আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে কোম্পানীর সামগ্রিক স্বার্থের প্রেক্ষাপটে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরণের ভয়ংকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সব রকম সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাতে সরকার অবশ্য স্বীকার করেন যে বিদ্রোহের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কোম্পানীর অসামরিক পদস্থ অফিসাররা সিপাহীদের অসন্তোষের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেই তাঁরা সিপাহীদের অসন্তোষ এবং তা কিভাবে বিদ্রোহে পরিণত হল তা জানতে পারলেন। সেজন্য গভর্ণর জেনারেলের বিবেচনায় সিপাহীদের দীর্ঘ দিনের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের বক্তব্য

স্বতঃসিদ্ধ এবং এর পর তাদের আর কিছু বলার নেই। ভারত সরকার আশা করেন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন ইংলণ্ডে পাঠানোর বিলম্বের কারণ নিশ্চয়ই কোর্ট অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।[৪২] কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের বিক্ষুব্ধ মনকে কিছুটা শান্ত করার জন্য ভারত সরকার জানলেন যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সিপাহীর আত্মত্যাগের মধ্যে গৌরবজনক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে যে সমস্ত সিপাহীর মৃত্যুদণ্ড মকুব করে বারাসাতে রাস্তার কাজে সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল কমাণ্ডার ইন চীফ তাদের শাস্তি মকুব করে দিয়ে মুক্তি প্রদান করে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এবং ভারতবর্ষের কোম্পানীর সমস্ত সামরিক কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে উত্তর ভারতের সিপাহীরা যে বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে কোম্পানীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে তারই পুরস্কার স্বরূপ বারাকপুরের বিদ্রোহী বন্দী সিপাহীদের[৪৩] মুক্তি দেওয়া হয়।

তদন্ত কমিশনের পদাংক অনুসরণ করে গভর্ণর জেনারেল বিদ্রোহের জন্য ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের কোনপ্রকার দোষারোপ না করে শুধু ভারতীয় নন কমিশণ্ড অফিসারদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারতীয় অফিসারগণ পরোক্ষভাবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছে। শুধু তাই নয় গোপনে তাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বিদ্রোহীদের উসকানী দিয়েছে। অথচ তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া যায় নি কারণ প্রকাশ্যে তারা কোম্পানীর আনুগত্যের প্রহসন করেছে এবং বিদ্রোহের সময় তারা সুকৌশলে নিজেদেরকে বিদ্রোহী সিপাহীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের বাংলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

সর্বশেষে ভারত সরকার কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানালো যে তদন্ত কমিশন যে পে হাবিলদারের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে তাঁর পদোন্নতি মঞ্জুর করে তাঁকে অন্য বাহিনীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আর একজন জমাদারের বিদ্রোহীদের সাথে যুক্ত থাকার সন্দেহে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত কমিশনের মতে তিনি যেহেতু বিদ্রোহের দিন বিদ্রোহের স্থানে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় নি। অতএব সামরিক বিভাগের বিবেচনায় তাঁকে নিজস্ব পদে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত হয়।[৪৪]

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। সিপাহীদের নামঃ (১) শিউবনস পাণ্ডে, (২) বুলাকী, (৩) কিরুট তেওয়ারী, (৪) অযোধ্যা পাণ্ডে, (৫) শীতল প্রসাদ তেওয়ারী ; (৬) রাম নারায়ণ মিশ্র, (৭) সরদার খান ; (৮) ছোটেলাল সুকুল, (৯) ভজন সিং; উদ্ধৃতঃ Evidence of Fukeer Ram, Pay Havildar, Rt. Gre. Co. , 46th BNIR,Proc. of the Native Court of Enquiry on the Mutiny at Assam, Bl. OIOC, B.C. , Col. No. 30318, Vol. F/4/1149 , p. 24.

২। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন , Banerjee. A. C.

৩। Proclamation H.Q , Calcutta, 23 April 1825, reprinted in *The Glasgow Herald*(Glasgow), 11 November 1825, BMNL, UK.

৪। Sepoy Mutiny at Rungpore(Assam) BL, OIOC, B.C. , Col. No. 30318, Vol. F / 4 / 1149 পাঁচটি প্রচার পত্রের অনুলিপি পরিশিষ্টে দেখুন।

৫। Proc. of the Native General Court Martial at Rungpore 19 October 1825, পৃঃ ২৪।

৬। Captain Horsburgh to Lt. Col. Richards, 21 October 1825, Sepoy Mutiny at Assam 46th BNIR, BL, OIOC, B. C Vol. F/4/921(2), 1827 - 28.

৭। Proc. of the Native General Court Martial at Rungpore 19 October 1825, পৃঃ ২২ - ২৩।

৮। ঐ।

৯। Captain Horsburgh to Lt. Col Richards, 14 October 1825, পূর্বে উল্লেখিত পৃঃ ৩১৭ - ১৮।

১০। ঐ।

১১। Mutiny at Rungpore (Assam) Proc. of the Native General Court Martial, BL, OIOC, BC Vol. F/4/1149 , পৃঃ ১-৩।

১২। ঐ।

১৩। Defence of Ram Sing, ঐ , পৃঃ ৪-৫ ।

১৪। Defence of Bowanny Pessand Tewaree , ঐ , পৃঃ ৫-৬ ।

১৫। Defence of Gayadeen Tewaree , ঐ , পৃঃ ২৩ - ২৬ ।

১৬। Defence of Mattdeen Rai, ঐ পৃ: ২৩-২৮।

১৭। Proc. of the Native General Court Martial, পূর্বে উল্লেখিত পৃঃ ২৭ - ২৮।

১৮। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট জি, দলিল নং ৫ ।

১৯। Evidence of Asst. Surgeon Forest , Proc., ঐ , পৃঃ ৩২ - ৩৪।

২০। Verdict of the Native General Court Martial at Rungpore (Assam) dated 15 October 1825, signed by Mirza Jutta Beg, President , Subadar Major 46th BNIR , proc. etc, ঐ, পৃঃ ৩১ - ৩২।

২১। Proc. of the Native General Court Martial etc. পূর্বে ইল্লেখিত পৃঃ ৩৬।

২২। N.Jones, Deputy Judge Advocate General 46th BNIR, Rungpore (Assam) to Colonel Richards, commanding in Assam, 20 October 1825, Doc. No. 14, Proc.,পূর্বে উল্লেখিত।

২৩। A.Richards to Lt. Col. Bryant, Judge Advocate General, Fat William, 21 October 1825, Proc. পূর্বে উল্লেখিত।

২৪। Military letter from Bengal to Court of Directors , 31 July 1826, para 377, Bengal Military Consultation No. 376, Mutiny in Assam, BL, OIOC, BC. , Vol. F/4/941, 1827 -28.

২৫। ঐ, para 377 - 78.

২৬। List of Sepoys whose promotion was awarded signed by Lt. Col. A. Richards, in charge commanding 46th BNIR Troops in Assam, Camp Rungpore, Assam, 21 October 1825, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/921(2), 1827-28.

২৭। Extract Military Letter from Bengal to Court of Directors , 31 July 1826 ; ibid, pp. 305 - 9.

২৮। ঐ।

২৯। সমকালীন বাঙালীর শরীরের গঠন ও মানসিকতার দিক থেকে কোম্পানীর সামরিক বিভাগের কাজ বাঙালীদের উপযুক্ত ছিল না। তার ফলে বাংলাদেশের সাধারণ বাঙালীদের কোম্পানীর সামরিক বিভাগের ও সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও লখনউ থেকে সুঠাম ও দীর্ঘদেহী মানুষ সামরিক বিভাগে নিযুক্ত বেঙ্গল আরমির সিপাহী হিসাবে কোম্পানীর সামরিক ও নিয়মিত কড়া শৃংখলার মধ্যে থাকায় এবং যুদ্ধের মধ্যে সব সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপীয়ান অফিসারের সাথে কাজ করায় তারা কাজে ও ব্যবহারে বিশেষ করে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন সাধারণ বাঙালীদের থেকে অনেক বেশী নির্ভীক ও জংগীভাবাপন্ন ছিল। উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে হীথকোট আলাভি প্রমুখ ইতিহাসবিদদের সংশ্লিষ্ট লেখায় কোন আলোচনার উল্লেখ নেই।

৩০। Consultation No. 271, 2 December 1824; Nos 28-30, 21 January 1825; Nos. 44-45, 25 February 1825, Nos 37- 39, 25 March 1825; Nos. 133-34, 25 March 1825; Nos. 42-45A, 15 July 1825; Nos.217, 28 October 1825, Courses of action taken by the Governor General in Council, Separate Military Letter from Bengal to Court of Directors, 25 March 1825, B L., B.C., Vol F/4/930, 1827-28, pp. 1-13

৩১। Separate Military Letter from Bengal to Court of Directors, 25 March 1825, ঐ, para, 8

৩২। Consultation No. 271, 2 December 1824, Courses of action taken etc., ঐ, para 9.

৩৩। Baggage regulation as raised and circulated , General Order, dated 2 December 1824, Extract Bengal Military Consultation, 2 December 1824, Appx. to Proc. of the Court of Enquiry in the Military at Barrackpore, 1-2 November 1824, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930, 1827-28. পৃঃ 521 - 23.

৩৪। ওপরে দেখুন, পৃঃ ৪৮।

৩৫। দেখুন Revised Baggage Regulation, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ 505-23

৩৬। Government Order No 263 dated Fort William, Calcutta - 23 September 1825, Extract Bengal Military Letter to the Court of Directors, 31 July 1826, Col. No. 26412, Native Troops when Entitled to Extra *Batta*. BL, OIOC, BC., Vol. F/4/941, পৃঃ 149-50।

৩৭। Extract Bengal Military Letter to Court of Directors, 31 July 1826, পূর্ব্বে উল্লেখিত Bengal Separate Military Collection No. 12, BL, OIOC, B.C., Vol. F/4/930, 1827-28 পৃঃ 129-38

৩৮। General Order of the Governor General in Council, No. 293, dated Fort William 28 October 1825, Bengal Separate Military Collection No. 12, BL,OIOC, B.C. Vol. F/4/930, 1827-28, পৃঃ ১২৯-৩৮।

৩৯। G.O.GG. 12 December 1833, Thompson, Abstract of General Orders পৃঃ ১৩, উল্লেখিত, Alavi, S., পূর্ব্ব উল্লেখিত পৃঃ ১৪২।

৪০। J G Ravenshaw to Lord William Bentinck, Confidential, London 3 March

1828, Corr No. 6. Philips, C H , (ed) *The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck* , Vol I, 1828-31, Oxford 1977. pp. 13-17. John Goldsborough Ravenshaw (1777-1840), served in India under Bentinck in Madras, 1801-06, Director of the EIC 1819-40, Chairman and Deputy Chairman, EIC, 1813-40.

৪১। ঐ।

৪২। Separate Military Letter from Bengal to Court of Directors, 25 March 1825 nclo. Bengal Separate Military Consultation, Explanation Concerning delay in reporting aoout the Court of Enquiry in the Barrackpore Mutiny, 1-2 November 1824, পূর্ব্বে উল্লেখিত পৃঃ ১-১৩।

৪৩। Separate Letter to the Court of Directors, 29 April 1825, enclo. Bengal Separate Military Collction, etc., ঐ।

৪৪। Separate Military Letter from Bengal to the Court of Directors, 25 March 1825, পূর্ব্বে উল্লেখিত।

অষ্টম অধ্যায়

বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ ঃ লর্ড আমহার্স্টের অস্তিত্ব সংকট

" We ought not to remove Lord Amherst on account of mutiny, or for any of the acts preceeding that misfortune. or following it; but we ought to do everything in our power to support him in the performance of the duty." [১]

১৮২৪ সালের সিপাহী বিদ্রোহ গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের প্রশাসনিক জীবনে চরম এক অভিশপ্ত অধ্যায়। ১৮২৪ - ২৬ সালের ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সাথে এই বিদ্রোহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে যদি এই যুদ্ধ সংঘঠিত না হত তাহলে এই বিদ্রোহের কোন প্রশ্ন দেখা দিত না। সুতরাং ১৮২৬ সালে যখন বারাকপুরের ভয়ংকর বিদ্রোহের উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে লণ্ডন এবং কলকাতা সরকারী মহলে এই যুদ্ধ ও বিদ্রোহে গভর্ণর জেনারেলের ভূমিকা এমন এক উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যা ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে তাঁর অস্তিত্বের চরম অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। একদিকে ব্রহ্মদেশে ইংগভারতীয় সিপাহীর অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় সামরিক অভিযানের সমস্ত দোষ তাঁর ওপর চাপানো হয় অন্যদিকে বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের অনর্থক হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের অধিকাংশ সদস্য এবং কলকাতায় সরকারী মহলে একটা বড় অংশ তখনও ১৮০৬ সালের ভেলোর বিদ্রোহের কথা ভুলতে পারে নি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সে সময় সরকারী মহলের গোটা অংশ এর জন্য মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস বেণ্টিংককে এবং তার সেনাধ্যক্ষ স্যার জন কারড্রককে দায়ী করেছিলেন এবং সমকালীন লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর সর্ব্বসম্মতিক্রমে দুজনকেই অপসারিত করে।[২]

লেডী আমহার্স্ট তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেন বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পর কলকাতা সরকারী মহল থেকে কেউ কেউ বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর কাছে আমহার্স্টের বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ করে।[৩] তাছাড়া কলকাতার কিছু সংবাদ পত্রও বেশ কিছু বেসরকারী বৃটিশ নাগরিক ব্রহ্মদেশে সামরিক অভিযানের তীব্র বিরোধিতা করে কারণ এই যুদ্ধে হাজার হাজার ইংগভারতীয় সৈন্যের চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে শুধু নিছক খাদ্যাভাবজনিত রোগ ও মহামারীতে। প্রায় হাজার ১৫ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।[৪] ২রা

নভেম্বর সকালে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর নৃশংস গোলাবর্ষণে যে কয়েক শত ভারতীয় সিপাহীকে বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে হত্যা করা হয় ইংলণ্ডে বেশ কয়েকটা সংবাদপত্রে বেনামী চিঠিতে তার বৃত্তান্ত প্রচার করা হয়। ১৮০৬ সালের ভেলোর বিদ্রোহে বিদ্রোহী সিপাহীরা যদিও ১৫ জন বৃটিশ অফিসার সহ ১৩০ জন ঘুমন্ত নিরস্ত্র ইংরাজ সৈনিককে মধ্যরাতে হত্যা করেছে তা সত্বেও তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশে ৬০০ জন বিদ্রোহী বন্দী সিপাহীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তি দেওয়া হয়। অথচ বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে অত্যন্ত সামান্য কারণে ২০০ অথবা ততোধিক বিদ্রোহীকে গোপনে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক সামরিক আদালতের বিচারে অভিযুক্ত ১২ জন বিদ্রোহী নেতাকে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এবং ১৪০ জন বিদ্রোহীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়ে মুক্তি দেওয়া দূরে থাক মৃত্যুদণ্ড মকুব করে পায়ে ৫ সের লোহার বল সমেত লোহার বেড়ী পরিয়ে যশোর রোডে বেআইনিভাবে সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। লেডী আমহার্ষ্ট তাঁর দিনলিপিতে ভেলোর ও বারাকপুর বিদ্রোহের চরিত্রগত বৈপরীত্যের উল্লেখ নেই। হয়তো তিনি ঠিক এবিষয়ে অবহিত ছিলেন না এবং জানলেও তিনি বারাকপুর বিদ্রোহের সম্পর্কে তাঁর স্বামীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার দিকেই তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল। তবে তাঁর সন্দেহ, যেহেতু লর্ড আমহার্ষ্ট টোরী দলভূক্ত নেতাদের প্রতিনিধি সেজন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টরস হুইগ দলভূক্ত ডিউক অব বাকিংহাম অথবা মিঃ Wyn কে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে বসানোর জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের বিরুদ্ধে বারাকপুর ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সম্পর্কিত অভিযোগগুলি ছিল নিছক উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র। লেডী আমহার্ষ্ট তাঁর দিনলিপিতে পাল্টা অভিযোগ করেন ঃ .... the spirit of revenge has shown itself in various forms misrepresenting the measures of government , with a perseverence and malignity scarcely creditable. This opportunity was not lost by the Grenvillites, who secretly found the flame in every way, endeavouring by every insidious art to get the Duke of Buckingham or Mr. Wyn appointed Governor General.[৫] সুতরাং ব্রহ্মদেশের অভিযানে ইংগভারতীয় সৈন্যের গৌরবজনক জয় এবং ফেব্রুয়ারী ১৮২৬ সালে ইয়ানডাবোর সন্ধিতেও লর্ড আমহার্ষ্ট একটা দিনের জন্য একটুও শান্তিতে ছিলেন না। সব সময় একটা চাপা আশংকা তাঁকে বাারাকপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাড়না করত ভারতবর্ষে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোর্ট অব ডাইরেক্টর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর ১৮২৬ সালে মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড থেকে এলো আরও এক ভয়ংকর সংবাদ।

৮ই মার্চ্চ ১৮২৬ লর্ড আমহার্ষ্ট বারাকপুর প্রাসাদে ছুটি কাটিয়ে কলকাতার গভর্ণর হাউসে ফিরে মিঃ উইন ও স্যার রবিনসন নামে দুজন ডাইরেকটরের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তাতে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে সরে যেতে হবে। তার কারণ দেখিয়ে বলা হয়, এক ঃ তিনি বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন লণ্ডনে পাঠাতে অনেক দেরী

করেছেন; দুই ঃ তিনি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সঠিক হয়েছে কিনা এবিষয়ে কোন নিজস্ব নিরপেক্ষ মতামত দেন নি। তিন ঃ তিনি সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত বিদ্রোহীদের তাৎক্ষণিক ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তির ব্যবস্থা করেন নি।[৮] প্রথম অভিযোগের উত্তরে আমহার্স্ট জানালেন যে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অত্যন্ত দীর্ঘ, আগাগোড়া সমস্ত পড়তে তাঁর ছয়দিন লেগেছে। তিনি আরও বলেন তদন্ত কমিশনের অধিবেশন চলেছে প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে এবং সমস্ত কাগজপত্র তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে লণ্ডনে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ওপর তাঁর নিজস্ব কোন অভিমতের অভাবের কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন বিদ্রোহ মোকাবিলার সমস্ত দায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে কমাণ্ডার ইন চীফের এবং সামরিক নিয়ম নীতি অনুসারে কমাণ্ডার ইন চীফের সিদ্ধান্তের ওপর গভর্ণর জেনারেলের মন্তব্য অযথা হস্তক্ষেপ করা প্রমুখ প্রথা বিরোধী কাজ। তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টের বক্তব্য যে যদিও প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত বন্দীদের বারাসাত যশোর রোড নির্মাণ কাজে সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সিপাহীদের গৌরবজনক ভূমিকার জন্য কয়েক মাসের মধ্যে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমহার্স্টের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ ছিল এই যে তিনি ব্রহ্মদেশের সমস্ত বিষয়ে বিশেষ করে না জেনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭]

কিন্তু লেডী আমহার্স্ট এ সমস্ত অভিযোগের প্রচণ্ড আপত্তি জানান। তিনি তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেন "এই সমস্ত ব্যর্থ অভিযোগ নিয়ে কলকাতার বৃটিশ সমাজে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। কলকাতার সরকারী মহল ও সমাজ আমাদেরকে অভিনন্দন করেছে। তাঁদের মতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টরস গভর্ণর জেনারেলকে অপসারিত করতে পারেন।"[৮] এটা অবশ্য ঠিক যে পতিপ্রাণা স্ত্রী হিসাবে লেডী আমহার্স্ট তাঁর স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করবেন এবং সরকারী মহল ও কলকাতার বৃটিশ সমাজের এক অংশ লর্ড আমহার্স্টের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরা সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং কোর্ট অব ডাইরেক্টরের চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে যে তিনটি অভিযোগ আনা হয়, উত্তরে লর্ড আমহার্স্টের বক্তব্যের মধ্যে কোনপ্রকার যুক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না। এবং বারাকপুরের বিদ্রোহের মত ভয়ংকর ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছদে উল্লেখ করা হয়েছে যে বারাকপুরের বিদ্রোহের পূর্বেকার সমস্ত সময়ে গভর্ণর জেনারেল সপ্তাহাধিক বারাকপুর সরকারী প্রাসাদে ছুটি কাটিয়েছেন এবং বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি তাঁর অজানা ছিল না। লেডী আমহার্স্ট ও অপর প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ডেম্পস্টারের লেখায় এটা জানা যায় যে ৩১ অক্টোবর রাত্রিতে কমাণ্ডার ইন চীফ এর সাথে লর্ড আমহার্স্টের বিদ্রোহ ও বিশেষ করে বিদ্রোহীদের দাবী দাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ হয়েছিল।[৯] ডাঃ ডেমপস্টারের লেখায় এটা জানা যায় যে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে যে কোন দূরপাল্লার সামরিক অভিযানে সিপাহীদের এই ধরণের দাবীদাওয়া একটি প্রথাগত বিষয়, সুতরাং লর্ড আমহার্স্ট কমাণ্ডার ইন চীফের সাথে কথা বলে প্রথম অবস্থায় এই সমস্যার সমাধান করে কিছু ভাতা বাড়িয়ে

সিপাহীদের অভিযানে উৎসাহিত করতে পারতেন। তিনি যদি ব্রহ্মদেশে সিপাহী অভিযানের বিষয়টা অগ্রাধিকার দিতেন তাহলে তিনি কমাণ্ডার ইন চীফের সাথে পরামর্শ করে সিপাহীদের বৈদেশিক ভাতা বা মাদ্রাজী সিপাহীদের মতো অভিযান কালে সরকারী খরচে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং এইভাবে ২রা নভেম্বর প্যারেড গ্রাউণ্ডের ভয়ংকর ঘটনাকে এড়ানো যেত। কোর্ট অব ডাইরেক্টর সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছে যে সিপাহীদের ন্যূনতম দাবী দাওয়ার প্রতি গভর্ণর জেনারেলের কোন আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। ভেলোর বিদ্রোহের পর লর্ড মিন্টোর গৌরবজনক উদারনৈতিক দৃষ্টান্তে লর্ড আমহার্স্ট বারাকপুর সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সিপাহীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তি দিতে পারতেন। এই সব চিন্তা ভাবনা না করে এবং নিজস্ব ক্ষমতা ও বিচার বিবেচনা প্রয়োগ না করে এবং তিনি বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে কমাণ্ডার ইন চীফের সমস্ত সিদ্ধান্তকে যান্ত্রিকভাবে অনুমোদন করেছেন। যেহেতু লর্ড আমহর্স্ট এবং স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেট উভয়ে পূর্ব্ব রাত্রে বারাকপুরেই ছিলেন, তাঁরা বিদ্রোহী নেতাদের সনাক্ত করে বন্দী করে সিপাহীদের সাধারণ ন্যূনতম দাবীপূরণ করে অভিযানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন। ভেলোর বিদ্রোহের পরেও লর্ড মিন্টো যদি কলকাতা থেকে জাহাজযোগে ভেলোরে গিয়ে ৬০০ জন বিদ্রোহী অভিযুক্ত বন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদেরকে সামরিক বিভাগ থেকে বরখাস্ত করার মত প্রশাসনিক দূরদর্শিতা ও সহানুভূতিশীল উদ্যোগের প্রমাণ দিতে পারেন, সেখানে চোখের সামনে ঘটনা ঘটতে দেখে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকা সত্বেও লর্ড আমহর্স্ট সমস্যা সমাধানের সঠিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন। আসল কথা হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানে ভারতবর্ষের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার উপযোগী যে দূরদৃষ্টি এবং সিপাহীদের জীবন জীবিকার প্রতি যে সহানুভূতিশীল মানসিকতার প্রয়োজন ছিল, গভর্ণর জেনারেল বা কমাণ্ডার ইন চীফের উভয়ের মধ্যে ছিল তার একান্ত অভাব। এবং এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তা কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এই তথ্যগত চেতনার একান্ত অভাব ছিল যে যে কোন দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক অভিযানের প্রাক্কালে সিপাহীদের মধ্যে এই ধরণের দাবী দাওয়ার বিষয় কখনই অস্বাভাবিক নয়। প্রথাগতভাবে এটা খুবই ন্যায় সংগত এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ এ সব অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে কোম্পানীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু লর্ড আমহার্স্টের জীবনীকারগণ বলেন লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ খুব কম সময়ের জন্য আমর্হার্স্টের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং কলকাতার সরকারী মহলে সামগ্রিক ভাবে সবাই আমহার্স্টের পক্ষে ছিলেন। এবং তাদের সাধারণ "opinion was wholly and enthusiastically on his side"[১০] লেডী আমহার্স্ট তাঁর দিনলিপিতে লিখছেন যে গভর্ণর জেনারেলকে অপসারিত করার প্রস্তাব কলকাতার সরকারী ও বেসরকারী মহলে প্রচার হওয়ার সংগে সংগে ১৫ ও ১৬ মার্চ্চ ১৮২৬ এই দুদিন ধরে সারা সহরে এই প্রস্তাব ধিকৃত হয়। প্রত্যেকে বলেছে বেনামী চিঠির মাধ্যমে এই মানুষটার চরিত্র হনন করার চেষ্টা হচ্ছে নিছক আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও

ক্ষমতা লোভীদের সুযোগ সন্ধানের জন্য।[১১]

কিন্তু এই ধরণের জন সমর্থন ও আপাত সহানুভূতি আমহার্স্টের মন থেকে চাপা উদ্বেগ ও অশান্তি দূর করতে পারে নি। বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের প্রেতাত্মা তাঁকে সব সময় তাড়না করে চলেছে অনেক অজানা আশংকাজনক ভবিষ্যতের দিকে। তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল ২রা এপ্রিল ১৮২৬ লণ্ডন থেকে কোর্ট অব ডাইরেক্টররের অপর এক চিঠিতে। ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ উইন এই চিঠিতে জানালেন যে যদিও বিদ্রোহের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে অপসারিত করার কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাননি তবে বৃটেনের মন্ত্রীমণ্ডলী বেসরকারী ভাবে কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের শরিক হতে তারা আগ্রহী নয়।[১২] সুতরাং এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরস। লেডী আমহর্ষ্টি মনে করেন এই সংস্থা অত্যন্ত "turbulent and radical" এবং তারা এমন শক্তিশালী যে কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর যে কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ফলতঃ লণ্ডন থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্য্যন্ত গভর্ণর জেনারেল তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন।[১৩]

১৮২৬ সালে মে ও জুন এই দুমাসে কলকাতার সরকারী ও বৃটিশ বেসরকারী মহল উৎসব আনন্দে মাতোয়ারা। একে ইয়ানডাবুর সন্ধিতে ব্রহ্মারাজ ও ভরতপুরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিজয়গর্ব্বে আত্মহারা কলকাতার সরকারী ও বেসরকারী বৃটিশ নাগরিক। সারা শহর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী উৎসবে এমন উত্তাল যে আপাতদৃষ্টিত মনে হল লর্ড আমহার্ষ্টের অপসারণে বিষয়টা মানুষের মন থেকে যেন মুছে গেছে। ৭ই এপ্রিল কলকাতার সমস্ত অবিবাহিত যুবকরা গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য কামনা করে এক বিশাল নৈশ ভোজের আয়োজন করে। এই সম্বর্ধনার উত্তরে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে লর্ড আমহর্ষ্টি ব্রহ্মাদেশে বিজয়ী নৌ সেনানায়ক স্যার আর্চ্চবাল্ড ক্যাম্পবেল ও ভরতপুরের বিজয়ী বীর ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফ লর্ড কমবারমেয়ার এই উভয় বীরের শৌর্য্য, বীর্য্য ও বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই সুযোগে তিনি উল্লেখ করলেন ব্রহ্মাদেশ যুদ্ধাভিযান ও বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ বিষয়ে কলকাতার সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বৃটিশ নাগরিক তাঁকে সবরকমভাবে সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। লেডী আমহর্ষ্টি তাঁর দিনপঞ্জীতে লেখেন, "He was nearly overpowered by his feelings .... the applause was so violent that it interrupted him every minute; this interruption enabled him to recover his breath ...."[১৪] কিন্তু সারা সহরের এত আড়ম্বর, উচ্ছাস ও উৎসবের আনন্দ লর্ড আমহার্ষ্টের মন থেকে বারাকপুর বিদ্রোহের গ্লানি মুছে দিতে পারে নি।

এপ্রিল মাসে সারা শহর ব্যাপী একের পর এক সরকারী উৎসব লেগেই ছিল। ২৪ এপ্রিল ১৮২৬ সালে কলকাতায় মহা সমারোহে ইংলণ্ড রাজ চতুর্থ জর্জের জন্মোৎসব

পালিত হয়। এই উপলক্ষে কলকাতার গভর্ণর জেনারেলের রাজপ্রাসাদ বর্ণাঢ্য আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। রাজপ্রাসাদের বিশাল নাচ ঘরে আয়োজন করা হয় বিশিষ্ট রাজপুরুষদের নিয়ে এক আনন্দানুষ্ঠান। এই বলরুমে ভরতপুর দুর্গ সিওডাগুন প্যাগোডা, এবং সফি ও ডায়না নামে যে দুটি বৃটিশ বাস্পীয় জাহাজ সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মদেশ অভিযানে ব্যবহার করে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে প্রদর্শিত হয়েছিল তাদের প্রতিকৃতি বর্ণাঢ্য প্রদীপের আলোক সাজে সজ্জিত করে এক আড়ম্বর রাজকীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে সজ্জিত তিন প্রতিকৃতি। দুই পাশে দুই বিজয়ী বীর, স্যার আর্চবাল্ড ক্যাম্পবেল ও লর্ড কমবারমেয়ার ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফ। মাঝখানে বৃটিশ সম্রাট চতুর্থ জর্জ। লেডী আমহার্স্ট তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেন লর্ড আমহার্স্টের হৃদয় ও মন দুই এই জাঁকজমক ও আড়ম্বর থেকে যেন অনেক দূরে সরে ছিল। তাঁর আত্ম সমাহিত শান্ত নির্লিপ্ত মুখে ফুটে উঠছিল একটাই ছবি - কোর্ট অব ডাইরেক্টরের চরম পত্রের দীর্ঘ এক বেদনার প্রতীক্ষা যা শুধু লেডী আমহার্স্টের চোখেই ধরা পড়ে। ৭ই মে কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর থেকে আর একটি চরম পত্র পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিঠিতে চরম সিদ্ধান্তের কোন উল্লেখ না থাকলেও ছিল আরও উদ্বেগ ও হতাশব্যঞ্জক কথা। কোর্ট অব ডাইরেক্টর তখনও বারাকপুর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লর্ড আমহার্স্টের ওপর নিদারুণ বিক্ষুব্ধ। লেডী আমহার্স্ট লিখেছেন "they are still meditating the recall of Lord Amherst and we are in an unpleasant state of uncertainty."[১৫] তার পরে ২০ মে ১৮২৬ কোলকাতা পৌঁছালো ইংরাজ রাজের শুভেচ্ছা বার্তা। তাতে ব্রহ্মদেশ ও ভরতপুরের দুর্গ দখলের গৌরবজনক কীর্তির জন্য লর্ড আমহার্স্টকে অভিনন্দন জানালো হলো বটে কিন্তু আমহার্স্টের ভবিষ্যৎ তখনও এক অত্যন্ত আশংকাজনক অবস্থায় দোদুল্যমান।

বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ শুধু লর্ড আমহার্স্টের প্রশাসনিক জীবনের এক দুঃখ ও কলঙ্কজনক অধ্যায় নয়। বারাকপুরের সরকারী ভবন ও সুদৃশ্য সাজানো প্রমোদ্যান আমহার্স্ট দম্পতির পারিবারিক জীবনের এক মর্মান্তিক শোকাবহ দুর্ঘটনার কেন্দ্র। ২৬শে জুলাই ১৮২৬ সালে বারাকপুর সরকারী ভবনে লর্ড আমহার্স্টের পুত্র জেফ প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ছিলেন কোম্পানীর সামরিক বিভাগে তরুণ এক ক্যাপ্টেন। পরদিন বারাকপুর পার্কেই মৃতদেহকে কমাণ্ডার ইন চীফের উপস্থিতিতে পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়।[১৬] সেদিন সন্ধ্যায় পুত্র শোকাতুর ভারাক্রান্ত মনে আমহার্স্ট দম্পতি কলকাতার রাজভবনে ফিরে এসেই কোর্ট অব ডাইরেক্টর থেকে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত পত্রে এত দুঃখের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির সংকেত পেলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের এই চিঠিতে জানানো হয় যে তাঁকে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের জন্য দোযারোপ করা হচ্ছে না এবং তাঁকে অপসারিত করার পূর্ব্ব প্রস্তাব বাতিল। লর্ড লিভারপুলকে লিখিত এক পত্রে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ ওয়াইন জানান "আমি দেখতে পারছি ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ও বারাকপুরের ঘটনার জন্য লর্ড আমহার্স্টকে কিভাবে দায়ী করা যাবে। তাঁর সরকারী কাজ ও ত্রুটির জন্য বিদ্রোহ সংগঠিত হয় নি। প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে কমাণ্ডার

ইন চীফের নিজস্ব ক্ষমতাবলে এবং তিনি সামরিক নিয়মমত তাদের বিচার ও শাস্তিবিধান করেছেন।[১৭] "তাসত্ত্বেও মিঃ ওয়াইন মনে করেন যে অভিযুক্ত বন্দীদের রাস্তায় সশ্রম দণ্ডের মকুব ও ক্ষমা প্রদর্শন করে লর্ড আমহার্স্ট তাদের বরখাস্ত করে মুক্তি দিতে পারতেন। কারণ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে বিদ্রোহীদের পরিত্যক্ত রাইফেলের মধ্যে একটাও গুলি ভর্ত্তি ছিল না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা মূলক কোন মানসিকতার প্রমাণ নেই। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের পত্রে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়াইন লেখেন যে "শুধু বিদ্রোহের জন্যই না, বা তার পূর্ব্বের কারণের জন্য আমহার্স্টকে সরাবো না, বরং আমাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তাঁর সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন করব। আমার মতে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর কর্ত্তব্যকর্মের মধ্যে এমন কিছু দোষের নেই যাতে আমরা তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য সরকারকে বলব।"[১৮] তবে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সম্পর্কে মিঃ ওয়াইন অবশ্য এ মন্তব্য প্রকাশ থেকে বিরত হলেন না যে "যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে বেশী কিছু না জেনে আমাদের যুদ্ধ করতে যাওয়া উচিত হয় নি।" পরোক্ষভাবে লর্ড আমহার্স্টকে সমর্থন করেই তিনি বলেন, "... whether the war was right or wrong ... it is quite clear to me that the Bengal Government are now on the right road." [১৯] সর্ব্বশেষে গভর্ণর জেনারেলকে অপসারিত করার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর ক্ষমতা প্রসঙ্গে উইন বলেন, "আমি ভালভাবে জানি যে গভর্ণর জেনারেলকে অপসারিত করার ক্ষমতা কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আছে। তবে এখানে আমার মত হচ্ছে এই যে "জনস্বার্থের জন্য যে ব্যক্তিকে সরানো হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত মর্য্যাদার দিক থেকে তাঁকে সরানোর কাজটা খুবই অন্যায় হবে। সিপাহীরা বিদ্রোহ করে যে অন্যায়টা করেছে, লর্ড আমহার্স্টকে বরখাস্ত করলে সরকার সেই একই রকম দোষে দুষ্ট হবেন।"[২০] এইভাবে শেষে পরে দীর্ঘ বছরখানেক ধরে লর্ড আমহার্স্টের মাথার ওপর যে ডেমোক্রিসের খড়্গ ঝুলছিল সেই অবস্থার অবসান ঘটল। একথা স্বীকার করতেই হবে যে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করেছিল ব্রহ্মদেশে ও ভরতপুর এর উভয় যুদ্ধে কোম্পানীর গৌরবজনক বিজয় যা বারাকপুরের বিদ্রোহ দমনের মধ্যে যে অন্যায় হঠকারী ও বর্ণবিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা আড়াল করে রেখেছে। অবশ্য কোর্ট অব ডাইরেক্টর পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে বারাকপুরের ঘটনায় গভর্ণর জেনারেল থেকে কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেটের দায়িত্ব বেশী এবং সেজন্য বিদ্রোহের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পর তাঁকে সরিয়ে লর্ড কমবারমেয়ারকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

এখন ভেলোর বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন সহজেই এসে যায় সবার মনে, যেখানে বারাকপুর বিদ্রোহে একজন ইউরোপীয়ানের গায়ে আঁচড়টুকু লাগে নি এবং বিশেষ করে তদন্ত কমিশনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সিপাহীদের মধ্যে ব্যাপক হিংসাত্মক প্রবণতা বা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কোন মানসিকতার লেশ মাত্র ছিল না অথচ অন্যায়ভাবে সামরিক হঠকারিতার বশে সারা প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিদ্রোহী সিপাহীদের ধ্বংস করা হল সেখানে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস গভর্ণর জেনারেল ও

কমাণ্ডার ইন চীফের প্রতি এত নরম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন কেন? এটা কি শুধু ব্রহ্মদেশ ও ভরতপুরের যুদ্ধ বিজয়ের জন্য? এটা ঠিক ভেলোরের ব্যাপারে যেখানে ১৩০ জন নিরস্ত্র ইউরোপীয়ান মধ্যরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছেন সেখানে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস যদি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক ও মাদ্রাজের কমাণ্ডার ইন চীফকে তাৎক্ষণিক ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বরখাস্ত না করতেন তাহলে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ও মানুষের মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত কোর্ট অব ডাইরেক্টরসদের পক্ষে তাকে সামলে ওঠা খুবই কঠিন ছিল। সুতরাং অনন্যোপায় হিসাবে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস গভর্ণর ও কমাণ্ডার ইন চীফের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বারাকপুরের চিত্র ভিন্ন। সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে সঠিক কারণে হোক বা ভুল অন্যায়ভাবে হোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রান্তরে হাজার হাজার দেশীয় মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে হয় এবং হয়েছে। এই বাস্তব সত্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে বা নেতৃত্ব মহলের কাছে সহনশীল এবং গ্রহণযোগ্য। জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি গভর্ণর জেনারেল ও কমাণ্ডার ইন চীফকে বরখাস্ত করার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বিশেষ করে বিদ্রোহ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে কোম্পানীর সামরিক বিভাগে নানান ত্রুটি বিচ্যুতি জনসমক্ষে প্রচারিত হয় তাতে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে সরকারী মহলে কোম্পানীর ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুন্ন হবে। কোর্ট অব ডাইরেকটরস এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল। সে জন্য এই সব ভাবনা চিন্তা করে শেষ পর্য্যন্ত লর্ড আমহার্স্টের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নিতে বিরত থাকল। সর্ব্বশেষে লেডী আমহার্স্টের দিনলিপিতে প্রতিফলিত যে সন্দেহ প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে এই যে যেহেতু লর্ড আমহার্স্ট কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর সংখ্যালঘু সদস্যদের মনোনীত প্রতিনিধি, সংখ্যা গরিষ্ঠ হুইগ দলভুক্ত সদস্যরা স্বভাবতঃই আমহার্স্টের প্রতি দলগতভাবে বিরোধী ছিলেন। বারাকপুরের ঘটনার পর তাদের এই বিরোধিতার মাত্রা বেড়ে যায়। সেজন্যই প্রস্তাব ওঠে তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য। তবে এই সন্দেহ কতখানি বস্তুনিষ্ঠ তার প্রমাণ নেই তবে এটা সত্য যে লর্ড আমহার্স্ট যদি নিজের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকতেন এবং প্রথম থেকে সমস্ত বিষয়টা নিরপেক্ষ ঔদার্য্যের সাথে বিবেচনা করতেন তাহলে বিদ্রোহের পরিণতি এত ভয়ংকর ভাবে দেখা দিত না।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। উদ্ধৃতঃ The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৬০ ।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ Memorandum of Lord William Bentinck, পূর্ব্বে উল্লেখিত।

৩। The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত ।

৪। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : Bandyopadhyay, P., Hunger Disease and Mortality, Costly Game of the Kingly War . etc পূর্ব্বে উল্লেখিত ।

৫। The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৬ ।
৬। ঐ, পৃঃ ১৫৫ ।
৭। ঐ, পৃঃ ১৫৬ ।
৮। ঐ ।
৯। ঐ, পৃঃ ১৫০ ।
১০। পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৬ ।
১১। ঐ । পৃঃ ১৫৬-৫৭ ।
১২। ঐ , পৃঃ ১৫৭ ।
১৩। ঐ , পৃঃ ১৫৭ ।
১৪। ঐ ।
১৫। ঐ পৃঃ ১৫৮ ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরের সিযাডাগুন প্যাগোডা হচ্চে সর্ব্বোচ্চ প্যাগোডা। এর উচ্চতা লণ্ডনের সেইন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালের সমান। এই প্যাগোডার বিশাল পিতলের ঘন্টা কলকাতায় আনা হয়েছিল। তবে যুদ্ধ সন্ধির পর এই ঘন্টা ব্রহ্মদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ।
১৬। ঐ , পৃঃ ১৫৯।
১৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৯। আমহার্ষ্ট দম্পতির পুত্র জেফ ছিলেন কোম্পানীর সামরিক বিভাগে এক তরুণ ক্যাপটেন।
১৮। Duke of Wellington to Lord of Liverpool, London 10 October 1825, উদ্ধৃতঃ The Diary of Lady Amherst, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৫৯-৬১ ।
১৯। ঐ, পৃঃ ১৬০ ।
২০। ঐ ।

শেষের কথা

ভারতবর্ষের কোম্পানীর আমলে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ১৭৬০ সালে বেঙ্গল নেটিভ রেজিমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর থেকে বারাকপুরে ছোটখাটো বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতেও কোম্পানীর সেনাবিভাগে সিপাহীদের মধ্যে এই ধরণের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এর কারণে ছিল সিপাহীদের নিতান্ত মৌলিক দাবী-দাওয়া ও সুখ সুবিধার প্রতি কোম্পানীর সাধারণ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা। ১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহ দক্ষিণ ভারতে প্রথম এক বড় মাপের ভয়ংকর ঘটনা। এর মূলে ছিল সিপাহীদের প্রতি সামরিক বিভাগের অমোঘ নির্দ্দেশ, মাথায় পাগড়ী পরা এবং কপালে তিলক কাটা চলবে না। তার বদলে মাথায় পরতে হবে টুপি ও পায়ে মোজা। এই নির্দ্দেশ সিপাহীদের সংস্কৃতিবোধ ও দৈনন্দিন জীবনের ওপর অপমানকর আঘাত। তার প্রতিশোধ হিসাবে ভেলোর দুর্গে মধ্যরাতে ঘুমন্ত নিরস্ত্র ইংরাজ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহী সিপাহী। নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়। পরদিন সকালে এই বিদ্রোহকে আরও হিংসাত্মক ভাবে দমন করা হয়। এই বিদ্রোহের পরেই কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। যাদের ওপর কোম্পানীর দেশে বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার দায়িত্ব সেই সব সিপাহীরা যদি প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে তা মোকাবিলার জন্য কোম্পানী কি ধরণের স্থায়ী নীতি গ্রহণ করবে? প্রথম দিকে তো কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করে সিপাহীদের মধ্যে স্বাভাবিক শৃংখলাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তা করতে গিয়ে সাধারণ মানবিকতার মূল্যবোধ এবং বৃটিশ জাতির ন্যায় নীতির মধ্যে কিভাবে এবং কতোখানি ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে, প্রমুখ বিষয়ে মাদ্রাজের সমকালীন সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে এক ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। মতামতের মধ্যে কঠিন এক আপোষহীন বিভাজন গড়ে ওঠে। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ৩৫০ জন বিদ্রোহীকে হত্যা ও তাৎক্ষণিক সামরিক আদালতে ২৪ জন বিদ্রোহী প্রধান নেতাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্য্যকর করার পরেও যে ৬০০ জন বিদ্রোহী বন্দীকে যারা এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছিল তাদের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বিভাজনে বেণ্টিংক-এর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের পক্ষে ছিলেন এবং পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর মধ্যস্থতায় শেষ পর্য্যন্ত তাই কার্য্যকর করা হয়।

এখন বারাকপুর বিদ্রোহ দমনে সামরিক অধিকর্তার শাস্তি প্রক্রিয়ার মূল্যায়ণ করার আগে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত মাদ্রাজ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যাটি কেকের নথিভুক্ত করা এক ঐতিহাসিক বিবৃতির ওপর।[১] ভারতবর্ষে কোম্পানীর সমস্ত সামরিক ও অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে লিখিত এই বিবৃতির মূল উদ্দেশ্য

ছিল সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর দীর্ঘমেয়াদী নীতি কি হবে সে বিষয়ে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে মৌলিক রূপরেখা নির্দ্ধারিণ করা। এই বিবৃতিতে কেক বলেন যে ভারতবর্ষে কোম্পানীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সামরিক বিভাগের সাথে সিপাহীদের মধ্যে যাতে একটা সুস্থ এবং পারস্পরিক স্বার্থের ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সব সময় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা উচিত। তাঁর মতে সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানী ও সামরিক বিভাগের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতাহীন বিদ্রোহী মনোভাবকে কখনো বরদাস্ত করা হবে না। তবে তাদের মধ্যে যাতে এই ধরণের মনোভাব এবং কোম্পানীর প্রতি ও সামরিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের মধ্যে বৃত্তিগত অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা না দেয় তার জন্য সদা সতর্কমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো তৈরী করতে হবে। তিনি মনে করেন বিদ্রোহ দেখা দিলেই শুধুমাত্র কঠোর শাস্তিবিধান করলেই সিপাহীদের মনে কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য ও সখ্যতাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তাতে ফল হবে বিপরীত। ভারতবর্ষে কোম্পানীর স্থায়িত্ব বিপন্ন হবে। তিনি আরও মনে করেন যে একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে সিপাহী সংখ্যা অন্যদিকে সেই অনুপাতে তাদেরকে প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারি করার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসারদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে উভয়ের মধ্যে নিয়মিত বৃত্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের সুযোগ ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে "the real strength and salutory check of a European Officer to each company is diminished from the Subadar to sepoy all communication except on actual duty is cut off, treated with neglect, their affections are alienated."[১] এর বিপজ্জনক ফল হচ্ছে এক দিকে সিপাহীরা যেমন সামরিক বিভাগের কাছে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হচ্ছে অন্যদিকে ইউরোপীয়ান অফিসারও সিপাহীদের দৈনন্দিন আনুগত্য ও সখ্যতাবোধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কোম্পানীর দীর্ঘস্থায়ী সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে কেক বলেন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিপাহীদের সাথে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে আপোষমূলক নীতি গ্রহণ করা উচিত। উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন কায়েম করতে হবে। তাদের মনকে জয় করতে হবে অন্যথা তাদের অস্ত্র কোম্পানীকে রক্ষা করবে না! বর্তমান দমন নীতির বীজ সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। অন্যথায় শেষে পরে একদিন কোম্পানী উৎখাত হবে। "their mind must be conciliated or their arms will not defend us.. . . . the germ of the present principle must be eradicated or in the end we shall be overthrown." সিপাহীদের মন জয় করার জন্য বিশেষ করে কোম্পানীর প্রতি তাদের আনুগত্য ফিরিয়ে আনার জন্য সমকালীন মাদ্রাজের কাউন্সিল সদস্য কেক, যিনি বেন্টিংক-এর আপোষমূলক নীতির সমর্থক ছিলেন, তিনি সিপাহীদের সুবিধার জন্য কিছু ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। যেমন দক্ষ বিশ্বস্ত ভারতীয় অফিসারদের অতিরিক্ত বিশেষ ভাতা

সহ দুর্গের ক্যাপটেন পদে (কেল্লাদার) উন্নীত করার প্রস্তাব করেন। কেক এই ব্যবস্থার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন সরকারের উচিত একটি সাধারণ ঘোষণার দ্বারা সিপাহীদের অবহিত করা প্রয়োজন যে সরকার তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি যথা সম্ভব সাহায্য করবে এবং তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ওপর কোন সরকারী হস্তক্ষেপ করা হবে না। সর্ব্বপ্রকার নির্মম শাস্তির অবসান করবে এবং তারা যদি কোম্পানীর প্রতি তাদের সব দায়িত্ব পালন করে তাহলে কোম্পানী বিনিময়ে তাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হবে।[৩] কেক এখানে উল্লেখ করেন যে কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নে ইউরোপীয়ান অফিসার ব্যতিরেকে একজন ভারতীয় সুবাদার যৌথ দায়িত্বে থাকতেন। তাঁদের সংগে ইউরোপীয়ান অফিসার যথেষ্ট মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সকাল সন্ধ্যে যখন তাঁরা তাঁদের ইউরোপীয়ান অফিসারদের সাথে দেখা করতে আসতেন বসার জন্য তাঁদের চেয়ার দেওয়া হত, এবং তাঁদের এই সাক্ষাৎকার নিছক বৃত্তিগত ছিল না। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্যমূলক আলাপ আলোচনা চলত এবং ভারতীয় অফিসারদের সফল কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্য্যাদা দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু ইদানীং কালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান অফিসারদের মধ্যে এই ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্য্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। কেক স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে শুধুমাত্র ভারতীয় অফিসারদের জন্য নয় প্রত্যেক সিপাহীর নিরপেক্ষ পদোন্নতির নিয়মিত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সিপাহীরা যাতে বুঝতে পারে যে কোম্পানীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করতে পারলে উপযুক্ত পদোন্নতির মাধ্যমে তারা কোম্পানীর কাছে সম্মান ও মর্য্যাদার পাত্র হবে। অন্যদিকে কোম্পানীকেও এটা বুঝতে হবে যে তাদের প্রতি সিপাহীদের আনুগত্যের মাপ কাঠি হচ্ছে সিপাহীরা তাদের কাজের যোগ্য কিনা।[৪]

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেকের এই আদর্শবাদী প্রত্যাশা সমকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে কোন গুরুত্ব পায় নি। কেক এর এই মতাদর্শের একনিষ্ঠ সমর্থক স্বয়ং বেন্টিংক নিজে। তিনিও বেশীরভাগ প্রশাসকদের মধ্যে এই নীতি ও আদর্শবোধের অবক্ষয়ে যথেষ্ট হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। ভেলোর বিদ্রোহ ও তাঁর পদচ্যুতির পর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর কাছে লিখিত এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপিতে তিনি ঔপনিবেশিক ভারতে সিপাহীদের সাথে কোম্পানীর সম্পর্ক নির্দ্ধারণে বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও মানবতা বোধের ওপর বিশেষ জোর দেন। এবং তিনি ভারতে সিপাহীদের ক্ষেত্রে এই বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও আদর্শবোধের ব্যাপক অবনতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও আদর্শবোধের বড়াই করে কি হবে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ভেলোর বিদ্রোহে সিপাহীদের জন্য ঢালাও শক্তি বিধান করা হয়েছে অথচ একই ভাবে যখন মাদ্রাজে ইংরাজ সৈন্যরা সমানভাবে বিদ্রোহে নিজেদের যুক্ত করেছে তখন শুধুমাত্র দুচারজনকে অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে বাকী সবাইকে বেকসুর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে।[৫] যে ৬০০ বিদ্রোহী বন্দী শাস্তির অপেক্ষায় দিন গুণছিল তাদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বেন্টিংক বলেন "আমার মনে

হয় বন্দীদের শাস্তির বিষয়টা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে। একটু দেরী হলে ক্ষতি নেই কারণ নিষ্ঠুর শাস্তি বিধানের পুনরাবৃত্তি বর্জন করা খুবই জরুরী। যদি তা করা হয় তাহলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে প্রতিশোধ নেওয়া। সুতরাং আমার সুপারিশ বিচার প্রক্রিয়া রীতি ধরে অগ্রসর হোক। তবে এটা ঠিক কঠোরভাবে বিপথগামী বিকৃত মস্তিষ্কের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত - তবে যথাসম্ভব আমাদের উচিত শাস্তিটা সঠিক ও ন্যায় নীতির দিক থেকে নিদ্ধারিত হওয়া উচিত। আইন যেন তা নিছক ক্রোধ ও ঘৃণার দ্বারা পরিচালিত না হয়।"[৬] খুব সম্ভবতঃ বেণ্টিংক শেষের এই উক্তির মাধ্যমে বেশ কিছু ঔপনিবেশিক অধিকর্তার সিপাহীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বর্ণবিদ্বেষ নীতির প্রতি ইংগিত করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেক এবং বেণ্টিংক এর এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সঠিক আদর্শবাদের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের অধিকর্তারা কোন মর্য্যাদা দেন নি। তার পরেই ১৮২৪ সালের বারাকপুরে আর এক ভয়ংকর বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু ভারতে কোম্পানীর আর্থ রাজনৈতিক অবস্থান তখন অনেক নিরাপদ ও শক্তিশালী বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে মারাঠাদের পতনের পর। সাথে সাথে কোম্পানীর রাজকোষে রাজস্বের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। কর্মপ্রার্থী হয়ে কোম্পানীর সামরিক বিভাগে ভীড় করে হাজার হাজার কর্মচ্যুত ভারতীয় সিপাহী। তখন থেকেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখা দেয় এবং সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর সহানুভূতি ও মর্য্যাদাপূর্ণ মনোভাবের অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে সিপাহীরা সংগত কারণে বিদ্রোহী হয়ে পড়লে কোম্পানীর পক্ষে বিবেক বিবেচনা না করে আগে তা মোকাবিলা করার একমাত্র পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায় সিপাহীদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা। ১৮২৪ সালে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ নিষ্ঠুর ভাবে দমন ও বন্দী বিদ্রোহীদের আরও নিষ্ঠুরতম শাস্তি বিধানের মধ্যে সিপাহীদের প্রতি কোম্পানীর এই পরিবর্ত্তিত মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়।

বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের পর্য্যালোচনায় দেখা গেছে এই বিদ্রোহের মূলে ছিল সিপাহীদের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ থাকা কিছু যৌক্তিক দাবী দাওয়া। এবং সেগুলি সিপাহীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল মনোভাব, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে সমাধান সম্ভব ছিল। তদন্ত কমিশনের সামনে ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই বিদ্রোহের পিছনে কোম্পানী বা ইউরোপীয়ান অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের কোনপ্রকার বিধ্বংসী বা হিংসাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। সেজন্য সিপাহীরা যদি তাদেব ন্যায্য দাবী দাওয়ার কথা তোলে তাহলে নিশ্চয়ই কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ বা বশ্যতাহীনতার প্রকাশ নয়। তাছাড়া সিপাহীদের মধ্যে যদি কোন সময় কোম্পানীর বশ্যতা বা সখ্যতা হীনতার লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে শুধুমাত্র কঠোর শাস্তিবিধানের মাধ্যমে তার স্থায়ী প্রতিকার কখনই সম্ভব নয়। সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সঠিক নীতি ও মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরণের কঠোর শাস্তি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের শক্তি ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। বেণ্টিংক ও কেক-এর সাথে

সহমত পোষণ করেন বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যানট্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত অপর একজন ক্যাপটেন ওয়ালটার বাডেনাক। সম্ভবতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে রচিত এক গ্রন্থে কেক ও বেন্টিংক প্রচারিত ও সমর্থিত আদর্শকেই তিনি তুলে ধরেন। তিনিও কোম্পানীর বেশ কিছু অধিকর্তার সিপাহীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের শাসন স্থায়ী হওয়ার পক্ষে আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে সিপাহীদের মধ্যে তেমন দেশাত্মবোধ নেই। সেই জায়গায় আছে তাদের মধ্যে পরিবার পরিজনদের প্রতি মমত্ববোধ, তাদের ধর্মবোধ এবং বিশেষ করে কোম্পানীর চাকুরীতে বেতনের প্রতি তাদের সজাগ দৃষ্টি। তাদের এইসব অনুভূতি ও আকাঙ্খার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। তার জন্যে তাদের নিয়মিত ও পর্য্যাপ্ত বেতন, যাতে তারা পরিবারের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে তার উচিত সুযোগ সুবিধা এবং বিশেষ করে তাদের ধর্ম ও সংস্কার বোধে কোন প্রকার আঘাত না লাগে সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।"[৭]

বারাকপুরের বিদ্রোহের আগে দেখা গেছে যে ব্রহ্মদেশে অভিযানের জন্য উত্তর ভারত থেকে সিপাহীদের বারাকপুরে আনা হয়েছে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে। কিন্তু বারাকপুরে এসে তারা দেখালো সমস্ত আশ্বাস ভিত্তিহীন। এবং বর্দ্ধিত বেতন, বৈদেশিক ভাতা, পদোন্নতি, পেনসন প্রমুখ বিষয়ে তাদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দেয়। সিপাহীদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য বলদ সংগ্রহের সমস্যা অনেক পরে দেখা দিল এবং এটা ঠিক যদি তাদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির প্রথমেই কিছু সমাধান করা যেত তাহলে মাল পরিবহনের সমস্যা সহজেই মিটে যেত। সিপাহীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে কর্ণেল কার্টরাইটের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব অবশেষে নিষ্ক্রিয়তা ও উপেক্ষায় পর্য্যবসিত হল। ১লা নভেম্বরের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি অবশ্য কলকাতায় কমাণ্ডার ইন চীফের সদর দপ্তরে গিয়ে বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান অফিসার এর তদন্ত কমিশনের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে এটা সহজে প্রমাণিত হয় যে এ বিষয়ে তাঁর কোন সত্যিকারের প্রবল ইচ্ছা ছিল না। তিনি যদি সত্যিই সচেষ্ট হতেন তাহলে বারাকপুরে বসেই জেনারেল ডালজেলকে দিয়ে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টা নিষ্পত্তি করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরণের দাবী যদি ইউরোপীয়ান সৈন্যদের তরফ থেকে উঠতো তাহলে সমস্ত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম হয়ে যেত। সমস্যাটা তাৎক্ষণিক ভাবেই মিটিয়ে ফেলা হত। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সিপাহীদের মধ্যে যে গোপন নৈশ সভা বসত তা কখনই ইউরোপীয়ান অফিসারদের কাছে গোপন ছিল না। ডাঃ ডেমপস্টারের দিনলিপিতে প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল ডালজেল এবং কর্ণেল কার্টরাইট উভয়েই আগে থাকতে এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন অথচ উভয়েই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কারণ সংবাদগুলি তাঁদের কাছে প্রথাগত প্রক্রিয়ায় আসে নি। কার্টরাইট তিনটি বাহিনীর অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন অথচ বিষয়টি জেনেও তিনি কোন তদন্ত করেন নি। এবং এক্ষেত্রে তাঁর সরকারী কর্ত্তব্য

কাজে ব্যাপক অবহেলা ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণিত যা আইনগতভাবে দোষই। এর কারণ এই যে হয় তিনি সিপাহীদের ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টিতে বিভোর ছিলেন নতুবা সিপাহীদের মৌলিক ন্যায্য চাহিদা ও দাবী দাওয়া সম্পর্কে চরম উদাসীন ছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮০৬ সালে ভেলোর বিদ্রোহে গভর্ণর বেণ্টিংক ও তাঁর কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার জন কারড্রককে বরখাস্ত করা হয়েছিল এই কারণে যে তাঁরা সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের কোন তদন্ত করেন নি এবং সেই অসন্তোষ সম্পর্কে তাঁদের কাছে সঠিক কোন পূর্ব্ব প্রতিবেদন ছিল না। ভেলোর বিদ্রোহের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর চরম ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ যে ১৩০ জন নিরস্ত্র ইউরোপীয়ান বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বারাকপুর বিদ্রোহের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে সিপাহীরা কতগুলি ন্যায্য দাবীর ভিত্তিতে অসন্তুষ্ট ছিল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য সেই অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে কোনপ্রকার হিংসাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষে পরে ২রা নভেম্বর সকালে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর তোপের মুখে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। বিচারে বিদ্রোহী বন্দীদের নেতাদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছে এবং অভিযুক্ত সবাইকে সশ্রম কঠোর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে যা সমকালীন বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠিত নির্দেশের সম্পূর্ণ বিরোধী। এখানে আরও উল্লেখ্য যে ইউরোপ ও আমেরিকার যে কোন স্বাধীন দেশের সামরিক বিভাগে সৈন্যদের বৃত্তিগত ন্যায্য দাবী অসন্তোষকে এড়িয়ে যাওয়া ও বিদ্রোহ দমনে এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া সামরিক ইতিহাসে বিরল। অথচ তদন্ত কমিশনের এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে দোষারোপ করা তো দূরে থাক তাঁদের আত্মপক্ষকে সুযোগ দিয়ে সত্যকে আড়াল করে বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শকে ধুলায় লুণ্ঠিত করা হয়েছে। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এর কাছে লিখিত স্মারকলিপিতে বেণ্টিংক যে বৃটিশ জাতীয় বিচার ও জাতীয় নীতি আদর্শের প্রতি উদাত্ত আবেদন করেছিলেন বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের নিষ্ঠুরতম দমন প্রক্রিয়া সেই আদর্শের ওপর এক বিরাট আঘাত।

বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যে চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে (ক) তারা কমাণ্ডার ইন চীফের আদেশ সত্ত্বেও অস্ত্র সমর্পণ করে নি। (খ) বারাকপুর ক্যান্টনমেণ্টে একটাও ইউরোপীয়ান বাহিনী ছিল না অথচ সরকারী প্রাসাদে সপরিবার অবস্থানরত লর্ড আমহার্ষ্ট ও বারাকপুরস্থিত সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের জীবনের নিরাপত্তা বিদ্রোহী তিন বাহিনীর ওপর ন্যস্ত ছিল। চীফের কাছে হয়তো মনে হয়েছিল ১লা নভেম্বর ১৮২৪ সনের বারাকপুরের মধ্য রাতের পরিস্থিতি যেন ১৯ জুলাই ১৮০৬ সালের ভেলোর দুর্গের মধ্যরাতের মতো ভয়ংকর। কিন্তু বারাকপুরের ইউরোপীয়ান অফিসারগণ হয়তো কমাণ্ডার ইন চীফকে বোঝাতে পারেন নি যে ভেলোরে বিদ্রোহী সিপাহীদের মনোভাব বারাকপুরের সিপাহীদের থেকে ভিন্ন ছিল। ১লা নভেম্বর রাত বারোটা থেকে ২টার মধ্যে বারাকপুরে কমাণ্ডার ইন চীফ পর্য্যায়ক্রমে ইউরোপীয়ান অফিসারদের সংগে ঘন ঘন বৈঠক

করেছেন। সংশ্লিষ্ট দলিলে আলোচ্য বিষয়ে কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই। লেডী আমহার্স্টের দিনলিপিতে প্রকাশ থাকে যে তাদের আশংকা ছিল সে রাতে বারাকপুরে যখন কোন ইউরোপীয়ান বাহিনী ছিল না তখন বিদ্রোহী তিন বাহিনী ইচ্ছে করলে গভর্ণর জেনারেল, কমাণ্ডার ইন চীফ ও সমস্ত ইউরোপীয়ান অফিসারদের ঘেরাও করে দাবী আদায় করতে পারত্রে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় কমাণ্ডার ইন চীফ এই আশংকার বশবর্ত্তী হয়ে কোন ঝুঁকি না নিয়ে গোটা তিনটি বিদ্রোহী বাহিনীকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মিউটিনি এ্যাকটের বিধান অনুসারে বিদ্রোহ দমন প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করবেন কমাণ্ডার ইন চীফ স্বয়ং। তবে আমেরিকা বা ইউরোপের স্বাধীন কোন দেশের সেনাবাহিনীতে যদি ঠিক এই ধরণের বিদ্রোহ দেখা দিত তাহলে কমাণ্ডার ইন চীফ নিশ্চয়ই কিছুটা উদারনৈতিক এবং মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টা দেখতেন, অন্ততঃ এটা ঠিক তিনটি বাহিনীকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার মত এতটা চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না।

দুই প্রত্যক্ষদর্শী, ডাঃ ডেমপস্টার ও লেডী আমহার্স্ট উভয়েই লক্ষ্য করেছেন যে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ শেষ হলেও ইউরোপীয় বাহিনী পলায়নপর নিরস্ত্র বিদ্রোহীদের পিছনে ধাওয়া করে বারাকপুরের আশে পাশে গংগার ধারে, ধান ক্ষেতে ও ঝোপ জংগলে লুকিয়ে থাকা সিপাহীদের গুলি করে অথবা বেওনেট দিয়ে হত্যা করেছে। এমন কি বারাকপুরের পথচারী নিরপরাধ মানুষ ও ইউরোপীয়ান বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এই ধরণের প্রতিহিংসা পরায়ণ হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র মিউটিনি এ্যাকট ও আরটিকিলস অব ওয়ার বিরোধী নয় সাধারণ মানবিকতার দিক থেকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার মত স্বাধীন দেশের বিদ্রোহ দমনের নাম করে এই ধরণের প্রতিহিংসাপরায়ণ শাস্তির দৃষ্টান্ত বিরল। যেহেতু পলায়নপর বিদ্রোহী সিপাহীরা নিরস্ত্র তাদেরকে হত্যা না করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে সোপর্দ্দ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সংশ্লিষ্ট সরকারী দলিল ও প্রতিবেদনে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।[৮] লেডী আমহার্স্টের দিনলিপিতে এই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা আছে এই মর্মে যে ইউরোপীয়ান সশস্ত্র বাহিনী নিরস্ত্র ভারতীয় সিপাহীদের হত্যার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছে।

যশোর রোডে পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে নির্মান কাজে যে ১৫০ জন বিদ্রোহী বন্দীকে সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় সেটাও বেআইনি। ভেলোরে বিদ্রোহে যেখানে প্রথমেই ১৩০ জন নিরস্ত্র ইউরোপীয়ান সৈন্য বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়। পরদিন ইউরোপীয়ান বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে ৩৫০ জন বিদ্রোহী সিপাহী নিহত হয় এবং ৬০০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে শাস্তির অপেক্ষায় রাখা হয়। কিন্তু লর্ড মিন্টোর মধ্যস্থতায় ৬০০ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অথচ বারাকপুরে ২০০ এর ওপর সিপাহীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে ১৪ জন বন্দীকে ফাঁসী দেওয়ার পরেও ১৫০ জনকে সশ্রম দণ্ডাদেশের মত শাস্তি বিধান একমাত্র ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষেই সম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলা প্রদেশে সমস্ত বিচারক মহল থেকে অভিযুক্ত বন্দীদের পায়ে লোহার বেড়ী ও বল বেঁধে রাস্তা নির্মাণ কাজে

নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিরোধিতা করা হয় । এতদসত্ত্বেও ১৭৯৭ সালে কলকাতা কোর্ট অব সার্কিটের কয়েকজন প্রবীণ বিচারক প্রথমে বন্দীদের রাস্তা নির্মাণ কাজে নিযুক্তির অনুমতি প্রদান করেন। কারণ সে সময় কলকাতা বারাসাত থেকে যশোর হয়ে ঢাকা পর্য্যন্ত দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছিল কোম্পানীর সেনা ও বাণিজ্য চলাচলের জন্য। কিন্তু ঠিক তার পরেই বেঙল জুডিসিয়াল বোর্ড এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কারণ বন্দীদের জেল থেকে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কাঠফাটা রোদ্দুরে হাড়ভাঙা রাস্তার কাজে নিয়োগ করা অত্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ।[৯] সেজন্য ১০ই অক্টোবর ১৭৯৭ সালে কোর্ট অব সার্কিটের ৬ নং ঢাকা ডিভিসনের তৃতীয় বিচারক তাঁর প্রতিবেদনের ২৬ থেকে ২৮ পরিচ্ছদে লেখেন যে এই ধরণের অভিযুক্ত বন্দীদের তাদের অপরাধ প্রবণতা প্রশমিত হবে না যদি তাদের পায়ে লোহার বেড়ী বেঁধে রাস্তায় কঠিন কাজে নিয়োগ করা হয়। সেজন্য গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি সিদ্ধান্ত কবেন যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত বন্দীদের কখনই রাস্তা নির্মাণের মতো কোন কঠিন কাজে নিযুক্ত করা হবে না। [১০] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বয়ং কমাণ্ডার ইন চীফ বিচার বিভাগীয় এই নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। যদিও ভিন্ন কারণে কয়েক মাস পরেই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তাহলেও যে বেআইনি শাস্তি তাদের ওপর আরোপ করা হয় তাতে প্রমাণিত হয় গভর্ণর জেনারেল ও কমাণ্ডার ইন চীফ উভয়েই হয় এই বিচার বিভাগীয় নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না নতুবা সিপাহীদের প্রতি ঔদাসীন্যবশতঃ ও বর্ণগত বিদ্বেষ জনিত কারণে আইনের সব কিছু নির্দেশ জেনেও উপেক্ষা করেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার কোন স্বাধীন দেশে বন্দীদের ওপর এই ধরণের অমানবিক শাস্তির কথা ভাবাও যেত না।

তদন্ত কমিশন ভারতীয় কমিশণ্ড ও নন কমিশণ্ড অফিসারদের ভূমিকা সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এক উভয় সংকটের মধ্যে ছিলেন। একদিকে বিদ্রোহী সিপাহীদের কাছে থেকে তাদের ছিল ভয় ও মানসিক চাপ অন্যদিকে ইউরোপীয়ান অফিসারদের কাছে সামরিক শৃংখলা জনিত দায়বদ্ধতা। এবং মহম্মদ খান ও দুলাল খানের মতো দু চার জন ছাড়া প্রত্যেক ভারতীয় অফিসারের বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি পরোক্ষ গোপন সমর্থন ছিল। এটা ঠিক তারা সিপাহীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ এবং গোপন নৈশ সভার কথা সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয়ান অফিসারদের জানায় নি এবং এর জন্য তদন্ত কমিশন সঠিকভাবে তাদেরকে দোষী করেছে এবং তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু কর্ণেল কার্টরাইট এর খুব ঘনিষ্ঠ দুজন মুসলিম অফিসারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ রটেছিল অর্থাৎ তারা বিদ্রোহী সিপাহীদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করার জন্য হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল, তদন্ত কমিশনের উচিত ছিল এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা। এবং খুব সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পূর্ণাংগ তদন্ত করতে গিয়ে যদি কর্ণেল কার্টরাইটের গোটা দায়িত্বের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেজন্য কমিশন এবিষয়ে আর অগ্রসর হয় নি। তাছাড়া তদন্ত কমিটি যেহেতু এক সরকারী সংস্থা এবং বিশেষ

করে যেহেতু বারাকপুরের কোন ইউরোপীয়ান এর গায়ে আঘাত লাগেনি সেজন্য আর কোন অনুসন্ধানের মধ্যে না গিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফের সিদ্ধান্তকেই যুক্তিযুক্ত হিসাবে মেনে নিল। বেন্টিংক ভেলোর বিদ্রোহকে বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও মানবিক আদর্শ ও মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্য্যালোচনা করে মতাদর্শের দিক থেকে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বারাকপুরের বিদ্রোহের তদন্ত কমিশনের সদস্যদের দৃষ্টিভংগী ও মতাদর্শ সমকালীন সরকারী নির্দেশের পদ্ধতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তার বাইরে তাদের বলার কোন উপায় ছিল না।

বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তদন্ত কমিশন, ব্রিগেড মেজর প্যাগসন ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেস এই দুজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ইউরোপীয়ান অফিসারদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে মোটেই গুরুত্ব দেয় নি। তাদের সাক্ষ্য থেকে প্রকাশ পায় যে কমাণ্ডার ইন চীফ সিপাহীদের দৈনন্দিন আর্থিক ও বৃত্তিগত অসুবিধার কথা আদৌ জানতেন না। অন্যথায় তিনি কখনই অভিমত প্রকাশ করতেন না যে সিপাহীরা "ভাল বেতন পায়" (well paid)। তাছাড়া ১৮০৬ সালের আইন অনুসারে অভিযানরত সিপাহীরা যে আবশ্যিকভাবে তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহনের জন্য ভারবাহী বলদ পাওয়ার অধিকারী কমাণ্ডার ইন চীফ এই বিষয়েও অবহিত ছিলেন না। তাঁদের সাক্ষ্য থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে এই বিদ্রোহের জন্য মেজর জেনারেল ডালজেল সমানভাবে দায়ী। কারণ ১লা নভেম্বর এর এগার দিন পূর্ব্বে তিনি জানতেন সিপাহীরা তাদের বেতন, ভারবাহী পশু সম্পর্কে দারুনভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল। তিনি কমাণ্ডার ইন চীফকে এবিষয়ে অবহিত করেন নি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দূরে থাক এমনকি বারাকপুরের ইউরোপীয়ান অফিসারদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বৈঠক ডাকেন নি। ব্রিগেড মেজর প্যাগসন সিপাহীদের দাবী দাওয়া মেটানোর ব্যাপারে মেজর ডালজেলকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি এমনও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি ডালজেলের প্রতিনিধি হয়ে এই বিষয়ে কলকাতায় গিয়ে কমাণ্ডার ইন চীফের দপ্তরের সাথে আলাপ আলোচনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু ডালজেল এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। একইভাবে ক্যাপটেন বোল্টন কর্ণেল কার্টরাইটকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি সিপাহীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের মধ্যে অশান্তি ও বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করতে পারতেন। কিন্তু কার্টরাইটও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ দুজন মুসলিম অফিসারদের ওপর তাঁর এমনি অগাধ আস্থা, তিনি মনে করেছিলেন তারা বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে তাদেরকে শান্ত করবেন। অবশ্য এটা সবার জানা যে সামরিক শৃংখলার দিক থেকে সিপাহীদের মধ্যে এই ধরণের সাম্প্রদায়িক গুজব রটনা আইন বিরোধী কাজ।

১লা নভেম্বর সকালে ব্রিগেড মেজর প্যাগসন, জেনারেল ডালজেল ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকইনেসের উপস্থিতিতে প্যারেডে সিপাহীদের উন্মত্ত আচরণ নিসন্দেহে সামরিক শৃংখলা বিরোধী কাজ। শুধু তাই নয় উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান অফিসারদের দেখিয়ে হাতের তালুতে রাইফেল চাপড়িয়ে আস্ফালন করা, সংগীন উঁচিয়ে তাদের

পথ রোধ করা ও অকেজো ছেঁড়া পিঠে বাঁধা ব্যাগগুলিকে পিঠ থেকে নামিয়ে পদাঘাতে শূণ্যে নিক্ষেপ করা প্রমুখ আচরণ সব মারাত্মক শৃংখলাভঙ্গজনিত অপরাধ এবং এসব আচরণ মিউটিনি এ্যাকট ও আরটিক্যালস অব ওয়ার বিরোধী সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য এসব ঘটনার অনেক পূর্ব্বে কমাণ্ডার ইন চীফের ঠিক পরেই কোম্পানীর সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ডালজেল প্যারেড গ্রাউণ্ডে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় কি ধরণের দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন সিপাহীদের সামনে সেটা চিন্তা করা প্রয়োজন। ২৮শে অক্টোবর প্যারেডে প্রকাশ্যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তারা বেতন ভালোই পায়, এছাড়া সরকারের কাছ থেকে আর কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া তাদের কোন অধিকার নেই। প্রথমেই এই ঘোষণা তাদের সকলের মনে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত জ্বলতে থাকে। সিপাহীদের প্রতি জেনারেল ডালজেলের দ্বিতীয় উপদেশঃ অর্থাৎ যাদের পিঠে বাঁধা ব্যাগ নেই তারা যেন তাদের ছেঁড়া প্যান্ট দিয়ে কোন প্রকার সেলাই করে ব্যাগ তৈরী করে তার ভেতর নিজেদের ব্যক্তিগত মালপত্র বহন করে। এই অদ্ভুত উপদেশ তাদের কাছে শুধু হাস্যকর তামাশা নয় চরম অপমানকর। কারণ তাদের মনে হয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে তারা যেন ভারবাহী পশু। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছাড়া পিঠে নিজেদের ব্যক্তিগত মালপত্র বহন করে বারাকপুর থেকে চট্টগ্রামের ৩৫ দিনের পথক্লান্তির পর তারা ব্রহ্মদেশে জংগলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগেই মুখ থুবড়ে মৃত্যুবরণ করতেই যেন তাদের এই অভিযান। ডালজেলের সর্ব্বশেষ আচরণ আরও মারাত্মক এবং তাঁর মত একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং আত্মমর্য্যাদা হানিকর। সিপাহীদের সামনে তাঁর নিজস্ব তরবারি উঁচিয়ে ধরে অত্যন্ত ক্রূর ঔদ্ধত্যের আস্ফালন এবং সিপাহীদের সামনে তরবারি নিক্ষেপ করার মত এমন বিসদৃশ আচরণের দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের সামরিক বিভাগে বিরল। ডালজেলের এই অস্বাভাবিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সিপাহীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের সামনে যেখানে ডালজেলের মত এক উচ্চপদস্থ সর্ব্বাধিনায়ক অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়, সিপাহীদের মৌলিক সমস্যাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে তাঁর আচরণকে তাঁর নিজস্ব সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে পরিশীলিত করা প্রয়োজন ছিল সেখানে তিনি মনে করেছিলেন তিনি তাঁর ক্ষমতার মেজাজ প্রদর্শন করে তাদেরকে শান্ত করবেন। ডালজেলের এই আচরণ সিপাহীদের বিদ্রোহের সর্ব্বশেষ ইন্ধন হিসাবে কাজ করে।

তিনটি বাহিনীর নেতৃত্বপদে কর্ণেল কার্টরাইটের মনোনয়ন কমাণ্ডার ইন চীফের একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। ব্রিগেড মেজর প্যাগসনের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সিপাহীদের কাছে কার্টরাইট মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। দৈনন্দিন প্যারেডে কুচকাওয়াজের সময় সিপাহীদের প্রতি তাঁর আচরণ অত্যন্ত নির্য্যাতনমূলক ছিল। এদিক থেকে সিপাহীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন 'কুখ্যাত' কর্ণেল। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কমাণ্ডার ইন চীফ, মেজর জেনারেল ডালজেল এবং কর্ণেল কার্টরাইট প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টির

জন্য দায়ী। একদিকে তাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা জনিত আত্মসন্তুষ্টি অন্যদিকে সিপাহীদের প্রতি তাঁদের বর্ণবিদ্বেষ তাঁদের সমস্ত বৃত্তিগত দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আড়াল করে রেখেছিল। তদন্ত কমিশনের এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যাতে তারা উচ্চপদস্থ অফিসারের কাজের প্রতি প্রশ্ন বা সমালোচনা করতে পারে। তবে তদন্ত কমিশনের কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্যে ইউরোপীয়ান অফিসার ও সিপাহীরা প্রমাণ করে দেয় যে বিদ্রোহের মূলে ছিল সিপাহীদের প্রতি ভারপ্রাপ্ত মুখ্য অফিসারদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও সামগ্রিক কারণ অনুসন্ধান করতে দেখা যায় এই বিদ্রোহ ঠিক নিছক সেনা বিদ্রোহ নয়। সিপাহীদের এই প্রতিক্রিয়াকে strike বা ধর্মঘট হিসাবে ধরা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ডেমপস্টার তাঁর দিনলিপিতে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন,[১১] যদিও Muiny Act ও Articles of War এর ধারা অনুসারে স্ট্রাইক বা সেনাধর্মঘটকেও বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য করা হয়।[১২] কিন্তু এ ধরণের ঘটনা যদি ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীতে ঘটতো তাহলে এটাকে সাধারণ ঘটনা রূপে গণ্য করা হতো। এবং এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে গিয়ে নিশ্চয়ই বারাকপুরের মতো কোন নিষ্ঠুরতম হিংসাত্মক অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোত না।

বারাকপুরে বিদ্রোহীরা একদিকে গোপনে নৈশ সভায় বিদ্রোহের মূল কার্যক্রমের প্রকল্প করেছে অন্যদিকে প্রকাশ্যভাবে সামরিক অধিকর্তার কাছে গণস্মারকলিপির মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলের সংগে আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে জনমত সংগঠিত করেছে। যেহেতু সিপাহীর সামনে কোন রাজনৈতিক অথবা সাংগঠনিক মতাদর্শ ছিল না সেজন্য তারা তুলসী পাতা ও গংগার জলকে অভীষ্ট সিদ্ধির ঐক্য, সংহতি ও সংকল্পের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছে, যে প্রতীকি কোম্পানীর সেনাবিভাগীয় নতুন সিপাহীদের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত আচার। কিন্তু হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও অনীহা ছিল কিন্তু এই বিদ্রোহে সিপাহীরা এই বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রথা হিসাবে তুলে ধরেছে যাতে করে কোম্পানীর সামরিক অধিকর্তাগণ হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের ধর্মীয় সংস্কারের মর্য্যাদা দেয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে ১লা নভেম্বর প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে সিপাহীদের কমাণ্ডার ইন চীফের কাছে ঐতিহাসিব স্মারকলিপিতে তাদের বেতন, পদোন্নতি, বৈদেশিক ভাতা, পেনসন ও ভারবাহী পশু ইত্যাদি জাগতিক দাবী দাওয়ার কথা পরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ তারা মনে করেছিল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মোড়কে তাদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এবং সামরিক নির্দেশ অমান্যতার দায় থেকে অব্যাহতি পাবে।

রংপুরের সিপাহী বিদ্রোহ বারাকপুরের বিদ্রোহী মতাদর্শের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। সেখানে সামরিক অফিসারের ব্রহ্মদেশে অভিযানের নির্দেশের বিরুদ্ধে ৪৬ নং রেজিমেন্টের ৩৭ জন সিপাহী পে হাবিলদারের কাছে তাদের সংহতি ও ঐক্যের কথা জানায়। সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহী মতাদর্শ সম্প্রচারের দিক থেকে রংপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা বারাকপুরের সিপাহীদের থেকে আরও এক কদম এগিয়ে। ব্যারাকে ব্যারাকে

সিপাহীদের মধ্যে গোপন প্রচারাভিযান ব্যতীত টুকরো কাগজে লেখকের স্বাক্ষরবিহীন হিন্দী হস্তাক্ষরে লিখিত আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশাবলী সিপাহীদের বিছানার তলায় রেখে দেওয়ার মত এই প্রচার পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ভারতবর্ষের কর্মী সংঘের ইতিহাসে লিখিত প্রচারপত্রের প্রচলন এই প্রথম। রংপুরের সামরিক আদালতের গঠন প্রণালী বারাকপুর থেকে স্বতন্ত্র ছিল। রংপুর আদালতের কার্য্যক্রম পরিচালনায় সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি এডভোকেট জেনারেল সহ দুই জন প্রবীণ ইউরোপীয়ান অফিসার। বিচারে চারজন বিদ্রোহী নেতাকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীদের উপস্থিতিতে রাইফেলের গুলিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ ডেপুটি এডভোকেট জেনারেলের মনে হয় এই রায় বেআইনি কারণ উপরোক্ত স্বাক্ষরবিহীন পাঁচটি প্রচারপত্র আদালতের সামনে উপস্থাপিত করায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ বেআইনি হয়ে যায়। যখন মৃত্যুদণ্ডের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত মাত্র ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে অভিযুক্ত চারজন বন্দীকে বধ্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে বারাকপুরের ক্ষেত্রে কমাণ্ডার ইন চীফ স্বয়ং এবং গভর্ণর জেনারেল সনাতন বৃটিশ ন্যায়, নীতি ও বিচারের আদর্শকে লঙ্ঘন করে অমানবিক নিষ্ঠুরতার সাথে তিনটি বাহিনীর সিপাহীদের তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। সেখানে একজন অপেক্ষাকৃতভাবে নিম্নপদস্থ বিচারবিভাগীয় অফিসার নির্ভীকভাবে নিজের ভুল স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ডাদেশের রায়কে বেআইনি ঘোষণা করে সেই বৃটিশ জাতীয় ন্যায় নীতি ও আইন ব্যবস্থার পবিত্রতা ও উৎকর্ষতার জয় ঘোষণা করলেন। এর ফলে চারজন বিদ্রোহী নেতা প্রাণে বেঁচে গেলেন এবং তাদেরকে কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আলিপুরের সদর নিজামত আদালতের বিচারকরা বিবেচনা করে দেখলেন যে যেহেতু এই দণ্ডাদেশ সামরিক আদালত থেকে উপস্থাপিত হয়েছে সেজন্য তাঁদের বিবেচনায় এই রায়কে কার্য্যকর করার আদৌ কোন অধিকার তাঁদের নেই। অবশেষে এই আইনগত বাধার জন্য কমাণ্ডার ইন চীফ ৩৭ জন বন্দী সহ উক্ত চার জন বিদ্রোহীদের মুক্তি দিয়ে তাদের সবাইকে সামরিক বিভাগ থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন।

এইভাবে দেখা গেল বারাকপুরের সিপাহীদের স্লোগানে পুষ্ট রংপুরের বিদ্রোহ রক্তহীন বিপ্লবের পরিণতি লাভ করলো;, জয়গান ঘোষিত হল হিন্দু মুসলিম নির্ব্বিশেষে সিপাহীদের ঐক্য ও সংহতি যার প্রতীকি ছিল তুলসী পাতা ও গংগার জল। রংপুরের বিদ্রোহে নূতন কমাণ্ডার ইন চীফ বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে আনুগত্য ও সখ্যতাবোধ হীনতার কোন লক্ষণ খুঁজে পান নি। এবং তিনিও সিপাহীদের এই আচরণকে মিউটিনি অথবা ধর্মঘট হিসাবে মনে করেন নি। খুব সম্ভবতঃ সিপাহীদের মৌলিক অসন্তোষ মূল্যায়ণ করতে এই কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ডের থেকে অনেক বেশী বিবেচক, বিচক্ষণ ও মানবতা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যায়ভাবে যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সাথে বারাকপুরের বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছে এবং বিশেষ করে প্রায় পনের হাজার ইংগভারতীয় সেনার জীবনের বিনিময়ে ব্রহ্মদেশে দু বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটেছে বৃটিশের পক্ষে। তাতে কমাণ্ডার ইন চীফের বিদ্রোহী সিপাহীদের

প্রতি মানবিক ঔদার্য্য নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহের জন্য লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর লর্ড আমহার্ষ্ট ও কমাণ্ডার ইন চীফকে দায়ী করেছিল এবং প্রথম দিকে লর্ড আমহার্ষ্টকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব হয়েছিল। কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেটকে সরাবার প্রশ্ন ওঠেনি কারণ বিদ্রোহ দমনের কয়েকমাস পরেই তাঁকে সরিয়ে লর্ড কমবারমেয়ারকে ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু শেষে পরে লর্ড আমহার্ষ্টকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব কোর্ট অব ডাইরেক্টরস বাতিল করে দেয়।

এখন প্রশ্ন হল কোর্ট অব ডাইরেক্টর কেন এই সিদ্ধান্তে এলেন? ১৮০৬ সালে ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক ও মাদ্রাজের কমাণ্ডার ইন চীফ স্যার জন কারড্রককে দায়ী করে উভয়কে অপসারিত করা হয় যদিও উভয়ই বিদ্রোহের রাতে ভেলোরে ছিলেন না। এবং সিপাহীদের ষড়যন্ত্র আগে থাকতে জানতেন না। তাহলে লর্ড আমহার্ষ্ট যিনি বিদ্রোহের রাত্রিতে বারাকপুরে ছিলেন এবং সিপাহীদের অসন্তোষ দাবী দাওয়ার কথা পূর্ব্ব থেকে জানতেন, তাঁকে অপসারিত করা হল না কেন? তাহলে ধরে নিতে হবে যেহেতু ভেলোর বিদ্রোহে ১৩০ জন নিরস্ত্র ইউরোপীয়ান সৈনিক বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছে বলে ইংলণ্ডে বৃটিশ জনমতকে শান্ত করার জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টর গভর্ণর এবং কমাণ্ডার ইন চীফ উভয়কে অপসারিত করতে বাধ্য হল। আর বারাকপুরের ক্ষেত্রে যেখানে সিপাহীদের মধ্যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, একজন ইউরোপীয়ানের গায়ে আঁচড়টুকু লাগেনি এবং তাদের বিদ্রোহের কারণ কয়েকটা দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবী দাওয়া যেগুলি একটু সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করলে মেটানো যেত, তাসত্ত্বেও তাদের পরিকল্পিতভাবে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বারা ধ্বংস করা হল। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ধরেই নিয়েছিলেন এই ধরণের দমন প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেজন্য এই ঘটনায় বৃটিশ জনসাধারণের মধ্যেও কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। সুতরাং প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহী নিধন ঘটনার কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ভেলোরের দৃষ্টান্তে একবার শুধু লর্ড আমহার্ষ্টকে অপসারণের প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু তা চেপে দেওয়া হল পাছে কোম্পানীর অপশাসনের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে জেমস এর বক্তব্যের সূত্র ধরে বলতে হয় যে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হল যে ঔপনিবেশিক ভারতে জাতি বর্ণ ও শ্রেণীর দ্বারা শুধু কোম্পানীর ভারত শাসন নীতি নির্দ্ধারিত হয় না। প্রয়োজন বোধে লণ্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর এর ভারত শাসন প্রণালী উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাও পরিচালিত হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ডাচ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটিশ সরকাব ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত ছিল যে অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভারতীয় সিপাহীদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে। বারাকপুর ও রংপুরের সিপাহী বিদ্রোহ কোম্পানী ও বৃটিশ সরকারের এই ঐতিহ্যশালী আত্মসন্তুষ্টির ওপর এক চরম আঘাত। বারাকপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা প্রমাণ করে দেয় যে তাদের মধ্যে

যতই জাতি ধর্মের বিভিন্নতা থাকুক তাদের ওপর কোম্পানীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তারা নির্ভীকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে সক্ষম। কোম্পানীর সামরিক শক্তি, মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকা তাদের সেই ঐক্য, সংহতি ও সঙ্কল্পের কাছে তুচ্ছ। বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহীরা সামগ্রিক ভাবে ঐক্য বজায় রেখেছিল তার মধ্যে কিছু দুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক উস্কানী সিপাহীদের এই সংহতি ও ঐক্যকে ভাঙার চেষ্টা করেছিল। রংপুরে বিদ্রোহেও দেখা গেছে কিছু সিপাহী ব্যক্তিগত লাভের প্রলোভনে বিদ্রোহীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী শক্তি বিদ্রোহীদের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে পারে নি। মৃত্যু, ধ্বংস ও সশ্রম দণ্ডের অমানুষিক নির্য্যাতনের মধ্যে তাদের বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বারাকপুরের তদন্ত কমিশনের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে অনেক হিন্দু হরিজন ও মুসলিম সিপাহী যথা শেখ কুরুম উল্লাহ, আমীর খান, খোসল খান, শেখ বুচুন প্রমুখ মুসলিম সিপাহীরা এই সত্য প্রমাণ করেছে যে মানুষ যখন সচেতন ভাবে কোন সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়, জাতপাতের ভেদাভেদ, ধর্মের উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রমুখ সব দুষ্ট বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তদন্ত কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলির ওপর তদন্ত করা উচিত ছিল, সেগুলিকে এড়িয়ে গেছে। কারণ সেগুলির তদন্ত করতে গেলে বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কিছু ইউরোপীয়ান অফিসারদের ঔদাসীন্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ হয়ে যেত। তবে তদন্ত কমিশন সিপাহীদের মৌলিক দাবী দাওয়া নিয়ে সামরিক বিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সিপাহীদের মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলি সুপারিশ করে যা ভারত সরকার অবিলম্বে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করে। তুলসী পাতা ও গংগা জলের শপথের স্লোগানের মোড়কে সিপাহীদের বিপ্লবী জয় গান ঘোষিত হয়।

১৮২৪ সালের নভেম্বর মাসে বারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসী কাঠের জায়গায় যে শিশু বটবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, ১৮৫৭ সালে তা শহীদ সিপাহীদের জীবন্ত স্মারক হয়ে মহীরূহে পরিণত হয়। কোয়ার্টার্স গার্ডের কুঠুরিতে সশ্রদ্ধায় সংরক্ষিত রামদীন তেওয়ারী ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতার ব্যবহৃত নিত্যপূজার সামগ্রীর প্রতি ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত শহীদ মংগল পাণ্ডে সহ সেনানিবাসে কর্মরত দুই লক্ষাধিক সিপাহী প্রতিদিন শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে দীক্ষিত হয়েছে বিদ্রোহী মন্ত্রে। বারাকপুরের বিদ্রোহী শহীদ সিপাহীদের এই গৌরবময় স্মৃতি শুধু প্যারেড গ্রাউণ্ডে সীমিত থাকে নি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্যে প্রতিটি সিপাহীর অন্তরে অনির্ব্বান শিখার মতো প্রজ্জ্বলিত ছিল। দাবানলের মতো তা ছড়িয়ে পড়েছিল মীরাট, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, অযোধ্যার গ্রামে গঞ্জেও হিন্দু মুসলিম হরিজন শহীদ পরিবারের অন্তরের অন্তস্থলে। তুলসী পাতা গংগার জলের প্রতীকি তাদের সংহতি, ঐক্য ও সংকল্পের এক ঐতিহ্যশালী লোকপ্রবাদে রূপান্তরিত হয় এবং তা বিদেশী সামরিক শক্তির অন্যায়, অবিচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রজন্মের বিপ্লবী চেতনাকে শাণিত করেছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের জন্য। ঔপনিবেশিক আমলে বারাকপুরের

সেনা নিবাসে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের শহীদ মংগল পাণ্ডের পাশেই তাই রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে ১৮২৪ সালের বিদ্রোহী শহীদ রামদীন তেওয়ারী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের এই অমর কাহিনী।

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা

১। Minutes, 26 November 1806, BL., OIOC, BC. Vol.F/4/201, 1807-08, pp. 30-41.

২। ঐ।

৩। ঐ।

৪। ঐ।

৫। Bentinck, Memorandum, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ৪৭।

৬। Minutes of Bentinck, Fort St. George, 17 July 1806, পূর্ব্বে উল্লেখিত পৃঃ ১০১।

৭। Badenach, Walter (Captain, Bengal Army) *Inquiry into the State of the Indian Army*, London 1826, পৃঃ ১০৫।

৮। G.G. in Council to C.D. Separate, Military Dept., Fort William, 16 November 1824, Documents Relating to Barrackpore Mutiny, 1-2 November 1824, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১-১৮।

৯। Extract Bengal Judicial Consultation, 8 May 1797, Objection to the present mode of employing Convicts sentenced to hard labour on road, No. 975, BL, OIOC., B.C., Vol.F/4/39, 1798-99.

১০। Extract Bengal Judicial Consultation, 5 January 1798, ঐ।

১১। Dempster, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৬।

১২। Summary of the Mutiny Act, Geo.II, 25 March 1754, পূর্ব্বে উল্লেখিত, পরিশিষ্ট 'এ' দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট ১

NOTES ON THE MUTINY ACT , BL, OIOC, L/MIL/5/386, 1823, COLLECTION NO. 97.

SUMMARY OF MUTINY ACT

Summary of Mutiny Act passed in 1754, the 27th year of George the 2nd for the Company's troops.

1. After 25th March 1754 every officer or soldier in the Company's service who after publication of this Act - Shall Mutiny or desert etc. :- Or list in any other Regiment etc., Or shall be found sleeping on, or shall desert his post. Or correspond with the enemy, Or shall strike, Or not obey his superior officer; shall suffer death or such punishment as a Court Martial shall inflict:-
2. The King may grant a commission to hold Court Martial etc:-
3. The Commander in Chief to appoint Court Martial.
4. Immortaly misbehaviour or neglect of duty, punishable by Court Martial.
5. General Courts Martial not to consist of a less number than nine.
   President of the Court :-
   General Court Martial not to consist of less than five.
   President of such Court :-
   Court Martial may administer on the :-
   Two thirds of their officers present at a Court Martial to concur in all sentence after Hours of trials.After 25th March 1754 every officer or soldier in the Company's service who after publication of this Act - Shall Mutiny or desert etc. :- Or list in any other Regiment etc. , Or shall be found sleeping on, or shall desert his post. Or correspond with the enemy, Or shall strike, Or not obey his superior officer; shall suffer death or such punishment as a Court Martial shall inflict :- Summary of Mutiny Act passed in 1754, the 27th year of George the 2nd for the Company's troops.
6. Judge Advocate to transmit to the Commander in Chief the original proceedings of the Court which are to be carefully preserved by him that copies may be taken there of if needful.
7. No person to be tried a second time for the same offence. Sentence of the Court not liable to be recorded more than once :-
8. The King may make articles of war.
9. No. Punishment to extend to life or limb in time of peace except so punishable by this act :-
10. Capital crimes cognizable by the civil magistrate not punishable by Court Martial otherwise than by Cashiering.

11. Offenders against the Laws of the Land to be delivered up to civil Magistrate Officers neglecting to deliver up such offenders disabled to hold any Military office. Conviction there of to be affirmed at the quarter sessions, and a certificate remitted to the President and Council.
12. Officers and persons employed in the trains of artillery, included in this act.
13. Oppressions, crimes and offences committed by the Company's President, Council or Governors may the enquired into in the Court of King's Bench or before Commissioners appointed by His Majesty in England.
17. Persons accused of a Capital Crime etc. to be delivered to the civil Magistrate.
18. After such persons trial can only be cashiered by Court Martial.
19. Officers etc imprisoned etc receive no pay
20. Constitution ot General Court Martial.
21. Constitution of Court Martial of three officers in certain.
22. General Court Martial unless out of the Company's possession to consist of 13 members.
23. No General Court Martial under 13 members to pass sentence of death unless held out of the company's possessions.
24. Corporal or other punishment for Immoralities.
25. Imprisoned may be inflicted, penalty on jailors refusing prisoners.
26. Such offenders forfeit their pay.
27. Oath to witness generalized.
28. Members and judge advocate sworn concurrence in sentence of Death witnesses for non attendance attention.
29. Inferior Courts oath to member Rank of President.
30. Conjunction of Kings and Company's Officers of Court Martial.

30/2. Kings' Officers how to rank.

31. Copy of Proceedings to persons tried.
32. Original with Judge Advocate General.
33. The king makes articles of war.
34. Copy to Judges.
35. Officers authorised to commence Court Martial.
36. None to be adjudged of life or limb but for crimes so punishable altered.
37. Offenders may be tried in places other than the offences have been committed.
38. Court Martial wholly composed of kings officers.
39. Master Penalty on giving false certificates40. False Masters punishable.
41. Mastering by wrong names.
42. Embezzlement by officers Commissaries etc punishable.
43. Embezzlement by non commissioned officers etc.
44. Pay master not to make deductions etc.
45. Penalty on such officers for detaining pay.
46. Officers etc of Artillery Engineer etc liable to this.
47. Recruits concealing information punishable.
48 After embarkation officers and soldiers subject of Mutiny Act.
49. Offences by such previous to arrival at destination cognizable after their arrival.

49/2. Debts due by deceased officers and soldiers.

50. Soldiers entitled to discharge sent home free of expence.
51. Such persons subject to this act till their departure from India.
52. A person acknowledging himself to be a deserter to be deemed duly enlisted.
53. No soldier liable to be processed except for a criminal matter etc..
54. Pliantiff may file a common appearances.
55. Military courts establishment of.
56. Soldiers confined for Debt not to receive pay.
57. Soldiers taken Prisoners forfeit pay etc.
58. Persons and Civil Officers employed in the Commissariat or ordnance liable to this act.
59. Troops in places in possession etc. of the companys subjects, subject to this act.
60-61. Articles of war for native troops.
62. Prejury.
63. Persons sued may plead the general issue.
64. Suits against such persons to be brought before the Courts of Record at Westminster or at the Presidency etc.
65. Concealing Deserters, receiving etc. arms acts etc etc. penalty on persons.
66. Persuading soldiers to desert penalty on.
67. Penalties how recoverable.
68. Limitation of actions.
69. Offences against former Mutiny Act punishable.
70. Such offences not liable to cognizance once if committed 3 years before unless the offender has absented himself etc.
71. Regulations and orders though not provided for by former acts to be inforce till this act be punished.
72. Continuance of this act.

পরিশিষ্ট ২

GENERAL ORDERS OF THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL AND THE COMMANDER IN CHIEF BL, OIOC, B.C. F/4/930 OF 1827-28.

No. 335 of 1824

It is with much regret that the Right Honorable the Governor General in Council feels himself called on to announce to the Bengal Army, the consequences of a most disgraceful Mutiny in the 47th Regiment of the Native Infantry at Barrackpore on the 1st Instant ; in which the Corps was joined by a number of sepoys equal to about two Companies of the 62nd and perhaps, 20 Men of the 26th Native regiment.

These Corps had been under Orders of March for some time, and had experienced some difficulty in procuring Carriage: this however was immediately removed on its being brought to the notice of Government, by an advance of Cash to each Corps to aid the Sepoys in procuring the necessary Carriage cattle for their Baggage: As the event however proved, the difficulty served but to cover a Subterfuge; a bad spirit possessed the Corps, and when all difficulties were removed, and it was no longer possible to practice evasion, they refused on the Parade to March, with the exception of about 180 Men and the Non-Commissioned Native Officers.

On the receipt of a report to this Effect by the Commander in chief, His Excellency immediately adopted the necessary measures to bring those misguided Men to a sense of their duty. - He instantly proceeded to Barrackpore, and on the following Morning having made a disposition of the other Troops at the Station, and those which had arrived during the Night, the Adjutant General and Quarter Master General of the Army, with His Excellency's Persian Interpreter, and the Officer Commanding the 47th Native Regiment, were deputed to make a last Effort to induce the Mutineers, drawn up, loaded, and in regular Parade order, to lay down their Arms, but without Effect.

Nothing then remained but to inflict the Punishment of justly merited: the Commander in Chief gave the preconcerted Signal for an Attack by a part of the force; the Mutineers instantly broke and betook themselves to fight under the fire of the troops who attacked them, and such an Example was made on the Spot as the necessity of the Case and the infamy of the Regiment merited: the most guilty of those who were made Prisoners having been subsequently Executed by the Sentence of a General Court Martial.

That a transaction so unusual in and disgraceful to this Army could have been planned and carried into Execution without the knowledge, not to say participation

of the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers of the Corps. is not for a moment to be credited. Composed as the Native Regiments are in Bengal, connected by relationship and living as the Native Officers and Sepoys, do, almost under the same roofs, it is not to be believed for a moment that the grossest neglect of the duty the former owed to the State has not been shown by the parties in question: the Governor General in Council consequently considers the 47th Regiment Native Infantry, including its Native Commissioned and Non-Commissioned Officers to be disgraced; directs that No. 47 be struck out of the Army List, the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers to be instantly discharged the Service as totally unworthy of the Confidence of Government, or the Name of Soldiers, and that a new Regiment to be numbered 69, to which the European officers of the late 47th will be appointed, be immediately raised in its stead, for general Service, agreeably with the detail as laid down in General Orders of the 11th July 1823, No. 65.

To the Native Commissioned and the Non-Commissioned Officers of the Bengal Army the Governor General in Council now more particularly desires to address himself - He is perfectly satisfied that no instance of insubordination can take place in a Corps without such coming to their early knowledge. He hereby demands from them a rigid execution of their duty, and observes that even on the rumour of any discontent in a Corps, it is their particular duty to communicate it instantly to their European officers, and to exert their utmost endeavours to put down in their first instance any appearance of Combination; His Lordship in Council further desires it to be distinctly understood, that, in failure of that line of Conduct which is expected from the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers of the Army, they will be held personally and collectively responsible for any misbehaviour of the Men, who are more immediately under their eye and Command in the lines, than they can be under that of the European Officers; and that the most prompt dismissal from the service will be the inevitable consequence of any want of exertion and zeal, or any abandonment of duty: in short, he warns them to profit by the example of the 47th who have drawn down on themselves a punishment they most justly merited.

(458)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 3rd November 1824

At a Native General Court Martial assembled at Barrackpore on the 20 November 1824, the following Sepoys of the 47th Regiment Native Infantry, were arraigned on the undermentioned Charge :

Charge : "Ramdeen Tewary, 3d Company; Munglall, 7th Comapny; Bahadoor Khan, 8th Company; Gopall Dooby, 2d Grenadier Company; Mohabull Sing, 8th Company; Bowany Bhick, 5th Company; Jubbur Sing, 8th Company; Sumeerrum, 2d Grenadier Company; Hunnoomann Sing, 2d Grenadier Company; Nundoo Ram Misser, 8th Company; Nehall Panda, 5th Company; Ramdial Lallah,

6th Company; Ojeeb Tewarry, 4th Co.; Ramdeen Tewarry, 1st Gre. Co.; Setal Khan, 8th Company; Hoorah Ram Panda, 1st Gre. Co.; Ramjeewan Operdiah, 8th Company; Hunnoomann Panda, 6th Company; Cassy Sing, 8th Company; Sook Lall Ojah, 6th Company; Ragoobeer Patuck, 5th Co.; Persun Sing, 3rd Gre. Co.; Ojoodiah Sing, 6th Company; Ojeet Sing, 2d Company; Sook Loll, 3d Company; Ramnaauth Tewary, 2d Grenadier; Mutee Sing, 7th Company; Lall Khan, 6th Company; Shaikh Golaum Sufee, 5th Company; Golaub Sing, 5th Company; Essery Obustee, 2d Grenadier Company; Bul Bhudder Sing, 2nd Gre. Co.; Shewchurn Panda, 6th Company; Shaick Karamut Ally, 8th Company; Mattadeen Chowbay, 6th Company; Sherdar Khan, 7th Company; Meharbann Tewary. 8th Company; Shewchurn Pattack, 7th Company; Serrubjeet Sing, 2d Grenadier Company; Jonyee Panda, 7th Company; and Nund Loll Misser, 3d Company, each being a sepoy of the 47th Regiment Native Infantry, placed in Confinement for having on the morning of Tuesday the 2d day of November 1824 and on the two days immediately preceding it, excited and joined in a Mutiny, by having refused to march from Barrackpore, in conformity with the Orders of His Excellency the Commander in Chief, duly delivered, and explained to them by their Commanding Officer Lieutenant-Colonel Cartwright , until certain illegal and insubordinate demands should be first conceded to them.

"Such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

By order of His Excellency the Commander in Chief,*Barrackpore, Nov. 2nd. 1824.*

(Signed) **JAS. NICOL.,**
Adjt. Genl. Of the Army.

Upon which Charge the Court came to the following decision :

Sentence : " The Court having fully deliberated on the whole of what has appeared before them, are of opinion, that each and every of the Prisoners whose Names are mentioned in the Charge are Guilty of the Crime alleged against them which being in breach of the Articles of War, they Sentence them each to suffer Death at such time and place and in such manner as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed.
(Signed) **EDWD. PAGET**, *General.*
Commander in Chief in India

Major-General Dalzell, Commanding the Presidency Division, will be pleased to carry into execution, at day break tomorrow Morning, the foregoing Sentence, by causing the Prisoners Ramdeen Tewarry, Sepoy 1st Grenadier Company, Heerah Ram Panda, Sepoy 1st Grenadier Company, Bul Bhudder Sing, sepoy 2d Grenadier Company, Persun Sing, Sepoy 2d Grenadier Company, Ojeeb Tewarry, Sepoy 4th Battalion Company, and Rogoobeer Patuck, Sepoy 5th Battalion Company, each of the 47th Regiment Native Infantry, to be Hanged by the Neck until they are Dead. The Sentence of Death awarded to the remainder of the Prisoners specified in the Charge is commuted to Hard Labour in Irons on the Roads for a term of 14 Years.

The foregoing Order is to be read at the Head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief.

JAS. NICOL,
Adjt.Genl. Of the Army.

(459)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF
HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 5th November 1824

At a Native General Court Martial assembled at Barrackpore on the 4th November 1824, the following Sepoys of the 62d Regiment Native Infantry were arraigned upon the undermentioned Charge, viz.

Charge : "Hurbuns Sing, Sew Golam Sing, Jeswant Sing, Casypersaud Bojpie, Ramchurn Obusty, all of the 1st Grenadier Company, Sewbukus Sing, Peer Khan, Rogoobeer Tewary, Bechun Khan. all of the Light Company, Dial Sing, Pertaub Sing, all of the 2d Company, Goomaun Sing of the 3d Company, Dougah Sing of the 4th Company, Hememchal Sing, Chedy Sookul, Rogonauth Pattuck, Beharry Lall Pandy, Hussein Khan, Dorgah Bhaut, all of the 5th Company, Jowher Sing,Sewbukkus Misser, Burjore Sing, Hincharam, Gunga Sing Hurry Sing, all of the 7th Company, Owshery Misser, Sew Sohoy Pandy, all of the 8th Company, Budloo Ditchit, Khurgie, Ojawgeer Augunhotey Takore, Ramgolaum Sing, Dulthummun Sing, all off the 2d Grenadier Company, each being a Sepoy of the 62d Regiment Native Infantry, placed in Confinement for Mutiny, in having, on Monday Evening the 1st November 1824, assembled together at Barrackpore, seized the Colours of the Regiment, and joined the 47th Regiment Native Infantry, then in a state of open Mutiny, and for having, along with the said 47th Regiment on the following Morning (Tuesday the 2d of November) by force and Arms resisted the Orders of His Excellency the Commander in Chief, when desired to lay down their Arms and to return to their duty; the whole or any part of such conduct being shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War"

Upon which Charge the Court came to the following decision:

Sentence : "The Court having fully deliberated upon what has appeared in Evidence before them is of opinion that the whole of the Prisoners and each of them are Guilty of the Crime laid to their and his Charge, and do therefore sentence each Prisoners to suffer Death, at such time and place, and in such manner, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."*

Confirmed,
(*Signed*) **EDWD. PAGET**, *General,*
Commander in Chief in India.

Major -General Dalzell, Commanding the Presidency Division, will be pleased to carry the foregoing Sentence into effect tomorrow Morning at day- break, by causing the Prisoners Sew Golam Sing Sepoy of the 1st Grenadier Company, Jowaher

Sing Sepoy of the 7th Battalion company, Owshery Misser Sepoy of the 8th Battalion company, and Budloo Ditchit Sepoy of the 2d Grenadier Company, each of the 62d Regiment of Native Infantry, to be Hanged by the neck until they are Dead. The Sentence of Death awarded to the other Prisoners specified in the Charge, is commuted to Hard Labour in Irons on the Roads for a term of Fourteen Years.

The above Orders to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His excellency the Commander in Chief,

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. of the Army.

(460)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF.
HEAD QUARTERS, Barrackpore, 5th November 1824

At a native General Court Martial assembled at Barrackpore on the 5th November 1824, Bussunt Tewary, Sepoy 4th Company, Bowany Deen and Bhekary Lall, Sepoys of the 5th Company, 26th Regiment Native Infantry, were arraigned upon the undermentioned Charge; viz.

Charge : "For Mutiny, in having, on the Evening of the 1st November 1824, joined with several other Sepoys of the said Regiment, in seizing one of the Colours and carrying it to the 47th Native Infantry, then in a state of open Mutiny, and for having on the following Morning (Tuesday the 2d November) by force and Arms resisted the Orders of His Excellency the Commander in Chief, when desired to lay down their Arms and to return to their duty; the whole or any part of such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

Sentence : "The Court having fully deliberated on what has appeared before it, is of opinion that each Prisoner is Guilty of the Crime alleged against him, and does Sentence each Prisoner to suffer Death at such time and place, and in such manner, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,
(Signed) EDWD. PAGET, *General,*
Commander in Chief in India,

Major-General Dalzell, Commanding the Presidency Division, will be pleased to carry into execution tomorrow Morning at day-break the foregoing Sentence of Death awarded to the Prisoners mentioned in the Charge, by causing Bhekary Lall, Sepoy 5th Company 26th Regiment Native Infantry, to be Hanged by the Neck until he is dead. The Sentence of death awarded to Bussunt Tewary Sepoy 4th Company, and Bowany Deen Sepoy 5th Company, 26th Regiment native Infantry, is commuted to Hard Labour in Irons on the Roads for a term of 14 Years.

The foregoing Order is to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief.

JAS. NICOL,
Adjt, Genl. Of the Army.

(461)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF.
HEAD-QUARTERS, Barrackpore , 5th November 1824

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on the 5th of November 1824, the following Sepoys of the 47th Regiment Native Infantry were arraigned upon the undermentioned Charge; viz.

Charge : "Rustum Sing, Jowaher Dooby, Bucktower Misser, all of the 1st Grenadier Company, Bissaram Tewary, Pultun Sing, Joysury Sing, all of the Light Company, Gunga Sookul, Bhobhehurn Ram, Juggernauth Ram, Doomah Sing, Gunga Bessun Tewary, Sumbul Sing, Jalim Sookul, all of the 2d Battalion Company, Ameer Khan, Ramtohul Misser, Sewwuck ram Dooby, Mohun Sing, all of the 3d Battalion Company, Sewa Sookul, Soochit Pandy, Ram Sing, Khuradhur Ojah, Ram Lall Sing, Jurrowar Sing, Bowany Sing, all of the 4th Battalion Company, Tilluck Sing of the 6th Battalion Company Brijo Lall Sing, Sewdial Pandah, all of the 7th Battalion Company, Lallah Krishna Ram, Thakoor Sing, all of the 8th Battalion Comapny, Gunness Patuck, Soomarum Sing, all of the 2d Grenadier Company, each being a Sepoy of the 47th Regiment Native Infantry, placed in Confinement, for having, on the morning of Tuesday the 2d day of November 1824, and on the two days immediately preceding it, excited and joined in a Mutiny, by having refused to march from Barrackpore, in conformity with the Orders of His Excellency the Commander in Chief, duly delivered and explained to them by their Commanding Officer, Lieutenant-Colonel Cartwright, until certain illegal and insubordinate demands should be connected to them; such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

Upon which Charge the Court came to the following decision:

Sentence : "The Court having well deliberated on all that has appeared before it, is of opinion that each of the Prisoners is Guilty of the Crime alleged against him, which being in breach of the Articles of War, the Sentence of the Court is, that each Prisoner suffers Death at such time and place, and in such manner, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,
(Signed) **EDWD. PAGET,** *General,*
Commander in Chief in India.

The foregoing sentence of Death awarded to the Prisoners mentioned in the Charge is commuted to Hard Labour on the Roads in Irons for the periods specified opposite to their names respectively :

Sepoys
Bucktower Misser, 1st Grenadier Company........
Bisram Tewary, Light Company,........................
Gunga Sookul, 2d Battalian Company,...............
Bhobhechurn Ram, ditto ditto................
Juggernauth Ram, ditto ditto................ .
Doomah Sing, ditto ditto................
Gunga Bessun Tewary, do ditto................
Sumbul Sing, ditto ditto................
Ameer Khan, ... 3d Battalion Company,
Mohun Sing, ... ditto ditto,........

Ramtohul Misser, ... ditto ditto,...... For a term of 14 years
Ram Sing, ... 4th Battalion Company,
Ram Lall Sing, ... ditto ditto,......
Bowany Sing, ... ditto ditto,.....
Jurrowar Sing, ... ditto ditto,.....
Tilluck Sing, ... 6th Battalion Company,
Brijo Lall Sing, ... 7th Battalion Company,
Lallah Krishna Ram,.. 8th Battalion Company,
Thakoor Sing,............ ditto ditto,.....
Soomarum Sing,........ 2d Grenadier Company,
Gunness Patuck, ... ditto ditto,....

(462)

Jawahar Dooby .... 1st Grenadier Company,
Rustum Sing, ... ditto ditto,....
Joysury, Sing .... Light Company,............
Pultun Sing, ... Light Company...........
Jalim Sookul, ... 2d Battalion Company, For a term of 5 Years.
Gurwar Sing, ... 3d Battalion Company,
Sewuck Ram Dooby, ... ditto ditto,............
Khuradhur Ojah, ... 4th Battalion Company,
Sewa sookul, ... ditto ditto, ...
Soochit Pandy, ... ditto ditto, ...
Sewdial Pandah, ... 7th Battalion Company, :......... 1 Year

The above Order to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. of the Army.

(463)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF.
HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 5th November 1824

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on the 5th day of November 1824, Mukhun Sing, Sepoy 8th Company 62d Regiment of Native Infantry, was arraigned on the following Charge; viz.

Charge : "Mukhun Sing, Sepoy 8th Company 62d Regiment Native Infantry, placed in Confinement, for having, on the evening of Monday, the 1st November 1824, joined divers Men of that Regiment in a Mutiny, and in seizing the Colours of the Regiment, and carrying them to the 47th Regiment Native Infantry, then in a state of open Mutiny, and for having along with the said 47th Regiment on the following Morning (Tuesday the 2d of November) by force and Arms resisted the Orders of His Excellency the Commander in Chief, when desired to lay down his arms and to return to his duty; the whole or any part of such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed) **JAS. NICOL,**

Barrackpore, Nov, 5th, 1824. *Adjt. Genl, of the Army.*

Upon which Charge the Court came to the following decision:

Sentence : "The Court having fully deliberated on what has appeared before it, is of opinion that the Prisoner is Guilty of the whole crime, and adjudges him to suffer Death at such time and place, and in such manner, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,

(Signed) **EDWD. PAGET,** *General,*
Commander in Chief in India.

The Sentence of Death awarded to the Prisoner Mukhun Sing, is commuted to Hard Labour in Irons on the Roads for a term of 14 Years.The foregoing Order is to be read at the Head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

JAS. NICOL,
Adjt.Genl.Of the Army.

(468)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF.
HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 5th November 1824

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on the 8th November

1824, Bindah Tewary, Sepoy, Light Company, 47th Regiment of Native Infantry, was arraigned on the following Charges; viz.

1st - "For Mutiny, in having, on Monday the 1st of November 1824, excited and joined in a Mutiny of the 47th Regiment, and more particularly for having on the Evening of the day aforesaid command the body of Mutineers of the said Regiment, and resisted the authority of his Commanding officer.

2d.- "For having, on the morning of Tuesday the 2d day of November 1824, again joined with and commanded the Mutineers, when they refused to lay down their Arms agreeably to the Orders of His Excellency the Commander in Chief; the whole or part of such conduct being in direct and shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

By order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed) **JAS. NICOL,**

Barrackpore, 8th Nov. 1824. *Adjt. Genl. Of the Army.*

Upon which Charges the Court came to the following decision :

Sentence : "The Court having fully deliberated the whole of what has appeared before them, are of opinion, that the Prisoner is Guilty of the whole and every part of the Crime alleged against him, and do therefore, Sentence him Hanged by the Neck till he is dead, and his body to be afterwards hung in Chains, whenever and wherever His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,

(Signed) **EDWD PAGET,** ***General,***
Commander in Chief in India.

Major-General Dalzell, Commanding the Presidency Division, will be pleased to carry into execution, tomorrow Morning at day-break, the foregoing Sentence, by causing the Prisoner Bindah Tewary, Sepoy, Light Company, late 47th Regiment Native Infantry, to be Hanged by the Neck until he is dead, and his body to be afterwards hung in Chains.

The above Order to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

JAS. NICOL,
Adjt. genl. Of the Army

(477)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 5th November 1824.

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on the 10th of November 1824, Jalim Sing, Naick, 1st Grenadier Company 47th Regiment Native Infantry, was arraigned on the undermentioned Charges; viz.

Ist. "For having, on Monday the 1st of November 1824, excited and encouraged the Sepoys of the 62d Regiment Native Infantry to rise in Mutiny, and having assumed the Command of such of them as he succeeded in corrupting, led them with the Colours of their Regiment to the Parade of the 47th regiment Native Infantry, when at his, the Prisoner's instigation and command they joined with the Mutineers already there assembled.
2d. "For having, on the Tuesday Morning following, again encouraged the aforesaid Sepoys of the 62d Regiment to resist by force the Orders of the Commander in chief, when His Excellency directed them, and the rest of the Mutineers, to lay down their Arms and to return to their duty; the whole or any part of such conduct being in direct and shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed) **JAS. NICOL,**
Adjt. Genl. Of the Army.

Head-Quarters, Calcutta
8th November 1824.

Upon which Charges the Court came to the following decision:

Sentence : "The Court having deliberated on the whole case, is of the opinion that the Prisoners is Not Guilty of any part of the Crime laid to his Charge;and are further of opinion that it was merely to save themselves that the three first witnesses accused him; a point which they respectfully beg to bring to the attention of His Excellency the Commander in Chief."

Confirmed,

(Signed) **EDWD. PAGET,** *General,*
Commander in Chief in India.

The Prisoner Jalim Sing is to be released from Custody on the receipt of this Order at Barrackpore.*By Order of His Excellency the Commander in Chief,*

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. Of the Army.

(478)

GENERAL ORDERS BY THE COMMANDER IN CHIEF. HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 13th November 1824

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on the 11th of November 1824, the following Sepoys of the 62d Regiment Native Infantry, were arraigned upon the following Charge; viz.

Charge : "Sewden Tewary of the 1st Grenadier Company, Kullian Sing of the 3d Company, Kooshial Khan of the 5th Company, Pokur Sing, Buldie Opodiah, Kawal Persaud Sookul, all of the 6th Company, Doormun Sookul of the 8th Company, Newaj Khan, Kullen Sing, all of the 2d Grenadier Company, each being a Sepoy of the 62d Regiment Native Infantry, placed in Confinement for

Mutiny, in having, on Monday Evening the 1st of November 1824, assembled together at Barrackpore, seized the Colours of the Regiment, and joined the 47th Regiment Native Infantry, then in a state of open Mutiny, and for having, along with the said 47th Regiment Native Infantry, on the following Morning (Tuesday the 2d of November) by force and Arms, resisted the Orders of His Excellency the Commander in Chief, when desired to lay down their Arms, and to return to their duty; the whole or part of such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."By Order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed)

JAS. NICOL,
Adjt. Genl.Of the Army.

Head-quarters, Calcutta,
10th November 1824.

Upon which Charge the Court came to the following decision :

Finding and Sentence : "The Court finds each of the Prisoners Guilty of the whole Charge alleged Against him, and Sentences each to suffer Death in such manner, and at such time and place, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,
(Signed) **EDWD. PAGET,** *General,*
Commander in Chief in India.

The foregoing Sentence of Death awarded to the Prisoners mentioned in the Charge, is commuted to Hard Labour on the Roads, in Irons, for the periods specified opposite to their names respectively :

Sepoys

Kullian Sing, 3d Company, ...
Kawal Persaud Sookal, 6th Company, ... For a term of 16 Years.
Newaj Khan, 2d Grenadier Company, ...

Sewdeen Tewarry, 1st Gren. Company, ...
Kooshial Khan, 5th Company, ...
Pokur Sing, 6th Company, ... For a term of 14 Years.
Buldee Opodiah, 6th Company, ...
Doormun Sookul, 8th Company, ...
Kullen Sing, 2d Grenadier company, ...

Before the same Court Martial and on the same day, the following Sepoys of the 47th Regiment Native Infantry, were arraigned upon the following Charge; viz.

Charge : "Regoobeer Sing, Ramdial Sing, all of the 6th Company, Rogoobeer Sing of the 2d Grenadier Company, each being a Sepoy of the 47th Regiment Native Infantry, placed in Confinement, for having, on the Morning of Tuesday the 2d day of November 1824, and on the two days immediately preceding it, excited and joined in a Mutiny, by having refused to march from Barrackpore, in conformity with the Orders of His Excellency the Commander in chief, duly delivered, and explained to them by their Commanding Officer, Lieutenent-Colonel Cartwright until certain illegal and insubordinate demands should be conceded to them; such conduct being

in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

(Signed)

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. Of the Army.

Head-quarters, Calcutta.
11th November 1824.

(479)

Upon which Charge the Court came to the following decision:

Finding and Sentence.- "The Court having fully considered upon all that has appeared before it, find the whole of the Prisoners Guilty of the Crime alleged against them, and Sentences each Prisoner to suffer Death at such time, and in such manner, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,
(Signed) **EDWD. PAGET,** *General,*
Commander in Chief in India.

The foregoing Sentence of Death awarded to the Prisoners mentioned in the Charge, is commuted to 14 Years Hard Labor, in Irons, upon the Roads.

The above Order to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepoys by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed)

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. Of the Army.

(482)

GENERAL ORDER BY THE COMMANDER IN CHIEF.
HEAD-QUARTERS, Barrackpore, 16th November 1824.

At a Native General Court Martial re-assembled at Barrackpore on Wednesday the 10th November 1824, the undermentioned Sepoys of the 47th Regiment Native Infantry, were arraigned upon the following charge; viz.

Charge.- "Burrjor Sing of the Ist Grenadier Company; Buldee Dooby of the Light Company; Peraug Dutt Sookul, Audhar Tewary, Pemnauth Sookul, Jalim Sing, all of the 2d Company; Bowany Deen Patuck, Sewdeen Opediah, all of the 3d Company; Gooraj Sing of the 4th Company; Tupshey Sing of the 5th Company; Chinta Mun Gowallah, Rambukhus Takoor, Bowany Deen Tewary, Ramdeen Opedeah, all of the 6th Company; Ramdeen Dooby, Dial Bunniah, Ramuid Pandy, Nunkoo Sing, Ramchurn Opediah, all of the 7th Company; Doorjun Sing, Shaick Sullaroo, Baj Sing, Shaick Sullarbux, all of the 8th Company; Hemraj Sookul of the 2d Grenadier Company, each being a Sepoy of the 47th Regiment Native Infantry, placed in Confinement, for having, on the Morning of Tuesday the 2d

of November 1824, and on the two days immediately preceding it, excited and joined in a Mutiny, by having refused to march from Barrackpore, in conformity with the Orders of His Excellency the Commander in Chief, duly delivered, and explained to them by their Officer, Lieutenant-Colonel Cartwright, until certain illegal and insubordinate demands should be first conceded to them.

"Such conduct being in shameful violation of the Mutiny Act and Articles of War."

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

(Signed)

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. Of the Army.

Head-quarters, Barrackppore,
8th November 1824.

Upon which Charge the Court came to the following decision:

Finding and Sentence.- "The Court having fully deliberated on all that has appeared before it, finds each of the Prisoners Guilty of the whole Charge, and Sentences each to suffer Death, in such manner, and at such time, as His Excellency the Commander in Chief may be pleased to direct."

Confirmed,
(Signed) **EDWD. PAGET,** General,
Commander in Chief in India.

The foregoing Sentence of Death awarded to the Prisoners specified in the Charge, is commuted to Hard Labor, in Irons on the Roads for a term of 14 Years.

The foregoing Order to be read at the head of every Regiment in the Service, and particularly explained to the Native Officers and Sepahees by the Interpreter.

By Order of His Excellency the Commander in Chief,

JAS. NICOL,
Adjt. Genl. Of the Army.

পরিশিষ্ট ৩

MILITARY DEPARTMENTDESPATCHES FROM BENGAL TO THE COURT OF DIRECTORS ON THE BARRACKPORE MUTINY, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930. 1827-28,

(A) MILITARY DEPARTMENT

Separate

To the Honorable the Court of Director. for affairs of the Honorable the United Company of Merchants of England, trading to the East Indies.

As received and will doubtless convey to England many exaggerated accounts of a mutiny amongst certain of the Native troops at Barrackpore, we hasten to send your Hon'ble Court in possession of such information as it is in our power to afford pending the receipt of a Report from a special Committee of Inquiry which has been directed to assemble thoroughly to investigate every circumstance connected with this disgraceful transaction.

2. Of the six native corps lately stationed at Barackpore, three, viz., the 26th, 47th and 62nd, had been for sometime under orders of march for Chittagong; the general unhealthiness of that frontier at certain seasons of the year is well known to the native troops,; and the numbers which were reported to have been on the sick list during the seasons of the rains just over, when it was necessary to keep on that frontier an unusually large military force, had in all probability added considerably to to the dislike which the Native Army, composed of people of the Upper Provinces. have always had to serve in that quarter, experiences having taught them that no crops ever remained for any length of time at even Dacca or Chittagong without a great number of men suffering from the climate; in fact, a corps after having been employed two or three years at those stations, requires a return to Hindoostan to recruit both in health and numbers.

3. This feeling is by no means combines to the native soldiery, the mass of the population are only to be tempted to serve with the establishments attached to corps now on the Eastern frontier by increasing their pay to rates which would not be demanded or even though at in any other front of the country. People of this description not being the enlisted servants of the public, have of course a right in most instances to make the best terms they can with Government ; the case however is different with regard to the soldiery.

4. It is known to your Hon'ble Court , that it is impossible for even a native corps to March in many state of efficiency without aid in cattle, for though the native soldiery are equipped with and actually carry, *knapsacks*, which Europeans

never do in this country, yet each man being provided with his own set of utensils for preparing his *victuals*, such an increase is made to the Baggage of a sepoy; and indispensably to his efficiency on service, as with his clothes, Blanket, and other necessaries in addition to his accoutrements and ammunition would constitute a load, the burden of which would speedily knock up the troops in any thing of a lengthened march, particularly in the lower parts of Bengal, and immediately after the rainy season.

5. And in carriage cattle was consequently necessary to the troops under orders of march; the dislike of the people to go the Eastward with their cattle operated against procuring the requisite supplies in the usual routine, by hire, on application by the parties concerned to the owners of cattle, or by Commanding Officers of corps for the use of their men through the Civil Authorities of the District.

6. The greater part of the 47th Regiment availing themselves of this circumstances came forward with remonstrances as to difficulties attendant on the march, to which was added claims to increased pay, the hired establishments having got such other grievances also were put forth, but it is much to he apprehended that the sepoys did not wish to go to the Chittagong Frontier, they evidently neither liked the service nor the climate.

7. The three corps were to have moved at intervals of two days. On the difficulty as to cattle being brought before us, we immediately issued orders to remove it, by directing an advance of 4,000 Rupees to each Regiment, with which their Commanding officers had reported that they could purchase the requisite carriages: but when the cattle were actually purchased and ready in the lines, the 47th the first corps to proceed; refused to move; and there was such a degree of ferment amongst some of the men of the other corps at the station, as gave just grounds to apprehend the affair to be of a very serious nature.

8. Under these circumstances the Commander in Chief lost not a moment in making the necessary arrangements for the suppression of this decided insurbordination the vicinity of two European Regiments at this juncture was fortunate. The Royals were in Fort William, the 47th Foot in Boats proceeding up the River not above a day's journey beyond Barrackpore. and but one Troop of the Body guard had then embarked for Rangoon. Those corps with a detachment of artillery from Dum Dum, were, in the course of the night, brought together at Barrackpur, and it will be seen by the accompanying documents, that the result the following morning was such as was to be expected from the promptitude of the measures adopted by the Commander in Chief on the occasion

9. Considering the interest with which this letter will be pursued by your Honourable Court, and that, of course, the entire of the documents connected with it will come under your immediate consideration, we do not think it necessary to repeat in an abbreviated manner, what must be persued in detail, we therefore beg leave to refer you for the present to those details,as far they go assuring you at the same time, that so soon as we receive the report of the Committee of Enquiry already adverted to, we shall have the honor of addressing you again on

this subject. The number killed by the part of the troops which attacked the mutineers amounts, we understand, to about 180 or 200; those taken prisoners and condemned to death by the General Court Martial which assembled immediately after the suppression of the mutiny, amount to something upwards of 140, of which 12 have been hanged and the sentence on the rest commuted to labour in irons on the roads for periods of 14 years and less, according to the peculiar circumstances of their guilt, as will be seen from printed General Orders sent as a number in the Packet, Pages 458 to 463, and also 468, 477, 478, 479 and 482.

10. We cannot conclude this letter without expressing to your Honourable Court our perfect conviction, that the sentiments conveyed to the army in the 5th paragraph of our General Orders, No. 335 of the Instant, copy of which is also forwarded, are not to be contravened. That this mutiny could not have been planned, may, that the slightest agitation could not take place in any Native Corps without it coming to the immediate knowledge of the Native Commissioned and non Commissioned Officers, we might almost add without its meeting, to say the least, with their tacit approbation, we are most perfectly satisfied that the result of the enquiry now ordered will show those of the 47th to have been aware of the bad spirit which possessed. The corps, and that they took no means to suppress it, we have not a doubt, for it is now known that numerous noctural meetings were held, to which the native officers and non commissioned officers must have been privy, for the smallest body of men can not assemble without their knowledge we are consequently fully convinced that the punishment of dismission from the service which we have inflicted on them was an indispensable example in their case, much wanted to the native army in general, and will be attended by the most salutory effects, should it however appear by the proceedings of the special Committee now sitting that any of those men did conduct themselves with zeal and perfect fidelity on the occasion, we shall be happy to exempt such from the operation of the order and restore them to the service accordingly.

11. Your Honourable Court will observe, that we have taken the precaution of having the General Orders of the 4th instant translated and printed in the Nagree character for distribution to the army, and the translation made by the College Officers to guard against the possibility of mistakes by Regional Interpreters in an affair of so much importance.

12. It only remains for us for the present to say, that we have no reason to suppose the spirit of the disaffection which possessed the 47th Regiment of Native Infantry extended beyond the troops at Barrackpore, indeed, even there we have grounds for believing it was confined exclusively to the three corps under orders of march; we shall however speak more fully on this point after having seen the proceedings of the Court of Enquiry.

13. We are happy to inform your Honourable Court, that the other two Regiments, 26th and 62nd, have marched to their destination without any symptom of insubordination whatever remaining the vacancies in their ranks having been filled up from a levy of recruits which had just arrived from Danapore.

We have the honor to be
with the highest respect
Honourable Sirs,
Your most faithful & obedient
Humble Servants
(Signed) Amherst
Edwd. Paget.
John Fendall

Fort William
16th November 1824.

DESPATCHES FROM BENGAL TO THE COURT OF DIRECTORS ON THE BARRACKPORE MUTINY, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930. 1827-28,

(B) Separate Military Department

To

The Honourable the Court of Directors, for affairs of the Honorable the United Company of Merchants of England, trading to the East Indies.

In continuation to our separate letter of the 16th November last connected with the late mutiny at Barrackpore, we have now the honor to transmit the proceedings of the special Court of Enquiry, which we acquainted your Honourable Court we would direct to assemble, to investigate the causes of that unfortunate transaction.

2. We have the greatest satisfaction in stating, that our anticipations of the result was quite correct; and your Hon'ble Court will be equally gratified to find, that the ebullition was merely local, that it arose from local and unforeseen circumstances, and that is overflowings did not pass the locality of the Barrackpore Cantonment, where neither person nor property received the least injury from the Mutineers. In short, the Document now transmitted, will we are certain convince your Honourable Court as it has us, that there was nothing of premeditated disaffection in the mutiny, and that the Troops concerned in it had no connection whatever with any corps beyond the station.

3. The greater part of the mutineers who fled from Barrackpore, were made prisoners by the police, tried by General Court Martial, and are now in irons employed on the public Works in the neighbourhood.

4. As the entire proceedings of the Court of Enquiry will be perused with deep attention by your Honourable Court, it is not necessary for us to trespass on your time further than to assure you of our belief that your Native Army on this establishment cherish as high a military feeling, and areas faithful to their duty, as at any, former period and that the two corps, the 26th and 62nd, which had some connection with the 47th, have, since their March from Barrackpore to the frontier, done everything possible to obliterate the recollection that some of their men were implicated with the mutineers of the latter Regiment.

5. The men who turned out to march on the morning the mutiny took place, to

the number of 230, have been transferred to the 46th Regiment a Jamadar's party which was on escort duty at the time of the mutiny has also been retained in the service, and Loll Khan, Pay Havildar of the 2nd Company, has been restored, in consequence of his meritorious Conduct, as it appears recorded on the proceeding of the Special Committee.

We have the honor to be
With the highest respect
Honorable Sirs,
Your most faithful and obedient
Humble servants,
Signed / Amherst
,, / Edw'd Paget
,, / John Fendall

Fort William
30th March 1825

পরিশিষ্ট ৪

EVIDENCE OF EUROPEAN OFFICERS BEFORE THE COURT OF ENQUIRY IN THE MUTINY OF BARRACKPORE, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930, 1827-28

(A) MILITARY DEPARTMENT

1. Evidence of Captain Firth of the late 47th BNIR, dated Barrackpore 20 November 1824, pp. 174 - 201.

Question: Captain Firth, this Court assembled under the Orders of the Governor General in Council and the Commander in Chief to obtain fullest information as to any circumstances connected with the late mutiny of the 47th Regiment and parts of other corps at this station will you be pleased to state to the Court all the information you possess in any way connected with that event?

Ans: Captain Firth states as follows :

"On the 27th October I went to General Dalzell on private business, he took me into his private room and desired me to tell him what was the discontent of the Regiments he had heard there was some existing. I told him I had heard nothing whatever of it; the General asked me if I had not heard some dissatisfaction expressed by the men of the want of carriage. I told him that I was aware of any thing of the kind that I understood Colonel Cartwright was using his best endeavours to procure carriage. I told him that the native officers of my company had called upon me to state that the Men had been told by the Colonel the night before that they were to get 10 Bullocks per Company for their cooking pots etc and I also told him that I had offered to Colonel Cartwright to come forward to purchase 10 or 15 Bullocks for the use of the company but the Colonel advised me not to do so unless the officers of their Companies would do the same. The General remarked that he coincided (?) in opinion with Colonel Cartwright. The next morning after exercise the General addressed the corps in English which was explained by Captain Pagson to the Men. He commenced by saying that he understood dissatisfaction existed in the corps going on service thro' want of carriage that hitherto they had been supplied with carriage more as a favour than as a right that at present Cattle were not procurable otherwise Government would have supplied them. With respect to the 47th marching before the 26th it arose from the circumstances of the 26th having a Company and a half at Midnapore, that he placed great faith and Confidence in the troops about to embark on the service and trusted they would depart from this with willingness otherwise he should be obliged to have recourse to that power vested in him by higher authority. The whole of this was fully translated by Captain Pagson

except the last paragraph which I did not hear namely with respect to higher authority. It may have been translated but I did not hear it. I heard nothing more until I went to Parade on the morning of the 31st when on the Parade I heard that with the exception of 10 men of my company who had knapsacks on, the rest had not. Colonel Cartwright came up to me and asked me why the men of my Company had not their knapsacks on. I told him I did not know, he then told me to ask them. I asked the Colonel whether I should speak to them individually or bodily to which I heard no answer. He then went to the Ist Grenadier after conversing with the men of that Company he returned to me and told me to pile Arms and to tell the men to go to their Lines and bring their knapsacks as they were. I did so and gave them the Orders three times they paid no attention. I went up to the Colonel and told him the men would not obey my order and asked him whether I should enforce the orders at the point of my sword he answered "no". I returned to the Company and called for Pen and Ink and paper and began taking down the names of those who came on Parade with their knapsacks on. The men went by degrees and returned with their knapsacks with the exception of some who had left them in the Bazar to be repaired and whom I sent immediately to bring them and who immediately returned with them. The Colonel then formed a square and explained to the men thro' the Subadar Major that Government had purchased ten thousand bullocks for the troops at Rangoon which was the cause of the Scarcity of cattle, that Government had advanced 4000 Rupees for the purchase of Cattle, that he would procure as many as he could here and pick up the remainder on the road that it was never intended they should go on board ship and I believe he said they were not to go to Rangoon. I heard no more.

" On the morning of the 1st November I went to Parade at 4 O'clock, the day the Regiment was to have marched, and found very few men of my Company or of any Company except the 2nd had turned out. I went down the Lines of the company to hasten the men on the Parade and on my return to the Company I counted 22 Files at this moment when standing in the Front of the Company when found 2 sepoys from my company addressed me in a very loud impertinent manner saying "We are ready to march adding '*Kooch Khana aur delena do*" which I think meant, "obtain for us more pay." The Colonel came up immediately and asked what they were saying. I replied they wished for some *Khana*.He added, "*Hum toom ko khana deunga Ghubraw mut* " " I will provide you with food do not be uneasy." They said no more and the Colonel went away. Nearly at the instant on my returning to the left Flank of the Company, a body of men rushed passed me and seized the Colors which had been placed in the Rear of the few men of the 1st Grenadiers who had assembled there this occurred about Gun fire at the same moment I was surrounded by four or five men of my own Company and on enquiring why they did so. One of the two sepoys who had formerly addressed me told me that if I moved from there towards the men who had seized the Colors that the men who had done so might shoot me as they were loaded. Intending by that movement to save me from danger saying they were ready to sacrifice their lives for me.

"I replied that if the mutineers meditated any attack upon me there was no necessity for them to sacrifice their lives and moved them gently into their places. I then went up to the left Flank of the Company shortly after Colonel Cartwright came up and told the men to go away. As all the European officers, Native Commissioned and Non-Commissioned officers had assembled in front, at this time I joined them. The mutineers assembled on the Parade with the Colors in their centre and there was a general call among each other to fix bayonets - General Dalzell then went up to the mutineers and soon returned and came up to me and told me that the men did not understand what he said to them. I went with him to interpret any question he might wish to put, he desired me to ask them what they wanted; then was a confused noise and after some time I got what they wanted; then was a confused noise and after some time I got silence several at once said, " 6 Rupees per month was not sufficient for their support and that they required Carriage for their Baggage. I also heard on coming away a confused murmur and a number said, " a Bullock man gets 8 Rupees a month which I explained to the General. I then left the Parade and sauntered (?) about on seeing Colonel Stuart and Colonel Cartwright talking to the men the mutineers with the Colors. I went up to Colonel Stuart and heard him recommending them to draw up a petition and to give it to the officers Commanding Companies. I heard them to say to Colonel Stuart that "One man after six years" service had been promoted what hopes have we of promotion a number were speaking at the time / after 16-18 and 20 years service". Colonel Stuart asked me if that was the case. I told him that the man they spoke of had been promoted but that as to their having no hopes of promotion it was false. For that I had myself been 18 years in the Regiment, never absent from it & that I had always promoted men in the Companies I had charge of according to seniority if they deserved it and which I invariably found they did. Colonel Stuart then asked me what Company I commanded. I replied the Light Company at present and formerly the 8th Company. A sepoy of the 8th Company then came forward and said to Colonel Stuart then urged the men to return quietly and draw up a Petition officers Commanding their companies. Just at this time there was a movement of the 68th on the Left which I did not perceive and a number of the men called out that the 68th was coming down upon them - they then moved off in that direction remarking the same time "What are we afraid of the Marine Battalion ?". Colonel Stuart then waved his hand, and told them the 68th was not coming down on them and not to be alarmed. Colonel Stuart then rode off and I was going away when the Body surrounded me exclaiming " Let us hear what the Captain has to say." At this moment there was no other Officer near and I being the only officer in the Regiment who has been so many years with them and whom they knew. I apprehended that they intended to detain me. They pulled me about with a (Sic) to gain my hearing some said the Bullock men get 8 Rupees a month and they only received 6 and how was it possible they could exist on that small portion and others said how can we carry our clothes - they will be left behind to be plundered. I paidthe utmost attention to their observation and explained them as far as I understood that carriage was not to be procured but still the Commanding Officer and the Officers Commanding

Companies would do everything to their power to procure them carriage. With regard to increase of pay which they wanted I conceived it was ridiculous their asking it in the manner they had done and thus in a body refusing to march. I recommended them to disperse and told them that I had hitherto done everything to the utmost of my power which they well knew towards their comforts and their promotion. This last remark across from a number of men pulled me towards them and called upon me to state to them what they had been guilty of to prevent their promotion. I replied that they knew perfectly well that as long as I had been in the Regiment every one generally speaking had been promoted in their turn.

" I was interrupted at the point by an immense numnber of them asking me " Is Mohammed Khan promoted in his turn ?" I replied I did not know how he stood in the Company and that his promotion must have proceeded from very strong recommendation made in his favour by the officer commanding his Company. They replied in a very noisy way " it was not so, it was on account of his being brother of the Havildar Major". To this I made no reply. I saw 2 men of my own Company to whom I put successively the question" Why they were here ?" They both replied they were going to their Lines. I then urged the men to disperse and go home quietly and that I would do every thing that lay in my power to obtain for their wishes, they refused to separate and to let me go. They replied they would not do so unless I promised to forward their petition to Colonel Cartwright and if he did not notice the subject then to the General and if he did not take notice of it I was to take it to the Lord Sahib." I recommended strongly their taking their petition to the officers Commanding Companies as being the regular channel that they must know my adopting such a measure would not be at all to their advantage as being improper that I was certain their officers would receive Petition and lay them before Colonel Cartwright. I believe it was at this time they said, "We want nothing to do with Colonel Cartwright, we wont march under him unless the Subadar Major and Havildar Major are turned out". A number of voices called out, "No, we wont go under the Colonel, we will go under Heathcote or Captain Firth." I also heard some of them asking,"Where are our Knapsacks ?" and other replying "that is a point of no consequence." I then asked them to allow me to go, they formed a street and as I passed by them they generally saluted me, their manner all along was respectful. On reaching the end of the Body a murmur across that there was no person to write a Petition in Persian and called me to know how they were to write it. I replied in Nagree. I then left them this was about half past 8 or 9 O'clock.

" I omitted to say what I now wish to mention that when I joined Colonel Stuart he said, "I know very well if I wanted 3 or 4 volunteers you would be ready to go" they replied they would provided they got an increase of pay.

" At about 11 O'clock I came on the parade at a distance from the Mutineers and saw them sitting down upon the ground apparently by Companies with their Arms, the Sergeant Major told me that they placed sentries all round their Lines and that the Quarter and Rear Guards were relieved by others sent from Colonel Cartwright's Quarters. I forgot that on returning from Parade in the Morning to

my Bunglow I found a number of men there (9 or 10) including Non-Commissioned officers who said they had come for my protection, these men were joined by 2 other men one of whom was the man who addressed me at the time the Mutineers seized the Colors. On my asking him why he sould come to me for protection after speaking in so insolent a manner in the morning; He told me the Mutineers forced him to tell me they wanted an increase of pay; this man went to the Lines between 3 and 4 O'clock under pretence of getting his things and did not return. I examined his Musket which was not loaded nor was that of any of the others. About 4 O'clock another sepoy by name Ieessury SIng came for the same purpose and about Sunset other sepoys joined them a little before 8 O'clock at night a sepoy came from Colonel Cartwright's Bunglow and told the above men that the Mutineers had sent a message to Colonel Cartwright desiring him to send the whole of the sepoys to go the Lines but not the Native Officers or else they would come down and murder them (sepoys) I then told the Men who were with me not to be at all alarmed as I had full confidence they would never attempt to come to my Bunglow. Just as I had said this the Evening Gun fired and a loud disturbance now took place in the Lines of the 62nd and as my Bunglow was situated immediately in the Rear of their Lines together with the threat held out by the Mutineers. I deemed it unsafe for those men at it any longer. As I intended to go to see the cause of the disturbance, I took the men who were at my Bunglow thro' Captain Richmond's compound and they dispersed. Nothing further occurred on that day in which I was concerned."

The Court adjourned at 4 O'clock until Monday morning the 22nd November 1824.

Tuesday 24 November 1824. Captain Firth being called into Court the following questions are put to him.

Q. To what do you attribute the discontent in the late 47th Regiment in in refusing to march ?

Ans. I do not think there was any just cause.

Q. Had carriage to a proper extent been furnished in time to the men do you think they would have marched?

Ans. Yes.

Q. In your opinion were 10 Bullocks per Company sufficient for the carriage of the Baggage of 100 men?

Ans. Under existing circumstances I should think 10 Up-Country Bullocks per Company would be sufficient.

Q. When did you first see the Bullocks provided for the use of your Company and for the men in general?

Ans. On the morning of 1st November I saw a number of Bullocks near the Rear Guard which I concluded were for the use of the Men.

Q. Did they appear to you to be of an efficient description for the conveyance of the Men's Baggage and were they attended with a proper number of drivers?

Ans. In my opinion they were not 10 per Company. I know nothing at all about the Drivers.

Q. Did the Men of your Company generally understand that a place was appropriated for the reception of their surplus Baggage during their absence?

Ans. Yes.

Q. Did you ever look at the place so appropriated?

Ans. I did not.

Q. Did you ever hear that it was infested with White Ants and that the Men were apprehensive their property would be destroyed by those Insects?

Ans. No.

Q. Did the men of your Company express any disinclination to have their superfluous Baggage lodged there?

Ans. I never heard any.

Q. What did they do with their superfluous Baggage?

Ans. I do not know.

Q. Were the men recommended by Lieutenant Colonel Cartwright to dispose of their superfluous Baggage?

Ans. To the best of my recollection they were.

Q. Have you any recollection of what they said or did in consequence of that recommendation?

Ans. I do not know what steps they took.

Q. Did you give any orders to your Native Commissioned and Non-Commissioned officers to encourage the men to conform to the recommendation of their Commanding Officers and if so what reports did they make to you as to the results of their exertions to that effect?

Ans. I told the Subadar and Jemadar to recommend to the men to sell what they could and to deposit the remainder in the place appropriated for that purpose. What was the result of their recommendation I know not.

Q. Was it ever reported mentioned in any way to you that the men considered the disposing of their property as hardship as being productive of a serious loss to them?

Ans. I have heard nothing about it.

Q. Did your Company ever come forward with any communication relative to their wants or wishes in regard to their Marching on this service?

Ans. Yes, once.

Q. Please state the particulars.

Ans. About 25 or 26th October the Subadar came and told me that the Colonel had told the men on the Parade the night before that they would get 10 Bullocks per Company then the men of my Company desired him to ask me how their Quilts and their Bed Carpets were to be carried. I replied that I would ascertain from the Colonel what arrangement he had been able to make with regard to the carriage.

Q. What did Colonel Cartwright say?

Ans. That he had requested Colonel Cunliff, Commissary General to purchase for him 100 Bullocks which he was given to understand he would get and that on getting those he would try and get some more but that great scarcity existed at present and that he was paying for these out of his own pocket. It was at this time I came forward with my proposal to furnish 10 or 15 Bullocks to my Company in addition as stated in my narrative.

Q. Did you infer from the communication made to you by the Subadar that the men were not satisfied with 10 Bullocks promised to them by Colonel Cartwright?

Ans. I infer that they were not.

Q. From the Major General's address to the European and Native Officers on the morning of the 28th October did the men of your Company understand that they were not to expect or depend on carriage from the Public?

Ans. No.

Q. Do you think they could have provided themselves with carriage, Bullocks, and Drivers if they had wished and were disposed to go to the expense of them?

Ans. From the great demand and great Scarcity of cattle also from the high price - I conceive they could not.

Q. As an Officer of near 20 years standing can Captain Firth say whether to his experience in any part of India a Corps ordered to march on service is able to provide itself with Carriage independently of the aid of the Public Functionaries?

Ans. Since I have been in the service the Commanding Officers had invariably been obliged to have recourse to the Public Functionaries Civil and Military for their assistance without which carriage to the required extent could never be procured and even then the carriage thus procured has generally been of such a description as to oblige commanding Officers to apply for their Exchange or an addition to the number on the Lines of March. In many instances Corps have been detained from the want of adequate supply of Carriage.

Q. Did you ever know an instance of a Native Corps marching without being supplied with carriage for the Men's Baggage?

Ans. No. I do not nor do I think they could.

Q. Did you know anything about the state of the Bazar of the late 47th at the time it was to march?

Ans. No I did not.

Q. Did the Subadar Major and Havildar Major generally wait upon Lieutenant Colonel Cartwright every day?

Ans. The Havildar Major always did with the Morning Report book but I know nothing about the Subadar Major attending.

Q. To your knowledge did Lieutenant Colonel Cartwright ever make the Subadar Major or the Havildar Major the channel of communication of any orders to the rest of the Native Commissioned and Non-Commissioned officers and sepoy of the Corps?

Ans. The Havildar Major from his situation used to communicate orders regarding

exercise, parades, commands, etc in the Army of the moment when there was not time for reference to the Adjutant or to make the necessary communication throught the Orderly Book. The Subadar Major has never to my knowledge communicated any instruction from Lieutenant Colonel Cartwright excepting on the Parade for that purpose.

Q. Are you aware that a jealousy existed in the Regiment at the supposed influence which the Subadar Major and Havildar Major was said to possess with Lieutenant Cartwright ?

Ans. I was not aware of it until the morning of 1[st] instant.

Q. Did any of the Native Officers or men of your Company ever speak or Complain to you of the great influence the Subadar Major and Havildar Major possessed with Lieutenant Colonel Cartwright ?

Ans Never.

Q. Were you ever Adjutant of the 47[th] Regiment ?

Ans. I was Adjutant from May 1815 to February 1821.

Q. To what cause do you ascribe the rapid rise of the Havildar Major from Sepoy to Naick and from Naick to Havildar each time over the Heads of so many of his seniors and also of Mohammad Khan Sepoy at so very short a period after he entered the Service from Sepoy to Naick whilst there were so many senior to him on the Roll of his Company ?

Ans. When Lall Khan, Havildar Major was first promoted to the Rank of Naick I was absent on General Leave, therefore cannot form any opinion of the cause of his promotion at that time. WIth regard to his promotion of Havildar I believe he was then first for promotion in his Company except one Naick who was passed over for misconduct. With respect to Mohammad Khan's promotion I know no cause but was surprised when he came to pay his respect to me on his promotion to Naick from the circumstances of his being so short time in the Service.

Q. Do you know how many years the Subadar Major has been in the service ?

Ans. He was transferred from another Corps when the 47[th] late 24[th] was raised in November 1804.

Q. What influence did he appear to you to possess with the several officers who preceeded Lieutenant Colonel Cartwright in the Command of the Corps ?

Ans. Not more than many other Subadars who are now not in the Corps.

Q. Did he appear to have more influence with Lieutenant Colonel Cartwright than any of the other Native Officers ?

Ans. I do not think so.

Q. Are you of opinion that the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers of the late 47[th] used their best endeavour to induce the men to obey the orders for their marching and to suppress the Mutinous spirit they exhibited on the morning of the 31[st] October, 1[st] and 2[nd] November ?

Ans. Not having heard any thing of a Mutinous spirit existing in the Corps or Company I cannot answer who the Native Commissioned and Non-Commissined Officers may have done.

Q. Did not you hear of the irregular Nightly meeting that took place among the men of the late 47th and 62nd on the 28th of October and subsequently and of the objectionable league they had entered into to resist the orders for their Marching ?

Ans. I never heard anything whatever of Meeting.

Q. Do you think that any meeting of that description could possibly have taken place without the knowledge of the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers of your own Company and of those of the other Companies of the Corps ?

Ans. Certainly not.

Q. If these meetings came to the knowledge of the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers of your own Company do you not conceive that they were guilty of a very blameable derelection of their duty in not communicating with you immediately on the subject ?

Ans. Certainly.

Q. Did you ever hear that some sepoy had complained that the Subadar Major and Havildar Major had threatened that when they got them to Rangoon or on board a ship they would throw Cow's flesh in their faces or make them all eat out of the same Dish ?

Ans. I never heard anything about it.

Q. Did you ever hear that the sepoys of the late 47th were encouraged to refuse to march by the Subadar Major of the 26th Regiment ?

Ans. Never.

Q. Did you ever hear that any Native Officer had encouraged them to hold out and that they would thereby gain their point ?

Ans. No. I never did.

Q. Did you ever hear of the Volunteers of the Patna Provincial Battalian complained of being drafted to the 47th Regiment instead of being allowed to select corps agreeably to the promise that had been made to them.

Ans. Never.

Q. Do you think that if proper measures had been adopted by the Native Officers of Companies on the 31st of October that they might have brought their men to a sense of their duty ?

Ans. I do not think it possible that the Native Officers had influence or authority sufficient to do so after the men had so positively refused to obey the orders of the European officers on the morning of the 31st October.

Q. Are you of opinion that the European Officers have more influence over the men than their Native Commissioned and Non-Commissioned officers ?

Ans. No. I think not from the circumstances of the officers being constantly removed from one Company to another.

Q. On the Morning of the 1st November when a rush was made from the rear to seize the Colours of the Regiment do you think the men then on Parade would have obeyed Lieutenant Colonel Cartwright's orders to protect or rescue them had such an order given to them ?

Ans. From the disposition shown by the men of the 2nd Company who came to Parade on marching Order on the 31st October and 1st November I think they would but I doubt from the circumstances of only 10 men coming with their Knspsacks on the morning the 31st whether those 22 File of my Company on Parade on the morning of the 1st would have acted against the Mutineers.

Q. Was your Company posted next to the Right Grenadiers ?

Ans. Yes.

Q. Did the Right Grenediers make any attempt to save the Colours from being seized by the Mutineers ?

Ans. The few men there made no attempt to my knowledge, for I was myself surrounded by several of my own men.

Q. Was Lieutenant Colonel Cartwright's conduct towards the men generally speaking mild and conciliatory and as much so as was consistent with the due maintenance of discipline ?

Ans. Conceiving this to be a question requiring my opinion on the conduct of a senior officer I do not think myself justified in answering it.

Q. Were the Colours seized by the Mutineers before the disperation of the men who had fallen in ?

Ans. Were any Orders given to the Corps after the Colours were seized by Lieutenant Colonel Cartwright ?

Ans. Not that I am aware of.

Q. Did they remain standing on the Parade or were they dispersed ?

Ans. Immediately after the Colours were seized and carried past my company, Lieutenant Colonel Cartwright came up and called out to the men to go away and they dispersed.

Q. Did you mean to say that your Company was dispersed by order of Lieutenant Colonel Cartwright and not by the violent conduct of the Mutineers ?

Ans. Yes, by orders of Lieutenant Colonel Cartwright.

Q. Did you notice how the other Companies standing in your Rear were dispersed?

Ans. I have already stated that I was surrounded by some men of my own Company when the Colours were seized and on quitting them just as I got to the left directly to the Front and on turning round I did not see my Company standing. I did not notice how they were dispersed.

Q. Did you ever hear a report that some of the sepoys of the late 47th had expressed themselves dissatisfied at understanding that the Madras Native Troops recieved more pay than they did and also that Rations in excess to their pay were given gratis to those Serving at Chittagong ?

Ans. I never heard anything of the kind.

Q. Did Lieutenant Colonel Cartwright at any time between the 26th October and 1st November assemble his European and Native Officers or thro' the Medium of the Orders Book urge the necessity of their using the greatest exertions to recall the men to their duty ?

Ans. I am not aware that he did.

Q. Did Lieutenant Colonel Cartwright ever call upon yourself or Captain Bolton as the two Senior Officers present of the Corps as to the means that it would be advisable to adopt to recall the men to their duty ?

Ans. He never called upon me.

Q. From the 26th to the 31st October at intervals during the night did the Roll Call of Companies to take place ?

Ans. I know of no order being issued to the foregoing effect.

The Court adjourns till tomorrow morning Half past 9 O'clock.

Wednesday, Barrackpore 24 November 1824.

2. Evidence of the European Officer No.2. BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930, 1827-28., pp. 201-23

Captain Bolton states as follows before the Court :

"About the middle of October I desired the Pay (Khote) Havildar of my Company who in this Regiment (late 47th) always had the duty of reporting the Company to desire the Subadar to give notice to the men of the Company the 2nd Grenadiers, that as it was not likely that they would be able to procure the ample and commodious carriage for their things to which they had always been accustomed. I undersand to have when up the Country there being as they must themselves be well aware neither proper Hackeries nor Camels porcurable in Bengal that I strongly recommended them immediately to dispose of all their superfluous baggage and to get their Knapsack in good order so as that they might be able in there to carry whatever articles were sufficient at any time to enable them in the Rear to manage for a few days with what could be stored in them the following day I think the Havildar reported to me that the men of this Regiment had never been accustomed to carry any pots or heavy Articles in their Knapsacks and that they therefore said that they could not do it and that besides many of them had not got Knapsacks and those that had were in such bad order as to be almost useless. On this I desired him to go to the Subadar and tell him to re-explain to the men that what I had recommended them to do was purely for their own benefit and comfort and that I knew very well from experience that sepoys could very well manage to

carry such things as I had pointed out, that their not being yet provided with their new knapsacks was as they well knew entirely accidental that it therefore behoved them to patch up their old ones the best way they could so as to make them temporarily Serviceable and those that had none I recommended to make up any sort of Ones out of Old Trousers Pantaloons etc. Furthermore that all that I now had recommended them to do was from being fully sensible that here (at Barrackpore) where carriage at all times were for a petty Detachment is most difficult to be procured would now under present circumstances be extemely Scarce - and that the utmost they could in my opinion expect to get would be 10 or 12 Bullocks per Company that as I had now fully advised them they might either follow my advice or not as they pleased as of course I could not take upon myself to order them. After this I heard no more about the matter until one morning about 25 October when the Pay Havildar in reporting the Company to me informed me that the Colonel had the evening before on Parade explained to the Men that Government could afford them no assistance in Carriage Cattle as Government itself was in great want of Cattle to send to Rangoon that they must therefore lighten themselves by disposing of their seperfluous baggage also that he would procure a place here from General Dalzell to leave any thing might wish to leave behind them that he himself would endeavour to procure them 100 Bullocks to be distributed 10 per Comnany for the carriage of the private things only and that the Non-Commisssioned Officers and Drummers must immediately look out and provide themselves the best way they could. I think the Havildar also mentioned at the same time that the Colonel would be happy to make an advance of cash to any of the Non-Commissioned officers or Drummers who required it to purchase cattle; he also mentioned that the Colonel had desired him to re-explain all this to the men in their Lines and that on returning from taking his Guards to Guard mounting that morning he was surprised and frightened to observe the whole Company assembled at the Bell of Arms for which he had given no orders and that he went immediately to the Subadar and reported this to him and requested him to go there and speak to them on which the Subadar went with him to the Bell of Arms and asked the Men why they had assembled in that manner without orders. The men replied that they desired he would carry their Petition to me which was that with the carriage the Colonel had mentioned that he would endeavour to get for them they could not march, that their Musketts, Accoutrements and Ammunition was quite a load sufficient for them to march with daily in such a Swampy Country as Bengal, that they being poor men getting only 6 Rupees per month could not afford to throw away their things which now they could have to do as there was no purchaser - that leaving them behind in a magazine was tanamount to throwing them away as they knew by experience on a former occasion that therefore that unless they were provided with sufficient carriage for their things and got some additional pay or *Batta* it would be impossible for them to march; moreover they gave me notice now that they would not, when in the Burmah Country go on board ship or in the Boats. On hearing all these I desired him to go immediately and bring the Subadar to me whose not coming personally to report so serious a matter surprised me not a

little; on the Subadar's coming I desired him to state what had occurred which he accordingly did exactly to the same effect as stated above. I was much hurt and shocked at hearing all this and immediately explained to the Subadar the seriousness of the offence they were now plunging themselves into and the certain ruin it would entail upon them all. I called to his mind that when the 4th Regiment mutinied at Rewarrie in 1806 that this very Corps had relieved them that the mutineers were then sent to Agra that the Ist Grenadier Company in toto, .including the Native Commissioned and Non-Commissioned officers and Drummers were dismissed the service and the rest of the Corps severely punished, that the men complaining that they had always hitherto been provided with ample carriage showed clearly that their officers had always, when in their power, assisted them, that therefore making any disturbance for want of it when they must see it was no longer in the power of their officers to assist them was adding ingratitude to the crime of Mutiny that I had always heard that this Regiment bore a high character, that His Excellency the Commander in Chief had been pleased particularly to distinguish it by selecting Grenadiers for his own Guard and after his arrival in Calcutta although there were no less than 5 other Regiments present continuing to have his Guard always supplied by the Grenadiers of the late 47th. I told him also to recollect that plenty of other Regiments were in the same predicament but that all had cheerfully proceeded on the Government duty when called upon . I desired him to return to his Lines and immediately send for the Jemadar and all the Havildars and Naicks of the Company to his house to explain all this that I had said to them, to tell them furthermore that from my experience of the Native Service I was well aware that each and every one of them could, if they chose to exert themselves properly influence some 4 or 5 Men that I therefore gave them the whole of that day to do so in recommending them as they valued their character and the Service, to exert themselves to the utmost during the day by going and individually speaking to those men over whom they believed themselves to have any influence. I also desired the Subadar to tell them that the Company should be again paraded as usual in the evening at Roll Call when the effect of their endeavours would become apparent as he had my orders to make a speech to the men to the purport stated above and I also desired him after making this speech to desire all those men who still declined marching without their unreasonable demands being complied with to step to the front this I did from an idea that few men would be hardy enough to do so as I at the same time had desired him to separate the Recruit from the Company intending to manage them myself and feeling convinced that if the Commissioned and Non-Commissioned officers used the day in the mode I had pointed out I should be able to overcome this Cabal or at any rate leave but as few in it that I could Venture them to proceed with them to extremeties. I regret to say that all my exertions had no effect as the Subadar returned to me the following morning and reported that he had done as I desired him but that the whole Company had stepped in a body to the front. I told him I could never believe nor could any other officer who had been any length of time in the service, that they, the Commissioned and Non-Commissioned officers really had exerted themselves

in the manner I had pointed out to recollect that he, the Subadar himself had been no less than 20 years Subadar of this Company and that the Non-Commissioned officers had most of them in it as Sepoys, Naicks etc. ; about the same time however that it was too late as I could no longer as by then I forgot to mention I desired him to explain to the Company the evening before, that I would for that one day conceal their mutinous behaviour I should report it for the information of the Commanding officer. I accordingly did so that day the 27th of October. On the evening of the 28th as far as I recollect Colonel Cartwright drove into my compound just as it was getting dark saying he was just arrived from Calcutta where he had shown my public letter to, I think he said the Adjutant General and that he had been advised to explain to my Company that they would certainly get 10 Bullocks, that the report about the matter from them. I replied very well Sir, do you wish me to parade them and explain this, he said no, send your Subadar to me and I will tell him to do it which I accordingly did and the Company was paraded that night by the Subadar and the above explained to them nothing further occurred until Sunday morning the 31st October when we had been paraded in the Regimental Orders the day previous to parade in marching order in a few Column of Companies the right in front, when on going to the Párade I was quite astonished to see the Regiment paraded with the exception of the non-Commissioned officers and men holding situation not in marching order on fall in with my Company the Subadar reported to me that the men refused to put on their knapsacks. I remained a considerable time standing in the ranks of my Company and observed Colonel Cartwright at the head of the Column talking to the first Grenadier, at length he came down speaking to the officers of the several companies successively until he arrived at mine, when he desired me to direct the men who had knapsacks on to march to the front; after I had done while he rode up to the men on the right flank of my Company and began speaking to them and then to the next when he suddenly called me to come near him and desired to me to mark those 2 men as object of future punishment; he then in my presence asked the men individually the following questions: 'have you got knapsacks? 'Where is it? why did you not put it on? Go and bring'. To which they generally returned the following answers: 'Yes I have.' 'It is at the *Moochies*' (Coblers) 'It is not fit to be worn being all torn' and generally speaking would not quit the ranks to go and fetch them but kept a murmuring about having paid 2 Rupees a knapsacks which they had never got and even those few who did leave the ranks by his repeated orders, merely (as teared?) insolently off 20 yards and then returned, Colonel Cartwright now quitted the Company and desired me to talk to them, which I accordingly did to 15 or 16 men successively but without any more effect. I ought to have mentioned that all this occurred on the 2nd time of Colonel Cartwright's coming to the Company for on the first time of his coming he merely directed me to pile arms and order the Company to their lines to bring their knapsacks which I accordingly did giving the words of Commands as follows: 'Pile arms to your right face and then explaining to them in Hindoosthanee to fetch their knapsacks to their lines. Quick March," but altho' the men obeyed the words of Commands to pile arms and face to the right, not a private of the

Company moved at the words Quick March. I therefore after waiting about half a minute repeated it but no man moving. I fronted them, took up their arms and went direct to Colonel Cartwright who was on horseback at the head of the Column talking to the I[st] Grenadiers and reported after which it was that he came down the 2[nd] time, after all this Colonel Cartwright formed us into a square faced us in the words - Called out the Subadar Major into the Centre and desired him to explain to the men that they were not going to Rangoon that there was no idea of their being put on board ship or on boats, that they would get 10 bullocks per Company to carry baggage that Government had advanced him 4000 Rupees for the purchase of the said 100 Bullocks and that if any of the money should be over after buying the Bullocks that he would get them more bullocks with it and a great deal more to this effect that their talking about going on board ship especially was all non sense, as they knew that Government always called for volunteers when they wanted any thing of that kind and could not conceive what they had to complain of. The men of the 8[th] Company and 2[nd] Grenadiers being from the nature of the Square all unmasked, gave a general about at the time declaring that they would march in the order that had first been ordered viz., after the 26[th] Regiment, after all this the Square was reduced and the Regiment dismissed and altho' we were to march next morning we were ordered to parade again in the evening at 5 O'clock for the purpose. I concluded of bearing something from Major General Dalzell but after parading at the time ordered and standing in the ranks till near dark Major General Dalzell not appearing, we were dismissed with the direction not to undress until 7 O'clock. Next morning being the Ist November we paraded at the time ordered for the march viz.,4 O'clock, when I was rather astonished to see the Companies drawn up in open column right in front with hardly any of the men present. I went to my own Company and asked the reason of this and what they were about and if they were not awake yet. I received for reply: "Yes, they are all awake and full dressed and accourtered; but refused in spite of the repeated entreaties of the Native Commissioned and Non-Commissioned Officers to come to the Parade." I then walked up the Column and observed all the other Companies in nearly the same situation. I then returned to my own Company if any more men had arrived and found only 2 men whom I immediately began to praise for his good conduct and told him he should be no loser by it. He however called out to me for protection and to save his life. I told him to be under no apprehension and that he might depend upon it that I would do something for him in consequence of his present good conduct. Shortly afterwards, I heard a general shout in the rear of the Centre; at this time Colonel Cartwright was on horseback a few yards in front of the Regiment immediately after the men who had collected in the Centre let their ram rods fall into the barrel of their Masquets which I knew at the time to be for the purpose of intimidating the European officers by pretending to be loading - a minute or two after which, these mutineers came in a body to the rear of the Column, being the rear of my Company and charged up thro' the Column thereby dispersing all the Non-Commissioned Officers and those few men who were there. I heard Colonel Cartwright at this time immediately give the words, "Regiment to your Lines -

Quick March." It was however too late, for the Colours had been seized after this considerable confusion ensued, the mutineers forming themselves into a mass or body with the Colours in the centre and all the officers and non-Commissioned came out in front and walking about in different directions. Previous to this the mutineers had released a prisoner confined in the Quarter Guard for extreme insolence to Lieutenant Williams, the officer of his Company, the preceding day in the following instance having told that officer to his face that if Government would neither grant him his discharge nor allow him family certificate to subsist his family on during his absence which Lieutenant Winfield had told him was contrary to the regulation being only granted to those who were going beyond the sea that he must desert at the time of the Office coming in front of the Non-Commissioned officers Lance Naick and Jemadar of my Company were with me. I observed a large body of men coming down about 60 or 70 yards off apparently the road from Fultah, on the front of the right of the lines, to whom I immediately advanced for the purpose of seeing who they were, for it was at this time not sufficiently light for any thing to be distinctly visible at any distance. On my walking a few yards towards the Havildar, Jemadar and the men with me said "For God's sake, do n't go there, that is the 26th Regiment and they are loaded and will shoot at you upon which I turned about and walked back again, the Jemadar Bussant Sing burst out a crying. I asked him what he was making such a noise about that if he was afraid of his life to recollect that I should certainly lose mine before he would his, upon which he declared that it was not his life but his character and 30 years' service that he bemoaned. General Dalzell mentioned that the men in the rear, on their assembling in that mutinous manner had charged bayonets at him, that he had thrown his sword amongst them and told them to take his life if they wished, he hardly knew what to do just now, but thought that it would be a very good plan for him to take the native Commissioned and Non-Commissioned officers out a little further in front and begin drilling them this he was disuaded from doing I believe by Colonel Cartwright who also said that the presence of so many officers only tended to influence the men that therefore the sooner they all went away the better, but the General asked what was to become of the Native Commissioned and Non-Commissioned officers and when they were to find an Asylum Colonel Cartwright said, " as they cannot possibly return to their own lines perhaps your compound, General, will be the safest place for them to go." To this however, the General did not seem to assent. Colonel Cartwright then proposed that they should go to his own, which was agreed to and they were ordered there accordingly and there they remained until the affairs was finally settled. In the afternoon of this day one of my servants came to inform me that there was a Parade on which I immediately put on my sword and dash and went there supposing it to be one by Colonel Cartwright's order. On my arrival I saw a number of officers and a vast crowd of people assembled on the front of the left flank of the Battalion looking at being manouevred by a sepoy out in front with a fugle man standing near him, sepoys with drawn bayonets but without Masquets Commanding Companies, and in fact every thing as regular as if it had been a Parade attended by its European Officers. On observing this I

considered it improper staying to look on, as such curiosity was more likely in my opinion to encrease their consequences in their own eyes and thereby stimulate them to a continuance of their shameful and improper conduct than if no notice were taken of them. I therefore immediately walked away and the Serjeant Major coming up to me sword and sashed I desired him to mark down the names of the companies of the two men out in front acting as Commanding officer and fugleman, also to note any of them who appeared at any time to be particularly active to explain the same to the Quarter Master Serjeant to do the same and not to attend any of their mutinous assemblies. On my way I met several other officers, Major Caine among the rest whom I dissuaded from going to look on, I met Colonel Cartwright, Lieutenant Winfield and others in the Park and communicated what I had seen. During the night of the first the mutineers slept on their arms with regular Guards and pickets and a strong chain of Sentries and Patrols every quarter or half hour. I wish to say that on the I[st] November I went and breakfasted with Colonel Cartwright after this mutiny had taken place who informed me that after coming home from parade the first time he had returned there again, that the men were civil enough to him, but declared that they would not march and that they understood from the Native letters that there had been a disturbance at Chittagong on the same subject and they did not see why the Madras Corps should get more pay than themselves and Ration too which they understood they did and that the talk knapsacks was a mere pretence. I also wish to state that I waited on Colonel Cartwright when the first report was made to me by the Havildar and Subadar of my Company of the men having assembled without orders as already stated and informed him of what I had done, which he approved of."

Captain Bolton was then interrogated by the Court :

Q. To Captain Bolton: To what do you attribute the discontent which prevailed in the 47[th] Regiment?

Ans. "First to the general and well known dislike of all the Natives of Hindoosthan to come down to Bengal it being a country foreign to them in both character, custom, language and food prejudicial to their bodily health as also to their comforts of every descriptions where they never hope to see as constantly do up the country any part of their families or relations excepting when it comes to their regular tour of Furlong once in 4 or 5 years, also to their pecuniary Careers in as much as the loss of a *Battu* between the *Sicca* and which is called the *Sannut* Rupees reducing their pay to about 6/11 (rupees 6 and 11 annas) when it is well known that at most every kind of Supply is dearer than up the Country where the *Sannut* Rupees goes as far as the *Sicca* does here; to the general hard duties or supposed ones, imposed upon our Troops stationed at Barrackpore, to the great quantity of clothes and equipments the men are now obliged to have; to the too great indulgence it has been customary for them to meet with up the country in regard to carriage; to the utter want of the same down here; to officer or Officers Commanding Regiments having no power whatsoever to obtain for their men any carriage, let them be ever so much distressed without the assistance not to be

obtained without considerable correspondence and delay, of the Civil authorities; to the alteration of the order of the march of the Corps, believed by our men to be done for the purpose of favouring the 26th Regiment, that the 16th should be entirely idle here when they who had already had the fatigue and expense of coming all the way down from Muttra were ordered on service; from the reports circulated of the prowess and Cruelty of the Burmese, together with reports of our ill successes in that Country; to the excessive unhealthiness of it; to the idea of being ordered on board ship; to discontent at understanding that all kinds of low fellows such as Bullockmen, Government bearers and other of similar descriptions get more pay than they themselves do; to the removal of their old officers thereby bringing amongst them strange officers which is well known to those officers who have been any time in the service, is what sepoys particularly dislike; to the delay of procuring carriage and the utter insufficiency of it when it did come and there being given to understand that they were to expect us aid from the Government in getting supplied also in some degree thro' most of the European officers being young and inexperienced in addition to their not being known to the men and to the bad practice prevailing in the Regiment of allowing Pay Havildars to be the eternal Orderly Havildar of their Companies."

3. Evidence of European Officer No.3 Lieutenant Colonel Stuart, pp. 270-74.

Barrackpore, 27 November 1824.

Lieutenant Colonel Stuart is called into the Court and addressed as usual, he states as follows:-

About 5 days before the 1st November after the morning parade, of the Service,Brigade, General Dalzell ordered out the Commissioned and Non-Commissioned officers, he expressed his surprise and regret at hearing that discontents existed among them. Thro' the medium of Brigade Major Pagson he told them that they appeared to be led away by erroneous ideas of being sent on board ship the General gave them his word that nothing of the kind was intended he further mentioned that he had also heard they had another cause of complaint from the want of Carriage Cattle for their baggage, that they must do the best they could to provide themselves as Government should not assist them nor were they entitled to have them furnished or words to that effect that Government was very willing to give them every indulgence they possibly could as a proof of which they were to have huts in their lines for their families during their absence, nothing further transpired to my knowledge till the night of the 31st October when Major General Dalzell summoned the officers commanding Corps to attend at his quarters about 11 O'clock at night he then stated that he had received the orders of the Commander in Chief for the march of the 47th on the following morning and asked me if I thought I could depend on the men of the 68th (my own corps) to secure any of the men of the 47th who might prove refractory; I told the Major General that it would be a very trying duty to so a young Regiment should it come to that extremity. The Major General soon after this soon moved

all the Native Officers of the 47th to assemble at his house and soon after the Pay Havildar, who were severally questioned by the Brigade Major relative to the discontents which prevailed in the Corps where they were also desired to give in the names of any men who appeared to be most active in exciting discontent among the Corps. In consequence of the names of 50 or 60 sepoys were obtained from the Native Commissioned Officers and Pay Havildars shortly before Gun Fire in the Morning of the 1st November I asked the Major General, as I was about to come on this day as Field Officer of the week, who that I should attend him on parade that morning or go out to exercise my Corps he replied he would wish me to attend him on parade as he proposed to go to see the 47th who were under orders to march that morning I accordingly went to my own parade, made over the Corps to the next senior officer and joined the Major General on the parade of the 47th soon after day break; on my arrival there I observed the men of the 47th in a State of apparent confusion moving towards their lines and a number of Officers and the Major General about 80 yards in front of the parade, I immediately rode to the men and asked them what was the matter when they told me they appeared to be furnishing and loading as they appeared to be in a very feverish state, I called to them to remember what they were about as they all seemed to have gone mad, I then beckoned several of them to come near me which they did when I told them if they had any complaints to state them to me with the exception of Captain Firth who among them, their own officers were out in front with the Major General, the men told me that the General had been amongst them, and that they had appeared to him without effect, I reminded them that he did not understand their language but that I would communicate any thing to him they might wish to say if they would only be orderly in their conduct I at the same time reminded them that if they had any complaints they should make them to their own Colonel when they were a little pacified they communicated to me that they had been taught to believe by the Subadar Major that they might have to go on board ship and that they must not demur, that he had further told them that if it were requisite he would even make Christians of them. I reminded them that these were wild assertions and asked them how they could possibly believe them further stated that they had been obliged to part with their quilts and other little property, in consequence of being told they would have no carriage for them, in short that appeared to be completely neglected. I reminded them that this was not the case and that I was certain their Colonel would attend to whatever they might say. I proposed to call him to come amongst them to which they asserted I accordingly went to Colonel Cartwright and brought him to them on that occassion I repeated to Colonel Cartwright that the burthen of their complaints was the Subadar Major and Havildar Major for having led them astray in regard to the prospect of being sent on board ship and that they had further made practice of recommending their own friends and relations for promotion that they were men of young standing to the prejudice of their seniors, when Colonel Cartwright remarked it was no wonder that they should complain of these men as they were the first to report their misconduct, and with regard to the Subadar's nephew, the man whose promotion they complained, the Colonel said he thought,

he was good man and deserving of promotion, I told him that of course he was the best judge they then reported before Colonel Cartwright their complaints of want of carriage but at the same time admitted that he had exerted himself to obtain cattle for them by advancing money for their purchase. They also complained that their small pay of 6 Rupees a month was not sufficient to supply their wants when I reminded them that was not their correct pay as a stoppage had been made for their knapsacks which they then said they had not yet recieved, to which I told them their Knapsacks were on the way from Futty Ghur which Colonel Cartwright also mentioned. I further reminded them that when Troops went on service they were always furnished with supplies at market rate with which they thought to be satisfied about this period the 62nd and 68th Regiments were returning from exercise on the left of the lines when the mutineers repeated to each other that the Mariners were coming against them and proceeded in a body in that direction when I assured them it was not the case as the Corps was returning from exercise, soon after this I left them advising them to return quietly to their lines but this they said they could not do but must remain on parade. I then went to General Dalzell's house and reported all that had occurred to him at this period the Subadar Major and Havildar Major came to the General for protection approaching that their lives were in Danger, when both were ordered on board a boat and sent off to Calcutta with a note to the Adjutant General from the Brigade Major, I believe that General Dalzell mentioned at that time that he proposed to go to Head Quarter at Calcutta / this was about 1/2 past 8 to report the state of affairs, he gave direction to the Brigade Major for a Committee of Enquiry to be assembled at the Theatre to ascertain the nature of the complaints made by the Mutineers, as I was appointed a member of that committee, I went to the parade and saw Colonel Cartwright who was still there and appraized him of the circumstances, and at the same time communicated to the men that their complaints would be heard at the Theatre, at which they seemed much pleased when I told them to specify what they had to say in writing or that two men per Company would be allowed to go without their Arms, I then returned home to breakfast, and proceeded to this Theatre about 11 O'clock when I learnt from Colonel McInnes the President that Colonel Cartwright had again returned to his men on being appraised by him that the Court was to sit, nearly an hour elapsed after our assembling at the Theatre when Colonel Cartwright came to the Court and stated that he had used every argument to the men to induce them to send men to state what complaints they had to make either verbally or in writing offering to remain himself in Parade until the return of the men they might send to the Court as well appear on the proceedings of the Court, as the occasion, which they however refused to do and the Court was accordingly adjourned after taking down the disposition of Colonel Cartwright, as I was Field Officer of the week I considered it incumbent on me to endeavour to soothe the irritated feeling of the men, by ascertaining whether they had any grievances to state and on going round that evening at dusk, I went amongst the mutineers who were still on parade and asked them if they drawn up any specific statement of their complaints as they had promised to do in the morning; they told me they had

when I proposed to them to give it to the Major General this they refused to do saying they would give it to the Commander in Chief. Finding my persuation fruitless at that time I deferred further endeavour to persuade them, another opportunity, however occurred, about midnight when I was sent from Head Quarters to draw the 26th Regiment a small party of which had carried off their Colours to the mutineers from their lines and post them at the Head Quarters of the Commander in Chief who had arrived from Calcutta. Having executed this duty I went again to the lines of the 47th and aquainted them of the large European force that had come against them from Calcutta that there was therefore no time to lose in submitting the petition they had spoken of us at day-light, there would be little time to read the subject of it, I again proposed to convey it to the Commander- in-Chief at Head Quarters which they then consented to and entrusted it to a Naick named Jalim Sing then in their custody who accompanied me by their desire with a file of men from mutineers to whom I guaranteed their safe return, they accordingly proceeded with me and led them temporarily thro' the European Troops that they might report on their return the force that was brought against them. On my arrival at Head Quarters in the Park I saw Captain Macan Persian Interpreter whom I appraised that I had in the morning refused to do to Colonel Cartwright stating that they would only give it to the Commander - in - Chief. Captain Macan received the petition from the men who had accompanied me which he commenced translating upon reading it once over he remarked that as it was business of life and death he wished for the opinion of one or two other Gentlemen who were then present to prevent any mistakes he called for the assistance of Brigade Major Pagson and Captain Sadlier both well versed in the Persian Language they accordingly read it over carefully when notice was given to the Commander-in-Chief and the Substance of the petition repeated to His Excellency one man had been sent back to announce the arrival of the Petition at Head Quarters and with the information to the mutineers that they should recieve an answer at the daylight the others were afterwards sent back. I understand under charge of Hurcarrah I was directed to remain at Head Quarters and in the morning accompanied the Commander-in-Chief to parade.

4. Evidence of the European Officer No. 4 Lieutenant Colonel McInnes, pp. 275-85.

It having been intimated to the Court that Lieutenant Colonel McInnes commanding the 61st Regiment Native Infantry in about to leave the station it is determined that he be immediately examined Colonel Stuart retires and Lieutenant Colonel McInnes commanding 61st Regiment is called into Court and the following question are put to him :-

Q. Were you with General Dalzell when on the parade of the three Corps he addressed the men respecting what he tested the discontents, what did he say and what impression did it appear to have on the men ?

Ans. I was merely a spectators as that parade to the best of my recollection he stated that he heard there were apprehension among them of being sent to the

sea and also discontents from the want of carriage, respecting the first, he pledged his honor that nothing of the sort was intended but that Government altho' disposed to assist them as far as possible were quite unable to believe them in the article of Carriage. The address was made to the Officers and non-Commissioned officers formed in Square and was of course received with silence that became troops on Parade, what impression it made at the time I had therefore no means of knowledge.

Q. Were you with General Dalzell when he proceeded with the lines of the Mutineers as the morning of the 1st and what occurred there ?

Ans. After having been about half an hour in bed on Sunday night, the 31st ultimo I recieved a note from General Dalzell requiring my attendence immediately at his Quarters where on my arrival on the existing state of the 47th Regiment. The whole night was passed in deliberation on the probable contigencies of the following morning in examining the live Native Regiment and towards morning in Captain Pagson taking down the names of the most conspicious offenders among the sepoys. They generally concurred in stating that the men would not obey the orders to march, that when they were called being within little more than an hour and or half of the proposed march, no bullocks were loading or other preparation making, General Dalzell determined to enforce the Commander-in-Chief's orders and about 4 O'clock Colonel Cartwright brought us rather a more favourable report from the lines, purporting that some of the men were the General requested commanding officers to attend him, but a reconsideration directed that all corps should be under arms at the hour appointed for the march.

My man being all either Calcutta or Station Duty I accompanied the General. We mounted our horses before day break. On reaching the parade it was so dark that we could hardly discern whether the Regiment was there or not, when discovered, the reverse flank presented a ragged edge, shewing the divisions to be of very unequal strength and on proceeding further Colonel Cartwright repeated that there were only "180 men on parade that the main body was drawn up behind the Bell of Arms ready to fire in this handful if they dared to move from the ground."

General Dalzell became dismounted, I followed his example both proceeding hastily thro' the formed Companies to the rear of the Bell of Arms which we found crowded with men, on seeing us advance the crowd made a movement as if to avoid the General, I felt a transient hope that this might be for the purpose of taking their places in the Columns but being closely passed by the General, they made a stand and he began to address them warmly in English while I made use of my best Hindoostan to say what the occasion suggested. One or two sounded their pieces on the palm of the left hand with somewhat of a menacing appearance. The General drew his sword. In an insatant the smothered heat blazed into a flame Bayonets were fixed and pointed at us by the surrounding hundreds who also proceeded to load. The first I saw in the last act I took by the Collar Chiefly however to procure myself a hearing amidst the noise which now

prevailed. I reminded them of the General's presence, the respect they owed him etc. "Did he not draw his sword on us ?"(related by the Sepoys) The threats became more and more urgent unless I took myself of. I told them I felt myself among brave soldiers and honourable men that I had therefore no fear of my life but that I could not retire without trying my power from restraining them from the mad career on which they had entered but from which it was not yet too late to recede. They were not however in condition to reasoned with. They rejoined in the Catalogue of their supposed grievances and demands such as that they were under such stoppages as to reduce their pay to a bare 5 or 6 Rs. that they had been told at Mothura that they were going to Ajmere and now they were going to be sent to that country pointing with the hand that the king of Dehlie gave higher pay (or would give higher pay) that they must have 10 Rs. a month etc. etc. all which under the impression that the true cause of the ebullition was the original want of bullocks. I regarded as the insensate ravinge of the state preternatural excitation in which they appeared. They grew more and more violent. They glared furiously with blood shot eyes and pressed as all sides rattling their pieces to the charge showing me what I had to except unless I left to themselves.

One of my own sepoys who had followed me with unreveanied imposturnity talking me in a subdued tone and with an apparent tenderness of solicitude which struck and affected me. "That I would leave those men, that they were not to be reasoned with and were animated with a desperation which made it dangerous to intermiddle with them." He continued thus to follow me, interposing his naked body, wherever the imagined danger. But I affected to take no notice of him until seeing that the motion of the crowd had seperated me from the General and Captain Pagson, I went in quest of him to the front. There I was told by the European Officers that he was still supposed to be in the near I went back again and the preceding expostulation on my part, threats on their and entreaties on that of my own sepoys ensued a second time, but not finding the General, and fully convinced of the inefficiency of any thing I could say or do, I came out a second time when I found him at the head of the columns.

Almost immediately the multitude in the rear burst on the parade, in the most tumultuous manner and the men who were formed there affecting to be borne away by the torrents all became one confused mass every moment apparently adding fuel to the fury with which they seemed to be inspired the colours were seized and a prisoner released, in a moment and the Parade exhibited a scene of riot and disorder. The European and Native officers assured me that the 26th which was then on Parade within a few yards of us were actually loaded and ready to join them. Improbable as that seemed, as they were formed in close column and calmly looking on with their European officers at their post, I walked my horse to enquire although the subsequent events of the day proved this Corps not to have been untainted, their own officers were at that time so far from entertaining any suspicion of their fidelity that Captain Seymour, who commanded repelled the imputation with much indignation as an unfounded

slander and a few minutes afterwards with a zeal which I thought very creditable to him, entreated the General to be allowed to attack the mutineers. By and by these last finding all endeavours to force them at an end, and that they were themselves, for a moment, the dominant party, the tumult gradually subsided but without affording the least hope of submission to orders.The General, therefore, retired and I attended him. Captain having previously gone away to prepare a report for transmission to Head Quarters. It occurs to me here to observe that I attributed much of our security during the ferment which prevailed when we were in the rear of the Bell of Arms to the presence of Captain Pagson whose white horse staff plume were conspicuous even in that imperfect light. It is known to the Court that Captain Pagson belonged to the 47[th] Regiment and his patient attention to the diversal (durnal) petty concerns of his company which I had the means of closely observing for a short time previous to his appointment to the staff seemed to beg it for him a well merited attachment in the past of his men.

During the course of the day in which the General's absence left me senior in cantonment several officers went among the deluded men (Lieutenant Colonel Jn. Stuart having then and on all other occasions been conspicuously and judiciously active in his benevolent endeavours to reclaim them) but tho' an impression would seem for a moment to be made, it was immediately obliterated by other speakers and voices. "They would at one time insist on their discharge, but as they could have no security for their lives, without arms to protect them, they were to march with flying to Lucknow or Cawnpore at other times they would threaten to pursue and destroy the Native officers who had returned to Colonel Cartwright's house and who had alleged had just misled and then abandoned them." A constant succession of such projects and conceits either perivede or violent seemed to occupy their over excited imagination incessantly, so as to suggest a strong probability of their under the influence of *Dutoora* or some other intoxicating drug, the want of wherence and consistency in the various interminations of their minds evincing the temporary imbecility and confusion of intellect which *Dutoora* is especially known to produce. Assumely however it may now be concluded without risk of errors that they were actuated by no mischievous design upon the person or property of any one and the report since current of their having bound themselves by an oath not to injure their officers drives a strong corroboration from the tranquillity in which the day now under review passed, altho' in such a state of ungovernable excitement it would have been committed quite beyond their own contemplation.

Q. Will you state to what cause you ascribe the discontents of the Sepoys and the mutiny of the late 47[th] Regiments?

Ans. At this advanced stage of Inquiry I cannot help feeling naturally different in offering any opinion of mine altho' at the desire of the Court as a subject on which it will have arrived at fixed conclusion as specific testimony which so very much countervail any mere speculation however consistent that may-be formed on my part promising them, that I have scarely any thing better deserving

its notice to offer, I shall without occupying the time of the Court with useless preface, in as few words as possible proceed to state my impression of the causes of the mutiny of the late 47th Regiment. In the threshold I believe I may safely place the want of carriage for the luggage indispensably necessary to the health of the men, until nearly the eve of their March as the prominent cause of this lamentable occurrences; my belief is that if they could have supplied themselves with camels or bullocks, with the facility they were accustomed to in former wars, none of them would have dared to intimate any other cause of dissatisfaction. Several hundred miles from the hostile which correspondence with their fellow soldiers there, had led them to regard as extremely unhealthy, they found themselves reduced to the theft of converting their quilts unto under clothing and throwing away or leaving in store at this station the *Durees* or carpets, which with the quilts were in other times,wont to constitute their camp bedding.. The country tho' which this preliminary March was to be performed before they could be considered as beyond the Hospitalities of our own provinces, was according to report in some places scarcely passable, or any where day after the annual inundation and it was as this cold damp ground, in a climate under the most favourable circumstances peculiarly ungeneral to them as Natives of the Upper Province,that they had the prospect of reposing their weary limits for at least 35 days and nights before the hardships incident to a state of war in a country and among a people both so foreign to them, should have commenced. To some such a prospect might have presented disease in various forms and death itself before they could see the face of an enemy, if on their first march from the Presidency station, they were explicitly told on Brigade Parade that Government could afford them no relief, from what they could consider a severe lot, they would expect other and greater privation as they advanced beyond the limits of its domain. It would be trite and tedious step by step, to illustrate the progress from such desponding vice or from reflection on the hardship of their case to the consultation the expostulations and finally the undisguised disobedience of orders, which successfully took place I cannot surely be misunderstood as desiring to justify mutiny in offering my sentiment on the probable manner of its growth, any more than I could fairly be supposed to sympathise with the perpetrator of any other crime, while I attempted to follow them through the successive gradation of guilt from the first conception to the criminal act, but I must not deny that those unhappy men appear to me to have been placed in a dilemma, between the sense of duty (as it might be supposed to exist in such minds among a people bound to us by no natural ties of colour, country or religion) on the one hand, and on the other, the privation which lay, exaggerated perhaps, in immediate prospect before them and to have thereby prepared, to take a distorted view of every other cause of dissatisfaction, real or imaginary in their lot.

Believing however the want of carriage to have been the exciting and proximate cause without which neither any nor all of the rest would have produced any apparent effect I shall barely enumerate the secondary source of discontent.

At first a mistaken impression was around that they were to be sent to sea. Contrary to the term of enlistment, as I was informed, on one of the early days of this month by a very intelligent non-committed officer of the Regiment under my command Havildar Assan Sing of the 61st Regiment.This error derived a plausable confirmation from a fact well known to one of the Regiments concerned the 26th formerly the 1st Battalion 13th form a part of the other Battalion of the same regiment, having been not long ago sent by sea from Chittagong to Cox's Bazar. I have reason to believe that this arrangement took place with the entire concurrence of the detachment thus embarked, as being in fact not more convenient to the public service, than it was conducive to the comfort of the men, who were thereby spared the inconvenience of a fatiguing wet march. But the fact was indisputable of their having been sent on ship board and misrepresentation found it easy to deduce from it, a proof of breach of faith on the part of Government sufficiently convincing to the unsettled and jaundiced minds of those deluded men. The Havildar's observation on this subject was very remarkable in reference to the guilt of the Native Officers who while they must have known they to have a gross delusion took no step as he believes to undeceive the men or to acquaint the European Officers with their error. In the same view it is greatly to be lamented that so many of the European Officers, had but very recently joined the 47th Regiment which (while I deprecate the certainly erroneous what I impute the least blame or want of any proper exertion to them) must have operated unfortunately to the continuance of this unfounded apprehension. From a bitter knowledge of each other, would have resulted an immediate reference on every occasion of doubt or distrust, which would have led to full and satisfactiory explanation, as well as to much endurance of hardship, on the part of the men, before the feeling of insubordination had been quite lost.

The next subject of irritation which I shall notice is the advanced rate of wages allowed by Government to all classes of non-military persons, whose services were required on the frontier such as Dooly Bearers and *Classis Dandees* in the flotilla and store boats, and generally all train establishments employed on the Eastern Frontier who were understood to have successfully exacted an addition of about 50 percent to their ordinary wages as not more than an equitable compensation for engaging such a service while some private servants obtained even wages.

Again the Madras troops at Chittagong were said to be more liberally paid as well as more comfortably equipped for the field than our sepoys which it was more over said that they had an assurance of ration gratis, facts which if indeed true, sufficiently explain the superior alacrity with which the Native Troops of that Presidency spring forward at every call of foreign service and if the experiment of a similar bounty were tried here one might venture to predict, the display of at least an equal degree of zeal in Bengal sepoys.

It was further complained of as to the minds of sepoys irreconcilable with justice that exclusive of various deductions for clothing, turbans, knapsacks, brass plate etc, there should be an actual diminution in the amount of their pay while serving in the lower Provinces. In the Upper Province they received

seven Rupees each of which went as far as to the supply of their in the Bazar and in reference to their usual and most substantial and healthful fair wheat flour much further than the intrinsically more valuable rupee of the Calcutta Mint of which last they received intangible coin only Rupees 6-11 annas being a positive decrease of nearly 5 per cent.

I must refrain however from further occupying the time of the Court in enlarging on the remaining secondary causes such I mean as were intimated as grievances during the feverish time that immediately followed the first renunciation of authority. I shall therefore more strictly adhere to my decision of barely naming those that occur to me as yet unnoticed. These are partially in the distribution of Regimental appointment to the neglect of the length of service and approved merit through the influence of the Subadar Major. The want of knapsacks altho' unprovided with other means of conveying their necessaries not withstanding that a deduction of Rupees 2 had been a considerable time ago made for new knapsacks. Deception on leaving Muttra, as to their destination, for the purpose of concealing the true one being no other than that unhealthy country on which no Indian power had ever succeeded in making an impression. And lastly the violation of the ordinary Roster of duty which required that the 16th Regiment should as the Corps longest at the station be the first to leave it. I have only in conclusion to observe with regard to a communication from the above named Havildar Assan Sing to Lieutenant and Adjutant Stock of the 61st Regiment regarding a Mutiny at the Tank that it now appears to have had reference to that which took place on the night of the 28th and was made to him on the morning of the 29th but that no importancehaving been attached to it, it was not conveyed to me until the 30th that it is the day before the refusal to March was openly declared and then only incidentally. This consideration and Major General Dalzell's address to the Service Brigade on the morning of the 28th having evinced his acquintance, with discontents of the manifestation of which I had no previous knowledge concurred in leading me to suppose either that the reported meeting was of insignificant nature or that every particular connected with it had been already known to the General.

Q. Is it from your own personal observation of the conduct of the Troops at the station that you have formed your own opinion of the causes of the late mutiny?

Ans. My impressions are the results of reflection on the tank of reports and general observation which were strengthened us doubt by my own personal observation so far as it is extended and I may add my individual Experience of the difficulty of procuring carriage.The Court was adjourned at 4 O'clock till Monday morning at 1/2 past 9 O'clock.

5. Evidence of European Officer No.5 Brigade Major Pagson,
pp. 285-304.

Barrackpore 29th November 1824

Pagson - when the Court asked him :

Q. Will you now state to the Court as nearly as you can possibly recollect the nature of the communication made by Major General Dalzell thro' you to the men of the 3 service Corps ?

Ans. The General's address was on the subject of the Quarter Master General's letter of the 23rd October stating that it was not to be expected that government should provide cattle, that the men were very well paid and could provide it themselves, that he had appropriated Bells of Arms and the Artillery shed to recieve the men's baggage but that was an indulgence which they had no right to expect but that as those buildings were at his disposal he allowed them to use of them he also pledged himself that it was not the intention of government to send them on board ship. that the Magistrate had been applied to for this purpose, and that the men must carry what they could in their Knapsacks, this I believe was on the 28th October.

Q. Have you any reason to suppose that this address of the Major General had any effect on the minds of the men ?

Ans. Yes, I think it tended to irritate and dissatisfy them. Having been asked by the Court Pagson told that he visited the Gun shed allocated by Major General Dalzell for the storage of the sepoys' luggage and observed that " the damp would have destroyed anything lodged there and the men complained that it would."

Pagson was called again in the Court on 30 November 1824. When asked by the Court about the causes of the discontent, Pagson mentioned that long before the mutiny there existed a conflict between the Subadar Major and the Havildar Major who were the Muslim, and other sepoys who were both Brahmin and Rajpoot and the Muslims. The Muslim Subadar Major was efficient but very obnoxious in expression - he used abusive language. Pagson in many time reprimanded him for his obscene expression towards other sepoys. At Barrackpore Cantonment the hut of Sewdeal Tewaree, a Brahmin was situated in front of the hut of the Muslim Subadar Major. Long before mutiny there occurred frequently religious meetings at the Sewdeals hut and the Subadar Major have been particularly obnoxious for his abusive language. The Hindoo friends of Sewdeal Tewaree, on passing his house "perhaps took opportunity of throwing fire wrapped in rag or cotton in his thatch."

The most important aspect of Pagson evidence is the revelation of Colonel Cartwright's torturous treatment in his day to day regimental interaction with the sepoys of the 47th. Pagson said to the Court "Lieutenant Colonel Cartwright was not popular. He had not the art of gaining esteem but seemed to have an unhappy pitiful disposition. On parade he managed ill got angry and harassed the men by continually doing the same thing and that incorrectly and by keeping the Corps out unusually long in hot weather, he extended zeal and emulation. I have not the slightest doubt that if Major Heathcote had commanded, the mutiny would never have happened and another source of dissatisfaction was all the

old officers being removed and none being present who could be supposed to be acquainted with the men and their little grievances, hopes and complaints. The men thus finding themselves deprived of their old officers and having little or no confidence in their juvenile successors naturally felt disheartened, this added to various other subjects of complaints led them on gradually to a state of mutiny." It has been said that passing over men whose length of Service entitled them to promotion has another cause of discontent. Promotion had been suppressed but the cases which have fallen within my own observation happened before Colonel Cartwright joined and were redressed by him a man of the *Khoormee* and another of the *Bhoj* tribe had been passed over for alleged lowness of Castes but on my representation to the Colonel that the Castes were respectable and that Brahmins and Rajpoots had no objection to eat out of their untensils he immediately piomoted them.

It now remains for me to state what passed under my observation in connection with late mutiny, the proximate cause of which was the utter impossibility of procuring carriage which at an inclement of the year subjected the men to the necessity of leaving part of their cooking utensils and their quilts at Barrackpore and of sleeping on wet ground exposed to the evils incidental to the climate. Knowing too that the country was reported impassable a conviction of which occasioned the march of the 26th Regiment to be postponed. The late 47th was then next fixed on as the leading Corps and altho' the cause of it, namely to give time for its company to join Midnapore, was explained in order it was unreasonably urged as I heard, as a source of complaint commanding officer were at the interval using their utmost exertions by writing to the Magistrate, and sending out their private funds to procure Bullocks but with little or no success. Lieutenant Colonel Cartwright, I understand to quell the rising discontent, sent out 3000 Rupees from his own private funds to purchase Bullocks which would have become a source of discontent to other Corps whose Commanding Officers were not capable of making the same advance had not Government supplied each Regiment a sum adequate to purchase carriage. Had carriage thus been provided at first the Regiments would, I have no doubt moved off without a murmur, but they were on the contrary informed that they had no right to expect carriage, that they were well paid and could afford to purchase it, and that they must carry what they could and leave behind what they could not carry. This notice was the subject of an address from the General round on a letter from the Quarter Master General of the army dated 23 October and was apparently very ill received. The Troops became very sullen. The order was explained to them on the Parade with allusions to their discontented state, which though known had never been officially reported to exist so that there did not appear any necessity for exprotiating(Sic) on an evil in embrio and that in rather an unsoothing strain. To say the least the speech tended more to irritate than allay the unhappy feeling which from that day became more apparent and undisguised, sometime however previous to this in the earliest stage of the discontent, reports reached me from the Pay Havildars of my former company and from officers of

the Regiments of the growing discontent. I accordingly communicated it both to the Major General commanding and privately by letter to the Adjutant General stating that it was a subject that required looking to and some days after this, hearing from an officer at a party of the mutinous disposition of the Corps immediately withdrawing went to the General's quarters and communicated it to them, and obtained his permission to proceed to Calcutta in order to mention it to Head Quarters. But on considering more maturely and adverting to no official information having been received and to my having already made a private communication on the subject to Captain Nicol to whom it was consequently known, and feeling a repugnance to spread a report founded on oral information degrading to the Corps to which I belonged I thought it best to abandon my intention and as the General concurred with me in the propriety of the measures, I did not go to Calcutta for the purpose of communicating it.

After this reports were frequently made to me by the Pay Havildars of my former company respecting the state of the Corps as I have before related; he also said that the mutiny originated in the 2nd Grenadier Company which had refused to march. The night before the mutiny, I examined all the Native Officers and pay Havildars of the Regiments and the results was transmitted in the original to Colonel Nicols.

On the morning of the 1st November I went on the Parade with Major General Dalzell for the purpose of endeavouring by his presence to revive a feeling among the men which might induce them to march. It being however before day break we went on the parade of the 62nd which was drawn up in line. We proceeded to the centre of the Corps and after halting a short time returned and went on the parade of the 47th part of which 180 men (or 180 file) were drawn up in open column right in front and the rest of the men were drawn up in line in rear of the Bells of Arms and Lieutenant Colonel Cartwright reported that they had pledged themselves to fire on the Column immediately it moved off and I think he added that they would shoot any person who entered the lines. The General observed that under such circumstances it would be rashness to order the men to march declaring however that he was not to be alarmed by their threats and instantly moving towards them dismounted from his horse and drawing his sword flourished it close to the mutineers a measure which certainly surprised among them. They immediately gave way but presented their Bayonets to oppose our advance while some were loading their Musquets and the greatest tumult prevailed Col. McInnes got hold of a man and seemed determined not to quit him. I remained on my horse close to the General, wishing to show myself to the men and called out and made signs to them but if heard I was not regarded, I thought the presence of an old officer of the Regiment might have had some effect; but the only difference they appeared to show was retiring from before me. The tumult seemed to increase. Knapsacks were kicked up in the air, and the mutineers continued threatening us with their Musquets and Bayonets when as a sudden their attention was directed to another object the whole set off to seize the columns which they took without resistance and conveyed down the

line and afterwards wheeling round in a broken disorderly manner came up to the lines and so did several others successively when an officer, I think Colonel Cartwright gave the word right face, and quick march to the rest and they went to the lines.The General was then joined by the European and native officers and we formed a group about opposite the third Bells of Arms the mutineers were a short distance tumultuously throwing up Knapsacks and I heard one man say he required 10 Rupees a month at this time the 26th was drawn up in close column left in front, and appeared steady and exemplary. I took occasion to walk my horse up to Captain Seymour, the officer commanding and asked if his Regiment might be depended upon, he replied that he had every reason to believe them well disposed and I returned to the General and informed him of it.

Q. Do you know that the Duties of the Presidency are severe and harrassing in the estimation of the Sepoys and in what manner are they so?

Ans. The duties both in Calcutta and at Barrackpore are numerous and severe, more so however in Fort Williams than in Calcutta but there also as well as Barrackpore, they are very severe from the paucity of men. On each Guard occasioning a constant recurrence of duty the severity of the duty in the Fort is best demonstrated by the number of men came up sick from Fort William since the commencement of July viz., 2 Subadars, 4 Jemadars, 17 Havildars, 22 Naicks, 9 Drummers, 941 sepoys and 6 Bheesties making of all 1001. Total inability to relieve the guards who had to perform duty constantly without any relief."

Pagson was in doubt about the meaning of the petition. He was present when the sepoys petition was presented to the C. in C.

পরিশিষ্ট ৫

EVIDENCE OF THE SEPOYS GIVEN BEFORE THE DISTRICT MAGISTRATES OF HOOGHLY AND NADIA AND READ BEFORE THE COURT OF ENQUIRY IN THE MUTINY AT BARRACKPORE, BL, OIOC, BC, Vol. F/4/930, 1827-28, pp. 379-459.

Evidence No. 1

Zilla Hooghly November the 3rd 1824. The Examination of Ram Dial Misr of Allahabad.

I belong to the Hon'ble Company's 47th Regiment Infantry. I have no leave of absence. Yesterday morning at 7 O'clock I heard in the lines that Artillery had arrived from Calcutta. We were all paraded in our lines and had been ready at our arms for two days before this - the Sepoys did this of their own order - all the native officers had left the lines and gone to the Bunglows of the European officers - all the Sepoys remained paraded, shortly after the Artillery had arrived when I was standing sentry over the Kota, the General came in the ground accompanied by several Officers and said, "You are all *Nimuk Harams* and you shall be blown from the Guns." They then went away - Immmediately after this, the Artillery began to fire. I heard 4 or 5 reports of firing and saw the balls flying, seeing this I threw down my musquet and other accoutrements and ran away. I intended to go to my native country. The reasons for the Regiments mutinying were 1st we were given to understand that the price of *attah* was six seers a Rupee, here we got 14 Seers. 2nd we understood, we could get no cattle to carry our things and this was explained to us by the Soobadar Major who said we were to sell all our unnecessary things and to carry our things and to carry what we wanted in our backs. 3rd ... the Soobadar Major and the Habildar Major told us that we were to be made Mussalman and forced to go on board of Ships to Rangoon, I have been in the Company's Service five years. I didn't know exactly, how long I have been in the service, I never yet heard of any Sepoy being forced on board a ship or being made a Mussalman contrary to his own inclination.

True copy Judge Advocate General.

Evidence No. 2

Zilla Hoogly November the Third 1824, the Examination of Gunga Sookul of Lucknow.

" I am a sepoy in the Hon'ble Company," 47th Regiment of Infantry. I have not any leave of absence - yesterday morning about 7 O'clock an Aid de Camp belonging to the Commander-in-Chief came to our lines where we had been paraded for the last two days, and under arms by our own accord and without our officers either native or European and said, our petition is an improper one and

will not be attended to and you will all be blown from the Guns - you are directed to put down your arms and your names will be struck out of the army" - saying this he rode away - on this the Regiment all cried out "*Duhaees* Commander-in-Chief, *Duhaee* Company, if you do not listen to our petition who is to do so" - at this time the Guns began to fire - on this when I had seen five or six men fall, I placed down my musquet and other things and ran away - the reason of the Mutiny was that we heard from the Soobadar Major that we were to go to Rangoon, that the Colonel had told him so. We on this wanted an increase of pay, and a mutiny had taken place when we were given to understand that we were not to go to Rangoon but to Chittagong, the Regiment did not believe this but said, "only two days ago we were ordered to go to Rangoon this story of our going to Chittagong must be false." The real cause of the Mutiny however has arisen from dissentions in the Corps owing to the Soobadar Major's placing his own relations, young men into the situation of Havildars and Naicks, while old sepoys are passed over. The Soobadar Major has been acting in this way for the last ten years. The Havildar Major is the Nephew of the Soobadar Major. His name is Lal Khan. Lal Khan was promoted to be a Naik after four years service. He was two years as a Naik and then promoted to be Havildar Major - he has only been in the service six years - His brother Mohummed Khan only been in the Service five years and he was a Naik - the Soobadar Major whose name is Duleel Khan, and the Havildar Major have been lately constantly in the habit of abusing the Hindus in the Corps and telling them when they get to Rangoon, that they will make them eat Cow's flesh and turn Mussalman. The Colonel of our Regiment has great dependence on whatever the Soobadar Major tells him, therefore we did not complain to him - But Lieutenant Colonel Stuart of the 68th Regiment and Captain Firth are acquainted with all our grievances. The day before yesterday when we were ordered to March, we all considered that this Havildar Major has been annoying us for the last five or six years and always abusing us & we therefore intended to give him a good beating. We could not find him and understand that the Colonel had sent him over to Serampore for fear of his being killed. In this way a commotion arose amongst the Sepoys - Moreover the Havildar Major has cut each sepoy 2 Rupees for a knapsack whereas the proper price is only 12 annas. If the Soobadar Major and Havildar Major are turned out of the Corps, the whole Corps are ready to go wherever they may be ordered - all the Soobadars and Native Officers in the Regiment are acquainted with these circumstances & can prove them to be true. They know that no one gets his right in the Regiment that the Subadar major & Havildar Major do whatever they like and promote whoever they choose. The other sepoys belonging to other Regiments who have mutinied have done it for an increase of wages - 12 Sepoys have joined us from the Pool Regiment with the Colors - they have been kept by us to take care of the Colors and five Companies of the 62nd Regiment. I belong to the 62nd Company of which Lal Khan is Subador Major-The old Sepoys who have been passed over and not promoted first Counselled this disturbances& urged on the young men. Taken before me Sd/ D.C.Smyth, Magistrate True Copy Sd/- J Bryant, Judge Advocate General.

Evidence No. 3

Zilla Hooghly Nov. 3rd 1824

The Examination of Sewah Sokool of Lucknow. I am a sepoy in the honourable Company's 47th for Gre./Regiment of Infantry. I have no leave of absence. The Subadar Major told us, we were all to go to Rangoon and that we were to buy, bullocks and keep servants for them after that the examination of Gunga Sookool being fully explained to him he stated it was correct and this time the cause of the mutiny was the conduct of the Subadar Major and his people. (Taken before me Sd/ D.C.Smyth, Magistrate, True Copy, SD/- J Bryant, Judge Adv. General)

Evidence No. 4

Appx. 10. Zilla Hooghly November 3rd 1824.

The examination of Ameer Khan of Oudh. I am a sepoy in the 47th Regiment. I have no leave of absence. The Subadar Major and Havildar Major told the Hindoos, that they should eat Hog's flesh - the Subadar Major also promotes his own people unfair and keeps back the old sepoys. That is the cause of the mutiny all the Subadar and Native officers in the Regiment knew this. If these men had been brought to the Court Martial this Mutiny would never have taken place. I have been seven years in this service.(Taken before me, Sd/ D C Smyth,Magistrate, True Copy Sd. J. Bryant, Judge Advocate General.)

Evidence No. 5

Appx. 10. Zilla Hooghly, November 3rd 1824.

The examination of Ram Sing of Rae Barelly. I am a sepoy in the 47th Regiment Native Infantry. I have no leave of absence - the Subadar Major told us, we should be made Christians and that we were not better than women - the Colonel had great confidence in the Subadar Major and always did what he told him - I have been in the Service four years there were great dissentions in the Corps about promotions, and when the Havildar Major's brother was promoted after only four years' service several of the old sepoys cried very much and beat their breasts. The Corps was also dissatisfied at hearing things were so dear in the country to which they were going. (Taken before me, Sd/ D.C.Smyth, DM Hooghly)

True copy Sd /- J.Bryant, Judge Advocate General.

Evidence No. 6

Transmitted by the Magistrate of Krishnanagar, Nadia.

Translation from the Persian Deposition of Sepoys who deserted from the 47th Regiment Native Infantry - 4th November 1824 Sheikh Kurrum Ollah - states as follows :- It is now three days since I left Achanuk we belong to the 47th Infantry.

Q. What was the cause of your running away ?

Ans. There was mutiny in the Corps many Sepoys were killed and the remainder fled and are on the road to our own country.

Q. Were you with the Corps at the time of Mutiny ?

Ans. I was but did not fire.

Q. Had you at that time Powder and Ball ?

Ans. We had forty rounds of Ball Cartridges.

Q. To what Battalions did the Sepoys belong ?

Ans. The Sepoys were from three Battalions, first my Battalion - Second the 62nd, third the 26th Regiment.

Q. Were all of these concerned in the Mutiny ?

Ans. Those men who have mutined joined us, and some men of the 26th and 62nd Battalions remained with the Captain Sahib. After this He (the Desponent), started as follows - We were ordered on board ships and we stated that we received what was usual for Volunteers we would go but if not we would go by Land wherever we were ordered.

Q. Who is the Sarder of the Sepoys ?

Ans. If there had been a Sarder would this affair have happened ? The Sepoys did this of their own accord. The Soobadar desired them to obey the Orders of the Captain but not one did obey.

Q. How long did the Sepoys think of flying ?

Ans. We thought of it 10 or 15 days before the Mutiny. He (the Desponent) afterwards said, "the Sahib had ordered us to Rangoon at which we were dissatisfied and petitioned for an increase of pay - I am an invalid and we fifteen are going together.

Evidence No. 7

4th November 1824 Krishnanagar Nadia.Ramdeen Tewaree states as follows - It is now three days since I left Achnuk. I am in the 47th Regiment.

Q. What is the cause of your flight ?

Ans. There was Mutiny in the Corps, many sepoys were killed and we 15 fled. The cause was this : at first the Captain Sahib ordered the Sepoys of our Corps to go on board ship, we were dissatisfied and the Sepoys of the 26th and 62nd Battalions pledged themselves by the water of the Ganges that if we should be in danger they would assist us. Nay, the Grenadier Companies of both these Corps said, "Where the Captain Sahib orders ye to march, no one will move and if any one does move we will shoot him." Now the Grenadiers did not move when the Colonel ordered them, and we who behind them could not move unless they did. The Captain said "Will ye never agree to go board ship - then lay down your arms". We did not lay down our arms. After this the Lord Sahib sent to say that if the Sepoys would not lay down their arms they would be fired on. After this two Guns were fired loaded with blank Cartridges from Taree Chund Garden under the idea that the Sepoys from fear of that would give up their arms, but the Sepoys did not give up their arms but loaded their musquets after this the Sepoys were fired on, some were wounded some killed, some fled but we sepoys of the 47th Regiment did not fire we fled and took the road to our own country. The Grenadiers of the 26th battalians fired, but the men with the Artillery were at a

distance and I cannot say whether or not the Balls reached them.

Q. Sepoys of the Brahmin and Chuttree Caste have never been forced on board ships - What therefore is your real story ?

Ans. Dulleel Khan Soobadar Major of the 1st Grenadiers and Lall Chund Havildar Major of our Corps promised the Colonel Sahib that they would put the Corps, that is 47th Battalion, on board ship - the Colonel Sahib accordingly reported this to the Lord Sahib - finally we would not agree to go on board, and this mutiny took place.

Q. What did Lal Chund and Dulleel Khan then do ?

Ans. When the Corps mutinied the Soobadars and Havildars and Lal Chund and Dulleel Khan went to Serampore. They, when the mutiny commenced, that is when the European Regiments arrived, and the Guns fired, went to Serampore.

Q. If on this occasion the Sepoys had not been ordered on board ship but to Chittagong what would have been the consequence ?

Ans. We agree to go anywhere we are ordered by land but this was not done - We were ordered on board ships and therefore objected.

Q. These sepoys who were Brahmins and Chuttrees why did they not join and petition against going on board ship ?

Ans. In our Corps there are many Hindoos but few Mussalman whilst we were thinking of this the Guns fired. We had not time for such representation and this mutiny occurred. The Sepoys had also petitioned for an increase of pay but no one ordered an increase and the Sepoys would not agree to take 6 Rupees and go on board ship.Q. What became the Government Musquets ?

Ans. We left them on the Parade when the affair occurred and fled.

Evidence No. 8

Transmitted by the Magistrate of Nadia, Krishnanagar 4 November 1824. Jaypalger, a Gossien States as follows :-

"It is now three days since we left Achanuk we are sepoys in the 47th Regiment and I have been enlisted about 11 years."

Q. What was the cause of your flight ?

Ans. Colonel Cartwright told the Regiment that they were to go to Rangoon on board ship, we objected and the Colonel knew this after we took our knapsacks and stood and he explained to us that we were to go to Rangoon - after this the Colonel said, "Ye will go to Rangoon by land" afterwards our Battalians got ready and came to the parade but some men of each Company remained in the lines at this time the General and the Colonel were near the Quarter Guard and the General said to the men who had remained in their lines, "come along, your Corps is about to March". They fixed Bayonates and called out saying "We cannot live on the pay we got". The Sepoys who were in the lines leaped forward and seized the colour from Jemadar who was on the parade. The Colonel and other officer said "why do ye evince this mutinous spirit give back the Colors and whatever ye have to state now

state it". The Sepoys did not give back the Colors and replied, "We have served 20 years and have not obtained Rank. Lal Chund Havildar Major and Dulleel Khan Soobadar of our Regiment have ruined the Battalions they are connected with those men who have served only two or three years and got them promoted to the Rank of Naig and Havildar." the Colonel said "leave this subject and what to state do so". The Colonel was surrounded by the Sepoys who said, " take our musquets and discharge us we will go home and not on board ship and we will not become Mussalmans". The Colonel gave no orders but went to his Bunglow. During that day and night the Sepoys were prepared - about 11 O'clock at night 4 Companies of the 62[nd] mutinied and seized the colours and the Grenadiers of Pole Ka Pulton / 26[th], seized one of the Havildars from the Guard and joined our Battalions and the sepoys of the 62[nd] also joined ours - The Buglemen and the Drummers like wise remained with us and the Serjeant Major and Quarter Master Serjeant who during the night relieved the sentries at the Quarter Guard and pacified us saying "Why do you show this Mutinous disposition?" In the morning when the Rewell beat, our Drums also beat, and our Bugle sounded - all the Sepoys who went dressed came on the parade, and when the day had fully broke the European Regiment, the 26[th] and that portion of the 62[nd] who which had not joined ours, as also some of these who joined us appeared near the Garden of Tara Chund-after this the General and some Aides-de-Camp came to us on horseback-the Sepoys presented Arms, but the General did not return the salute - after this the General said to the Sepoys "You are with the service of the Government, you are faithless - you will be punished - you will immediately go to Hell." The General further said, "Whatever the Commander in Chief had ordered will be done but say whatever is in your mind." In consequence of this two sepoys left parade and went to the General. The General said, "Ye have not done well ye are unworthy of Service, give up your arms immediately." On hearing this no sepoy laid down his arms, the General made signs from where he was standing to the Artillery, and went to the Commander-in -Chief's Bunglow. The desponent afterwards said - the General gallopped off to the Great General and from where the European Regiment was, two Guns loaded with blank Cartridges were fired and from the other side, where 5 guns were kept fired at us, by which some of the Sepoys who were on the parade were wounded, some were killed, many fled, and others crept into the lines. We leaving our Musquets fled. Jugnath Tewaree, Soobadar remained in the Quarter Guard there were no other Sirdars with the Corps. I know not when they went.

Q. Did any of the Sepoys fire?

Ans. We did not fire - Had we delayed a moment we should have gone to Hell. After we had flown, I heard that the Europeans and the Sepoys had fought, and that the Sepoys had fired - when questioned, he said the first affair took place on the 24[th] October (1824) of the present year and the order to march was on the 2[nd] November, present year,

Q. Was there any mutiny on the 24[th] October?

Ans. No, what occurred I have stated above.

On being questioned he stated as follows:- on Saturday last the Colonel paraded the sepoys and the Soobadar on the parade said, "Ye are not to go to Rangoon."

Q. Was there no mention of going on board ship?

Ans. The General did not order us to go on board, he spoke of our going to Rangoon, but it is impossible to go there except in a Ship, we understood that we should go on board ship.

Q. Are you acquainted with the country to the East in which war is now carrying?

Ans. Yes.

Q. Did you consider the Enemy's army most powerful?

Ans. Yes, we know they are so or why send so many troops to that country on that account we have however, no fears - if the masters of the Corps had ordered we of course would have gone.

Evidence No. 9

4th November 1824, Witness Subal Sing 47th Sepoy, 3 month Service said in his evidence that - Sepoys of 47th, 62nd and 26th formed a separate party in the parade - all joined in the Mutiny - both H.M. Sepoys did object to go by ship - the European Regiment fired from the back.

Q. Did all the sepoys object to go on board the ship and Mutiny in consequence?

Ans. Yes. All the Sepoys did object to go on board ship and mutinied in consequence.

Evidence No. 10

Bowanee Sing 47th corroborated that the Muslim Sepoys also objected to go on board ship.
4th November 1824, Roshun Khan 2 years in 47th:-
Did you object to go by ship - No, I am a Mussalman and never objected to go on board ship - I saw this and fled.
He did not go the place where the rebel sepoys had assembled. He was concealed behind the Kote.

Q. If you are not with the Sepoys, why did you run?

Ans. The Europeans killed all who were there. I therefore ran.

Evidence No. 11

Appx. 11 sent by D.M., Nadia.

4th November 1824 - Mohammad Ali, 47th enlisted only 20 days. Answering a question he said that the old sepoys said, " any man who runs we will shoot him. Nevertheless I once fled into the Bazar but they seized me and brought me back - afterwards when the Guns began to fire I fled."

Evidence No. 13

Appx. 11 transmitted by the DM Nadia from Krishnanagar

4th November 1824 Sew Churn Lalla. He fled from the Line a day before the

mutiny took place and concealed in the Orderly Bazar. The following day when the mutiny took place and the other sepoys began to flee he joined them and was seized at Krishnanagar. He said before the mutiny the Colonel told the sepoys they were to go to Rangoon on which the Sepoys said, "If our pay is increased we can go." He had been in the Orderly Bazar for three days.

Evidence No. 14

Appx 11 Transmitted by DM Nadia 4 November 1824.

Khoshall Khan states as follows:- It is three days since I left Achanuk I have been 11 years in the Service and belong to the 47th Regiment. I was formerly in the 24th Regiment and now in the 47th.

Q. What is the cause of your running away?

Ans. I belong to the Ist Grenadier Company of the 47th Regiment. Dulleel Khan is our Soobadar. The Colonel said in the Ist November " Ye are to march to go to Rangoon" We replied that 6 Rupees a month was not sufficient and that without our Pay was increased we could not go to Rangoon by sea (and there was no other way of going) but that we could go anywhere by land. In consequence of this the Colonel represented to the Lord Sahib that we had disobeyed order and the General himself came and ordered that we should be destroyed by Cannon. In short on the Ist November according to order we paraded, On the 2nd the European Regiments came and fired on us; some men were wounded, some killed and we leaving our Musquets and other things fled. We did not fire nor Mutiny against our officers, neither did we disobey orders, some agreed to go on board ship. Some objected and some agreed to go if their pay was increased and I with other Mohammedan were willing to embark but we could not act and without the consent of the other sepoys - On being questioned he stated that when the mutiny took place there were no Sardar present. The Colonel sent for the Soobadar, Jemadar and other Sardar and kept them where the mutiny took place. 4 Companies of the 62nd and one company with 26th Regiment joined ours. All the sepoys of the 47th Regiment were together there were one thousand men in our corps and the five companies before mentioned joined us in addition. On being questioned he stated that the Colonel had ordered them to go to Rangoon and not to any other country. He added I was seized here today and the Chokedar who brought me to this Court took from me 15 Rupees. I know not the name of the Chokedar when he took the Rupees from me no one saw him.He took me first to his house and there took the money. This is the truth, again he stated on further question. The Chokedar took 15 Rupees from the money I had when he took me to his house, there were two Chokedars more with him.

Evidence No. 15

Appx 11 Transmitted by the DM Krishnanagar, Nadia.
4th November 1824, Baboo Khan states as follows:-
It is about a year since I enlisted in the 47th Regiment at Achanuk and I was attached to the 3rd Company. The Colonel Sahib said that the sepoys were to go on board ship but did not explain where they were to go but I heard from others we

were to go to Ramoo. Those sepoys who were Hindoos objected to go on board ship and told the Mohammedan sepoys that if they went to the Colonel they would kill them consequently we did not go but endeavoured to please them. On the 2nd of November the Colonel first ordered the sepoys to march and as they objected, the General ordered the Europeans and the sepoys of the 26th, 62nd and *Murrium Ka Pultan* (Marine Battalion) to fire on us which they accordingly did and killed some. I, in hope of saving my life fled, and having arrived today was seized by a ***Burkandaze***.

Q. Did you fire?

Ans. I did not. I remained asleep in my own house and seeing that the Balls were flying on both sides I fled.

Q. Who is your Sardar?

Ans. Lall Tewaree Soobadar.

Q. Was he present at the time of the Mutiny?

Ans. He was at that time at the Colonel Bunglow. On being questioned he stated while I was at the *Attah* Shop - the Chokedar seized us, on being further questioned he said I am a Grenadier. I am in the 47th Regiment.
Sd/ T Macan, Capt 16th Lancer, Persian Interpretor.
True Copy Sd/ S Bryant Judge Advocate General,
5th November 1824.
Bowal Tewary states that I am not a sepoy or in the service of the Government but my brother Goberdun Tewaree is a sepoy in the 47th Regiment at Barrackpore. I was going to him when a *Peada* apparently a sepoy seized me at this place(Krishnanagar) and took me to the *Cotwal* who sent me here. My brother has been shot.

Evidence No. 16

Appx 11 Ram Tewaree Transmitted by DM, Nadia, Krishnanagar.

Meharban Sing - I have been one year a sepoy in the Grenadier Company of the new Regiment which has not yet been named. One day I forgot this date, the Colonel told us we were to go on board ship to Rangoon. We replied that we would go anywhere we were ordered if we got food but that it was with utmost difficulty we could support ourselves on 6 Rs 13 as which we received. The General did not approve of our petition but ordered up Guns, made us drawn up and the guns to fire on us.Many of the sepoys were killed and many throwing down the Government property escaped. I was seized by a Bengally. I neither mutinied not fired. On being questioned he stated that the name of his corps was Kullch.(62nd)

Evidence No. 17

Appx 11 Ram Tewaree Transmitted by DM, Nadia, Krishnanagar.

Ram Tewaree states "I have been for two year as sepoy in the 5th Company 47th Regiments . The Day (I forget the date) the Colonel told us we were to go to Rangoon on board ship to which we replied that we only received 6 Rs. 13 as. a month which would not be sufficient to support to go on board ship but would

go by land where ever we were ordered. The Colonel did not approve of this and the following morning European Corps and Guns arrived. We were made to parade whilst the Guns and Europeans were drawn out in the rear. After this an Aide de Camp of the General came and said, "What do ye want," "We replied 'Justice' and said, we will not go on board ship this is our only desire and we want nothing further". On hearing this the officer said, "Now your Corps will go to Hell." Having said this he galloped off. Finally the Guns began to fire on us and we, to save our lives threw down our arms and accoutrements and fled. Today I was seized by a Bengallee. I did not mutiny or fire."

Evidence No. 18

Appx 11 Gunga Miser transmitted by DM Nadia 4th Nov., 1824.

I am a sepoy in the 8th Company 47th Regiment enlisted in 1818.

Q. Why did you desert from your Corps at Barrackpore ?

Ans. I and three other sepoys with a "Naig were in the Bazar Guard about 9 O'clock in the morning a European corps came and began to fire on the 26th, 47th and 62nd on seeing this I according to the order of the Naig fled and was going to my country where a Brahmin gave information to the *thana* of Ranna Ghat and a *Burkundaz* seized Seetal Sing, Bhoop Sing and myself and the *Daroga* sent us here. I know nothing further and am ignorant of the cause of the European Regiments having come and fired on us.

Evidence No. 19

Appx 11Transmitted by the DM Nadia from Krishnanagar 4th November 1824.

Chundee Deen Dewallee states : I have been about 5 years a sepoy in the left Grenadier Company 62 Regiments. It is about 4 months since I arrived at Barrackpore and about 15 days since the Colonel said that my Corps, the 26th and 47th Regiments were to go on board ship to Ramoo. The Hindoo sepoys objected to go on board ship and the Colonel ordered the Guns to fire on them, some were killed and the remainder fled. I also fled and was seized by Kishuree a *Burkendaze* at Meheshpur. Madoop and Bhoop Sing sepoys and myself, were confined 4 days in the *Thanna*, and the *Burkendaze* took 16 rupees from Bhoop and 4 from Madoop and I after this we were taken to the *Thanna* of Dowlutgunge from where the *Daroga* sent us here.

Q. Did the sepoys of the 3 Corps fire ?

Ans. No.

Q. Does any one know, you gave the Rupees to the *Burkendaze* ?

Ans. Yes, a Chokedar, whose name I don't know, was present at this time

Evidence No. 20

Appx 11Transmitted by the DM, Nadia from Krishnanagar 4th November 1824.

Madoop states : I have been a sepoy nearly 25 years in the 62nd. It is about a month since I came from Berhampore to Barrackpore and about 17 days since the Colonel told my Corps and the 47th and 26th that we were to go to Ramoo on

board ship and ordered us to parade. On hearing this all sepoys of the three Corps objected. On the following morning Guns were fired on us. Some men were killed and I fled and was seized, together with Chundee Deen and Omeid Sing sepoys and taken to the *Thanna* at Meheshpur v here I saw that Bhoop, a sepoy was confined. After this the *Burkendaze* said that if we would give him money, he would put us in the service of a *Zemindar*. On this Chundee Doobee and I gave him 14 rupees. Bhoop Sing 13 rupees and Omeid 10 rupees. The *Burkendaze* released Omeid and after 4 days had passed, a *Burkandaze* came from the *Thana* Dowlutgunge and took us three there and the *Daroga* sent us here.

Q. Did any of the sepoy after three Battalions fire ?

Ans. No.

Evidence No. 21

Appx 11, Transmitted by the DM Nadia.

4th November 1824, Bhoop Sing states : I have been two years a sepoy in the Bankipore Provincial Battalion and having been transferred to the 47th Regiment, I joined at Barrackpore about 4 days ago. The Colonel ordered my Regiment and the 26th and 62nd to Ramoo on board ship. The men objected to go on board, and the following morning Guns were fired on us, some sepoys were killed and I fled and was going to my own country, when I was seized at the *Thanna* of Meheshpur Kishan Sing, a *Burkendaze*, I was confined by him 5 days and he took 13 Rupees for me. After this a *Burkendaze* came from the *Thana* of Dowlutgunge and took me and Chundee and a sepoy whose name I don't know to the *Thanna* from whence we were sent here by the *Daroga*.

Q. Were you seized the same day as Chundee Deen ?

Ans. I was just seized and the day after the other three sepoys were seized by Kissen Sing, a *Burkendaze*, took 10 Rupees from Omeid Sing, a sepoy and let him go and from another sepoy, whose name I don't know, he took 14 Rupees a *Chokedar* who was in the *Thana* said this.

Evidence No. 22

Appx. 11 Transmitted by the DM Nadia, Krishnanagar.

4th November 1824 Nakal Sing states : I have been a year and 4 months in the 26th Regiment when the sepoy of the 47th Mutinied on the 1st November and that they were fired on. I who was young sepoy in another Corps threw away my arms and accoutrements and fled alone but falling sick on the road, I was seized by *Chokedar* near a *Thana* I never mutinied or fired. A *Chokedar* in the Orderly Bazar took from me a Gallop, one Onga and 2 Rupees.

Evidence No. 23

Appx. 11 Transmitted by the DM Nadia, Krishnanagar.

Dhokul states, I am a sepoy in the second Company 62nd Regiment I have been 4 years in the Service.

Q. What is the cause of your Deserting ?

Ans. There was a mutiny in the 47th Guns were fired on them and I from fear fled

and was going to my own country when I was seized at the Village Muttaree by a *Burkendaze*. I never discharged my musquet.

Q. Where have you been there some days past ?

Ans. I was in the Jungles. I some time begged for my food. I was near no one. I lived on Charity as a *Bairagee* in village to the Eastward, the names of which I know not.

Evidence No. 24

Appx. II Transmitted by the DM Nadia, Krishnanagar.

Chandee Sing states : I have been a sepoy 5 years. I am in the 2nd Company 62nd Regiment.

Q. What is the cause of your deserting ?

Ans. The Colonel ordered us to march to Ramoo but as we only got Rs. 1 a month, and as that was not sufficient to support us if we marched to that country, we stated that we could go provided our pay was increased. In consequence of this a European Corps came and fired on us, and I fled and was going to my own country when I and Dhokul sepoy were seized by a *Burkandaze* at Muttaree.

Q. Where have you been for some days past ?

Ans. I remained concealed in the Jungles and begged but when I went to the village of Muttaree I and other sepoy were seized and sent here.

Capt.
Signed T. Macan, 16th
Lancer, Persian Interpreter.

True Copy
J. Bryant,
Judge Advocate General.

আকর তথ্য ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ক। আকর তথ্য (পান্ডুলিপি)

BRITISH LIBRARY: ORIENTAL & INDIA OFFICE COLLECTION, AND THE PUBLIC RECORD OFFICE, UNITED KINGDOM

1. Abstract of the General Orders & Regulations in force for EIC's Army of Bengal Establishment, OIOC, L/MIL/17/2/433.
2. Army Regulations India, Vol. II, on Discipline Pt. I & II, Calcutta, Military Dept. 1887, OIOC, L/MIL/17/5/547.
3. Board's Collection, Bengal Separate Military Collection No. 26139 and 26140, Mutiny at Barrackpore,OIOC, Vol. F/4/930, 1827-28
4. Board's Collection, Mutiny at Rungpore (Assam), OIOC, Vol. F/4/941, 18227-28, Collection No. 26412.
5. Board's Collection, Mutiny at Rungpore (Assam), Bengal Separate Military Collection, No. Vol. F/4/941 (II), 1827-28, Collection No. 26498.
6. Board's Collection, Bengal Separate Military Collection No. 30318, OIOC, Vol. F/4/ 1149, 1827-28, Mutiny at Rungpore (Assam).
7. Board's Collection, OIOC, Government House at Barrackpore, Vol. F/4/ 260, 1806-07, Collection No. 5690.
8. Board, Collection, Madras Council on Native Troops, Memorandum by T. Cake, OIOC, Vol. F/4/201, 1807-08.
9. Board's Collection, Carriage Cattle for European Troops, OIOC, Vol. F/4/ 208, 1806, Collection No. 4634.
10. Board's Collection, Java Prize Money (Delay in payment), OIOC, Vol. F/4/ 638, 1820, Collection No. 17652.
11. Board's Collection, Disaffection of the 2nd Battalion of the 18th Madras Native Infantry stationed partly at Bangalore and partly at Nandidurg, OIOC.Vol. F/4/195, 1806-07, Collection No. 4423.
12. Board's Collection, Mutiny of the Madras Native Infantry Regiment at Guntur, Sept-Oct., 1797, OIOC, Vol. F/4/52.
13. Board's Collection, Regulation for securing the property of the Native Soldiers and establishment who may die while employed on Foreign Service, OIOC, Vol. F/4/622, 1820-21, Collection No. 15621.
14. Board's Collection, Detachment of Native Army to proceed to Sea etc., OIOC, Vol. F/4/173, 1804-05, Collection No. 3034.
15. Disaffection in the Native Army: A Minute by Thomas Munro, OIOC, Vol. L/MIL/17/2/501, 1822.
16. Field Service Manual, Animal Transport, OIOC, Vol. L/MIL/17/5/758, 1935.
17. General Orders of the Commander in Chief, 1824-26, OIOC, Vol. L/MIL/ 17/2/273-75.

18. Minutes of the Lt. Governor of Bengal on the Mutinies as they affect the Lower Provinces of Bengal by Frederick James Halliday, Calcutta, John Grey, Bengal Harkarrah Press, 1858, OIOC, L/MIL/17/2/503.
19. Notes on the Mutiny Act, OIOC, L/MIL/5/386, 1823, Collection No. 97.
20. Proceedings of the representative Committee elected by the Officers of the Establishments of Bengal, Madras and Bombay to the Military service of the East India Company, London, 1794, OIOC, Vol. L/MIL/17/2/462.
21. Regulations in Barracks and Hospitals, OIOC, L/MIL/17/5/673-6.
22. Expedition to Egypt, 1801-2, PRO, WOI, Vol. 345, 358.

খ। নির্বাচিত তথ্যসূচি (আকর তথ্য মুদ্রিত)

ARMY & NAVY SECTION, INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH, UNIVERSITY OF LONDON

1. Alley, W. and Fairley, J. , The *Monocled Mutineer*, 1978.
2. Badenach, Walter, (Captain Bengal Army) *Inquiry into the State of the Indian Army*, Nandan 1826.
3. Beckett, IFW, 'A Serious Emeute: The Singapore Mutiny of February 1915', *Journal of the Society of Army Historical Research*, Vol. 12, 1934, p.191; *JSAHR*, Vol. 30, 1952, p. 142.
4. Beachey, R.W., 'Macdonald's, Expedition and the Uganda Mutiny', Journal *Historical Journal*, Vol. 10, 1967, pp. 237-54.
5. Beckett,IFW, *The Army and the Curragh Incident, 1914*, London 1985.
6. Beckett, IFW, 'Mutiny' in *War in Peace*, no. 47 (Orbis part-work) pp. 943.
7. Bryant, C. D. , *Khaki-Collar* Crime, 1979, pp. 104-107, 163-168.
8. Lammers, C. J. , 'Strikes and Mutinies', *Administrative Science Quarterly*, Vol. 14, 1969, pp. 558-72.
9. Dupin, Charles, *Views of the History and Actual State of the Military Force of Great Britain* (Translated from French with notes by an officer in two volumes) London 1822.
10. Dempsey, G.C., 'Mutiny at Malta', *JSAHR*, Vol. 67, 1989, pp. 16-27.
11. Elkins, W.F.,'A Source of Black Nationalism in the Caribbean: The Revolt of the British West Indies Regiment at Toranto, 1918', *Science and Society* (Spring 1970), pp. 99-103.
12. Englander, D., and Osborne, J., 'The Armed Forces and the Working Class', *Historical Journal*, Vol.5, No. 21, 1978, pp. 593-622.
13. Fergusson, J., *The Curragh Incident*, London 1964.
14. General Notes on the Mutinies: *JSAHR*, Vol. 66, 1988, p. 243.
15. Greany, J.M., 'The Uganda Mutiny', 1964, *British Army Review*, Vol. 24, 1966, pp. 53-60.
16. Horn, P., 'The Mutiny of the Oxfordshire Militia in 1795', *Cake and Cockhorse*, Vol.7, No.8, 1979, pp. 232-41.
17 James, L., *Mutiny British Armed Forces*, 1797-1956.
18. Killick, A., *Mutiny, Calais 1918*, 1976.
19. Lamb, D., *Mutinies 1917-20*, London 1978.

20. Lammers, C. J., 'Strikes and Mutinies', Administrative Science Quarterly . Vol.14, 1969, pp. 558-72.
21. McArthur, John, *Principle and Practice of Naval & Military Court Martial with an Appendic*, 4th Edition, 2 Vols, London 1813.
22. Morill, J. S., 'Mutiny and Discontent in English Provincial Armies, 1645 *Past and Present*, Vol. 56, 1972, pp. 49-74.
23. Morton, D., 'Kicking and Complaining: Demobilisation Riots in the Canadian Expeditionary Force, 1918-19'. *Canadian Historical Review*, Vol.V., No.61, 1980, pp. 334-360.
24. Naythornwaite, P. J., 'Madras Native Infantry, Notes & Documents (Vellore Mutiny), *Journal of the Society of Army Historical Research* Vol. 61, 1983, pp.192-4.
25. Notes & Documents on the minor mutinies in the north and South India before 1824, *Journal of the Society of Army Historical Research*, Vol. 12, 1934, p. 191; *JSAHR*, Vol.27, 1949, p.172; *JSAHR*, Vol. 67, 1989, pp. 16-27.
26. Parker, G., 'Mutiny and Discontent in the Spanish Army of Flanders, 1572 1607; in Parker, G., *Spain and the Netherlands*, 1559-1659. London 1979, pp. 106-121.
27. Prebble, J., *Mutiny* (Highland units in British Army), 1743-1804 London 1975.
28. Pedronici, G., *Les Mutineries de 1917*, Paris.
29. Pedrocini, G., and Dureselle, J.B., *Purnell's History of the First World War*, Vol. V., No.13 and Vol. VI, No.4.
30. Rothstein, A., *The Soldiers' Strikes of 1919*, London 1980.
31. Ryan, A. P., *Mutiny at the Curragh*, London 1956.
32. Rose, E., 'The Anatomy of Mutiny', *Armed Forces and Society*, Vol. VIII No. 4, 1982, pp. 561-74.
33. Spector, R., 'The Royal Indian Navy Strike of 1946'. *Armed Forces and Society*, Vol.7, No.2, 1981, pp 271-287.
34. Summerskill, M., *China on Western Front*, 1982, pp. 144-159.
35. Stewart, ATQ., *The Ulstar Crisis*, 1967.
36. The Admirability, *Mutiny in the Royal Navy*, 1691-1937, 2 Vols, London, 1933 and 1955.
37. T E Dempster, 'The Barrackpore Mutiny of 1824', *Journal of the Society oj Army Historical Research*, Vol. 54, No. 217, 1976, pp. 3-13.
38. War Office, *Manual of the Military Law*, HMSO, London 1899
39. War Office, *Manual of the Military Law*, HMSO, London 1907.
40. Watt, RM, *Dare Call it Treason*, London 1963.
41. Williams, J., *Mutiny*, 1917, London 1962.
42. Wild J. V., *The Uganda Mutiny*, 1897, London 1954.
43. Wildman, A.K., *The End of the Russian Imperial Army*, 1980.
44. Wintrighan, T., *Mutiny*, London 1936.

গ। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY : NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA : BRITISH LIBRARY : OXFORD, CAMBRIDGE, LONDON AND EDINBURGH UNIVERSITY LIBRARIES :

1. Alavi, S., *Sepoy and the Company, 1770-1830*, OUP, Delhi 1995.
2. Ahmed, Sir Syed, *The Causes of the Indian Revolt*, Benaras 1873.
3. Army Head quarters (India), *Frontier and Overseas Expeditions from India*, 6 Vols. Government Press, Calcutta 1911.
4. Auber, P., *Rise and Progress of the British Power in India*, London 1837.
5. Babington, A., *The Devil to Pay: The Mutiny of the Connaught Rangers*, India, July 1920, London 1991.
6. Barat, A., *The Bengal Native Infantry, Its Organisation and Discipline*, 1796-1852, Calcutta 1962.

6A. Bentinck, (Lord William Cavendish) *Memorial Addressed to Hon'ble Court of Directors, EIC etc. on the Mutiny at Vellore, 1806, February 1909*, London 1810.

7. Bhullar, P., *The Sikh Mutiny*, Delhi 1987.
8. Bhargava, M L., *Saga of 1857*, 1992.
9. Buckler, (FW) *Political Theory of Indian Mutiny*, London 1922.
10. Broome, A., *History of the Rise and Progress of the Bengal Army*, London 1850.
11. Barrow, (Sir Edmond George) *The Sepoy Officers' Manual*, Calcutta 1908.
12. Bence-Jones, Mark, *Palace of the Raj*, London 1973.
13. Cadell, P., *History of the Bombay Army*, London 1938.
14. Cardew, A., *The White Mutiny*, London 1929.
15. Cardew, FGA., *A Sketch of the Services Bengal Native Army*, Calcutta 1903.
16. Carey, PBR., *The Sepoy Conspiracy of 1815 in Java*, University of Leyden, 1977.
17. Chakravarti, S., *The Raj Syndrome: A Study in Imperial Perceptions*, Pen. Books, India, 1991.
18. Chand, Tara, *History of the Freedom Movement in India*, Vols. 4 Govt. of India Publications, 1967.
19. Chaudhuri N C., *Clive of India*, London 1975.
20. Chattopadhyay, H., *The Sepoy Mutiny*, 1957.
21. Chinnian, P C., *The Vellore Mutiny* 1806, Madras 1982.
22. Curzon, GN, *The British Government in India. The Story of the Viceroy and Government Houses*, London 1925.
23. Datta, K K , *Anti-British Plots and Movements before 1857*, Meerut 1970.
24. Doveton, F.W. Captain, *Reminiscenes of the Burmese War 1824-26*, London 1854.
25. Dastur, J., *Medinal Plants of India & Pakistan*, ICAR, Delhi.
26. Feiling, K., *Warren Hastings*, London Reprint 1966.
27. Fortescue, J W., *History of the British Army*, 13 Vols, London 1916-1930.

28. Gubbins, M. R., *An Account of the Mutinies in Oudh*, London 1858.
29. Gupta, Maya, *Lord William Bentinck in Madras*, Delhi 1995
30. Harfield, A., *British and Indian Armies in the East Indies 1685-1935*.
31. ——, *British and Indian Armies on the China Coast*, 1785-1985, London 1990.
32. Heathcote, T. A. *The Indian Army*, 1822-1922, London 1974.
33. Hibbert, C., *The Great Mutiny India 1857*, London 1978.
34. Havelock (Henry) *Memoirs of Three Campaigns of Sir Archibald Campbell*, Serampore, 1828.
35. Hill, S. C., *Bengal in 1756-57*, London 1905.
36. Hunter, W. W., *The Indian Mussalmans*, London 1871.
37. Hutchinson, L., *Conspiracy in Meerut*, London 1935.
38. Howitt, W., *A Popular History of the Treatment of the Natives*, London, 1838.
39. Hastings , W., *The Present State of the East Indies*, London 1786.
40. ——, *Narratives of the Insurrection which Happened in the zamindary of Benares in the month of August 1781 and of the Governor General in that district, with an appendix of Authentic Papers, Affidavits*, Calcutta 1853.
41. Imperial Gazetteer of India, *The Indian Empire*, Vol. IV, Oxford, 1909.
42. Jackson, D., *India's Army*, London 1942.
43. Jacob, J., *Tracts on the Native Army of India; Its Organisation and Discipline*, London 1942.
44. ——, *The Views and Opinions of Brigadier General John Jacob*, London 1858.
45. James, L., *Mutiny in the British and Commonwealth Forces, 1757-1956*, London 1987.
46. Jain, S.K., *Medicinal Plants*, National Book Trust, Delhi 1968.
47. Kaye, J. W., *History of the Sepoy War in India*, London 1870-76.
48. Kineaid, C. A., *The Tale of the Tulsi Plant and other Studies*, New Delhi 1982.
49. Kolff, D N A., *Naukar, Rajput and Sepoy*, Cambridge 1990.
50. Lawrence, H., *Military and Political, on the Indian Army and Oudh*, London 1859.
51 Lawrence, W.R., *The India We Served*, London 1928.
52. Leeky, E., *Fictions connected with the Indian Outbreak of 1857 Exposed*, Bombay 1859.
53. MacMunn, G., *The Armies of India*, London 1932.
54. *The Martial Races of India*, London 1932.
55. Majumdar, R.C., *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, Calcutta 1974.
56. Majumdar, R.C., *History of the Freedom Movement in India*, Calcutta 1986 Vol. I.
57. Malcon, J., *Political History of India*, London 1826.
58. Malleson, G. B., *History of the Indian Mutiny*, London 1878-80.
59. Mason, P., *A Matter of Honour: An Account of the Indian Army its Officers and Men*, London 1974.

60. Marshall, P. J., *Bengal: the British Bridgehead of Eastern India, 1740-1828 :The New Cambridge History of India*, Cambridge 1987.
61. Maude, F. G., *Memories of the Mutiny*, London 1894.
62. Merewether, JWB., and Smith, F., *The Indian Corps in France*, London 1917.
63. Metcalfe, C.T., *Two Native narratives of the Mutiny in Delhi*, London 1890.
64. Mill, J. and Wilson, HH, *The History of the British in India from 1784 to 1835*, London 10 Vols., 1858.
65. Moir, M., *A General Guide to the India Office Records*, London, BL. 1988.
66. Mukherjee, R., *Awadh in Revolt, 1857-58 etc.*, New Delhi 1984.
67. Nevill, H. R., *Benares: A Gazetteer*, Allahabad, Govt Press, 1909.
68. ——, *Bareilly*, A *Gazetteer*, Allahabad, Govt Press, 1911
69. Nilsson, Sten, *European Architecture in India* 1750-1850, London 1968.
70. O'Malley, I.S.S., *Bengal District Gazetteer, 24 Parganas*, Calcutta 1914.
71. Palmer, J A B., *The Mutiny Outbreak at Meerut*, Cambridge 1966.
72. Pemble, J., *The Raj, The Indian Mutiny and the Kingdom of Oudh*, 1801-1859, Sussex, Hassocks, 1977.
73. Philips.C. H., (ed) *The Correspondence of Lord William Cavendish Bentinck*, London 1977, 2 Vols.
74. Phythian-Adams EG., *The Madras Soldiers*, Nilgiris: Wellington, 1958.
75. Retired Officer, *The Mutiny in the Bengal Army*, London 1857.
76. Rice Holmes, T., *A History of the Indian Mutiny*, London 1898.
77. Ray, Kanaipada, (ed), *Barrackpore Sekal O Ekal*, Kolkata 2002.
78 Saxena, S. N., *Role of the Indian Army in the First World War*, Delhi 1987.
79. Sen., S. N., *Eighteen Fifty Seven*, Delhi (Govt. of India), 1957.
80. Stein, B., *Thomas Munro*, Delhi, OUP, 1989.
81. Stokes, Eric, *The Peasant Armed : The Indian Revolt of 1857*, OUP, Oxford, 1986.
82. Strachey, H., *Narratives of the Mutiny of the Officers of the Army in Bengal in 1766*, T. Beckett, London 1773
83. Strachan, H., *Wellington's Legacy: The Reforms of the British Army*, 1830-34, Manchester 1854.
84. Tarakratna, Panchanan, *Vishnupuranam*, by *Krishna Dwaipayan Vedvyasa*, Calcutta B.S. 1331, AD 1924.
85. Wilcocks, J., *With the Indian Corps in France*, London 1920.
86. Williams, J., *A Historical Account of the Rise and Progress of the Bengal Infantry, from its formation in 1757 to 1796*, London John Murray 1817.
87. Wilson, H. H., *Narratives of the Burmese War 1824-26*, Calcutta 1853.
88. ——, *The Vishnu Purana*, Delhi 1980.

ঘ। নির্বাচিত তথ্যসূচি (সহায়ক প্রবন্ধ)

1. Bandyopadhyay, P., 'The Role of the Indian Sepoys in the British Imperial Wars outside India 1762-1801: Apportionment of the cost between the East India Company and the Imperial Government', *PIHC*, Calcutta 1990, pp. 706-13.

2 ——— 'The Water of the Ganges and the Tulsi Leaves: Symbol of Sepoy Solidarity against Expedition to Burma 1824-26: Anatomy of the Sepoy Mutiny of Barrackpore 1824', *PIHC*, Calcutta 1995, pp. 889-900.
3. ——— 'Expansion of the trade in, and expulsion of the French from Egypt and the Red Sea areas: English East India Company's Sepoy Expedition from India to Egypt 101-02', *PIHC*, University of Madras 1996, pp. 831-45.
4. ——— 'Protection of the East India Company's Maritime trade in the Eastern Seas: Indian Sepoy Expedition from Calcutta, Bombay and Madras to Mauritius and Java, 1810-1812', MSS Paper presented to the Indian History Congress, Punjabi University of Patiala, 1998.
5. ——— 'Tulsi Pata O Gangar Jol: 1824 sale Barrackpurer Pratham Sipahi Bidroher Sapath; *NANDAN*, *Sarad* BS 1401 (1994 AD), pp. 146-52.
6. ——— 'Hunger, Disease and Mortality: The Costly Game of the Kingly War: Indian Sepoy Expedition to Burma 1824-26', MSS Paper presented to the Indian History Congress, Calcutta University 2001.
7. Bereton, (J.M.), 'Mutiny at Vellore', *Blackwood's Magazine*, (Edinburgh), Vol. 320, No. 1932, 1976, pp. 335-52.
8. Stanley, A., 'Gillespie of Vellore', *Army Quarterly*, July 1931 London, pp. 337-44.

ঙ। নির্বাচিত তথ্যসূচি (সমকালীন পত্র পত্রিকা)

1. *Bengal Chronicles* (Calcutta) 1825
2. *Bengal Hurkurah* (Calcutta) 8 November 1824, OIOC Microfilm
3. *Blackwood's Magazine* (Edinburgh) 1976.
4. *The Glasgow Herald* (Glasgow) November 1925
5. *The Englishman* (Calcutta) 30 May 1857.
6. *Civil and Military Gazette*(Lahore), May 28 1842.
7. *Mariners' Mirror* (London),1935

নির্দেশিকা